Reg. No. C. 134

২৮ বর্ষ

# বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

ভাদ্র, ১৩২৭—সেপ্টেম্বর, ১৯২০।

## সূচী


| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | বৈষ্ণব-স্মৃতি | শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এ | ১২৯ |
| ২। | তপস্বী | শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস বি-এ | ১৩০ |
| ৩। | ক্ষণমান (কবিতা) | শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ [illegible] | ১৩৬ |
| ৪। | জীবন-তরী (উপন্যাস) | শ্রীমতী চারুশীলা [illegible] | ১৩৬ |
| ৫। | গানের স্বরলিপি | শ্রীমতী [illegible] সেন গুপ্ত | ১৫৮ |
| ৬। | নীরার শিক্ষা (উপন্যাস) | শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া সরস্বতী | ১৫১ |
| ৭। | লোকমান্য তিলক-মহারাজ | শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ | ১৫৪ |
| ৮। | উমাবিলাস (সমালোচনা) | শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত, এম-এ, পি, এইচ-ডি | ১৫৬ |
| ৯। | বিরহাশ্রু (কবিতা) | শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন | ১৫৭ |
| ১০। | নিবেদন (কবিতা) | শ্রীমতী নলীবালা দেবী | ১৫৮ |
| ১১। | শান্তিনিকেতনে (কবিতা) | শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল | ১৫৯ |
| ১২। | সাময়িক সংবাদ | | ১৬১ |


অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵০ অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০

[illegible] মূল্য [illegible] আনা। মাত্র

# ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

## বাজারে জিনিসের মত নয়।

বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড মূল্য ২০৲ ও ২৪৲ টাকা।

২ সেট রিড মূল্য ৩০৲, ৪০৲, ৪৫৲, ৫০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

ফোল্ডিং অরগেন—মূল্য ৩৬৲, ৪৫৲, ৭০৲, ৭৫৲, ও ৯০৲ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫৲, ১০৲, ১৫৲, ও ২৫৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এস্রাজ—মূল্য ১২৲, ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্স,

[illegible]

সাহিত্য-জগৎ যাহা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই তাহাই প্রদান

# বসুমতীর পঞ্চবিংশ বর্ষের বিশ্বমোহন উপহার !

বিস্ময়ের বিজলী-চমকে স্তম্ভিত হইবেন না, বিরাট—বিচিত্র—বিশ্ববিভ্রম—সর্বজন-আগ্রহ-প্রশমন—সর্বজন-চিত্তরঞ্জন—অভাবনীয়—অতুলনীয়—চিরস্মরণীয় উপহার !

উপহার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বসুমতীর বার্ষিকমূল্য ৩৲ দিয়া গ্রাহক হইতেই হইবে।

১ম উপহারে—বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

উপন্যাস-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট—বঙ্কিম-চন্দ্রের শূন্য-সিংহাসনের অবিসম্বাদী অধিকারী—

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

## চরিত্রহীন

যাহা প্রকাশিত হইয়াই একদিনে সাহিত্য-সাম্রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে—বিশ্ব-উপন্যাসের শীর্ষস্থান সগর্ব্বে—সদম্ভে অধিকার করিয়াছে। সেই মনস্তত্ত্বের হিমালয়—পুলকের মনুমেণ্ট—উপন্যাসের অমর স্বমণি—সাহিত্যের অতুল্য অমূল্যনিধি—উপন্যাস প্রেমিকের বক্ষের সই চরিত্রহীন !

কোটিমুদ্রাঙ্কিত-নিষ্পঙ্ক এই চতুর্থভাগ

## শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

কি কি নবপ্রকাশিত উপন্যাসরাজিতে সমৃদ্ধ :—

১। চরিত্রহীন, ২। ছবি, ৩। বিলাসী আর পাইবেন কি ? সেই বিশ্বজয়ী ফরাসী ঔপন্যাসিক মহাকবি ভিক্টর হিউগো প্রণীত

৪। লা মিজারেবল

এই সাহিত্য-জগত-গৌরব উপন্যাস-চতুষ্টয় বসুমতীর গ্রাহক হইলে ১২৲ টাকায় পাইবেন

২য় উপহারে—পবিত্রোজ্জ্বল উপন্যাসরাজি।

বাঙ্গালার মিল্টন—বিশ্ববিশ্রুত-নাম, সর্বজন-প্রিয় অন্ধ ঔপন্যাসিক— প্রতিভাশালী স্বদেশ-প্রাণ সুলেখক, পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব-রবি

যদুনাথ ভট্টাচার্য্যের

## যদুনাথ গ্রন্থাবলী

১। সোণার সংসার ২৲, ২। কালাপাহাড় ২৲, ৩। সুশীলা ১৲, ৪। সরলা ১৷৷০, ৫। সতীনারী ১৷৷০, ৬। নন্দলাল ৷৷০, ৭। প্রবোধচন্দ্র ৷৷০, ৮। নীলমণি দারোগা ৷৷০, ৯। অন্নপূর্ণা ৷৷০, ১০। কপর্দ্দক ১৲, ১১। পাঁচুঠাকুর ১৲।

এই ১২৲ টাকা মূল্যের উপন্যাস রত্নহার বসুমতী গ্রাহক হইলে মাত্র ৫৲ আনায় পাইবেন

৩য় উপহার—পুরাণ বিতরণ !

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য-সম্পাদক বিদ্যাবিনোদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কুরেশচন্দ্র সমাজপতি অনুবাদিত

## কল্কিপুরাণ

কলিযুগে কলি-কলুষনাশন শ্রীকল্কিদেব অবতীর্ণ হইয়া কি ভাবে ব্রহ্মাচার প্রচলিত করিবেন, দেখিয়া চরিতার্থ হউন—রাজস্থান অনুবাদক কীর্ত্তিমান যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

## নারদীয় পুরাণ

যে পুরাণের অধ্যায়ে অধ্যায়ে সর্ব্বজ্ঞানময় শ্রীহরি কথামৃত লহরে লহরে উচ্ছ্বসিত—তরঙ্গায়িত ! মহা ত্রিমূর্ত্তিকে সন্তর্পিত রাখিয়াছে—সেই নারদীয় পুরাণ। বসুমতীর গ্রাহক হইলে এই পুরাণত্রয় মাত্র ৸৹ আনা।

৪র্থ উপহার—রাজনৈতিক উপহার।

রাজনীতি-শাস্ত্র বিশারদ—সর্বজন-প্রিয় সাহিত্য-মহারথি—সুরেশ সমাজপতি—বসুমতী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ প্রণীত সচিত্র

## কংগ্রেস

সমগ্র ভারতে যে সাধনা প্রভাবে শাসন-সংস্কার বিধিবদ্ধ—স্বায়ত্তশাসন সম্ভাবিত হইয়াছে—সেই কংগ্রেসের ইতিহাস, ভাষাময়ী উদ্দীপনা-পূর্ণ বক্তৃতামালা, দেশহিতৈষীর প্রাণ—নেতৃ-বৃন্দের সভাপতির অভিভাষণ, কংগ্রেসের রিপোর্টিং—

আর পাইবেন—ভারতের সংস্কার, যে সমস্যায়—তুর্ক প্রহেলিকায় আজ মুসলেম্ সমাজ চঞ্চল—তথা সমগ্র ভারতবর্ষ বিক্ষুব্ধ—কোন কোন মুসলমান ধর্ম্মচ্যুতির আশঙ্কায় শঙ্কান্বিত—মহাত্মাগণ যাহার জন্য ভারত-ত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছেন—

সেই বিশ্বাতঙ্ক

## খেলাফৎ-সমস্যা

এই জাতীয় মহাগ্রন্থ বসুমতীর গ্রাহক হইলে ৷৷০ আনায় পাইবেন।

সমগ্র উপহার বার্ষিক মূল্য ৩৲ ছয় টাকা !

গ্রাহক হোন উপহার নিন।

বহুদিনের বিখ্যাত গল্প-লেখিকা

## শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবীর নূতন গল্পের বই—

১। অদৃষ্টলিপি। ইহাতে অদৃষ্ট-লিপি নামে ছোটখাটো উপন্যাস এবং আর কয়েকটি ছোট গল্প আছে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সুন্দর নিপুণ চিত্রাবলী। মূল্য ।৷০। ২। কুলরানী। অনেকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি নানাভাবের, নানা রসের, বিচিত্র চিত্রের। মূল্য ।৷০। ৩। শতদল। ভগবদ্-বিষয়ক একশত কবিতা, তত্ত্ববোধিনী ও পরিচারিকায় প্রশংসিত। মূল্য ।৷০। ৪। কাহিনী বা ক্ষুদ্রগল্প—গল্পের পুস্তক। ৫। অশোকা—কবিতা-পুস্তক। ৬। হাসি ও অন্য কবিতা-পুস্তক। প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিসিং হাউস্ ও মেডিকাল লাইব্রেরী, যথাক্রমে ২২ নং ও ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

## BHARAT DHARMA MAHAMANDAL

### The All-India Hindu-Socio-Religious Association.

*General President* H. H. the Maharaja of Darbhanga, *G. C. I. E.*

Fees for General Members—Rs. 2 a year.

Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Benevolent Fund; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English),—a High Class Monthly *free*; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications, at three-fourth price. PROSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE. The General Secretary Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Cantt.

## অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

মহীশূর অধ্যাপক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক-সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত ও অতিশয় অভিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C. I. E. মহোদয় বলেন,

"শ্রীযুক্তবাবু মধুসূদন মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। বৈদ্যকে ইনি প্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের ছাত্র। ইঁহার চিকিৎসায় বেশ যশ আছে। ইনি বাঙ্গালায় কবিরাজী-সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্রবিদ্যাভূষণ এম্. এ, মহোদয় বলেন,

"পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যতীর্থ কবিভিষগ্বর মহাশয় আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আমার নিজ ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিলে, আমি অত্যন্ত সুখী হইব।"

কবিরাজ শ্রীমধুসূদন মজুমদার, কাব্যতীর্থ, কবিভিষগ্বর,

১৮ [illegible], কলিকাতা।

# মণ্ডল ফ্লুট।

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু-প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অক্টেভ ৩ ষ্টপ ৩৫৲, ঐ সূক্ষ্ম কাজ করা ৪০৲ টাকা। ঐ ফুট পেটে বীড্ ৩ ষ্টপ ৮০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং—৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

## শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত।

দেখ আন্দু—১৷৷০ (উপন্যাস।)

নমিতা—২৲ (উপন্যাস।)

আড়াই চাল—১৷৷০ (উপন্যাস ও ছোটগল্প-সমষ্টি)

মিষ্টি সরবৎ—১৷৷০ (উপন্যাস।)

২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের নিকট প্রাপ্তব্য।

জন্ম অপরাধী—১৷৷০ (উপন্যাস।

মঙ্গল মঠ (যন্ত্রস্থ) (উপন্যাস।

কর্ণওয়ালিশ বিল্ডিংস, কলিকাতা—

কর, মজুমদার এণ্ড কোংর নিকট প্রাপ্তব্য।

# আমাদের জীবন-দশা।

অর্থাৎ

আমাদের অধঃপতনের মূল-কারণ, ইন্দ্রিয়-সংযম না করিবার পরিণাম, বসবাসের অবস্থা, অসঙ্গত ভোজন-পদ্ধতি, মনঃ-সংযমের উপকারিতা এবং আমাদের এই দুরবস্থা কবে অপনীত হইবে ইত্যাদির বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরণ করা হয়।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

# লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—

১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস্ লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ১৯৫।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, পার্শমিটার, ঔষধকোপ, মরিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তারী ঔষধপত্র বিক্রেতা ও চিকিৎসার সময় সম্বন্ধে

—৭ ১—

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 685. September, 1920.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

| | | |
|---|---|---|
| ৫৮ বর্ষ। ৬৮৫ সংখ্যা। | ভাদ্র, ১৩২৭ । সেপ্টেম্বর, ১৯২০। | ১২শ কল্প। ১ম ভাগ। |


## শৈশব-স্মৃতি—

( ভৈরবী—কাওয়ালি )

১। শৈশব খেলা কত
নদীকূলে অবিরত
আজি ধীর সমীরণে
পড়িছে মনে!
প্রথম প্রভাতে উঠে
শিশির-ছিটানো মাঠে
যাইতাম্ ছুটে ছুটে,
পড়িছে মনে!

২। তরু ফুলে ফুলে
যাইত বুলে' বুলে',
বিহঙ্গ দুলে দুলে
গাহিত সে গান্;
তটিনী তান তুলে
বয়ে' যেত কল্লোলে,
রহিতাম্ বসি কূলে,
পড়িছে মনে!

৩। কুড়ায়ে বকুল
গাঁথিতাম্ মালা,
আনন্দে আকুল
সাজাতেম্ ডালা;
রাখাল ছেলের দলে
বসিয়া তরুতলে
কত গান গাহিতাম,
পড়িছে মনে!

৪। কখনো বা রাখালের
শুনিতাম্ বাঁশরী—
খেলাধূলা প্রভাতের
সকলি পাসরি'
জড়া'য়ে গলে গলে
কত গানে—কত ছলে
গৃহ-পানে ফিরিতাম্,
পড়িছে মনে!

৫। সে প্রভাত আর কভু
আসে না জীবনে,—
সে আনন্দ হারালাম্
কে জানে কোন্ ক্ষণে।
কোথা সে হাসি গান,
কোথা সে খোলা প্রাণ,
সুখ-দিন অবসান,
পড়িছে মনে!

৬। আজিকে আবার
গাহিতে চাই গান,
ভগ্ন এ বীণায়
তুলিতে চাই তান!
সে সুর উঠিবে কি?
সে ভুল ছুটিবে কি?
তবু সাধিব প্রাণপণে
করেছি মনে॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

---

# জপজী!

২৭

সো দর কেহা সো ঘর কেহা যিত বহ সর্ব্ব সমালে।
বাজে নাদ অনেক অসংখ্য কেতে বাবণ হারে॥
কেতে রাগ পরিনিউ কহিয়ন, কেতে গাবণ হারে।
গাবহি তু-ধন পৌণ পাণী বৈসংতর গাবৈ রাজা ধরম-দুয়ারে॥
গাবহি চিত-গুপতি লিখ জানহি লিখ লিখ ধর্ম্ম-বিচারে।
গাবহি ঈশ্বর বরমা দেবী সোহন সদা সবারে॥
গাবহি ইন্দ্র ইন্দ্রাপন বৈ দেবতা আদর নালে।
গাবহি সিদ্ধ সমাধি অন্দর গাবন সাধ বিচারে॥
গাবন যতী সতী সংতোষী গাবহি বির করারে।
গাবন পংডিত পড়ন ঋষীশর যুগ যুগ বেদা নালে॥
গাবহি মোহনীআ মনমোহন সুরগা মছ-পরালে।
গাবন রতন উপারে তেরে অঠসঠ তীরথ-নালে॥
গাবহি যোধ মহাবল সুরা গাবহি খানি চারে।
গাবহি খণ্ড মংডল বরভংড কর কর রখে ধারে॥
সেই তুধনো গাবহি যো তুধ ভাবন রতে তেরে ভগত রসালে॥
হোর কেতে গাবন সে মৈ চিত ন আবন নানক ক্যা বিচারে॥
সোই সোই সদা সচ সাহিব সাচা সাচী নাই।
হৈ ভি হোসী যাইন যাসি রচনা যিন রচাই॥
রংগী রংগী ভাতি কর কর যিনসি মায়া যিন উপাই।
কর কর বেখে কিতা আপনা যিবতি সদা বড়য়াই॥
যো ভিস ভাবৈ সোই করসি হুকুম ন করনা যাই।
সো পাতসাহ সাহা পাতি সাহিবু নানক রহনা রজাই॥

অর্থঃ—হে প্রভো! তোমার সে দরবার কিরূপ, তোমার গৃহ কিরূপ, যেখানে বসিয়া

তুমি সকলকে রক্ষা করিতেছ! কত অসংখ্য মাঙ্গলিক বাদ্য তোমার দ্বারে বাজিতেছে, কত প্রেমিক ও ভক্ত তোমার বাদ্যকর হইয়াছেন! কত রাগ-রাগিণীরূপ পত্নীগণ তোমার স্তুতিগান করিতেছে, কত কত ভক্ত তোমার গান করিতেছেন! বায়ু, জল, অগ্নি তোমার গুণগান করিতেছে; ধর্মরাজ তোমার দ্বারে স্তুতিগান করিতেছেন। চিত্রগুপ্ত তোমার গুণগান করিতেছেন, এবং তোমার গুণ পুনঃ পুনঃ লিখিয়া ধর্মের বিচার করিতেছেন। হে প্রভো! মহাদেব, ব্রহ্মা ও মহাশক্তি নিরন্তর তোমার গুণগান করিয়া শোভিত হইয়াছেন। ইন্দ্র ইন্দ্রাসনে বসিয়া দেবতাগণের সঙ্গে তোমারই স্তুতিগান করিতেছেন। সিদ্ধগণ সমাধি-অবস্থাতে তোমারই গুণগান করেন, সাধকগণ তোমারই প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। যতী সন্ন্যাসিগণ এবং সত্যবাদী ও সন্তোষী সাধকগণ ও কঠিন বীরগণ তোমারই গুণগান করিয়া থাকেন। পণ্ডিত ও ঋষিগণ যুগে যুগে বেদ-হস্তে তোমারই মহিমা গান করেন। মোহিনী অপ্সরাগণ স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতালে তোমারই স্তুতিগান করেন। তোমার সৃষ্ট রত্ন-সকল এবং আটষট্টী তীর্থ তোমারই মহিমা গান করে। সুরবীর মহাবল যোদ্ধৃগণ এবং অণ্ডজ, জেবজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারিপ্রকার জীবগণ তোমারই গুণগান করেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠজাতি গন্ধর্বগণ তোমার গুণ গান করিয়া তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখে।

হে প্রভু! সেই তোমার গান করিতে পারে, যে তোমার ভাবনায় রত এবং তোমার ভক্তিতে পরিপ্লুত। নানক বলিতেছেন, আরও যে কত কত গায়ক তোমার রহিয়াছেন, তাহার কি ইয়ত্তা করা যায়? তিনিই চিরন্তন সত্য প্রভু, তাঁহার নাম সত্য। তিনি আছেন, তিনি থাকিবেন; তিনি কোথাও যান নাই বা যাইবেন না; তিনি এই সংসারের রচনা করিয়াছেন। তিনি আপনার মায়া-দ্বারা কত প্রকার রঙ্গের কত কত বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন! তিনি আপনি সৃষ্টি করিয়া আপনিই দেখেন; আপনার মহিমা তিনি আপনিই জানেন। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করেন; তাঁহার প্রতি কেহ হুকুম চালাইতে পারে না। নানক বলিতেছেন, তিনি রাজার রাজা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। হে সাধক! তাঁহাকে প্রীতি কর॥

২৮

মুংদা সংতোখু সরমু পতু ঝোলি ধারনকি
করহি বিভূতি।
খিংথা কালু কুআরী কাইআ, যুগতি ডংডা
পরতীতি॥
আই পংথী সগল জমাতী, মনজীতে জগজীতু।
আদেসু তিসে আদেসু, আদি অনীল অনাদি
অনাহতি যুগু যুগু একো বেসু॥

অর্থ :—তিনিই যথার্থ যোগী, যিনি সন্তোষ এবং লজ্জার মুদ্রা কর্ণে পরিয়াছেন, যিনি প্রতিষ্ঠার ঝোলা ধারণ করিয়াছেন, এবং ধ্যানের বিভূতি মাখিয়াছেন; যিনি কালকে পরিয়াছেন, শরীরকে ব্রহ্মচারী করিয়াছেন, এবং যুক্তি ও বিশ্বাসের দণ্ড ধারণ করিয়াছেন। সেই যোগী ভক্তির পথ প্রাপ্ত হন, এবং দয়া প্রভৃতি গুণ-দ্বারা সকল জীবের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন, এবং মনকে জয় করা হেতু সমস্ত জগৎকে তিনি জয়

করেন। আমি সেই আদিপুরুষ ভগবান্‌কে বার বার বন্দনা করি। তিনি সকলের আদি, তিনি নির্ম্মল, তিনি অনাদি পুরুষ, তিনি নাশ-রহিত। যুগে যুগে তাঁহার একই বেশ।

২৯

তুগতি জাহু দয়া ভাণ্ডারন ঘটি ঘটি বাজহি নাদ।
আপি নাথু; নাথী সভ থাকি, ওধি সিধি অবরাসদ।
সংযোগ বিয়োগ হুহকার চলাবৈ হি লেখে আবহি ভাগ।
আদেশ তিসৈ আদেশ।
আদি অনীল অনাদি অনাহতি যুগ যুগ একো বেস।

অর্থ :—তিনিই যথার্থ যোগী, যিনি জ্ঞানকে ঝোলা করিয়াছেন, দয়াকে ভাণ্ডারী করিয়াছেন, এবং যাঁহার অন্তরে প্রতি পলে পলে ভগবানের নাম-গান হইতেছে। সেই ভগবান্ সকলের স্বামী। তিনি আপনার মায়ায় সকলকে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার ভক্তগণ শুদ্ধি, সিদ্ধি, সকল অবস্থার স্বাদ গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত। তিনি মানুষের কর্ম্মানুসারে সংযোগ ও বিয়োগ করাইতেছেন এবং যাঁহার যেরূপ প্রাক্তনকর্ম্ম সেইরূপ ফলভোগ করাইতেছেন। আমি সেই আদি পুরুষকে বন্দনা করি। তিনি সকলের আদি; তিনি নির্ম্মল, তিনি অনাদি পুরুষ, তিনি নাশ-রহিত; যুগে যুগে তাঁহার একই বেশ।

৩০

*একা মাই যুগতি বিয়াই তিন চেলে পরবানু।
একু সংসারী একু ভাংডারী ইকু লাএ দিবানু॥
বিব তিনু ভাবৈ তিবৈ চলাবৈ, বিব হোবৈ কুরবাণু।
উহ বৈ বৈ ওনা নদরি ন আবৈ বহুতা এহু বিডানু॥
আদেশু তিসে আদেশু।
আদি অনিল অনাদি অনাহতি যুগ যুগ একো বেসু॥

ব্রহ্ম-শক্তির সহিত মায়াশক্তি যুক্ত হইয়া তিনটী শ্রেষ্ঠ সন্তান প্রসব করিলেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মা সংসারী অর্থাৎ সৃষ্টি করিলেন; বিষ্ণু ভাণ্ডারী অর্থাৎ পালন করিতেছেন; এবং মহাদেব প্রলয় করিয়া দেন। তিনি যেমন ইচ্ছা করেন, জগৎকে সেইরূপ চালান; যেমন তাঁহার আদেশ, সেইরূপই হয়। তিনি দেখিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ দেখে না; ইহাই অতিশয় আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমি সেই আদিপুরুষকে বন্দনা করি। তিনি সকলের আদি, তিনি নির্ম্মল; তিনি অনাদি-পুরুষ; তিনি নাশ-রহিত; যুগে যুগে তাঁহার একই বেশ।

৩১

আসনু লোই লোই ভংডার।
যো কিছু পায়া একোবার॥
করি করি বৈ বৈ সিরজন হার।
নানক সচ্চেকি সাচিকার॥
আদেশু তিসু আদেশু।
আদি অনিল অনাদি অনাহতি যুগ যুগ একো বেসু॥

অর্থ :—সমস্ত জগৎ তাঁহার আসন; সমস্ত জগৎ তাঁহার ভাণ্ডার। যাহার যাহা প্রাপ্য একবার স্থির করিয়া দিয়াছেন। সেই সৃষ্টি-

* একামাই—যথা গীতা ১৪শ অ, ৩য় শ্লোক।

কর্ত্তা আপনার সৃষ্টি আপনিই দেখিতেছেন। নানক বলিতেছেন, সেই সত্যস্বরূপের সত্য ব্যাপার। আমি সেই আদি-পুরুষকে বন্দনা করি। তিনি সকলের আদি, তিনি নির্ম্মল, তিনি অনাদি-পুরুষ, তিনি নাশরহিত। যুগে যুগে তাঁহার একই বেশ।

৩২

ইকহু জিহো লখ হোহি লখ হোবহি লখ বিস।
লখু লখু গেড়া আখিয়হি একু নামু জগদীস।
এতু রাহি পতি পবড়িয়া চড়িয়ৈ হোয় একীস।
তনি নালী আকাশকী কীট আই রীস।
নানক নদরি পাইয়ে কুড়ী কুড়ৈ টীস।

অর্থ :—মানুষের এক জিহ্বা যদি লক্ষ হয়, আবার লক্ষ জিহ্বা যদি বিশ লক্ষ হয়, এবং সেই বিশ লক্ষ জিহ্বার দ্বারা যদি লক্ষ লক্ষ বার ভগবানের নাম লওয়া যায়, তাহা হইলেই অর্থাৎ সেই পথ ও সিঁড়ি-দ্বারা গমন করিলেই ভগবানের দর্শন-লাভ হইতে পারে। আকাশের পক্ষীকে উড়িতে দেখিয়া কীটেরও সেইরূপ উড়িতে ইচ্ছা হয়। নানক বলিতেছেন, ভগবানের কৃপাদৃষ্টি হইলেই সে অবস্থা-লাভ হইতে পারে; মিথ্যা বাক্য-বিন্যাসে কিছু হয় না।

৩৩

আখণি জোরু চুপৈ নহ জোরু।
জোরু ন মংগনি দেনি নহ জোরু॥
জোরু ন জীবণু মরণি ন জোরু।
জোরু ন রাজি মালি ধনি সোরু॥
জোরু ন সুরতি গিআনি বিচারি।
জোরু ন জুগতি ছুটৈ সংসারু॥
জিসু হাথি জোরু করি বেখৈ সোয়।
নানক উতম নীচু ন কোয়॥

অর্থ :—কথা বলিবার শক্তি বা মৌন হইবার শক্তি মানুষের নাই। প্রার্থনা করিবার বা দান করিবার শক্তিও তাহার নাই। মানুষের জীবিত থাকিবার বা মরিবার শক্তি নাই। রাজভোগের শক্তি মানুষের নাই, এবং সম্ভ্রম করিবার শক্তিও তাহার নাই। বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিচারের শক্তি মানুষের নাই। সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার, কোন প্রকার যুক্তি করিবার সামর্থ্যও মানুষের নাই। যে তাঁহার নিকট হাত জোড় করিতে পারে, সেই তাঁহাকে দেখিতে পায়। নানক বলিতেছেন, উত্তম বা নীচ বলিয়া কিছু নাই, কর্ম্মানুসারেই উচ্চ বা নীচ বলা হয়।

৩৪

রাতী কুতী থিতি বার, পবন পানী
অগনী পাতাল।
তিস বিচি ধরতী আপি রখি ধরমসাল॥
তিসু বিচি জীয় যুগতি কে রংগ॥
তিনকে নাম অনেক অনংত।
করমী করমী হোয় বিচার।
সচা আপি সচা দরবার॥
তিথৈ সোহনি পংচ পরবাণু।
নদরী করমি পবৈ নিসাণু॥
কচ পকাই উথৈ পাই।
নানক গইয়া জাপৈ যায়॥

অর্থ :—রাত্রি, ঋতু, তিথি, বার, পবন, জল, অগ্নি এবং পাতাল ভগবান্ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যস্থলে পৃথিবীকে ধর্ম্মশালার ন্যায় করিয়া রাখিয়াছেন। সেই পৃথিবীতে আবার ভগবান্ নিজশক্তিতে কত প্রকারের জীব-সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। সেই সকল জীবের নাম ও প্রকার অনন্ত। তিনি আপনিই জীবের

করিতেছেন। তিনি সত্য-স্বরূপ, তাঁহার সভা দরবার। তাঁহার দরবারে পঞ্চ অর্থাৎ সাধুগণ প্রতিষ্ঠিত ও শোভিত হইতেন। তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পতিত হইলে সাধক কৃতার্থ হইয়া যান। তাঁহার দরবারে যাঁচা সাধক পাকা হইয়া যান। নানক বলিতেছেন, তাঁহার নিকট যাইলে, কর্ম্ম কাটিয়া যায়।

৩৫

ধর্ম্ম-খণ্ডকা এহো ধর্ম্ম্।
জ্ঞান-খণ্ডকা আখহু কর্ম্ম্॥
কেতে পবন পানী বৈসংতর, কেতে
কান মহেশ।
কেতে বরমে ঘাড়তি ঘড়িঅহি রূপ
রংগকে বেশ॥
কেতিয়া কর্ম্ম ভূমি মের কেতে কেতে
ধূ উপদেশ।
কেতে ইন্দ চন্দ সূর কেতে, কেতে
মংডল দেশ॥
কেতে সিদ্ধ বুদ্ধ নাথ কেতে কেতে
দেবী বেশ।
কেতে দেব দানব, মুনি কেতে, কেতে
রতন সমুদেশ॥
কেতিয়া খানি কেতিয়া বাণী, কেতে
পাত নরিংদ।
কেতিয়া তরতি সেবক কেতে নানক
অন্ত ন অন্ত॥

অর্থ :—ধর্ম্মক্ষেত্ররূপ যে এই পৃথিবী, ইহাই ধর্ম্মাধর্ম্ম অর্জ্জনের স্থান। জ্ঞান-কাণ্ডের কথা এখন বলিবেন। ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে কত পবন, কত জল, কত অগ্নি, কত কানাই কত মহেশ, কত কত ব্রহ্মা কত কত রূপ রঙ্গ ও বেশের কত কত সৃষ্টি করিয়াছেন। কত কত কর্ম্মভূমি, কত কত মেরুপর্ব্বত, কত কত ধ্রুবতারা এবং কত কত আচার্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। কত ইন্দ্র, কত চন্দ্র, কত সূর্য্য, কত মণ্ডল, এবং কত দেশের সৃষ্টি হইয়াছে। কত সিদ্ধ, কত বুদ্ধ, কত নাথ যোগী, কত দেবী রহিয়াছেন। কতই দেবতা ও দানব, কতই মুনি, কতই রত্নসমূহ। কত জাতি, কত ভাষা, কত প্রজাপালক নরেন্দ্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কতই শ্রুতি, কতই সাধক! নানক বলিতেছেন, সেই অনন্তের কার্য্যের অন্ত নাই।

৩৬

জ্ঞান-খংড মহি জাহু প্রচংডু।
তিথে নাদ বিনোদ কোত অনংদু॥
সরম খংডকী বাণীরূপু।
তিথে খাড়তি ঘড়িউ কহতু অনুপু।
তাকিয়া গলী কথিয়া ন যাহিঁ।
যে কো কহৈ পিছু পছুতায়॥
তিথৈ ঘড়িউ সুরতি মতি মনি বুধি।
তিথৈ ঘড়িউ সুরা সিদ্ধাকি সুধি॥

অর্থ :—জ্ঞান-মার্গ-মধ্যে ভগবদ্-জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। এই পথে ওঁকার, নাদ, প্রেমভক্তি ও শ্রেষ্ঠ আনন্দ প্রদান করে। এই ব্রহ্মানন্দসুখ বাণীরূপে ভক্ত-হৃদয় হইতে বাহির হইয়া জগতের সুখদায়ক হয়। ভক্ত-হৃদয়ে ভগবৎ-প্রেমের হিল্লোল বহিতে থাকে। ভক্তহৃদয়ে যে ব্যাপার হয়, তাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না। যদি কেহ বলিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে পশ্চাৎ অনুতাপ করে। ভক্তহৃদয়ে শ্রুতিবাক্য নিয়ত বিরাজ করে এবং তাঁহার সমস্ত বুদ্ধি ভগবানে লীন হয়।

তিনি সুর ও সিদ্ধগণের ন্যায় ভূত-ভবিষ্যতের জ্ঞান লাভ করেন্।

কর্ম্ম-খণ্ডকী বাণী জোর।
তিথৈ হোর ন কোই হোর॥
তিথৈ-যোধ মহাবল সুর।
তিন মহি রামু রাহিয়া ভরপুর॥
তিথৈ সীতো সীতা মাহিমা মাহি।
তাকে রূপ ন কথনে যাহি॥
না ওহ মরহি ন ঠাগে যাহি।
জিনকৈ রামুবসৈ মনমাহি॥
তিথৈ ভক্ত বসৈহি লোয়।
করহি অনংদু সচা মনি সোই॥
সচি খণ্ড বসৈ নিরংকার।
করি করি বেখৈ নদরি নিহাল॥
তিথৈ খণ্ড মংডল বরভংড।
যে কো কথৈ ত অংত ন অংত॥
তিথৈ লোয় লোয় আকার।
জিব জিব হুকমু তিবৈ তিবকার॥
বেখৈ বিগসৈ করি বিচারু।
নানক কথনা করড়া সারু॥

অর্থঃ—এই কর্ম্মভূমিরূপ মনুষ্যলোকে যাঁহার প্রতি ভগবানের কৃপাদৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার বাণী অতিপ্রবল। সেখানে ভগবৎ-নাম ব্যতীত আর কিছুই নাই। তাঁহাকে ভক্তি-বৈরাগ্যরূপ যোদ্ধা সর্ব্বদা রক্ষা করেন্। তাঁহার মধ্যে রাম পূর্ণরূপে বিরাজ করেন্। তাঁহার হৃদয়ে শান্তিরূপ সীতা আপনার মহিমা প্রকাশ করেন্। তাঁহার বিবরণ কথায় প্রকাশ করা যায় না। তিনি মরেন্ না, তিনি কাহারও দ্বারা প্রতারিত হ'ন্ না। যাঁহার হৃদয়ে রাম নিরন্তর বাস করেন্, তাঁহার হৃদয়ে ভক্তগণের দর্শনলাভ হয়। সেই সদাত্মা ভক্ত আপনার আনন্দে আপনি মগ্ন থাকেন্। ভক্তজনের শুদ্ধ হৃদয়ে নিরাকার পরমেশ্বর বাস করেন্। তিনি ভক্তের শুদ্ধ হৃদয় দেখিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন্। সেই ভক্ত-হৃদয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পায়। ভক্তের হৃদয়ের অবস্থা যদি কেহ প্রকাশ করিতে চায়, তাহা হইলে তাহার অন্ত পায় না। ভক্ত-হৃদয়ে কত কত লোক কত কত সৃষ্টির দর্শন হয়। যেমন প্রভুর আজ্ঞা হয়, ভক্ত সেই মত কার্য্য করেন্। ভক্তের কার্য্য দেখিয়া ভগবান্ হাসেন্, এবং বিচার করিয়া তাঁহাকে উত্তম ফল দেন্। নানক বলিতেছেন, কথায় ভক্তি হয় না, ভগবৎ কৃপায় যখন বাসনার মূল উৎপাটিত হয়, তখনই ভক্তি প্রকাশ পায়।

৩৮

ধরতু পাহারা ধীরযু সুনিয়ার।
অহরণি মতি বেতু হথিয়ার॥
ভউখলা অগ্নি তপতাউ।
ভংডু ভাউ অমৃত তিতু ঢালি॥
ঘড়িউ সবদু সচি টকসাল।
জিনকো নদরি করমু তিনকার॥
নানক নদরি নদরি নিহাল॥

অর্থঃ—সংযমরূপ ভাঁটিতে ধৈর্য্য অঙ্গার, সুমতি-লৌহখণ্ড, বেদ-হাতুড়ী দ্বারা ভয়-হাপরে, তপস্যারূপ অগ্নি জ্বালিয়া ভাবনা-রূপ পাত্রে, গুরুর উপদেশরূপ অমৃত ঢালিতেছে। হে সাধক, অহরহঃ ভগবানের নাম সৎসঙ্গরূপ টাকশালে লইতে থাক। যাঁহার প্রতি ভগবানের কৃপাদৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার কার্য্য এই প্রকার। নানক বলিতেছেন, এমন সাধকের দৃষ্টিতেই মানুষ কৃতার্থ হয়॥

শ্লোক।

পবন গুরু, পানী পিতা,মাতা ধরতি মহত।
দিবস রাত দুই দাই দায়া খেলৈ সগল জগত॥
চংগাইয়া বুরিয়াইয়া হাটে বয়ঠ করয় কহুর।
করমী আপো আপনি কে নেড়ে কে দুর॥
যিনি নাম ধ্যায়া গয়ে মসকত ঘাল।
নানক তে মুখ উজলে কোত ছুটি নাল॥
জপুজী-সাহিব সম্পূর্ণম॥

অর্থঃ—পবন গুরু, জল পিতা, এই মহৎ পৃথিবী মাতা। দিবস এবং রাত্রি পালক এবং পালিকা; ইহা লইয়া সমস্ত জগৎ খেলিতেছে। ধর্ম্ম সেই ভগবানের সম্মুখে মানুষের সৎকর্ম্ম এবং অসৎকর্ম্ম দেখাইতেছেন্। কর্ম্মানুসারে কেহ ভগবানের নিকটে, কেহ বা দূরে। যে নাম মনে রাখে, কষ্ট দূর করিয়া ভগবানের গৃহে যায়। নানক বলিতেছেন্, সেই সাধকের মুখ উজ্জ্বল হয় এবং সেই সঙ্গে কত ব্যক্তি তরিয়া যায়॥

জপুজী সম্পূর্ণ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত।

---

# ক্ষণমান।

বইল আজি সুরের হাওয়া
মাধব-সাঁঝে,
নয়ন-চারু কুসুম-কলি
মেল্‌ল না যে?
নিবিড় চাপা অভ্র-ভাষে
বাদল কি গো ঘনিয়ে আসে?
গাছের পাতা নোয়ায় মাথা
কানন-মাঝে।

চায়না কেন চন্দ্র-বঁধু
নিমের আড়ে?
কানন-দেবী বীণায় কেন
সুর না ছাড়ে?
হ'ল যে গান গাওয়ার বেলা
অস্ত্রে এল সুরের তেলা!
আজকে কেন ভুবন হেন
নীরব লাজে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

---

# জাহাজ-ডুবি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৫)

"কাকীমা! তোমরা না-কি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে গা?" পরদিন প্রভাতে রাধাগোবিন্দ-বাবুর বাদশবর্ষীয়া পৌত্রী নীলিমা আসিয়া দুই হস্তে আশালতার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া অশ্রু-বিজড়িত স্বরে কম্পিত ওষ্ঠে পূর্ব্বোক্ত বাক্য উচ্চারণ করিল। সরলা বালিকার স্নেহভরা ক্ষুদ্র হৃদয়খানি আশালতা স্বচ্ছ দর্পণের মত দেখিতে পাইতেছিলেন। বলিতে গেলে বালিকা একাধারে আশালতার নিদ্যা, সখী, সঙ্গিনী—সবই ছিল। বালিকার সহিত ভাবী বিচ্ছেদের চিন্তা আশালতার অন্তরকেও

ব্যথিত করিয়া তুলিতেছিল। আশালতা অশ্রু-সংবরণ করিয়া সস্নেহে দুই হস্তে নীলিমার মুখখানি তুলিয়া অঞ্চলে অশ্রু মুছাইয়া অসুবিন্যস্ত কেশগুচ্ছ সরাইতে সরাইতে বলিল, "কে বল্লে মা?" নীলিমা বলিল, "কেন। দাদাবাবু।" আশালতা নীরব। নীলিমা আবার দুই হস্তে আশালতার দক্ষিণ হস্তখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "সত্যি যাবে কাকী মা? কেন যাবে বল না?"

আ। তোমার কাকাবাবুর ইচ্ছে হয়েছে মা!

নী। এমন ইচ্ছে কেন হল, কাকিমা! লোকে বুঝি, নিজের ঘরদোর ছেড়ে চলে যায়? কাকাবাবুর এ কেমন ইচ্ছে, কাকীমা? তুমি বারণ কর না, কাকীমা!

ঠিক্ এই সময় অমরকুমার সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মন প্রফুল্ল, মুখমণ্ডল সহাস্য, গতি ধীর-প্রশান্ত! তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় না যে, তাঁহার অন্তরে কিছুমাত্র চিন্তা আছে। নীলিমা আবার দুইহস্তে আশালতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "কেন যাবে কাকীমা! বল না? আবার কবে আস্‌বে?" ইত্যবসরে অমরকুমার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "পাগ্‌লি বলে কি?" আশালতা বলিল, "বাড়ীঘর ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছ কেন? আবার কবে আসবে?—সেই কথা নীলিমা জিজ্ঞাসা কচ্ছে। নীলিমার পৃষ্ঠদেশে স্নেহের হস্ত বুলাইয়া দিয়া অমর কুমার বলিলেন, "তোর বিয়ের সময় আসব রে পাগলি!" নীলিমা বলিল, "কাকাবাবু যেন আমাকে ছেলেমানুষ পেয়েছেন! আমার সঙ্গেও ঠাট্টা!

অমরকুমার আবার পূর্ব্ববৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "ওরে বাস্ রে! কে বল্লে তোকে ছেলেমানুষ মনে কচ্ছি! তুই যে আমাদের মা, বুড়ী হয়ে গেছিস্; সে-কথা কি আমরা ভুল্‌তে পারি!" অভিমানে নীলিমার চক্ষুর্দ্বয় সজল হইয়া উঠিল; অভিমান-স্বরে বলিল, "আমাদের জন্যে মন কেমন কচ্ছে না কাকীমা?"

উপেন্দ্রকিশোর-বাবুর পুত্র উপস্থিত হইয়াছেন এবং অমরকুমার চলিয়া যাইতেছেন, এ-কথাটা মুহূর্ত্ত-মধ্যে ঝড়ের মতন গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। এ-সংবাদে সকলেই দুঃখিত এবং ব্যথিত হইয়া উঠিল। অমর-কুমারের গুণে সকলেই মুগ্ধ ছিল। প্রতিবেশী, বন্ধু, প্রজা, পরিচিত, অপরিচিত, সকলে দলে দলে আসিয়া অমরকুমারের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে লাগিল। অমরকুমার যেন কিছু লজ্জিত ও বিব্রত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার মনটাও যেন কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। আবাল্যের পরিচিত গ্রাম, বন্ধু, সব ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। হয়তো আর এ জীবনে কাহারও সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিবে না! হয় তো কেন? নিশ্চয়ই না। জন্মের মত আজিম-গঞ্জের সহিত সম্বন্ধ চুকিয়া গেল! আর তিনি কিসের জন্য আজিমগঞ্জে আসিবেন্? দরিদ্র প্রজাগণ অশ্রু-ভারাক্রান্ত কণ্ঠস্বরে করজোড়ে বলিতে লাগিল, "আমাদের দেবতা, আমাদের মা-বাপ্, আজ আমাদের ছেড়ে চল্লেন! আমাদের দশা কি হবে? বিপদে পড়্‌লে কা'র কাছে যাব? কা'র কাছে দুঃখ জানাব? কে আমাদের দয়া

করবে? ইত্যাদি—" তাহাদের সেই মর্ম্ম-স্পর্শিনী কাতরতায় অমরকুমারের চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। তাঁহার সুদৃঢ় হৃদয়-দ্বারে কে যে নমনু করাঘাত করিতে লাগিল। অমর-কুমারের ভক্ত দীন প্রজাগণ তাহাদের সাধ্যমত যৎকিঞ্চিৎ অর্থ 'নজর' লইয়া আসিয়া অমরকুমারের পায়ের কাছে রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া করযোড়ে বলিল, "হুজুর, গরিবের মা-বাপ, হুজুর আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন, আর হুজুরকে দেখা আমাদের ভাগ্যে কখনও ঘটবে না, তাই আজ আমরা হুজুরকে কিছু নজর দিতে এসেছি। দয়া করে নিতে হবে।"

অমরকুমার মিষ্ট বাক্যে তাহাদের সন্তুষ্ট করিয়া বলিলেন, "তোমাদের ও 'নজরে' আর আমার কোনও অধিকার নেই। তোমাদের নতুন মনিব এসেছেন, তোমাদের 'এ নজর' এখন তাঁরই প্রাপ্য।"

তাহারা এক বাক্যে সকলে বলিয়া উঠিল, "তাঁর প্রাপ্য তিনি বুঝে নেবেন। এ আমরা হুজুরকে দিতে এসেছি, হুজুরকে নিতে হবে।"

কিন্তু অমরকুমার কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। ইন্দ্রপ্রস্থাধিপতি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্যূতপণে পরাজিত হইয়া দুর্য্যোধনকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া যখন বনে গমন করিয়াছিলেন, রাজ্যমধ্যে তখন যেমন একটা গভীর মর্ম্মভেদী হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, অমরকুমারের প্রস্থানেও দেশ-মধ্যে তেমনিই একটা গভীর হাহাকার, মর্ম্মভেদী উচ্ছ্বাস সমুত্থিত হইল। সকলের মুখেই শোনা যাইতে লাগিল, "এমন জমিদার আর হবে না।"

অমরকুমারের জন্য দেশের লোক যে এরূপ উতলা হইয়া উঠিবে, অমরকুমার পূর্ব্বে এতটা বুঝিতে পারেন নাই। এখন অবস্থা দেখিয়া তাঁহার অন্তরও অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিতে লাগিল। যত শীঘ্র পারেন, এ-স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য তিনি সংকল্প করিলেন। এ-দৃশ্য যতই দেখিবেন ততই মন খারাপ হইয়া যাইবে। প্রজাবর্গ চলিয়া যাইবার পর অমরকুমার অন্দর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাড়া-তাড়ি চারিটি ভাত খাইয়া আশালতাকে বলিলেন, "শীগ্‌গির প্রস্তুত হয়ে নেও। এখনি বেরুতে হবে। বেড় টার ট্রেনে কলিকাতা রওনা হব।"

আশালতা বলিল, "আমি প্রস্তুত হয়েই আছি। যখনই বলবে তখনই বেরুব।" অমর-কুমার আশালতার মুখের দিকে চাহিয়া একান্ত নির্ব্বিকার ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ-সব ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হচ্ছে, আশা?"

আশালতা সগর্ব্বে উত্তর করিল, "কষ্ট? কিসের কষ্ট? তুমি যেখানে থাকবে সেই আমার অমরকুঞ্জবন, কুঁড়েতে থাকলেও অট্টালিকা! এ পরের ধনে পোদ্দারি-গিরিতে কাজ কি আমার! তবে কষ্ট যদি হয়, তোমার! আজন্ম সুখে প্রতিপালিত হয়েছ, এখন সাধারণ লোকের মতন খেটে খেতে হবে।"

অমরকুমার আশালতার চিবুক ধরিয়া সহাস্যে বলিলেন, "আশা যার সঙ্গিনী, তা'র আবার কষ্ট কিসের?"

রাধাগোবিন্দ-বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী মহামায়া আসিয়া উভয়কে আত্মীয়ের উপযুক্ত

যথেষ্ট উপদেশ দিলেন এবং যখন যেখানে থাকিবেন, সর্ব্বদা সংবাদ দিতে বলিলেন। অমরকুমারও সম্মতি জানাইলেন। আশালতা গায়ের মূল্যবান্ গহনা সমস্ত খুলিয়া ফেলিয়া দরিদ্রের মত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। আশালতাকে তদবস্থায় দেখিয়া মহামায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যা বৌ-মা, গহনা-টহনা সব কি হল?" আশালতা বলিল, "সব লোহার সিন্দুকে তুলে রেখেছি মা! কোথায় থাকব তার ঠিক নেই, গহনা সঙ্গে রেখে কি করব?"

"আ বোকা মেয়ে! এখানে থাকলে কি আর পাবে কিছু, বাছা? গহনা তোমার! ও গায়ের গহনাতে ত' কারও অধিকার নেই।" এই বলিয়া মহামায়া লোহার সিন্দুকের চাবিটা আশালতার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া আশালতার গহনা গুলি বাক্স-সমেত আশালতার ট্র্যাঙ্কে পুরিয়া দিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া অমরকুমার বলিলেন, "ও কচ্ছেন কি জেঠাই-মা! ও সকলে কোন দরকার নেই!" রাধাগোবিন্দ-বাবু বলিলেন, "অমর, তুমি ছেলেমানুষ, বুঝতে পাচ্ছ না বাবা! সংসারে অর্থ নইলে মানুষের এক দণ্ডও চলে না; গহনাগুলো সঙ্গে রাখলে ঢের উপকারে লাগবে।"

অমরকুমার বলিলেন, "কিন্তু অত দামি গহনা সঙ্গে রাখলে পথে বিপদেরই সম্ভাবনা। তার চেয়ে ওগুলো আপনার কাছে রেখে দিন, দরকার হলে চেয়ে পাঠাব।"

রাধাগোবিন্দবাবু সম্মত হইলেন। আশালতা তাহার পিতৃদত্ত একটা ছোট ট্র্যাঙ্কে তাহার নিজের ও অমরকুমারের কিছু কিছু বস্ত্রাদি লইল এবং আর একটা ট্র্যাঙ্কে অমরকুমারের প্রিয়পাঠ্য পুস্তকগুলি লইল। কোচম্যান্ গাড়ী জুতিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। নীলিমা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়াছিল। বালিকার সেই নীরব রোদনে আশালতার চক্ষুদ্বয়ও আর্দ্র হইল। তিনি নীলিমাকে প্রবোধ দিবেন কি, নিজেই কাঁদিয়া আকুল হইলেন। কথা কহিতে গেলেই রুদ্ধে নিবারিত অশ্রুধারা সবেগে প্রবাহিত হইয়া কপোল বাহিয়া বক্ষঃস্থল সিক্ত করিতে লাগিল। অমর-বিদায়ের করুণ দৃশ্যটি উপস্থিত জনমণ্ডলীর সকলের হৃদয়কেই উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছিল। অমরকুমার ও আশালতা রাধা-গোবিন্দবাবু ও মহামায়া প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে যথাযোগ্য অভিবাদনাদি করিয়া একে একে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। মহামায়া অঞ্চলে অশ্রু মুছিতে মুছিতে অমর-কুমার ও আশালতাকে অজস্র আশিস্-ধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন; বলিলেন, "রাম বনে গেছলেন; চৌদ্দ বছর পরে ফিরে এসেছিলেন। তুমি কি আর কখনও ফিরে আসবে না, বাবা? ভগবান্ কি আর কখনও আমাদের সে-দিন ফিরে দেবেন না?" কানাই তাহার মুক্তাইটা গায়ে আঁটিয়া উড়ানিখানা তাহার উপর ফেলিয়া একটা ছোট পুঁটুলির মধ্যে তাহার জিনিষপত্রগুলি পুরিয়া, পুঁটুলীটা হাতে করিয়া গাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কানাইকে তদবস্থায় দেখিয়া অমরকুমার কিছু চিন্তিত হইলেন; বলিলেন, "কিরে, তুই কোথায় যাবি?" কানাই অম্লান বদনে বলিল, "কেন, আপনি যেখানে যাবেন?"

অ। আমি যেখানে যাব? আমি কোথায় যাব তার কিছু স্থিরতা আছে কি?

কা। তা' যেখানেই হোক, একটা জায়গায় যেতে হবে ত আপনাকে! যেখানে যাবেন, আমিও সেইখানে যাব।

অ। আমার সঙ্গে কোথায় যাবি রে পাগল! আমি ত সমুদ্রে গা ভাসান দিয়েছি।

কা। আমিও তাই। যেখানেই থাকুন্ না কেন, আপনার একটা চাকর চাই ত! একটা চাকর না হলে ত আপনার চলবে না। আমি আপনার সব কাজ করব, বাসন মাজব, হাটবাজার করব। আপনার কাজ করব, সব করব।"

অমরকুমার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তাতো করবি জানি, কিন্তু আমার যে অবস্থা, এ অবস্থায় চাকর সঙ্গে করে নিয়ে বেড়ালে লোকে যে আমার গায়ে ধুলো দেবে!" কানাই উত্তেজিত স্বরে হাত-মুখ নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "হুঁ। ধুলো দেবে! ধুলো দিলেই হল! আমি ও-সব শুনব না; আমাকে নিয়ে যেতেই হবে। না নিয়ে গেলে কাজ করবে কে? মা-ঠাকরুন্ নিজে বাসন মাজবে নাকি? আর তা ছাড়া আমি ও খোট্টা-মুখোর কাছে চাকরী কর্‌তে পার্ব্ব না।"

অমরকুমার যখন বালক, উপেন্দ্র কিশোর-বাবু তখন কানাইকে অমরকুমারের ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কানাই ও তখন বালক; অমরের প্রায় সমবয়স্ক! বাল্যকালে কানাই অমরকুমারের সেবা করিত, যখন যাহা দরকার হইত, সেই কাজই করিত; সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইত, আবার খেলাও করিত। ছুটো ছুটি লুকো-চুরি, বুড়ি ওড়ানো, আবার সময় সময় অমরকুমারের ঘোড়ার ঘাস ধরিয়া সহিসের কার্য্যও সে করিত। তাহার পর অমরকুমার একটু বড় হইলে যখন স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন, কানাই তখন দুই বেলা তাঁহার বই শ্লেট বহিয়া সঙ্গে যাই। কখনও কখনও লুকাইয়া অমরের পরিত্যক্ত প্রথম ভাগখানা পড়িত, শ্লেটে আঁকা বাঁকা অক্ষরে 'অ' 'আ' লিখিতে চেষ্টা করিত। অমরকুমার 'এক একদিন তাহা দেখিয়া অতি আগ্রহসহকারে তাহার শিক্ষকতা করিতে নিযুক্ত হইতেন। অমরকুমারের গৃহ-শিক্ষক আসিলে অমর কানাইকে ডাকিয়া তাহাকে পড়া দিতে বলিতেন। অমরকুমারের যত্নে কানাই তৃতীয় ভাগ, শিশুবোধ প্রভৃতি শেষ করিয়া ফেলিয়াছিল। লেখা পড়া জানিত বলিয়া ভৃত্য-মহলে তাহার বেশ একটু পশার জমিয়াছিল। অমরকুমার তাহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা দেখিয়া তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আর কানাই আবাল্য অমরকুমারের সংস্রবে থাকিয়া তাঁহাকে যেরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত, সেইরূপ আবার দুরন্ত ছেলের মত আবদার করিতেও ছাড়িত না, আবশ্যক মত চোট-পাট জবাব করিতেও ভয় করিত না। অমরকুমার কিন্তু ইহাতে রাগ না করিয়া একটা আমোদ অনুভব করিতেন। তিনিও মাঝে মাঝে কানাইকে লইয়া রহস্য করিতেন। সেই পূর্ব্ব অধিকার-বলেই কানাই আজ অমরকুমারের বিনা অনুমতিতে অমরকুমারের সঙ্গে যাইবে বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। কানাই, অমরের প্রিয়ভৃত্য কানাই 'নাছোড়বান্দা'। কানাইয়ের এরূপ ভাব দেখিয়া অমরকুমার কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কানাইকে ছাড়িয়া যাইতে

তাঁহার মন কেমন করিতে লাগিল। অথচ কানাই সঙ্গে থাকিলে বুক ফুলাইয়া লোকের কাছে অমরকুমারের সম্বন্ধির পরিচয় প্রদান করিবে। অমরকুমার কানাইয়ের প্রকৃতি ভালরকমই জানেন। তিনি কিন্তু তাহা আদৌ চাহেন না। বিশেষতঃ এ অবস্থায় তাঁহাকে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হইবে। কানাই কাছে থাকিলে, সে কাহার কাছে যে কি বলিয়া বসিবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই! সেইজন্য তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু এমন সময়ে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। সেই ডিটেক্‌টিভ বিজনকুমার-বাবু অমরকুমারের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে বা বিদায় দিতে সেই সময় সেই স্থানে আসিয়া দূর হইতে প্রভু-ভৃত্যের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। তিনি কানাইকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কি বলিলেন। তাহাতে কানাই তাহার পুঁটুলিটা গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া ভূমি আনত হইয়া অমর কুমার ও আশালতাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আপনারা তবে আসুন, আমি আর যাব না।"

হঠাৎ কানাইয়ের মত-পরিবর্ত্তন দেখিয়া আশা ও অমরকুমার যারপর নাই বিস্মিত হইলেন; কিন্তু নিশ্চিন্তও হইলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। বহু লোক পদব্রজে ষ্টেশন পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অমরকুমারের অভাবে আজিমগঞ্জ সূর্য্যাস্তে গভীর তমসাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

( ৬ )

উষার অরুণ আলোকে ধরণী উদ্ভাসিতা। রজনীর তিমিররাশি বিনাশ করিয়া পূর্ব্বদিকে নবীন অরুণ সমুদিত। সুপ্তোত্থিতা ধরিত্রী যেন নবজীবন লাভ করিল। গাছে গাছে পাখী কুলায় পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চমে গান ধরিল। রাখাল বালকগণ পান্তা খাইয়া গাভী-বৎস লইয়া মাঠের অভিমুখে চলিল। বাষ্পীয় শকট বেলা দেড়টা হইতে সমস্ত রজনী ছুটিয়া ছুটিয়া, প্রভাতে হাবড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া ক্লান্ত ভাবে বিশ্রাম করিতে লাগিল। অমরকুমার ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিলেন এবং আশালতাকে লইয়া উপস্থিত তাঁহার একজন সহাধ্যায়ী বন্ধুর আশ্রয়ে যাইবেন, মনস্থ করিলেন; ভাবিলেন, দুই একদিন বন্ধুর গৃহে থাকিয়া একটা বাসা ঠিক করিয়া লইবেন। যথাসময়ে অমরকুমার বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হইলেন। বন্ধুবর সস্ত্রীক অমরকুমারকে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলে, তিনি সংক্ষেপে তাঁহার কাহিনী বিবৃত করিলেন। সুহৃদ তাহাতে ব্যথিত হইলেন না, বরং বিরক্ত হইলেন। যাহার অর্থ আছে সে অসৎ হইলেও সৎ, মূর্খ হইলেও পণ্ডিত, নীচ হইলেও উচ্চ; তাহার যতই দোষ থাকুক্ না কেন, অর্থ তাহার সকল দোষ কালন করিয়া দেয়। আর যে অভাগা লক্ষ্মীর কৃপালাভে বঞ্চিত, জগতে সে সকল প্রকার দোষের আকর। সে বিদ্বান্ হইলেও মূর্খ, সৎ হইলেও অসৎ, তাহার কুল, শীল, বংশ, মর্য্যাদা কিছুই তাহাকে সংসারে মান-সম্ভ্রম আদর-যত্ন দিতে পারে না। অর্থ-হীন ব্যক্তি আত্মীয়-বন্ধু, এমন কি মাতা-পিতা এবং নিজের সন্তান-সন্ততির নিকটেও অবজ্ঞের

হইয়া থাকে। অমরকুমারের বন্ধুটী তাঁহার কোনও বিশেষ আবশ্যক আছে বলিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। অমরকুমার সমস্তই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তিনি দুঃখিত হইলেন না। সংসারের হালচাল তাঁহার নিকটে অজ্ঞাত ছিল না। বন্ধুটির ব্যবহার দর্শনে তিনি মনে মনে একটু হাসিলেন। আশালতাকে একটা আশ্রয়ে কিছুক্ষণ না রাখিয়া তিনি একটা বাসা-টাসার বন্দোবস্ত করিতে পারেন না। কাজেই, তিনি আশালতাকে বন্ধুর বাটীতে বসাইয়া নিজে বাসার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। ভূতপূর্ব্ব আজিমগঞ্জাধিপতির অঙ্কশায়িনী আজ পরের বাটীতে অনাদৃত ভাবে বসিয়া আপন অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভদ্রপল্লীতে দরিদ্র ভদ্রলোকদিগের সহিত একত্র বাস করিবেন, মনঃস্থ করিয়া অমরকুমার সেইরূপ বাটী খুঁজিতে লাগিলেন। কেন না, এ অবস্থায় কলিকাতায় একা একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করা সহজসাধ্য নয়। সমস্ত দিন সহরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া এ-গলি সে-গলি করিয়া, অনেক কষ্টে তিনি এইরূপ একটা বাড়ীর অনুসন্ধান পাইলেন। দেখিয়া শুনিয়া বাড়ীর যে দুইটি ঘর খালি ছিল, অমরকুমার মাসিক দশ টাকা হিসাবে সেই দুইটি কক্ষ ভাড়া করিলেন। একটী দ্বিতলে শয়ন-ঘর, অপরটি নীচে রন্ধনের কক্ষ।

বাড়ী ঠিক করিয়া অমরকুমার আশালতাকে বন্ধুগৃহ হইতে লইয়া আসিলেন। অমরকুমারের বিদায়কালে বন্ধুটী সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত করিবার অবসর পাইলেন না। অমরকুমার ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, বন্ধু গৃহে নাই। অমরকুমার ভৃত্যকে বলিলেন, "তোমার বাবু এলে তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে বোল, তাঁর বাসায় আমার যথেষ্ট উপকার হয়েছে। সমস্ত দিন তাঁর একটা ঘর জোড়া করে রেখে তাঁর বড়ই অসুবিধা করেছি, তার জন্যে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কচ্ছি।"

'থার্ড ক্লাস' গাড়ীর লাল-রংয়ের দীর্ঘকায় অশ্বিপঞ্জরসার অশ্বিনী-নন্দনদ্বয় ঝন্ ঝন্ শব্দে যথাশক্তি ছুটিতে ছুটিতে সন্ধ্যার পর অমরকুমার ও আশালতাকে তাঁহাদের নব-নির্ব্বাচিত বাসায় পৌঁছাইয়া দিল। অমরকুমার আশালতা ও ট্রাঙ্ক দুইটাকে নামাইয়া লইয়া গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া দিলেন। দুইটী তরুণ যুবক আসিয়া অমরকুমারের ট্রাঙ্ক-দুইটি বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। অমরকুমার লজ্জিত হইয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, "ওকি ম'শায! থাক্ থাক্, আপনারা আবার কষ্ট ক'রে ও-গুলো বইছেন কেন? আমি নিয়ে যাচ্ছি।" একজন হাসিয়া বলিল, "বাঃ! আপনি একলা এই ভারি ভারি ট্রাঙ্কগুলো নিয়ে যাবেন কি করে?"

বাড়ীটিতে অনেকগুলি ভদ্রলোক স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া বাস করেন। আশালতার আগমন-সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্র মহিলাগণ অগ্রসর হইয়া চিরপরিচিতের ন্যায় আশালতাকে আদর-যত্নের সহিত অন্দর-মধ্যে লইয়া গেল। গৃহে প্রবেশমাত্র বাটীস্থ ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা সকলে আশালতাকে ঘেরিয়া ফেলিল, এবং অল্পক্ষণ-মধ্যেই তাহাদের আশালতার সহিত বেশ সম্প্রীতি হইয়া গেল। কোন বালক 'কাকীমা', কেহ 'মাসীমা', কেহ বা

'বউ দিদি', বলিয়া আশালতার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ফেলিয়া বেশ আপনার জন করিয়া লইল। একজন রমণী আশালতাকে কলের ঘর দেখাইয়া দিয়া কাপড় কাচিতে বলিল। আর একজন তাঁহাদের স্বামি-স্ত্রীকে সেই রাত্রির মত তাঁহাদের নিকটে খাইবার জন্য অনুরোধ করিল; বলিল, "দিদি, আজকে এই নতুন আসছ, আজকের রাতটায় আমাদের কাছেই যা' হোক্ খুদ্ কুঁড়ো খেতে হবে, নইলে ছাড়্ব না। কাল তখন সকাল বেলায় দেখে শুনে হাট-বাজার করে নিয়ে হাঁড়ী কেড়ে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করে নিও।"

সেই সকল দরিদ্র ভদ্রগৃহস্থ-পরিবারের অকপট প্রীতি আশালতার নিকটে বড়ই মধুর বোধ হইল। অমরকুমার একটী যুবকের সাহায্যে ট্র্যাঙ্ক-দুইটী ও বিছানা-পত্র, যৎসামান্য সঙ্গে যাহা ছিল, সমস্ত উপরে তুলিয়া আনিলেন। যুবকটি ঝিকে ডাকিয়া অমরকুমারের ঘরটি মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়া যাইতে আদেশ করিল। বাড়ীতে একটী মাত্র ঝি আছে, সেই সকলের বাসন মাজিয়া রান্নাঘর ধুইয়া দিয়া থাকে। সকলে মিলিয়া যাহার যেমন কাজ তদনুরূপ মাহিনা দিয়া থাকেন। ঝি জল আনিয়া আদেশ-মত অমরকুমারের ঘরখানি বেশ করিয়া ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, জল-খাবার এনে দোব কি?" অমরকুমারের তখন মনে পড়িয়া গেল, আজ তাঁহাদের সমস্ত দিন আহার হয় নাই! এতক্ষণ চিন্তায় পরিশ্রমে উৎকণ্ঠায় তিনি আহারের বিষয় একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। ঝিয়ের হাতে একটী টাকা দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, নিয়ে এস কিছু। আজ সমস্ত দিন কিছু খাওয়া হয়নি।" ঝি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "অ্যাঁ? সমস্তদিন কিছু খাওয়া হয় নি? বাড়ী থেকে খাওয়া দাওয়া করে বেরোন্ নি বুঝি?"

অমরকুমার বলিলেন, "না, কাল দুপুর-বেলায় খেয়ে বেরিয়েছিলুম। আজ সকালে এসে পৌঁছেছি। তারপর এই সমস্ত দিন বাড়ী খুঁজতেই কেটে গেল!"

"আহা! আপনাদের বাড়ী বুঝি অনেক দূরে? এখানে বুঝি কেউ আপনার জন নেই? আহা, সমস্ত দিন ভাত পেটে পড়েনি গা! কি সেরা!" বলিয়া ঝি তাড়াতাড়ি প্রস্থানোদ্যত হইল। তাহার পর আবার ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কতকের জলখাবার আন্ব? কি আন্ব?" অমর বলিলেন "যা হোক দেখে শুনে কিছু নিয়ে এস গে।"

ঝি চলিয়া গেল। অমরকুমারের সঙ্গে যুবকটী অমরকুমারের ঘরটী গুছাইয়া বিছানা পাতিয়া সমস্ত ঠিক করিয়া দিল। অমরকুমার হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া দেখিলেন, সমস্ত কাজই হইয়া গিয়াছে। অমরকুমার সলজ্জে বলিলেন, "এ কচ্ছেন কি? বিছানা-টিছানা এখন করে নেওয়া যেত, আপনি কেন এত কষ্ট কচ্ছেন?" যুবক সহাস্যে উত্তর করিলেন, "আপনি আজ আমাদের গৃহের অতিথি, আপনি একটু বিশ্রাম করুন্। আমি যাই, চারটি ভাতের যোগাড় দেখি গে।"

অমরকুমার বলিলেন, "আবার ভাত কেন? আজকের রাতটা জল টল খেয়েই কাটানো যেত এখন?"

"বাড়ীতে মানুষ থাকতে কি তা' হয়?"

বলিয়া যুবক সত্বর তাহার মাতার নিকটে আসিয়া বলিল, 'মা আজ যে ভদ্রলোকটি এসেছেন, ওঁদের আজ সমস্ত দিন খাওয়া হয় নি, ওঁদের জন্যে চারটি চাল নাও। আমি বলে এসেছি, ওঁরা আজ এইখানে খাবেন।"

জননী উত্তর করিলেন, "ওঁদের জন্যে যে শিবুর মা রান্না কচ্ছে।"

ঝি জল খাবার আনিয়া দিল। অমরকুমার কিছু জলযোগ করিলেন। যুবক তাঁহাদের খাওয়াইতে না পারিয়া কিছু ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া গেল। ক্রমশঃ রাত্রি হইল। বাবুরা সকলে ক্রমে ক্রমে একে একে আফিস হইতে প্রত্যাগত হইতে লাগিলেন। বাড়ীর সকল ভাড়াটিয়া-গুলিই আফিসের কর্ম্মচারী। কেহ বৃদ্ধ, কেহ প্রৌঢ়, কেহ যুবক। সকলেই সপরিবারে বাস করেন। আবার বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়ের উপযুক্ত পুত্রও আছেন; কেহ স্কুলে, কেহ কলেজে অধ্যয়ন করেন। বাহিরে বসিবার জন্য একটী বড় বৈঠকখানা ঘর আছে। একে একে বাবুরা সকলে সেইখানে সমবেত হইতে লাগিলেন। দিবসের শ্রমাপনোদনের জন্য কেহ তাস, কেহ পাশা, কেহ বা দাবা বড়ে লইয়া বসিলেন। আবার কেহ কেহ বা বাটীর বহির্দেশে রকের উপর বসিয়া সংবাদ-পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন, অথবা গল্প জুড়িয়া দিলেন। লোকগুলি সকলেই বেশ অমায়িক, গর্ব্ববিরহিত, সদালাপী। আজ তাঁহাদের একজন নূতন ভাড়াটিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া সকলেই বেশ আলাপ-পরিচয় করিয়া লইলেন। অমরকুমার বলিলেন, তিনি বিদেশী, চাকরি-বাকরির আশাতেই কলিকাতায় আসিয়াছেন, এবং বাড়ীতে আর কেহ আত্মীয় না থাকাতে বাধ্য হইয়া স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া আসিতে হইয়াছে। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "পড়া-শুনো কতদূর পর্য্যন্ত হয়েছে আপনার? পাশ-টাশ কিছু করেছেন কি?"

বিনীত ভাবে অমরকুমার উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, তা যা হোক্ ক'রে এম-এ টা পর্য্যন্ত উঠেছি।" একজন বিছানার উপরে সজোরে একটা মুষ্ট্যাঘাত করিয়া সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "তবে ত কেল্লা মেরেই দিয়েছেন। আপনার আবার চাকরীর ভাবনা কি! যেখানে যাবেন, সেইখানেই আপনাকে লুফে নেবে।"

রাত্রি দশটা বাজিল। ক্রমে বাবুরা আহারাদি সম্পন্ন করিয়া লইলেন। যাঁহার পত্নী আশালতা ও অমরকুমারকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তিনি অতিসমাদরের সহিত অমরকুমারকে সঙ্গে করিয়া গৃহ-মধ্যে আনিয়া আহার করাইলেন। অমরকুমার ও আশালতার সহিত সকলেরই বেশ সদ্ভাব হইয়া গেল।

অমরকুমারকে বিদ্বান্ জানিয়া ছেলেদের দল প্রায়ই তাঁহার নিকটে নিজেদের পাঠ্য-বিষয় বুঝিয়া লইতে লাগিল। কেহ তাঁহাকে বলে, "অমর দা, এটা কি বলে দিন না।" কেহ বলে, "অমর কাকা, এর অর্থ কি? ইত্যাদি।" এইরূপে সকলে তাঁহাকে কেহ দাদা, কেহ কাকা বলিয়া সম্বন্ধ পাতাইয়া আপনার করিয়া তুলিয়াছিল। অমরকুমার এবং আশালতা এই গৃহস্থ ভদ্রপরিবারদিগের সহিত বাস করিয়া এক অপূর্ব্ব তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। নিজেদের অবস্থা স্মরণ করিয়া

আশালতার মনে পড়িয়া যাইত কাশীরাম-দাসের সেই শ্রীবৎস-রাজের উপাখ্যান। রাজা-ধন পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ শ্রীবৎস যেমন কাঠুরিয়া-ভবনে আত্মগোপন করিয়া সস্ত্রীক বাস করিতেছিলেন, অমরকুমারও সেইরূপ স্বেচ্ছায় বিপুল সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ ভাবে সাধারণের সঙ্গে বাস করিতেছেন।

চাকরীর জন্য অমরকুমার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এম এ, পাশ বলিয়া কেহ তাঁহাকে পুষিয়া ত লইলই না, বরং অনেক-স্থলে তাঁহাকে হাস্যাস্পদ হইতে হইল। অনেক চেষ্টার পরে বহুকষ্টে অমরকুমার একটা 'মার্চ্চেণ্ট আফিসে' পঁচিশ টাকা মাসিক বেতনে কেরাণীগিরির পদ প্রাপ্ত হইলেন। আপাততঃ অমরকুমার সন্তুষ্টচিত্তে তাহাই গ্রহণ করিলেন। সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বেলা নয়টার সময় ভাত খাইয়া তিনি আফিসে যাইতেন; পাঁচটার গৃহে ফিরিতেন। দিনগুলা বেশ এক-রকম কাটিয়া যাইতে লাগিল। কিছুদিন পরে রাধাগোবিন্দবাবুর আদেশ-মত অমরকুমার তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলেন।—

শ্রীচরণকমলেষু।

জ্যেঠা-মহাশয়। শুনিয়া সুখী হইবেন, আমি এখানে একটা মার্চ্চেণ্ট আফিসে মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে চাকরি করিতেছি। আপনাদের শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে আমরা বেশ আছি কোন অভাবই জানিতে পারি নি। আমি দেখিতেছি, মানুষ নিজের দুঃখ-কষ্ট, নিজের দৈন্য সে নিজেই টানিয়া আনে। 'এটা না হলে আমার চল্‌বে না', 'ওটা না থাক্‌লে বড় কষ্ট হবে,' এইরূপ কল্পনাই মানুষকে বন্ধনা দেয়। 'এটা চাই', 'ওটা চাই' এই বাসনাই মানুষের অভাবের সৃষ্টি করে থাকে। তখন অনর্থক মাসে মাসে কত টাকাই না নষ্ট করেছি। বৃথা কতকগুলা দাস-দাসী খাটাইয়াছি। কল্পনার অভাবের সৃষ্টি করিয়া রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াছি। আর আজ এই পঁচিশটী টাকা-তেই আমার বেশ চলিয়া যাইতেছে। এই পঁচিশ টাকাতেই আমাদের সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া যাইতেছে। অথচ কোন কষ্টই আমাদের নাই। আপনি আমার ভক্তি-পূর্ণ প্রণাম জানিবেন। পূজনীয়া মাতৃ-সমা জ্যেঠাইমাকে আমার ভক্তিপূর্ণ অজস্র প্রণাম জানাইবেন। নীলিমাকে স্নেহাশীর্ব্বাদ দিবেন। ইতি—

প্রণত

আপনার অমর।

যথাসময়ে পত্র রাধাগোবিন্দ-বাবুর হস্ত-গত হইল। বলা বাহুল্য, পত্র পাঠ করিয়া রাধা গোবিন্দবাবু মোটেই সুখী হইলেন না; তৎপরিবর্ত্তে অশ্রুমোচন করিলেন। "যে অমরের সামান্য একজন ভৃত্য মাসে পঁচিশ টাকা বা তদোধিক টাকা বেতন পাইত, আজ সেই অমর কিনা নিজে একটা সওদা-গরি আফিসে পঁচিশ টাকা মাহিনায় চাকরি করিতেছেন। হা ভগবান্, শেষে কি অমরের অদৃষ্টে এই লিখে ছিলে! বড় নিয়তি! কিন্তু অমরের সহিষ্ণুতাকে শত ধন্যবাদ। আফিসে সাধারণের ন্যায় হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া পঁচিশটি টাকা পাইয়াই তিনি সন্তুষ্ট। ঋষি আর কাহাকে বলে! ইহারই নাম ঋষি। এ ত অমরের স্বেচ্ছাকৃত দৈন্য। বিপুল সম্পত্তি

স্বেচ্ছায় পরকে বিতরণ করিয়া দিয়া নিজে দারিদ্র্যের বোঝা মাথায় বহন করিতেছেন। ইত্যাদি।"—তিনি বলিতে লাগিলেন।

( ৭ )

একদিন অমরকুমার আফিস হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া একখানা সংবাদপত্র ক্রয় করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে ভিটেকটিভ বিজনকুমার। তেমন সময়ে বিজনকুমারের সহিত সাক্ষাৎকার হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। বিজনকুমার অমরকে দেখিয়া সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "কি অমরবাবু যে? এমন সময় এখানে দাঁড়িয়ে কেন?"

অমরকুমার ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি যে এই আফিসে কাজ করি।" বিজনবাবু বলিলেন "হাঁ৷ হাঁ৷ শুনেছিলুম বটে, দেওয়ানজীর মুখে। তিনি এর জন্যে একদিন দুঃখ করছিলেন। আমার অতটা স্মরণ ছিল না। মাপ্ করবেন! যাই হোক, আপনার সঙ্গে আর যে কখনও দেখা হবে, সে ভরসা ছিল না। আপনাকে দেখে বড় আহ্লাদ হোল।

অ। কবে এলেন এখানে? কোন দরকারে এসেছেন কি?

বি। হাঁ৷, কএকটা জিনিষপত্র কেন্‌বার একটু দরকার ছিল।

অমরকুমার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "অমরবাবুকে ত যাই হোক্ পাওয়া গেল; কিন্তু শঙ্করের হত্যাকারীদের ত কোন অনুসন্ধান পাওয়া গেল না!"

বিজনকুমার একবার অমরকুমারের মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "কৈ, কই আর পাওয়া গেল!" কথায় কথায় উভয়েই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে বহুবাজারের মোড়ের মাথায় উপস্থিত হইলে অমরকুমার যথারীতি অভিবাদন করিয়া বাসার অভিমুখে চলিলেন। বিজনকুমার অমরকুমারের নিকট কাগজখানা চাহিয়া লইয়া ট্রামে উঠিয়া তাহা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিছু পরেই শিয়ালদহের মোড়ে নামিয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে একটা সরু গলির ভিতর তিনি ঢুকিয়া পড়িলেন; দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, দুইজন লোক পরস্পর সাম্‌না সাম্‌নি দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে কথা কহিতেছে। গলির ভিতরটায় গ্যাসালোক নিতান্ত বিরল ছিল। সেই অস্পষ্ট আলোকে বিজনবাবু লোক-দুইটীকে ভাল দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য তাঁহার মনে কেমন একটা কৌতূহল হইতে লাগিল। তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। সে গলির ভিতর লোক-চলাচল খুব কম। বিজনকুমার অল্পক্ষণ সেখানে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তাহারা নিজেদের কথায় মত্ত ছিল। বিজনবাবুকে কেহ যেন একটা লক্ষ্য করিল না। এক ব্যক্তি বলিল, "ভবিষ্যতে যে এমন ধারা ঘটবে তাকি আর তখন জান্‌তুম্! তাহলে কি আর সে ছেলেটাকে হাতছাড়া করি! সে থাকলে এখন আমাদের মুঠোর ভিতর থাকত।" অপর ব্যক্তি বলিল, "মুঠোর থাকত কি, মুঠোর ভিতর আমাদেরই পুরতো, তা ঠিক্ আছে কি? সে না থাকাতেই বরং মঙ্গল হয়েছে। বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্ না। তুইও যেমন! সে থাকলে আমাদের বুড়ো আঙ্গুল দেখাতো।"

প্রথম ব্যক্তি। তা যাই হোক্, এখন ত' অনেক কষ্টে এক ব্যাটাকে ভোটানো গেছে। দেখা যাক্ নসীবে কি আছে! ছোঁড়া কোন রকমে না ঘেবড়ে যায়!"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বেশ দৃঢ়তার সহিত বলিল, "তার জন্যে ভাবিস নি! সে ঘাবড়াবার লোক নয়। এই দেখ্ না কোন দিন আমাদের-নে-মজন্ন-পত্তর আসে এই! শ্যামচাঁদকে তুই সাধারণ লোক মনে করিস নি। সে তোকে আমাকেও এক হাটে বেচে আর একহাটে কিনে নিয়ে আস্তে পারে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক্। এতদিন গিয়ে সে গদীতে গিয়ে বসেছে, তা দেখিস।"

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "কিন্তু আমাদের তা হলে কোন খপর দিলে না কেন?

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "কোথায় আমাদের খপর দেবে? আমরা তো আর এক যায়গায় স্থির নেই! কথা তো ছেল, আমরাই গিয়ে খপর নোব।"

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "তবে চ, কাল পরশু নাগাদ এখান থেকে বেরিয়ে পড়া যাক্। দেখা যাক্ কি হল!

লোক-দুইটি ফিরিল। বিজনকুমার ও তাড়াতাড়ি তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া একটা চুরুটে অগ্নি-সংযোগপূর্ব্বক টানিতে টানিতে বেশ সম্ভ্রান্তভাবে বলিলেন, "ও মশয়! নিয়াল-দা, যাব বনে কইতে পারেন? আমি আজ কলকাত্তার নূতন্ আস্‌সি, পথ-ঘাট চিন্‌বার পারি না। অনুগ্রহ কইর‍্যা ছ্যাহারে ছ্যান্!"

ক্রুদ্ধ হইয়া তাহারা বলিল, "আরে মর! শালার কথা শোন! আমরা কি তোর বাবার চাকর নাকি, যে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব? শালা কচিখোকা। পথ হারিয়ে ফেলচেন্।" বলিয়া তাহারা হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া গেল। তাহারা যখন একটা গ্যাস-স্তম্ভের নিকটবর্ত্তী হইল, সেই অবসরে বিজনকুমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের পথ দেখিয়া লইলেন, এবং "ও মোশয় চটেন ক্যান? চটেন ক্যান্? দয়া কইর‍্যা ক'য়ে দ্যান না, কোন্ পথে যাব? আপনারা বারো মইস্ কলকাত্তায় আছেন, পথঘাট ত চিন্‌বার পারেন্।" ইত্যাদি বলিতেই তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। লোক-দুইজন কিছুক্ষণ সোজা পথে চলিয়া তাহার পর আঁকা বাঁকা পথ ধরিল। এ-গলি সে-গলি করিয়া হঠাৎ কোন্ গলির মধ্যে তাহারা ঢুকিয়া পড়িল, বিজনকুমার আর তাহাদের দেখিতে পাইলেন না। তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর চিন্তিত-অন্তঃকরণে নিজের কার্য্যে প্রস্থান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

# গানের স্বরলিপি।

ভীমপলশ্রী—তৃতালা।

কখন হাসি, কখন কাঁদি,
কখন গাই গান,
ঠিকানা তার নাইকো কিছু,
দয়াল ভগবান্!
আপন মনে খেয়াল মত
আপন ধ্যানে আপনি রত,—
কোথায় আলো, আঁধার কোথা,
চায় না ফিরে প্রাণ!
দয়াল ভগবান!
একলা আমি বিশাল ভবে
'দরদী' কেহ নাই,—
জুড়াতে মোর হৃদয়খানি
পাই নি কণা ঠাঁই!
ভাবনা তার নাইকো তবু
খেয়ালি! তুমি আমার প্রভু,
খেয়ালে তব ভুবন ভ্রম,
খেয়ালে অবসান!
দয়াল ভগবান!

রচনা—শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

১´ ০ ১´ ০
II {জ্ঞা মা মা | পা পা । I মা জ্ঞা জ্ঞা | রা সা ।} I
ক খ ন হা সি ০ ক খ ন কাঁ দি ০

১´ ০ ১´ ০
I পা সা জ্ঞা | মা মা । I পা -া -া | -মা -জ্ঞা -া I
ক খ ন গা ই ০ গা ০ ন ০ ০ ০

১´　　•　　১´　　•
I -। -। পা | পা পা মমা I পা -পা পা | । ধা পা I
• ঠি কা না তার না ই কো • কি ছু

১´　　•　　১´　　•
I পধা -পা মা | -জ্ঞা জ্ঞা মা I পা -। -। | । । ।) II
ম• • রা ল ভ গ বা • ন্ • • •

১ম অন্তরা।

১´　　•　　১´　　•
II (। । পা | জ্ঞজ্ঞা জ্ঞা মা I পা না -। | না র্সা । I
• • • আ পম ম নে খে যা ল ম ত •

১´　　•　　১´　　•
I । । র্সা | ননা র্সা র্জ্ঞর্রা I র্সা -না না | র্সা র্সা ।) I
• আ পন ধ্যা নে• আ প্ নি র ত

১´　　•　　১´　　•
I । । পা | র্সর্সা র্রা র্রা I । র্সা ণপা | । ধা পা I
• • কো খায় আ লো • ধাঁ ধায় • কো থা

১´　　•　　১´　　•
I মা -পা না | । না না I র্সা -। -। | । । । I
চা হ্ না • কি রে প্রা • ণ • • •

১´　　•　　১´　　•
I পধা -পা মা | -জ্ঞা জ্ঞা মা I পা -। -। | । । । II
ম• • রা ল ভ গ বা • ন্ • • •

২য় অন্তরা।

১´　　•　　১´　　•
II (। । পপা | পা জ্ঞা মা I পা না -। | না র্সা । I
• • এক লা আ মি বি না শ ত বে •

১´　　•　　১´　　•
I । । র্সর্সা | র্জ্ঞা -র্রা -। | । র্সা না | র্সা -। -। I
• • 'ধর ধী' • • কে হ না • ই

১´ ০ ১´ ০
I । র্সা র্সা | র্সা র্রা -া I র্সা পা -া | ধা পা -া I
• ভু ড়া তে মো র ভ ব ন খা নি •

১´ ০ ১´ ০
I মা পা মা | -জ্ঞা জ্ঞা মা I পা -া -া | । । । } II
পা ই নি ক রা ঠা • ই • • •

৩য় অন্তরা।

১´ ০ ১´ ০
II । । মমা | পা জ্ঞা -মা I পা না না | র্সা র্সা -া I
• ভাব না তা য় না ই কো ত ব্

১´ ০ ১´ ০
I র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | -র্রা র্সা র্সা I না নাঃ -র্সঃ | র্সা র্সা -া I
খে য়া নি • ভু মি আ মা র প্র ভু •

১´ ০ ১´ ০
I { । পর্সা র্সা | র্সা র্সা । I পা র্সা পা | ধা পা । I
• খেয়া লে ত ব • জ ন ম ম ম •

১´ ০ ১´ ০
I মা পা জ্ঞা | । জ্ঞা মা I পা -া -া | । । । } I
খে য়া লে • অ ব সা • ন • •

১ ০ ১´ ০
I পধা -পা মা | -জ্ঞা জ্ঞা মা I পা -া -া | । । । II II
ব • • য়া ন ভ ব সা • র্ • • •

# লীনার শিক্ষা।

( ৪ )

আট দশ মিনিট সময় যে কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটিল, লীনার কিছুই বুঝিবার শক্তি রহিল না। হঠাৎ এক সময় দুই কাণের পাশে দুই বিভিন্ন কণ্ঠের আহ্বান-ধ্বনি এক সঙ্গে শুনিতে পাইয়া, আত্ম বিস্মৃতা-লীনার ভিতর অজ্ঞাতেই আত্ম-সংবরণ-চেষ্টার একটা মৃদু ব্যাকুলতা ঘনাইয়া উঠিল,—সঙ্গে সঙ্গেই অপরিসীম বিস্ময়ের সহিত সে অনুভব করিল, তাহার চোখের সামনে হইতে পৃথিবীর সমস্ত আলো অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, এবং মাথাটাও ঠিক চিরাভ্যস্ত নিয়ম-মত ঘাড়ের উপর সোজা হইয়া নাই; সে যেন দেহের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া কোন এক তুলি-রীক্ষ্য ব্যবধানের অঙ্কে ঠিক্‌রাইয়া আসিয়া, একটা প্রচণ্ড কঠোর অবলম্বনের অঙ্কে আত্ম-নির্ভর করিয়া ক্লান্তিভরে ধুঁকিতেছে।

লীনা সজোরে মাথাটা টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। মাথা আবার সেই কঠিন অবলম্বনের অঙ্কেই সশব্দে ঠক্ করিয়া আছড়াইয়া পড়িল। নিজের মাথাটার পর্য্যন্ত এই অভাবনীয় অবাধ্যতা দেখিয়া ভয়ে লীনার বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পাইল!—হায়, হায়,—পৃথিবী শুদ্ধ সকলেই,—এমন কি নিজের দেহেন্দ্রিয়গুলা পর্য্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল! তবে আর সে কাহাকে কি বলিবে? লীনা হতাশ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল!

"মেম সা'ব মেম সা'ব!"—বলিতে বলিতে আয়া পিছন হইতে পিঠের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, সযত্নে লীনাকে টানিয়া টেবিলের উপর হইতে তাহার মাথাটা তুলিয়া চেয়ারে সোজা করিয়া তাহাকে বসাইতে গেলে, সামনে টেবিলের উপরকার উজ্জ্বল আলোর তীব্রচ্ছটা চোখে পড়িতেই লীনা যন্ত্রণাজড়িত কণ্ঠে বলিল, "কমাও, 'কমাও, চোখ গেল!"

'বয়' পাশেই দাঁড়াইয়াছিল, চট্ করিয়া আলোটা তুলিয়া, অন্যদিকে একটা টেবিলের উপর রাখিতে গিয়া, অসাবধানে একটা ছোট 'টিপয়' সশব্দে উল্টাইয়া ফেলিল! আক-স্মিক শব্দ-অভিঘাত দুর্ব্বল শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপর বড় বেশী জোরে বাজিল।—আহত-স্বরে লীনা বলিল, "কাণ গেল রে বয়, উঃ তোরাই আমায় হত্যা কর্‌লি!"

প্রৌঢ়া মাদ্রাজী খৃষ্টান আয়াটি বহুদিন হইতে লীনার সঙ্গে ঘুরিতেছে, সেবা-শুশ্রূষা ও সময়োচিত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে বুদ্ধি খাটাইতে, তাহার হাড় পাকিয়া গিয়াছে। বালক ভৃত্যটিকে নীরব ইঙ্গিতে স্থির থাকিতে উপদেশ দিয়া, সাবধানে সুকৌশলে লীনার হাল্কা দেহটি চেয়ার হইতে সযত্নে নিজের বুকে তুলিয়া পাশের ঘরে বহিয়া লইয়া গিয়া সে লীনাকে শয্যায় ফেলিল। অন্য আয়াটি তখন রান্না-ভাঁড়ারের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিল। লীনার আকস্মিক অসুস্থতার খবর পাইয়া সেও ছুটিয়া আসিল। দুইজনে 'স্মেলিং সল্ট্', বরফ, 'আইস্-ব্যাগ', দুধ, ব্র্যাণ্ডি লইয়া সামরিক শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। চাকরেরা বাহিরে জমা হইয়া চুপি চুপি

ঠাণ্ডা পাকাইয়া সশঙ্কচিত্তে সময় কাটাইতে লাগিল।

ঘণ্টা-দুই পরে দ্রুতচরণে পিকক্ কুঠিতে ঢুকিয়া, সটান 'ড্রয়িং রুমে' আসিয়া একটা কৌচের উপর সশব্দে ধড়াস্ করিয়া শুইলেন। তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসে তখনও উত্তেজনার ঝড় বহিতেছে, মুখ লাল, কপাল দিয়া ঘাম ঝরিতেছে। চাকরেরা ছুটিয়া আসিয়া, দুয়ারের পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াইল, কিন্তু মিনিট-দশেক প্রভুর কোন সাড়া-শব্দই পাওয়া গেল না। অগত্যা অভাগা জুম্মনকে "মরিয়া' হইয়া সামনে আসিতে হইল, এবং সভয়ে জানাইতে হইল, 'বাথরুমে' তাঁহার স্নানের বন্দোবস্ত সমস্তই ঠিক করা আছে, এবং পোষাক বদলাইয়া রাত্রের আহারে বসিবার নির্দ্দিষ্ট সময়টা উপস্থিত হইতে আর বেশী দেরী নাই।

পিকক্ সবেগে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিলেন, মেঝের ম্যাটিংএর উপর সজোরে জুতা ঠুকিয়া, রক্ত চক্ষে কঠোর গর্জ্জনে বলিলেন, "কে তোকে অনাবশ্যক মধ্যস্থতা করতে পাঠালে?"

সভয়ে পিছু হটিয়া ভৃত্য জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল, "কেউ না হুজুর, আপনার ঘড়ি ঘরে—বাঁধা সময় আমি জানি।—"

উত্তরটা হুজুরের মোটেই মনঃপূত হইল না,—তিনি এই ব্যাপারে যাহার নাম চাহিতেছিলেন, তাহার নামটা সম্পূর্ণ উহ্য থাকিয়া যায় দেখিয়া, নিজেই কটস্বরে স্পষ্ট-বাক্যে সুধাইলেন,—"মেম সা'ব?"

প্রভুপত্নীর সম্বন্ধে প্রভুর মনের ভাবটা মাঝে মাঝে যে বিষম বক্র হইয়া উঠে,—সে তথ্যটা ভৃত্যদের বিশেষরূপে জানা ছিল। কারণ,পত্নীর উপর যথেচ্ছ প্রতিহিংসা তুলিবার প্রকৃষ্ট উপায় যে ভৃত্যদের সাক্ষাতে পত্নীর প্রতি অসম্মানসূচক ব্যবহার করা, এবং তাহাতেই যে তাঁহার স্বামিত্বের গৌরব ও অহমের মহিমা খুব চমৎকাররূপে ফুটিয়া উঠে—এ সম্বন্ধে পিককের কোন দ্বিধা, কোন দ্বন্দ্বই অন্তরে ছিল না; অন্ততঃ বাহিরের ব্যবহারে তাহা নিরঙ্কুশ সত্যরূপে প্রকাশ পাইত। কাজেই পুরাতন ভৃত্যরা প্রভুকে চটিতে দেখিলেই প্রভুপত্নীর সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া কথা বলিত।

জুম্মান ভিতরে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন এবং ভীত হইয়া উঠিলেও, বাহিরে ধৈর্য্য বজায় রাখিয়া স্পষ্ট স্বরে বলিল, "না হুজুর, চায়ের টেবিলেই তাঁর মূর্চ্ছার উপক্রম—।" জুম্মান ঢোক গিলিয়া কথাটা সামলাইয়া লইল; বিনা প্রশ্নে কোন সংবাদ জ্ঞাপন প্রভু যে সময় সময় মোটেই সহ্য করিতে পারেন না, এবং অযাচিত ভাবে এ সব তাহাকে জানাইতে যাওয়া, তাহার মত ক্ষুদ্রপ্রাণ ভৃত্যের পক্ষে যে যথেষ্ট বিপজ্জনক,—দুই তরই তাহার মনে পড়িল। কথাটা উল্টাইয়া লইয়া শুদ্ধে বলিল, 'তিনি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছেন।"

সন্দিগ্ধ ক্রূর কটাক্ষে ভৃত্যের মুখ-পানে চাহিয়া পিকক্ দাঁতে দাঁত পিষিয়া অকথ্য গালি উচ্চারণ করিয়া জানাইলেন, কালই তাহাকে পুলিসের হাতে দিবেন, অথবা জেলে পুরিবেন্। কথার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উঠিয়া গেলেন।

নৈমিক অভ্যাস-মত রাত্রের স্নান সারিয়া পোষাক বদলাইয়া পিকক যখন আহারের

টেবিলে উপস্থিত হইলেন, তখন লীনা উঠিয়াছে। অডি-কলোনে ভিজানে রুমাল কপালে বাঁধিয়া, টেবিলের পাশে একটা চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়া শুষ্ক বিষণ্ণ মুখে সে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। পিকক্ তাঁহার কড়া-গাম্ভীর্য্য অবিকৃত বজায় রাখিয়া, নীরবে চেয়ার লইলেন। আহার আরম্ভ হইল, দুইজনেই নীরব।

খানিকটা সময় গভীর নিশ্চিন্ততার মধ্যে ঘুমাইয়া লীনার অবসাদ-গ্লানি যদিও তখন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু অসময়ে ঘুম ও অতৃপ্ত নিদ্রার আলস্যে, শরীর কিকিৎ অসুস্থ বোধ হইতেছিল। একান্ত অনিচ্ছা ও ক্ষুধাহীনতা সত্ত্বেও, কেবলমাত্র নিছক ভয়ের খাতিরে সে উঠিয়া আসিয়া আহারের টেবিলে বসিয়াছিল। গুরুপাক খাদ্যের ডিশ্‌গুলা সে ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইতেই পিকক্ বজ্রকণ্ঠে ধমক দিয়া পরিবেশনকারী ভৃত্যকে বলিলেন, "খবরদার নিয়ে যেতে পাবি না, সব রেখে যা।"

লীনা বিনা প্রতিবাদে নতশিরে ডিস্ টানিয়া লইল, কিন্তু মর্ম্মান্তিক ক্ষোভে তাহার চোখে জল আসিতেছিল।—যে খাদ্য তাহার পাকস্থলীতে সহিবে না, সে খাদ্যও স্বামীর ক্রুদ্ধ হুঙ্কারের ভয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গলাধঃকরণ করিতে হইবে! নিজের আহারের উপর পর্য্যন্ত তাহার এতটুকু স্বাধীনতা নাই! এমনই প্রচণ্ড কঠোর মমতার অত্যাচার তাহাকে নির্ব্বিবাদে সহিয়া চলিতে হইবে!

কিন্তু ভিতরে যত রাগই নিঃশব্দ উত্তাপে ফুটিতে থাকুক, দাস-দাসীদের সামনে কেলেঙ্কারী ধরা পড়িবার ভয়ে লীনা নিঃশব্দেই আত্মদমন করিয়া রহিল। সমস্ত খাবারই মুখে বিষের মত তিক্ত বিস্বাদ বোধ হইতেছিল, তবুও গায়ের জোরে সমস্ত গলাধঃকরণ করিতে হইল; কিন্তু কোন ডিশ্‌ই নিঃশেষে উজাড় করিয়া রাগের প্রধান্য বজায় রাখিবার ক্ষমতা তাহার কুলাইল না। যতটা খাইল, তার ঢের বেশী ফেলিয়া রাখিতে বাধ্য হইল।

পরিবেশন কারী টেবিলের পাশ দিয়া দ্বিতীয় বার ঘুরিয়া যাইবার সময়, লীনা মৃদু-স্বরে তাহাকে বলিল, "মালদহের সেই আমটা নিয়ে এস।"

দুইটা পোসিলের প্লেটে আম সাজাইয়া আনিয়া ভৃত্য টেবিলে দিল। কিন্তু সে পিছন ফিরিতে না ফিরিতে চক্ষের নিমিষে আমের পাত্র তুলিয়া পিকক্ সশব্দে মেঝের উপর আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিলেন। পাত্র-দুইটা শতকুচি হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল! ভৃত্য হতবুদ্ধি নির্ব্বাক্! লীনা চুপ।

যেন কিছুই হয় নাই, এমনি ভাবে পিকক্ বেশ নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে আহার করিয়া যাইতে লাগিলেন। লীনা বেশ জানিল, ইহার পর, সে একটু মাত্র অধৈর্য্য বা অস্থিরতা প্রকাশ করিলেই, আহার্য্যসামগ্রী-সমেত টেবিলটারও মেঝের উপর উল্টা হইয়া পড়িবার একান্ত সম্ভাবনা। বিনাবাক্যে মাথা নীচু করিয়া সে টেবিলের উপর আহার্য্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

পিককের খাওয়া শেষ হইলে এক সঙ্গেই দুইজনে টেবিল ছাড়িয়া উঠিলেন। দুইজনেই নীরব।　　(ক্রমশঃ)

# লোকমান্য তিলক-মহারাজ।

(১)

একি শুনি আজ দুঃসংবাদ,
তিলক নাই, ভারতময়!
কে মুছিল তিলক ভারত-ভালে,
কে বা সে পামর নিঠুর হায়!

(২)

ভারতের রত্ন বহুদিন হ'তে
অলেছিল কি সুন্দর ভারত-শিরে!
আহা কে হরিল সে অমূল্য নিধি?—
নাহি তার দয়া হৃদয়ে কি রে?

(৩)

কে নিবালে সে দীপ? দুর্জ্জন কেমন!
বারেক ভাবিলে না ভারত তরে?
আঁধার ভারত,—বিষাদ-কালিমা
ছাইল আজিকে ভারত-নরে!

(৪)

ভারত-তিলক গৌরব-নিশান
শোভেছিল এতদিন উজলি দিক্;
কে তুলিল তারে শোভাহীন করি
ভারতেরে হায়! তাহারে ধিক্!

(৫)

ভারতের কণ্ঠ-হার তিলক সুন্দর,
কোন্ দস্যু তায় হরিল হায়!
শোভাহীন ভারত হইল এখন,
পূর্ব্বের সৌন্দর্য্য নাহি-ক তায়!

(৬)

ভারত-হৃদয়-পদ্ম মকরন্দ ভরা
কে ছিঁড়িল আজ নিঠুর করে;
কে রে সে পামর নাহিক বিচার,
বারেক ভাবিল না ভারত তরে?

(৭)

ভারতের প্রিয় ভারতের প্রাণ
কে বধিল হায় তিলকে আজ?
ওরে রে দারুণ নিঠুর শমন
তোর শিরে আজ পড়ুক বাজ!

(৮)

এই ছিল মনে রে দারুণ বিধি,
হরিলি তিলকে পাষাণ হয়ে,
ভাবিলি না মনে তুই একবার,
কি হল রে তোর তাহারে লয়ে।

(৯)

ছিল যে তিলক গুণের আধার
দেশমান্য সেই আদর্শ নর;
তাহারে লইয়া কাঁদালি ভারতে।
ভাবিত না সেই আপন পর।

(১০)

সে যে দেশতরে ভাবিত সতত,
দেশদুখে প্রাণ দেছিল ঢেলে,
কত নর নারী পূজিত তাহারে,
তাহারে কোথায় দিলি রে ফেলে?

(১১)

তাহারে দেখিত দেবতা সমান;
পরশিতে পেলে চরণ তার,
সার্থক ভাবিত জীবন সকল।
এমন পুরুষ কোথায় আর!

(১২)

অন্তরে বাহিরে ছিল না দু'ভাব,
ধার্ম্মিক পবিত্র সরল প্রাণ,
সে যে কর্ম্মবীর, কর্ম্মের পর্ব্বত,
কর্ম্মে বেড়েছিল তাহার মান।

(১৩)

ব্রহ্মচারী ঋষি মহাত্মা তিলক,
সত্যের সম্মান রাখিত মনে ;
তাহার মতন হবে কি রে আর
ভারতে বাঁধিতে আপন প্রাণে !

(১৪)

ছিল রে সাধনা কর্ত্তব্য-পালন,
সুখ্যাতি অখ্যাতি ছিল না তার ;
মেঘের গর্জ্জন, অশনি-পতন
জানিত না কভু কাহারে কয় !

(১৫)

অটল অচল প্রতিজ্ঞা তাহার
বীরের বিক্রমে পালন হ'ত ;
জীবনের ভয় ছিল না তাহার,
কারাগার-বাস কুসুম মত !

(১৬)

হেন সুসন্তান ভারত-মাতার
হবে কিরে আর কখন হবে ?
ভুলি ক্ষুধা তৃষ্ণা দেশের কারণ
দেশের চিন্তায় মাতিয়া রবে ?

(১৭)

খোল খোল দ্বার স্বর্গের এবার
যাবেন তিলক সুবর্ণ-রথে ;
গাও রে অপ্সরী, যতেক কিন্নরী
চামর চুলাও তাঁহার পথে ।

(১৮)

পুষ্পমাল্য তাঁরে পরাও আদরে
চন্দন-তিলক তিলকে দাও ;
করিয়া বরণ তাঁহারে যতনে
স্বর্গের ভিতরে তুলিয়া লও !

(১৯)

জ্বাল ধূপ-ধূনা, মাঙ্গলিক বীণা
কাঁসর প্রভৃতি বাজাও আজ !
ওই দেখ দেখ ভারত-সুহৃদ্
যাইছেন স্বর্গে তিলক-মহারাজ ।

(২০)

গাও সিন্ধুনীরে, মহীধর-চূড়ে,
পবন-হিল্লোলে, কুসুম-বনে ;
কল্লোলিনি গাও তিলকের নাম,
গাও রে প্রকৃতি অমূল্য ধনে !

(২১)

গাও যুবা বৃদ্ধ নর নারী যত,
ভারতমাতার তিলক-নাম ;
যে নামে তরঙ্গ ছুটিবে হৃদয়ে,
পাইবে সবাই অমর ধাম ।

(২২)

মরে নি তিলক, আছে রে বাঁচিয়া ;
স্থূল দেহ তার গিয়াছে চলে !
কীর্ত্তি তার হেথা রহিবে বাঁচিয়া,
কর্ত্তব্যের পথ দিবেক বলে ।

(২৩)

তিলকের মূর্ত্তি প্রতি ঘরে ঘরে
গড়িয়া ভারত পূজ রে তায় ;
হেন বীর-পূজা বল না আমায়
কার ভাগ্যে কেবা কোথায় পায় ?

(২৪)

মারাঠা-ব্রাহ্মণ ত্যাগের মূরতি,
কা'র না ভকতি তাঁহার প্রতি ?
কর প্রণিপাত ভারত-সন্তান
রাখিয়া হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতি ।

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ ।

# উদ্যানলতা।*

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

কলিকাতায় একা ধীরেনের সঙ্গে আসাতে, মুক্তি ও ধীরেনকে নিয়ে নানা কথার পাক্ জড়িয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। শৈল-প্রত্যাগত শিবেশ্বর যখন সকল গোলমাল মিটিয়ে দেওয়ার ইচ্ছায় ধীরেনের সঙ্গে মুক্তির বিয়ের কথা পাড়বার চেষ্টা করেন, তখন ধীরেনের মুখে শোনেন যে মুক্তি জ্যোতির বাগ্‌দত্তা। সেই রাত্রেই জ্যোতির রওনা হওয়ার টেলী-গ্রাম এসে পৌছিল। কিন্তু এর উপাখ্যানের দিক্ দিয়ে এ বইয়ের তেমন কোনও বিশেষত্ব নেই। একে ঠিক্ উপন্যাস বলা চলে না। উপন্যাসে সাধারণতঃ একটা বাঁধা কেন্দ্র থাকে, সেটিকে উদ্দেশ্য করে সমস্ত ঘটনাগুলি পরস্পরের সহিত মিলিত হয়ে গড়ে উঠ্‌তে থাকে। এই কেন্দ্রীভূত ঘটনাটিকে সার্থক করে তোলাই অন্য সমস্ত ঘটনার উদ্দেশ্য; এই কেন্দ্রীভূত ঘটনার অগ্নিপরীক্ষাতে প্রত্যেক নাটকীয় চরিত্রকে যাচাই করান হয়। প্রত্যেক নাটকীয় চরিত্র এমন করিয়া আঁকা চাই যাতে তাদের ঘাতপ্রতিঘাতে, কিম্বা তাদের ঘাতপ্রতিঘাতের অনুকূলতায় মূল আধিকারিক ঘটনাটি সম্ভব হয়ে ওঠে। এ বইখানিতে সে-রকম কোনও মূল ঘটনা নেই, সে জন্য ইহাকে উপন্যাস বল্‌তে ইচ্ছা করি না। আবার ইহাকে ঠিক ছোট গল্পও বলা চলে না, কারণ ছোট গল্পের একটা প্রধান লক্ষণ হচ্ছে এই যে, তাতে কোনও ঘটনা সংঘটন করা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। সেখানে প্রধান কথাই হচ্ছে কোন গূঢ় মর্ম্ম-বেদনাকে, কি কবির বিশেষ কোন মর্ম্ম-কথা বা অনুভূতিকে কোনও ঘটনার ছায় দিয়ে ফুটিয়ে তোলা। নানা চরিত্রের বাহুল্য সেখানে তেমন জায়গা পায় না, কিন্তু একটা গভীর মর্ম্মকথা কবি-হৃদয়ের কুসুম-কোরকটিকে শুধু অগ্রভাগে ঈষৎ বিধা করিয়া দেয় মাত্র। সমস্ত গল্পটির আত্ম-বেদনা এক জায়গায় সংহত হয়ে একটি বিশেষ সৌরভকে বাহির করিয়া আনে। যেখানে যেখানে তার যে কোনও বিশেষত্ব আছে, সে সমস্তগুলিই সেই একটি বিশেষ বেদনাকে অভিব্যক্ত করবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, এবং সেইটিকে ফোটাতে পারলেই সে গল্পের কাজ শেষ হয়ে যায়। আমাদের এ বই-খানির মধ্যে কিন্তু ঠিক্ তেমন কোনও মূল বেদনা বা স্থায়ী ভাব খুঁজে পাই না। এমন কি সাধারণতঃ অনেক গল্পেই যেমন একটা Crux বা সন্ধি থাকে যেখানে এসে সমস্ত কাব্যের ঘটনাটা তোলপাড় খেয়ে উঠে একটা বিশেষ আশঙ্কা বা উত্তেজনার সৃষ্টি করে, এখানে তেমন কিছু দেখতে পাই না। হাবলার সঙ্গে সুশিক্ষিতা ও নব্য-সংস্কারসম্পন্না মুক্তির বিবাহের আয়োজনটা খানিকটা কৌতুকই জমাইয়া তোলে। কিন্তু কোনও উত্তেজনার সৃষ্টি করে না, কারণ, হাবলা ত আর পাঁড়াগেঁয়ে হাবলা বা গ্যাবলা

* একখানি উপন্যাস, শ্রীশান্তা দেবী ও শ্রীসীতা দেবী প্রণীত।—মূল্য ২৲ টাকা।
প্রবাসী-কার্য্যালয়,
২১০-৩-১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নয়। সে হচ্ছে মুক্তির প্রণয়লুব্ধ ধীরেন। তার-লার সঙ্গে বিয়েটা যদি হয়ে যেত,তাতে আমা-দের মনে একটুও আঘাত পেত না। বরং কৌতুকটা আরও জমে উঠ্‌ত। আর তা ছাড়া ধীরেন বেচারার জন্য আমার একটু দুঃখও হে না হয়, তা নয়। ঐ রকম একট ফাঁকে ধীরেন বেচারার সঙ্গে যদি মুক্তির বিয়েটা হয়ে যেত, সে মন্দ কি হোত।

( ক্রমশঃ )

---

# বরষায়।

আকাশ ভরিয়া যায়
ঘন-বিষাদের ছায়,
　　নহে দীপ্ত আলোকের হাসি,
বায়ুর ব্যাকুল স্বরে
কি বেদনা ব্যক্ত করে!
　　নীরধারে ঝরে অশ্রুরাশি!
কম্পমান তরু লতা
জানায় মরম-ব্যথা,
　　নীরব সে হরষ কূজন,
শুদ্ধ জীব সংগোপনে
লইয়া আশ্রয় কোণে
　　জানায় কি অন্তর-পীড়ন!
এ বিষাদ বক্ষে ধরে
তটিনী আবেগ-ভরে
　　মন প্রাণ সব অরপিয়া,
যাইছে সাগর-পানে
প্রেম-গদগদ তানে,
　　নিরালম্ব জীবন হেরিয়া।
গৈরিক বসন পরি'
যোগিনীর রূপ ধরি,'
　　হে তটিনি! আত্মহারা হ'য়ে
কারো পানে না চাহিয়া,
কারো বাধা না মানিয়া,
　　মিশিতে সাগরে যাও ব'য়ে;
এই ঘন ছায়া যবে
আর না পীড়িতে রবে,
　　সুখহাসি উদিবে আবার,
সাগরে কি যাবে ভুলি?
না না, কুলুধ্বনি তুলি,
　　তুমি ত ছুটিবে অনিবার!
কিন্তু আমি অভাজন
বিষয়-বিমূঢ়-মন,
　　ক্লান্ত যবে দুর্দিনের ভরে,—
সুখহাসি নিবে যায়,
পক্ক বায়ু বাধা পায়,
　　আশালতা কেঁপে উঠে ডরে।
উঠে না আনন্দ-তান,
কেবলি করুণ গান,
　　অশ্রুনীরে ভরে যায় দিঠি,
জীবন-শকতি যায়
লুকাইতে নিরালায়,
　　অন্ধকার উঠে দেখা ফুটি'!—
ব্যাকুল হৃদয়ে হেরি—
কোথা নাথ,—কোথা হরি!
　　অবলম্বন না পাইয়া আর,
হে তটিনি! তোমা' প্রায়
আবেগে ছুটিয়া যায়
　　তাঁরি পানে হৃদয় আমার!

কিন্তু যবে দুখ টুটে
আলকের হাসি ফুটে,
কল্লোলিনি! কহিব কি কথা?
কোহমন্ত পুনঃ মন
সুখে হয় নিমগন,
ভুলে যায় নাথের বারতা!

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

---

# নিবেদন।

১

দেব! একি এ যাতনা।
এই অন্ধ কারাবাসে, দিন রাত রুদ্ধ-শ্বাসে
একাকী হৃদয়-ভরা বহি যে বেদনা!
দিনান্তেও একটুক্, জুড়াতে এ শ্রান্ত বুক
অভাগার নাহি কোথা একটু সীমানা!

২

এই তো জগৎ-ভরা সকলে রয়েছে যারা,
কেহ হাসে, কেহ কাঁদে—করে খেলা ধূলা;
মোর শুধু অহরহঃ একি জ্বালা দুর্ব্বিষহ!—
ধূমাকীর্ণ গুপ্ত বহ্নি বক্ষ-মাঝে জ্বালা!

৩

দুঃখে যবে ফাটে বুক, বলি কারে একটুক্
নামাব দুঃখের বোঝা ভাবি মনে মনে,
বুক হ'তে শিখা উঠি, কণ্ঠ-পথে বসে রুধি;
দারুণ যাতনা-জ্বালা বেজে ওঠে প্রাণে!

৪

একি শাস্তি, হে ভবেশ! তোমার এ পুণ্যদেশ
অভাগার ভাগ্যে কেন শুধু কারাবাস?
নাহি সঙ্গী নাহি সখা, একটু আশার রেখা!—
শুধু ব্যথা, শুধু জ্বালা, শুধু মর্ম্মোচ্ছ্বাস।

৫

নয়নে নাহি-ক জল, চরণে নাহি-ক বল,
মস্তকে পর্ব্বত-সম গুরু বোঝা চাপা,
পরাণে দারুণ জ্বালা, রাত-দিন পথ-চলা—
শ্রান্তি নাই ক্লান্ত প্রাণে কিবা নিশা দিবা!

৬

কবে এ পথের শেষ, ফুরাবে এ মরু-দেশ,
নিভিবে প্রাণের বহ্নি—রাবণের চিতা,
লোকেরে দেখাতে মুখ, কাটিবে না পোড়া বুক,
ঘুচে যাবে এ দুর্নাম—'অভাগা' 'অনাথা'।

৭

আমার যে রবি শশী, তাও যেন ভরা মসী,
আমার এ বায়ু যেন শুধু নিরাকার,
আমার এ দেহ যেন গড়িয়াছে ভিন্ন কোন,
আমার এ গৃহ যেন আঁধার গহ্বর!

৮

আমি কি তোমার রাজ্যে, বঞ্চিত সকল কার্য্যে?
যে অগাধ দয়ারাশি বর্ষে উচ্চ নীচে,
তাতেও বঞ্চিত আমি? কেন করুণার স্বামী!
কেন বহি এত শাস্তি কোন্ গুরু কাজে?

৯

তুমি তো অনাথ-বন্ধু, অগাধ-করুণা-সিন্ধু,
পাপী তাপী সবে ডাকে তোমারে দয়াল!
তোমার মধুর নাম, স্মরিলেও অবিরাম
হে প্রভু হবে না ছিন্ন দৃঢ় কর্ম্মজাল?

১০

তোমার সুখের ধরা, মমতা-অমিয়-ভরা;
আমি শুধু ফিরে যাব শূন্য রিক্ত হাতে?
আমারি এ মর্ম্মোচ্ছ্বাস, বক্ষোভেদী দীর্ঘশ্বাস
হবে ব্যাপ্ত নিশি দিন ধরার ধূলাতে?

১১

( আজ )
প্রান্ত দেহ ক্লান্ত আঁখি, হে প্রভু,
কোথায় রাখি
এ গুরু মর্ম্মের বোঝা বেদনার ভার ?
ব্যথিত তাপিত প্রাণ, কে চরণে
দিবে স্থান,
কে ঘুচাবে নয়নের চির অন্ধকার ?

শ্রীমতী ননীবালা দেবী।

---

# নদী-সৈকতে।

( শ্রীআনন্দ আচার্য্য অবলম্বনে )

১। প্রভাত-বেলা পুষ্পবনে
পুষ্প চয়ি' সযতনে,
দিনের বেলা গাঁথি মালা
সাঁঝে তোমায় দেব বলে' !

২। সন্ধ্যা-ছায়া নেমে আসে,
গগন-কোলে তারা ভাসে,
শিশুরা সব কোলাহলে
গৃহে ফেরে দলে দলে !

৩। স্বর্ণ-রেণু তুলি' পথে
বেছু ফেরে গোষ্ঠ হ'তে,
আনন্দেরি কলরবে
কুলায়-পানে পাখী চলে।

৪। তরুণ কবি কুঞ্জবনে
বাঁশী বাজায় আপন মনে,
দিনের খেয়া শেষ করি'
ঘাটে লাগে খেয়া-তরী !

৫। সেই সে পরম মধুর ক্ষণে
খুসী হয়ে জাগি মনে,
পরিয়ে দেব মালাখানি
চরণ-দু'টি বক্ষে টানি' !

৬। আকাশ ছোবে জ্যোৎস্নালোকে,
বন্যা জাগে ধরার বুকে।
চেয়ে থাকি কখন আস,
মালা নিয়ে মধুর হাস ॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

---

# সাময়িক সংবাদ।

১। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা-কারিণী মহিলা চিকিৎসক।—বঙ্গদেশের লেনিটারী কমিশনর ডাক্তার বেন্টলি এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের বালিকাবিদ্যালয়-সমূহের ছাত্রীদিগের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার নিমিত্ত একজন মেডিকেল ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস্ নিযুক্ত হইবেন। এই পদের প্রারম্ভ-বেতন মাসিক ২৫০৲ টাকা। ৩০৲ টাকা করিয়া বাড়িয়া এই মাসিক বেতন ৪০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইবে। এই পদে মেডিকেল কলেজের উপাধি-প্রাপ্তা মহিলারা নিযুক্তা হইবেন। পদপ্রার্থিনীদিগকে কমি-

কাতা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বঙ্গের স্বাস্থ্য-কমিশনার-মহোদয়ের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

স্বাস্থ্যপরীক্ষাকারিণী পরিদর্শিকা-নিয়োগের ফলে এদেশের বালিকাদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতি অধিকতর মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে দেশের যে কল্যাণ সাধিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

২। লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় বেহার ও উড়িষ্যাপ্রদেশের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন; এই সংবাদ গত ১১ই আগষ্ট এখানে আসিয়াছে।

৩। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ভারতবাসীদিগকে জানাইয়াছেন যে অষ্ট্রেলিয়া পরিভ্রমণ করিয়া যুবরাজ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন; সুতরাং তিনি এবৎসর ভারতবর্ষে আসিতে পারিবেন না। যুবরাজের পরিবর্ত্তে তাঁহার খুল্লতাত ডিউক অব কনট ভারতবর্ষে আগমন করিবেন!

৪। গত ৩১শে জুলাই শনিবার রাত্রি ১২টা ৪০ মিনিটের সময় ভারতের অকৃত্রিম ও অকপট সেবক স্বদেশানুরাগী মহামান্য বাল গঙ্গাধর তিলক মহোদয় সমগ্র দেশবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

৫। কাশীর আয়ুর্ব্বেদ-সম্মিলনী কলেজ হইতে এবার তিনটী বাঙ্গালী মেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী' উপাধি পাইয়াছেন।

৬। ক্যাপ্টনের চীনা স্ত্রীলোকেরা ২০ লক্ষ টাকা মূলধনের এক দেয়াশালাইয়ের কারখানা স্থাপন করিবে মনঃস্থ করিয়াছেন। এই কারখানায় স্ত্রীলোকেরাই দিয়াশালাই প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা স্ত্রীলোকেরাই বিক্রয় করিবেন।

৭। বিলাতে পাশ করা ধাত্রীর সংখ্যা নব্বই হাজার।

৮। ১৮৬৯ অব্দে পেশোয়ারে ১০৪ নং "রয়ালমনষ্টার ফিউজিলিয়ার্স"-নামক সৈন্যদলের মধ্যে ভয়ানক ওলাউঠার প্রকোপ হয়। কাপ্তেনের পত্নী মিসেস্ ওয়েবার হারিশ সেই রোগীদিগের অক্লান্ত সেবায় সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। মিসেস্ হারিশ্ প্রথা প্রস্তুত করিয়া গীত গাহিয়া ও নানা উপায়ে সৈন্যদের মন প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করিতেন। রোগ হইতে মুক্ত হইয়া সেই সকল সৈনিকেরা মিসেস্ হারিশকে ভিক্টোরিয়া ক্রসের অবিকল একটী নকল, নকল করিয়া উপহার প্রদান করেন্। স্ত্রীলোকদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম "ভিক্টোরিয়া ক্রস্" প্রাপ্ত হন। এক্ষণে ব্যবস্থা হইয়াছে যে, আকাশ পোত-সম্বন্ধীয় সাহসিক কার্য্যের জন্য "ভিক্টোরিয়া ক্রস্"-নামক মহাসম্মানিত পদক স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই প্রদান করা যাইতে পারিবে।

৯। গত ৬ই আগষ্ট ময়ূরভঞ্জ মহারাজের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

## ভ্রমসংশোধন!

আষাঢ়-সংখ্যার 'শুচিবায়ু'-প্রবন্ধে ৯৪ পৃঃ ১ম কলম ১ পংক্তিতে

"শয্যার চাদর...মত পড়িয়া থাকে।"—এইস্থলে

"শয্যা বিছানার ও বস্ত্রাবরণগুলি সর্ব্বদাই কোনও না কোন অশুচিতা-ব্যপদেশে প্রক্ষালনীয় হও য়ায়, সেগুলিকে প্রায়ই শয্যা হইতে উন্মোচন করিয়া রাখা হয়। ফলে আবরণহীন শয্যাতল যেন মৃতের শয্যার মত পড়িয়া থাকে।" হইবে।

এতদ্ভিন্ন ঐ প্রবন্ধে কতকগুলি মুদ্রাকর-প্রমাদ আছে। যথা "কর্ত্তব্যপদেশে" (৯৩পৃঃ১ম কলম শেষ লাইন) "কর্ত্তব্যব্যপদেশে" হইবে, "অনন্তমুখ-প্রত্যাশী" (৯৩ পৃঃ ২য় কলম, ২১ পংক্তি) স্থলে "অনন্তসুখ-প্রত্যাশী", "প্রাক্কলন" (৯৪ পৃঃ ২য় কলম, ২৯ পংক্তি) স্থানে "প্রক্ষালন", "জননীদেবর" (৯৫ পৃঃ, ২য় কলম, ২য় পংক্তি) স্থানে "জননীদেবীর" ও "সম্ভাবপর" (শেষ লাইন) স্থানে "সম্ভবপর" হইবে।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এন্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

# সীলেট চূণ।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না;
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকালস্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

**কিলবরণ এণ্ড কোম্পানী।**

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।

৮ নং মেয়ুরলি প্লেস, কলিকাতা।

আর একবার এ পূজার অন্তঃপুরে পূজার আনন্দ উপহার বিতরণ করিয়া
অন্তঃপুরের শান্তি আরো বর্দ্ধিত করুন।

পূজার নূতন ক্যাটলগ গ্রহণ করুন।

কতিপয় শিল্পির ক্ষুদ্র অলঙ্কার।

ফ্রেঞ্চ মাকড়ী কাশ্মিরী মাকড়ী কুমারী মাকড়ী

# কাশ্মিরী মাকড়ি

# কুমারীমাকড়ী

'নূতন! নূতন! অপূর্ব্ব আবিষ্কার। প্রমাণ সাইজ ১৬, মাঝারি সাইজ ১৩,

কল্পনা সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ। ব্যবহারে পরিচয়। প্রমাণ ২২, মাঝারি ১৮,

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনব প্যাটার্ণ। মূল্য ৬৷৷০ টাকা মাত্র।

মণিলাল এণ্ড কোং জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চ্চেণ্টস্,
৪০ নং গরাণহাটা, কলিকাতা। টেলিগ্রামস্—নেক্‌লেস।

---

# জীবন সংগ্রাম

## চতুর্থ-সংস্করণ

উপন্যাস-জগতের মরকতমণি, বাঙ্গালী জাতীয় জীবনের পবিত্রতার পুণ্যকাহিনী পল্লী-গ্রামের স্বচ্ছ অনাবিল রক্তের কথার সুন্দর ফটোগ্রাফ শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত **জীবন-সংগ্রাম** খানি আজ কয়েক মাস একবারে নিঃশেষিত হওয়ায় চতুর্থ সংস্করণ ছাপা হইতেছিল, কিন্তু কাগজের দুর্ম্মূল্যতা-প্রযুক্ত সব সময় আমরা মনোমত কাগজ শত চেষ্টা সত্ত্বেও পাইতেছিলাম না। চারিদিক হইতে প্রতিদিন শত শত তাগিদ পত্র আসায় আমরা দ্বিগুণ মূল্যে কাগজ ও কালী কিনিতে বাধ্য হইলেও আজ অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি '**জীবন-সংগ্রাম**" পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং এ সংস্করণের মূল্য ১৷৷০ স্থলে ১৸০ আনা ধার্য্য করিতে বাধ্য হইলাম। পাঠকগণের অনুগ্রহ ও সহানুভূতি সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়।

বিনীত প্রকাশ
শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মণিলাল এণ্ড কোং—৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থকার প্রণীত মানবচিত্র, তরবারের ঊইল, সংসার চিত্র, আমার ভ্রমণ, আমার ডায়েরী, শিলং পাহাড়, এই সকল পুস্তক নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রাপ্ত হইবেন।

মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক্ রাখিবার একমাত্র উপায়

# জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় অলস হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলে গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন্। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, ডি পিতে ১৷৵৹; তিন শিশির মূল্য ২৷৹, ডি পিতে ২৸৵৹। এক গ্রোস ১০৮৲

# সুরবল্লী কষায়।

## রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লীকষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদ-জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

দেশীয় সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সালসা সেবনমাত্রই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১৷৹ দেড় টাকা, ডি পিতে লইলে মোট ২৷৵৹ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অভাবনীয় ব্যাপার। রমণীরঞ্জন চুড়ি। অলঙ্কারের যুগান্তর।

মায়াপুরী মেটেলে প্রস্তুত।

মায়াপুরী মেটেলে প্রস্তুত।

বাঁকা হইবার নয়—যাহা কেহ কল্পনায় এ পর্য্যন্ত আনিতে পারেন নাই—সেই অসম্ভব সম্ভব হইতে চলিল। রমণীরঞ্জন চুড়ি এ যাবৎ কেবলমাত্র সিনি স্বর্ণেরই প্রস্তুত হইত—কেরিক্যাল বা অন্য কোনও ধাতুতে ইহা এ পর্য্যন্ত কেহই প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। আমরা বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে ইহা প্রস্তুত করিয়াছি। কেমিকালের বিশ্বা অন্য ধাতুর সমস্ত চুড়িই সাধারণে ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে একবার রমণীরঞ্জন চুড়ি এক সেট ক্রয় করিতে অনুরোধ করিতেছি। এক সেট পাঁচ টাকায় ক্রয় করিলে আপনার পাঁচ শত টাকার সিনির চুড়ির অভাব মোচন করিবে।

মূল্যাদি এক সেট ৮ গাছা ৫ পাঁচ টাকা।

"মায়াপুরী মেটেলের" লক্ষ লক্ষ প্রশংসাপত্রের মধ্যে একান্ত
স্থানাভাবে কেবল কয়েকখানি মাত্র প্রকাশিত হইল।

## সংবাদপত্রের মতামত।

### বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"মায়াপুরি মেটেল" আবিষ্কৃত হইবার পর সমস্ত সংবাদপত্রে ইহার সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল। স্থানাভাবে কয়েকখানি মাত্র উদ্ধৃত হইল।

"হিতৈষণী" সংবাদপত্র। • • দেখিতে ঠিক সোনার চুড়ির মত • • বহুদিন ব্যবহারেও রং নষ্ট হইবে না। কারণ ইহা গিলটি নহে, ধাতু বিশেষের দ্বারা নির্ম্মিত।

"লক্ষ্মীশ্রী" সংবাদপত্র। • • মায়াপুরি মেটেলের অলঙ্কারের রং চিরদিন স্বর্ণের ন্যায় থাকিবে। কখন পালিস নষ্ট হইবে না। ইঁহাদের কারবারে প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা নাই।

"বসুমতী" সংবাদপত্র। • • আর কেহই এই পূজার সময়ে বিলাতী চুড়ি কিনিবেন না। ইহাদের গহনার রং চিরস্থায়ী বলিলেও হয়। ইহাদের সোনার জিনিষগুলিও সুন্দর হইতেছে।

দৈনিক পত্র "সন্ধ্যা"—পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইঁহাদের গহনার রং বহুকাল স্থায়ী। ইহাদের কাছে ঠকিবার ভয় নাই; ইঁহাদের দোকানে মহাপূজার মহাব্যাপার।

"হিতবাদী" সংবাদপত্র লিখিয়াছেন। ইহা অবশ্য গহনা নহে। আসল গিনির গহনা ইহাদের গহনার কাছে হার মানিয়াছে। গহনার রং বহুকাল স্থায়ী। জিনিষগুলি সুন্দর ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে।

"সাপ্তাহিক" দৈনিকপত্র। চুড়ি বড় সুন্দর হইতেছে। বিলাতী চুড়ি ও কেমিকেল গহনার পরিবর্ত্তে সকলেরই ইহাদের গহনা ব্যবহার করা উচিত।

এইচ, ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং, ১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

# শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম

ভারতের সেরা।

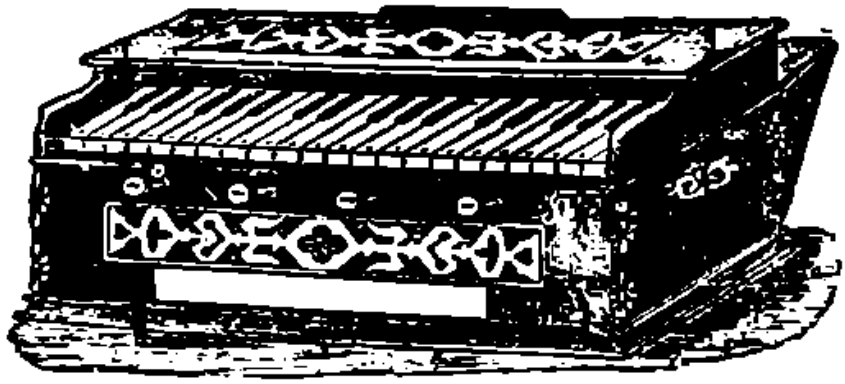

যাঁহারা শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম ব্যবহার করেন, তাঁহাদের কোনরূপ দুর্গতে হয় না সুর নামিয়া যাওয়া, কিঁ কিঁ করা, চাওয়া বাতির ভয়ের প্রভৃতি যাবতীয় শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মকে ধরে না বলিলেও হয়। এই সকল গুণের জন্যই শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মের এত আদর ও খাতির।

3 Oct., Single Reed, 4 stops Rs. 20 & 25 হারমোনিয়ম-শিক্ষা Rs. 1 & 2
Double, 5 ,, 35, 40 & 45 | আলিবাবার গানের স্বরলিপি— 1-6
Other Varieties— from ,, 50 to 300

সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র, গ্রামোফোন, রেকর্ড, পিন প্রভৃতি আমরা বিক্রয় করি।

**শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৪নং ডালহউসি স্কোয়ার, কলিকাতা।**

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

**Sarat Ghose & Co.**

CALCUTTA

---

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক।

**সৌধরহস্য—( উপন্যাস )—১৲ ; নির্ম্মাল্য—(গল্প-গ্রন্থ) দ্বিতীয় সংস্করণ—রেশমী বাঁধাই—১।০ ; কেতকী—( গল্পগ্রন্থ )—সিল্ক বাঁধাই—১৲ ; স্পর্শমণি—( উপন্যাস ) দ্বিতীয় সংস্করণ———২৲**

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

ONE PAIR DUGI TABLA FREE FOR PUJA

## বিখ্যাত ডি, মোহন ফুলুট

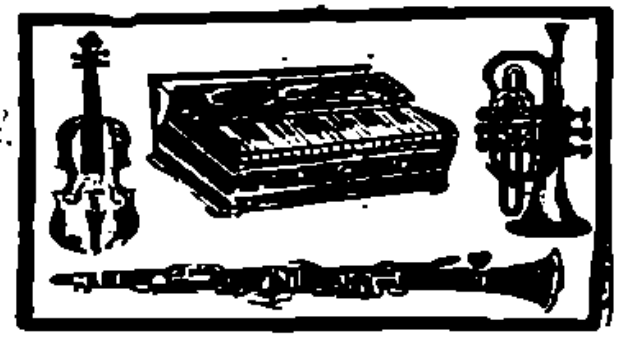

অপছন্দে ফেরত দেওয়া হয়—১ সপ্তাহের মধ্যে।

ইহার নূতন পরিচয় দিবার কিছুই নাই। উপস্থিত বাজারে অনেক নামযুক্ত হারমোনিয়ম বাহির হইয়াছে, ক্রেতারা ঠিক করিতে পারেন না কোন্‌টা রাখিয়া কোন্‌টা লইবেন; কিন্তু ইহা বাজার চুড়ান্ত ও মজবুত হইবে নিশ্চয়ই। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। অর্ডারের সহিত ৫ টাকা অগ্রিম পাঠাইবার নিয়ম। ১ সেট বীড ৪ ষ্টপ, ৩১ চাবি ২২৲, ২৫৲, ৩০৲ টাকা। ২ সেট বীড ৪ ও ৫ ষ্টপ ৩১ চাবি—৩২৲, ৪০৲ ৪২৲ ও তদূর্দ্ধ। কোলডিং ৭৫৲, ৮৫৲ ও তদূর্দ্ধ।

## সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা—দাস ব্রাদার্স

স্বর্ণ ও রৌপ্য মেডেল প্রাপ্ত—ভারত মিউজিক্যাল ষ্টোর্স।

সোরুম—১১ নং লোয়ার চিৎপুর রোড

( ফ্যাক্টরী ) ১৩ নং রামকান্ত মিস্ত্রির লেন, কলিকাতা।

## সাহানা

শ্রীযুক্তা সুনীতি দেবী প্রণীত ক্ষুদ্র পুস্তক। কবিতাগুলি যেন শিশুকণ্ঠের কোমল-মধুর বাক্‌ স্বরূপ। ভাষা ভাব অতিপ্রাঞ্জল। কাগজ ও ছাপা অতিসুন্দর। মূল্য চারি আনা মাত্র। ছুটীর দিনে বালক-বালিকাগণকে কাচের-খেলনার পরিবর্ত্তে ইহা দিলে তাহাদের আমোদ ও উপকার দুইই সাধিত হয়। প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী, সরস্বতী। কেশবধাম, বেনারস সিটি।

## বিজ্ঞাপন

প্রবীণ গ্রন্থলেখক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত নূতন পুস্তক "চিত্র" প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অম্মদেশীয় সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের অনেকগুলি চিত্র সুন্দররূপে অঙ্কিত হইয়াছে। উপহার দিবার এবং নিজে পড়িয়া সুবিমল আনন্দলাভ করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী ও ২৫।২ রূপনারায়ণ মুখার্জ্জির লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা, ভবনে পাওয়া যাইবে। মূল্য ১।০।

Reg. No. 134

২৮ বর্ষ

# বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

আশ্বিন, ১৩২৭—অক্টোবর, ১৯২০।

## সূচী


| | | |
|---|---|---|
| ১। | গান | শ্রীযুক্ত নিশ্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্ ১৬১ |
| ২। | হিন্দুর তীর্থ-নিচয় | শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী ১৬৯ |
| ৩। | আগমনী ( গান ও স্বরলিপি ) | শ্রীযুক্ত নিশ্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এ ও শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা ১৬৯ |
| ৪। | মীনার শিক্ষা ( উপন্যাস ) | শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া সরস্বতী ১৭৮ |
| ৫। | প্রার্থনা ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ১৭৭ |
| ৬। | অদৃষ্টচক্র-ভুবি ( উপন্যাস ) | শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র ১৭৭ |
| ৭। | আশে ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৫ |
| ৮। | সমাজে নারী কাজ | শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী ১৮৬ |
| ৯। | আকাঙ্ক্ষা ( কবিতা ) | শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন ১৮৯ |
| ১০। | পুস্তক-সমালোচনা :— | |
| | (ক) সাজনদী | ১৮৮ |
| | (খ) উদ্যানলতা | শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, এম-এ, পি, এইচ-ডি ১৯০ |


অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০ ;
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ ( চারি আনা ) মাত্র।

# ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

বাজারে জিনিসের মত নয়।

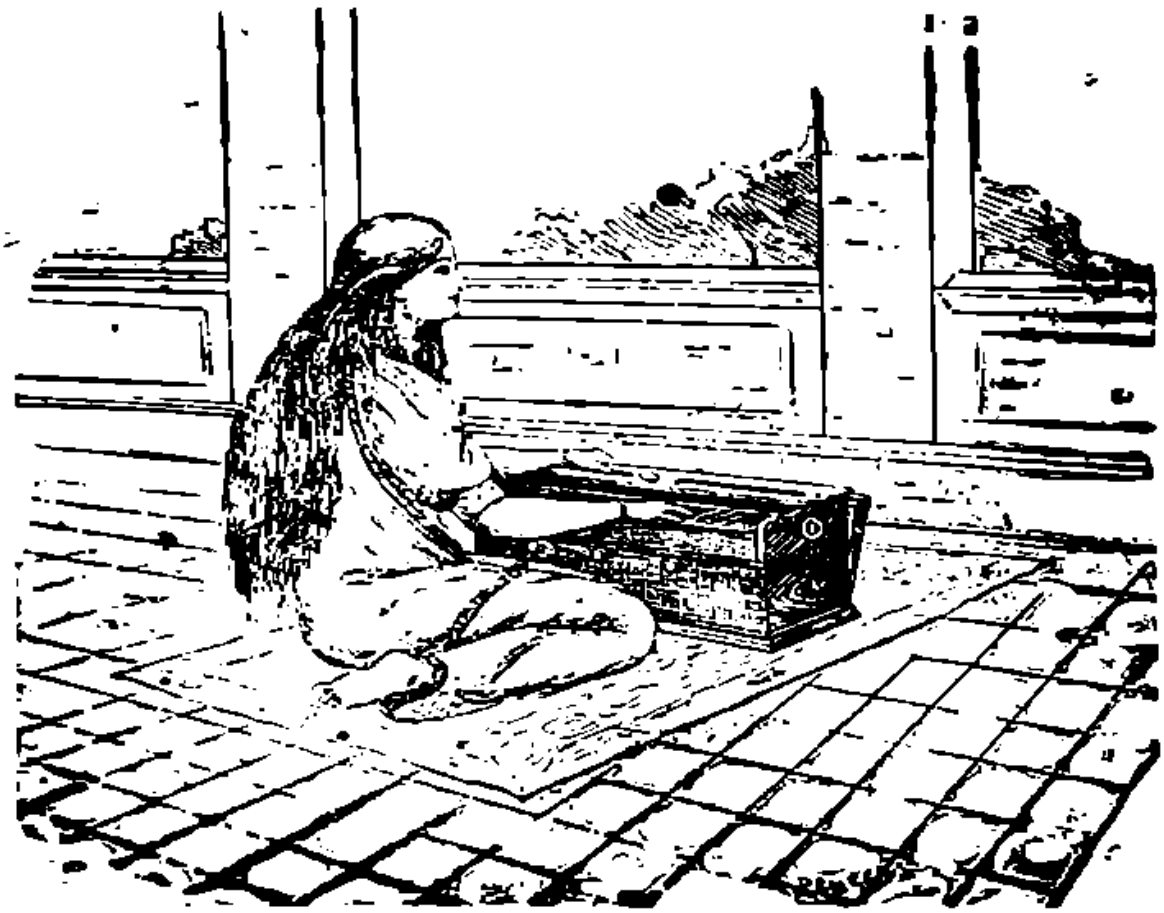

বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড মূল্য ২০৲ ও ২৪৲ টাকা।

২ সেট রিড মূল্য ৩০৲,৩০৲,৩৫৲,৪০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

কোন্ডিং অরগেন—মূল্য ৩৮৲, ৫৫৲, ৭০৲, ৭৫৲, ও ৯০৲ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫৲, ১০৲, ১২৲, ও ২৫৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এস্‌রাজ—মূল্য ১২৲, ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

## ডোয়ার্কিন এণ্ড সন,

৮।১ নং ডালহৌসি স্কোয়ার, লালদীঘী, কলিকাতা।

সাহিত্য-জগৎ সাড়া দেবে কল্পনা করেন কি ? তাহাই প্রকৃত

# বসুমতীর পঞ্চবিংশ বর্ষের বিশ্বমোহন উপহার

বিস্ময়ের বিজলী-চমকে স্তম্ভিত হইবেন না, বিরাট—বিচিত্র—বিশ্ববিভ্রম—সর্ব্বজন-আগ্রহ-প্রশমন—সর্ব্বজন-চিত্তরঞ্জন—অভাবনীয়—অতুলনীয়—চিরস্মরণীয় উপহার !

উপহার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বসুমতীর বার্ষিকমূল্য ৩৲ দিয়া গ্রাহক হইতেই হইবে।

১ম উপহারে—বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস !!

উপন্যাস-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট—বঙ্কিম-চন্দ্রের শূন্য-সিংহাসনের অবিসম্বাদী অধিকারী—

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

## চরিত্রহীন

যাহা প্রকাশিত হইয়াই একদিনে সাহিত্য-সাম্রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে—বিশ্ব-উপন্যাসের শীর্ষস্থান সগর্ব্বে—সদম্ভে অধিকার করিয়াছে। সেই মনস্তত্ত্বের হিমালয়—পুলকের মনুমেণ্ট—উপন্যাসের অমূল্যনিধি—সাহিত্যের অতুলা অমূল্যনিধি—উপন্যাস

প্রেমিকের বক্ষের ধন চরিত্রহীন !

কোহিনূরকান্তি-নিন্দক এই চতুর্থভাগ

## শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

কি কি নবপ্রকাশিত উপন্যাসরাজিতে সমৃদ্ধ :—

১। চরিত্রহীন, ২। ছবি, ৩। বিলাসী আর পাইবেন কি ? সেই বিশ্বজয়ী ফরাসী ঔপন্যাসিক মহাকবি "ভিক্টর হিউগো প্রণীত"

৪। লা মিজারেবল

এই সাহিত্য-জগত-গৌরব উপন্যাস-চতুষ্টয় বসুমতীর গ্রাহক হইলে ১২০ টাকায় পাইবেন

২য় উপহারে—পবিত্রোজ্জ্বল উপন্যাসরাজি।

বাঙ্গালার মিল্টন—বিশ্ববিশ্রুত-নাম, সর্ব্বজন-প্রিয় অদ্ভুত ঔপন্যাসিক—প্রতিভাশালী স্বদেশ-প্রাণ সুলেখক, পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব-রবি

যদুনাথ ভট্টাচার্য্যের

## যদুনাথ গ্রন্থাবলী

১। সোণার সংসার ২৲, ২। কালাপাহাড় ২৲, ৩। সুশীলা ১৲, ৪। সরলা ১৷৷০, ৫। সতীনারী ১৷৷০, ৬। মঙ্গলাল ৷৷০, ৭। প্রবোধচন্দ্র ৷৷০, ৮। নীলমণি দারোগা ৷৷০, ৯। অন্নপূর্ণা ৷৷০, ১০। কর্ণধার ১৲, ১১। পাচুঠাকুর ১৲।

এই ১২৷৷০ টাকা মূল্যের উপন্যাস রত্ন-হার বসুমতী গ্রাহক হইলে মাত্র ৸০ আনায় পাইবেন।

৩য় উপহার—পুরাণ কিঙ্করগণ !

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য সম্পাদক দিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিত

শ্রীযুক্ত কুরেশচন্দ্র সমাজপতি অনুবাদিত

## কল্কিপুরাণ

কলিযুগে কলি-কলুষনাশন শ্রীকল্কিদেব অবতীর্ণ হইয়া কি ভাবে ধরেছাতার প্রলয়িত করিবেন, দেখিয়া চরিতার্থ হউন—রাজস্থান-অনুবাদক

কীর্ত্তিমান যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

## নারদীয় পুরাণ

যে পুরাণের অধ্যায়ে অধ্যায়ে সর্ব্বজ্ঞানময় শ্রীহরি কথামৃত লহরে লহরে উচ্ছ্বসিত—তরঙ্গায়িত। যাহা হিন্দুধর্ম্মকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে—সেই নারদীয় পুরাণ। বসুমতীর গ্রাহক হইলে এই পুরাণদ্বয় মাত্র ৸০ আনা।

৪র্থ উপহার—রাজনৈতিক-উপহার।

রাজনীতি-শাস্ত্র-বিশারদ—সর্ব্বজন-প্রিয় সাহিত্য-মহারথি—য়ুরোপ সমাদৃত—বসুমতী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ প্রণীত সচিত্র

## কংগ্রেস

সমগ্র ভারতে যে সাধনা প্রভাবে শাসন-সংস্কার বিধিবদ্ধ—স্বায়ত্তশাসন সম্ভাবিত হইয়াছে—সেই কংগ্রেসের ইতিহাস, জ্বালাময়ী উদ্দীপনা-পূর্ণ বক্তৃতামালা, দেশহিতৈষণৈকপ্রাণ—নেতৃ-বৃন্দের সভাপতির অভিভাষণ, কংগ্রেসের রিজলিউসন—

আর পাইবেন—ভারতের সমস্যা, যে সমস্যায়—তুর্ক প্রহেলিকায় আজ মস্‌লেম সমাজ চকিত—এবং সমগ্র ভারতবর্ষ বিক্ষুব্ধ—কোন কোন মুসলমান ধর্ম্মচ্যুতির আশঙ্কায় শঙ্কান্বিত—মহাত্মাগণ যাহার জন্য ভারত-ত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছেন —

সেই বিশ্বাতঙ্ক

## খেলাফৎ-সমস্যা

এই চাতীয় মহাগ্রন্থ বসুমতীর গ্রাহক হইলে ৷৷০ আনায় পাইবেন।

সমগ্র উপহার বার্ষিক মূল্য ৬৲ ছয় টাকা।

সত্বর গ্রাহক হউন উপহার লউন।

বঙ্গদেশের বিখ্যাত গল্প-লেখিকা।

## শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবীর নূতন গল্পের বই—

১। অদৃষ্টলিপি। ইহাতে অদৃষ্ট-লিপি নামে ছোটখাটো উপন্যাস এবং আর কয়েকটি ছোট গল্প আছে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সুন্দর নিপুণ চিত্রাবলী। মূল্য ॥০। ২। ফুলদানী। অনেকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি নানাভাবের, নানা রসের, বিচিত্র চিত্রের। মূল্য ॥০। ৩। শতদল। ভগবদ্-বিষয়ক একশত কবিতা, তত্ত্ববোধিনী ও পরিচারিকায় প্রশংসিত। মূল্য ॥০। ৪। কাহিনী বা ক্ষুদ্রগল্প—গল্পের পুস্তক। ৫। অশোকা—কবিতা-পুস্তক। ৬। হাসি ও অশ্রু কবিতা-পুস্তক। প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিসিং হাউস্ ও মেডিক্যাল লাইব্রেরী, যথাক্রমে ২২ নং ও ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

## BHARAT DHARMA MAHAMANDAL

### The All-India Hindu-Socio-Religious Association.

*General President* H. H. the Maharaja of Darbhanga, *G. C. I. E.*

Fees for General Members—Rs. 2 a year.

Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Benevolent Fund; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English),—a High Class Monthly *free*; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications, at three-fourth price. PROSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE. The General Secretary Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Cantt.

## অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

মহীয় অধ্যাপক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন হোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক-সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎ ক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার, উঠা প্রভৃতি নিবারিত ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চরপ্রসাদ শাস্ত্রী C. I. E. মহোদয় বলেন,

"শ্রীযুক্তবাবু মথুরানাথ মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। বৈদ্যকে ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের ছাত্র। ইঁহার চিকিৎসায় বেশ যশ আছে। ইনি বাঙ্গালায় কবিরাজী-সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের ৺ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্রবিদ্যাভূষণ এম্. এ, মহোদয় বলেন,

"পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মথুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয় আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আমার নিজ ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিলে, আমি অত্যন্ত সুখী হইব।"

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি,

৪৮ নং বেনিয়াটোলা লেন, বালেশ্বর, উড়িষ্যা।

# মণ্ডল ফ্লুট।

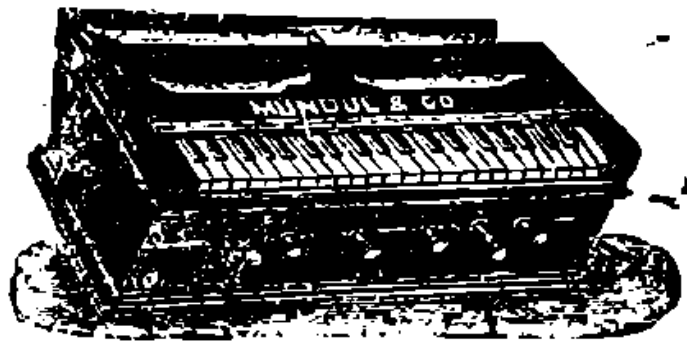


দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু-প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল" ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অক্টেভ ৩ ষ্টপ ৩৫৲, ঐ সুক্ষ্ম কাজ করা ৪০৲ টাকা। ঐ দুই শেট রীড, ৪ ষ্টপ ১০৲ এবং ১৫৲ টাকা

মণ্ডল এণ্ড কোং—৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

## শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত।

সেখ আব্দু—১৷৷০ ( উপন্যাস। )

নমিতা—২৲ ( উপন্যাস। )

আড়াই চাল—১৷৷০ (উপন্যাস ও ছোটগল্প-সমষ্টি)

মিষ্টি সরবৎ—১৷৷০ ( উপন্যাস। )

২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের নিকট প্রাপ্তব্য।

জন্ম অপরাধী—১৷৷০ ( উপন্যাস।

মঙ্গল মঠ ( যন্ত্রস্থ )  ( উপন্যাস।

কর্ণওয়ালিশ বিল্ডিংস, কলিকাতা—

কর, মজুমদার এণ্ড কোংর নিকট প্রাপ্তব্য

# আমাদের জীবন-দশা

অর্থাৎ

আমাদের অধঃপতনের মূল-কারণ, ইন্দ্রিয়-সংযম না করিবার পরিণাম, বসবাসের অবস্থা, অসঙ্গত ভোজন-পদ্ধতি, মনঃ-সংযমের উপকারিতা এবং আমাদের এই দুরবস্থা কবে অপনীত হইবে ইত্যাদির বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরণ করা হয়।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

# লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—

১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস্ লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯৫।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, ডাক্তারকোপ, ম্যাবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী-কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে;—মূল্য ৸৹;—হোমিওপ্যাথি শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতি সরল ও সুন্দর

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 686 October, 1920.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

| | | |
|---|---|---|
| ৫৮ বর্ষ। ৬৮৬ সংখ্যা। | আশ্বিন, ১৩২৭। অক্টোবর, ১৯২০। | ১২শ কল্প। ১ম ভাগ। |


## গান।

( রাগ—পঞ্চম একতালা। )

আকাশে বাতাসে আলোকে পুলকে
উৎসব এ কি ভূলোকময়!
মুকুরে কলি—গুঞ্জরে অলি,
ঝঙ্কারে শ্যামা, পিক কুহরয়!
প্রভাতে অরুণ ঢালিল কিরণ
মেলিয়া তাহার আঁচল হিরণ;
শশী তারা রাতে, দীপ লয়ে হাতে
আরতি আনিল গগন-ময়!
এ-ভবের নাটে, কত দিনে রাতে
কত খেলা হ'ল জীবনময়—
কত সুখে দুখে—কত শোকে তাপে
ফুরা'ল এ সুখ-লীলাভিনয়!
সকলি তাঁহার করুণা-আশিস,
তিনি চির-রাজা করুণাময়।
তাঁরে লয়ে বুকে, এস হাসি-মুখে,
গাই সুখে দুখে তাঁরি জয় জয়॥

শ্রীনিখিলচন্দ্র বড়াল।

# হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

## বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন হিন্দুদিগের—বিশেষতঃ বৈষ্ণবদিগের—অতিপবিত্র তীর্থ। এখানে বাঙ্গালীগণের সংখ্যা অধিক। বাঙ্গালীরা কৃষ্ণভক্ত; সুতরাং এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা অধিক হওয়া আশ্চর্য্য নহে। বৃন্দাবন যমুনার তীরে অবস্থিত। বৃন্দা হইতে বৃন্দাবন-শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। বৃন্দা ও তুলসীতে পার্থক্য নাই। বিষ্ণুপুরাণ মতে বৃন্দা হইতে তুলসীর জন্ম হয়। জন্ম-বৃত্তান্ত এইরূপ—জলন্ধর-নামে এক রাক্ষস ইন্দ্রপদ-প্রাপ্তির বাসনায় ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করে। সেই যুদ্ধে ইন্দ্র পরাস্ত হইয়া শিবের শরণাগত হন। শরণাগত ইন্দ্রকে রক্ষা করিবার জন্য শিব স্বয়ং জলন্ধরের সহিত তুমুল যুদ্ধ করেন। ঐ রাক্ষসের বিন্দা-নাম্নী পতিব্রতা এক পত্নী ছিল। শিবের সহিত জলন্ধরের যুদ্ধ হইলে, বিন্দা পতির প্রাণরক্ষার্থ বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপস্যার ফলে কোন রকমে জলন্ধরের বধ হয় না দেখিয়া দেবতারাও ভয়ে বিষ্ণুর শরণাগত হন। বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধারণ করিয়া, বৃন্দার তপোভঙ্গ করিবার জন্য তাঁহার কর গ্রহণ করিলেন। বিন্দার তপোভঙ্গ হইবামাত্রই জলন্ধর শিবের হস্তে নিহত হইল। পতির নিধন-বার্ত্তা-শ্রবণে শোকার্ত্ত-হৃদয়ে বিন্দা বিষ্ণুর প্রতি শাপ-প্রদানে উদ্যত হইলে, বিষ্ণু সভয়ে বিন্দাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন—"তুমি জলন্ধরের সহিত সহমৃতা হও; তোমার ভস্মে যে বৃক্ষ জন্মিবে, তাহা আমার স্বরূপ হইবে;—ঐ বৃক্ষকে পূজা করিলে, আমার তুষ্টি জন্মিবে। তোমার ভস্মে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ ও অশ্বত্থ এই চারি প্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে।" পতিব্রতা বিন্দার পবিত্র দেহ শ্মশানে ভস্মীভূত হইলে, সেই চিতা-ভস্মেই, বিষ্ণুর আশীর্ব্বাদে, উক্ত চারিটী বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। বিন্দার দেহভস্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, তুলসীকে বিন্দাত্মি-নামেও অভিহিত করা হয়।

বৃন্দাবন, মথুরার সহিত পাকা রাস্তার দ্বারা সংযুক্ত। রেল-পথেও বৃন্দাবন যাওয়া চলে। পাকা রাস্তায় যাইতে হইলে মধ্যে জয়সিংপুর এবং অহলিয়াগঞ্জ পড়িয়া থাকে। অর্দ্ধেক রাস্তায় একটা বৃহৎ খাত আছে; সেতুর দ্বারা তাহা পার হইতে হয়। ১৮৯০ সংবতে সেতুটী মাধোজি সিন্ধিয়ার কন্যা বালা বাই-দ্বারা নির্ম্মিত হয়। সন্নিকটে একটী সান-বাঁধান পুষ্করিণী অবস্থিত। ১৮৭২ খৃঃ দিল্লী-নিবাসী লালা কিশনলাল নামে জনৈক মহাজন এই পুষ্করিণীটী খনন করান। রাস্তাটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক। পুরাতন রাস্তাটী যমুনার নিকট দিয়াই গিয়াছিল। বৃন্দাবনের বাহিরে প্রথম দুই মাইল পর্য্যন্ত এই রাস্তার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুই পার্শ্বে পাদপশ্রেণী এবং অনেকগুলি সুবৃহৎ হর্ম্ম্যাবলী রাস্তাটীর সাক্ষ্য দিতেছে। ইহাদিগের প্রথমটী একটী বৃহৎ উদ্যান। বাগানটী ইষ্টক-প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। গুজরাট-দেশবাসী কুশাল নামে জনৈক ধনাঢ্য শেঠ ইহার

নির্ম্মাতা। ইহারই নির্ম্মিত একটী সুন্দর মন্দির মথুরাতে দেখা যায়। রাস্তার বিপরীত দিকে একটু দূরেই একটী সুন্দর বোয়ালী অবস্থিত। বাঙ্গালায় বোয়ালীকে বৃহৎ কূপ বলে। উক্ত কূপের সোপানাবলীর সংখ্যা ৫৭টী। সিঁড়িগুলি লাল প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত। ইন্দোরের সুপ্রসিদ্ধা রাণী অহল্যা-বাই উক্ত বোয়ালীর খননকর্ত্রী। কিছু দূরে অক্রূর-নামক গ্রামে ভাতরস্ত নামে একটী মন্দির আছে। ইহাতে "বিহারী-জী"র বিগ্রহ বিরাজিত। ইহার বিপরীত দিকে শেঠদিগের উদ্যান। মধ্যস্থলে যে স্থান অবস্থিত, তাহাতে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় ভাত মেলা হইয়া থাকে। এই সময়ে ফটকের উপরে যে সকল উচ্চপদস্থ দর্শক থাকেন, তাহাদিগকে মিঠাই বিতরণ করা হয়। এক দিবস কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ে বাটী হইতে বহির্গত হইবার সময় সঙ্গে আহার্য্যদ্রব্য কিছুই লয়েন নাই বলিয়া এক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ভাত ভিক্ষা করিয়া ছিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই মেলাটী সেই ঘটনার স্মারক।

বর্ত্তমান সময়ে বৃন্দাবনের মিউনিসি-পালিটির সীমানায় অন্যূন এক সহস্র মন্দির আছে। ভিন্ন ভিন্ন বদান্য ব্যক্তির দ্বারা ৩২টী ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে দুইটী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। একটীর নাম ব্রহ্মকুণ্ড এবং অপরটীর নাম গোবিন্দকুণ্ড। প্রথমটী শেঠের মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত, পরন্তু তাহা ভগ্নদশাগ্রস্ত। শেষোক্তটী মথুরার রাস্তার সন্নিকটে। পূর্ব্বে ইহা একটী সামান্য পুষ্করিণী ছিল; কিন্তু ১৮৭৫খৃঃ বঙ্গদেশের অন্তঃপাতী রাজসাহী-প্রদেশের নিবাসিনী দানশীলা শ্রীমতী কালীসুন্দরী চৌধুরাণী মহোদয়ার অনু-কম্পায় ত্রিশ সহস্র মুদ্রার ব্যয়ে কুণ্ডটীর চতু-র্দ্দিক্ এবং সোপানাবলী পাকা গাঁথুনির দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। তৃতীয় পুষ্করিণীটী কেওয়াড়-বনে অবস্থিত। কুণ্ডটী অশ্বত্থ, ডুমুর এবং কদম্ব-বৃক্ষদ্বারা নিষেবিত। মদনমোহনের মন্দিরে যাইতে হইলে যে স্থান হইতে বাঁকিতে হয়, সেই স্থানে কুণ্ডটী অবস্থিত। বনযাত্রাকালে এই স্থানটীতে আসিয়া থাকিতে হয়। দাবানল-বিহরে এই স্থানটী সম্বন্ধীকৃত, যদিও কিংবদ-ন্তীটী নদীর পরপারে ভদ্রবনেই শুনা যায়। এখানে দাবানল-বিহারীর মন্দির অবস্থিত। এখানকার গোঁসাই নিম্বার্ক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-ভুক্ত। বনের সংলগ্নীভূত একটি উদ্যান আছে। ইহার চতুর্দ্দিক্ প্রাচীর-দ্বারা পরিবেষ্টিত। উদ্যানটী টীহরী রাজার সম্পত্তি, কিন্তু তথাকার জল অত্যন্ত খারাপ বলিয়া উদ্যানটী বহুদিন হইল পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখানে ময়ূর ও বানর দলে দলে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগের সেবার জন্য কোটা ও ভরতপুরের রাজা টাকা জমা দিয়াছেন। এখানে প্রায় ৫০টী সত্র আছে। গরীব লোকে এখানে ভিক্ষা পাইয়া থাকে। সহরের লোক-সমষ্টির সংখ্যা ২১০০০, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈরাগী এবং বৈষ্ণবদিগের সংখ্যা প্রায় দেড় ভাগ। মুসলমান-রাজত্বকালে মুসলমানগণ বৃন্দাবনের নাম মিটাইয়া মুমিনাবাদ নাম দিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে-চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। বৃন্দাবনে মুসলমানের সংখ্যা অতীব কম। প্রায় ৫০ ঘর মুসলমানের বসতি দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাও সহরের বহি-র্ভাগে—ভিতরে নহে।

মন্দির-রাজী।

বৃন্দাবনে সর্ব্বপ্রথমে যে মন্দির নির্ম্মিত হয়, তাহা বৃন্দাদেবীর। কিন্তু এখন তাহার কোন নিদর্শন নাই। জনশ্রুতি এইরূপ যে, তাহা সেবাকুঞ্জে গঠিত হয়। সেবাকুঞ্জটী এখন প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যানে পরিণত হইয়াছে। এই উদ্যানের মধ্যে রাসমণ্ডল অবস্থিত এবং তাহার সন্নিকটে একটি সরোবর আছে। বৃন্দাদেবীর মন্দিরের প্রখ্যাতি যখন দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া পড়িল, তখন ১৫৭৩খৃঃ সম্রাট্ আকবর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা গোঁসাইগণকে দেখা দিতে রাজি হন। সম্রাটের চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া নিধুবনে লইয়া যাওয়া হয়। জনশ্রুতি এইরূপ যে, উক্ত স্থানে সম্রাট্ দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া স্থানটীর পবিত্রতা উপলব্ধি করেন। সমবেত রাজন্যমণ্ডলী যখন উক্ত স্থানে মন্দিররাজী নির্ম্মাণের বাসনা প্রকটিত করেন, সম্রাট্ তখন তাহাতেই সায় দেন। সম্রাটের আগমনকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য চারিটী মন্দির নির্ম্মিত হয়। সেগুলির নাম—(১) গোবিন্দ দেব, (২) গোপীনাথ, (৩) যুগলকিশোর এবং (৪) মদনমোহন। এতন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথমটীই সর্ব্বাপেক্ষা দেখিতে সুন্দর। যুক্ত প্রদেশে, বোধ হয়, এমন সুন্দর মন্দির আর নির্ম্মিত হয় নাই। উক্ত প্রদেশ-মধ্যে হিন্দু শিল্পের ইহাই আজন্মমান প্রমাণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। খৃষ্ট জন্মিবার ১৬২৭ বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দির রূপ ও সনাতনের মতানুসারে জয়পুরের রাজা মানসিংহ-দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ঔরঙ্গজিবের ভয়ে মন্দিরের বিগ্রহটীকে জয়পুরে লইয়া যাওয়া হয়। তদবধি মন্দিরের সংস্কার-কার্য্য আর হয় নাই। সুতরাং তাহা ক্রমশঃ জরদ্দশাগ্রস্ত হয়। গ্রাউস-সাহেব যখন মথুরার কলেক্টর ছিলেন, তখন তিনি মন্দিরের অবস্থা গভর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করান। এই সময়ে জয়পুরের মহারাজ মন্দির-সংস্কারের জন্য পাঁচসহস্র মুদ্রা প্রদান করিলে, মন্দিরের সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রদত্ত মুদ্রা যথেষ্ট না হওয়াতে অচিরে তাহা নিঃশেষিত হইয়া যায়। ১৮৭৫খৃঃ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোট লাট Sir John Strachey সাহেব ৩৮,৩৬৫৲ টাকা প্রদান করেন এবং তদ্দ্বারা মন্দিরের রীতিমত সংস্কারকার্য্য সমাধা হয়। মন্দিরের সরবরাহের জন্য গ্রাম অর্পিত আছে বটে, কিন্তু তাহা অতিসামান্য। জয়পুরে এবং আগোয়ারে মোটে একটী মাত্র গ্রাম আছে। বৃন্দাবনের সম্পত্তি ক্রমশঃ অল্প হইয়া আসিয়াছে; তবে সুখের বিষয় এই যে, প্রতিবৎসর প্রায় ২০ সহস্র মুদ্রা যাত্রীদিগের নিকট হইতে পাওয়া যায়। মন্দিরের সংস্কারের ভার এখন সরকারী পাবলিক ওয়ার্কসের উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

মদনমোহনের মন্দিরটী কালীয়মর্দ্দনের উচ্চ টীলায় অবস্থিত। সাধারণতঃ লোকে কালীয়মর্দ্দনকে কালীদহ-ঘাট বলে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, পঞ্জাবের অন্তঃপাতী মুলতান-নামক সহরের অধিবাসী রামদাস নামে জনৈক ক্ষত্রিয় সওদাগর, বাণিজ্য বস্তুতে পূর্ণ একখানি তরী আরোহণ করিয়া আগ্রা যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ কালীয়মর্দ্দনের চড়ায় নৌকা লাগিয়া যাওয়াতে তরী আর চলিল না। তিন দিবস বৃথা চেষ্টার পর তিনি দৈব-সাহায্যের প্রয়াসী হইয়া দুঃশাসনপর্ব্বতোপরি আরোহণপূর্ব্বক

সনাতনের সহিত সাক্ষাৎকার করেন। সনাতনের নিকট মদনমোহনের বিগ্রহ ছিল। তিনি তাঁহাকে উক্ত দেবতার আরাধনা করিতে পরামর্শ দেন। রামদাসের স্তবও সমাপ্ত হইল; অমনি নৌকাও জলে ভাসিতে লাগিল। আগ্রায় যাইয়া তিনি সমস্ত বাণিজ্য-দ্রব্যাদি-বিক্রয় করিয়া ধন আনয়নপূর্ব্বক সনাতনের হস্তে দেন এবং তদ্দ্বারা একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিতে প্রার্থনা করেন। মন্দির নির্ম্মিত হইল। ১৮৭৫খৃঃ গ্রাউস সাহেব মন্দিরটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করেন। সনাতনের নিকট মদনমোহনের যে বিগ্রহ ছিল, তাহা এখন করৌলিতে আছে।

মদনমোহনের মন্দিরে প্রথমে বঙ্গভাষায় ও পরে নাগরী অক্ষরে নিম্নলিখিত শ্লোক ক্ষোদিত দেখা যায়:—

হর ইব শুকবংশো যৎপিতা রামচন্দ্রো
শুচিমণিরিব পুত্রো যস্য রাধাবসন্তঃ।
স্বকৃতসুকৃতরাশিঃ শ্রীগুমানন্দনামা
ব্যধিতবিধবদেন্মন্দিরং নন্দসূনোঃ॥

মন্দিরের আয় ১০, ১০০৲ টাকা; তন্মধ্যে ৮ হাজার টাকা দর্শকদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, বাকী সমর্পিত সম্পত্তি হইতে উঠিয়া থাকে। রাধাকুণ্ডে ইহার একটী শাখা আছে।

রাজা গোপাল সিংহ স্বীয় ভালকের নিকট হইতে মদনমোহনের বিগ্রহ লইয়া করৌলিতে স্থাপন করেন এবং রাসকিশোর গোঁসাইকে সেবাইত নিযুক্ত করেন। গোঁসাই ঠাকুরের বাটী মুর্শিদাবাদ এবং তিনি বাঙ্গালি। বিগ্রহ-সেবার জন্য ২৭ হাজার টাকার বার্ষিক আয়ের ইহাঁর জমিদারী আছে। দিনে সাতবার করিয়া দেবতার ভোগ হয়; তন্মধ্যে দুইবার রাজভোগ। মধ্যাহ্ন এবং শয়নকালই রাজ-ভোগের সময়। মধ্যে যে পাঁচবার ভোগ দেওয়া হয়, তাহাতে সামান্য মিষ্টান্ন দেওয়া হইয়া থাকে। এই পাঁচবারের নাম—(১) মঙ্গল আরতি [ প্রত্যূষে ]; (২) ধূপ [ বেলা ৯ টার সময় ]; (৩) শৃঙ্গার [ বেলা ১১ টার সময় ]; (৪) পুনরায় ধূপ [ ৩ টার সময় ] এবং (৫) সন্ধ্যা আরতী [ গোধূলির সময়ে ]।

সুরদাস-নামক কনৈক বৈষ্ণব সাধু প্রণীত ভক্তমালা-নামক গ্রন্থে মদনমোহনের মন্দির-সম্বন্ধে এক অদ্ভুত বিবরণ আছে। আকবরের রাজত্বকালে ইনি সাম্ভলার আমীন ( শাসন-কর্ত্তা ) ছিলেন এবং উক্ত মন্দিরে তিনি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া রাজ-কোষ নিঃশেষ করিয়া ফেলেন। তখন তহ-বীলের ভিতর তিনি প্রস্তর ভরিয়া দিল্লিতে প্রেরণ করেন। রাজকর্ম্মচারীরা যখন তহ-বীল উদ্ঘাটন করেন, তখন প্রস্তর দেখিয়াই অবাক্ হন। এরূপ অদ্ভুত কাহিনী আকবরের কেবিণেট্ টোডারমলও বিশ্বাস করেন নাই। বলা বাহুল্য, সাধু কারাগারে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু ভগবান্ তাঁহাকে ভুলিলেন না। সাধুর মুক্তির জন্য আকবর স্বপ্নে দেবাদেশ পান।

( ক্রমশঃ )

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

# আগমনী।

## ললিত মিশ্র—একতালা।

ওগো আনন্দময়ী জননী,—
চরণে তোমায় প্রণমি!
তব প্রেম মুখে চাহিয়া,
যাব সুখে গান গাহিয়া;
বিপদ্ আপদ্ দুঃখ ক্লেশ—
কোন বাধা নাহি গণি!
থাক গেহ আলো করিয়া—
যেয়ো না যেয়ো না সরিয়া,—
প্রেমে গানে প্রাণ ভরিয়া—
বিতর প্রসাদ জননী!!

বহু দিন পরে জননী
এসেছ দীনের দ্বারে,—
লও হৃদয়ের পূজা-উপহার
ভক্তি-কুসুম-হারে?

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী

২ ৩ ০ ১ -মপা -ধ
II { সা র্সা সা। ঋসা -সমা মা। মপা গা পা। মা গা সা I
ও গো আ ন ন্দ ময়ী জ ন নী ...

২ ৩ ০ ১
I না না না। র্সা র্সা র্সা। -া র্সা র্রা। র্সনা -দপা -মগা } I
চ র ণে তো মা র প্র ণ মি ...

অন্তরা।

২ ৩ ০ ১
II { দা দা দা। দা দা দা। -া না না। র্সা -া -া I:
ভ ব প্রে ম মু খে চা হি য়া ...

২ ৩ ০ ১
I ঋা ঋা -া। ঋা ঋা র্সর্সা। -া না না। র্সা -া -া } I
যা ব সু খে গা ন গা হি য়া ...

২ ৩ ০ ১
I র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সার্সা। নাঃ -ঃ দা। -া পা া I
বি প দ্ আ প দ্ দুঃ খ ক্লে শ ...

২´　　৩　　০　　১
I মা মা মা। মা -া মা। পা গা -পা। মগা -ঋা -সা II
কো ন বা ধা • না হি গ • রি• • •

সঞ্চারী।

২´　　৩　　০　　১
II { সা সা সঋা। মা মা মা। গা পা মা। -া -া -া I
ব হু দি• ন প রে জ ন নী • • •

২´　　৩　　০　　১
I মা মা মা। মা মা পা। গপা মা -া। -া -া -া I
এ সে ছ নী নে র ধা• রে • • • •

২´　　৩　　০　　১
I গগা া ঋা। ঋা গা গা। ঋা ঋা ঋা। ঋা সা -া I
লও • ভ দ ধে র পূ জা উ প হা র

২´　　৩　　০　　১
I সা -মা মা। মা মা পা। গপা -া মা। -মগমা গঋসা -া } I
ও কু ত্তি কু সু ম হা• রে • • •

আভোগ।

২´　　৩　　০　　১
I { দা দা দা। দা দা দা। -া না না। র্সা -া -া I
থা ক গে হ আ লো • ক রি যা • •

২´　　৩　　০　　১
I ঋা ঋা ঋা। ঋা ঋা র্সা। -া না না। র্সা -া -া } I
যে যো না যে যো• না • স রি যা • •

২´　　৩　　০　　১
I র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা। না না ধা। -া -পা } I
প্রে মে গা নে প্রা ণ ভ রি যা • • •

২´　　৩　　০　　১
I মা মা মা। মা যা -া। পা গা পা। মগা -ঋা -সা II II
বি ভ র প্র সা • দ অ ন নী • • •

# লীনার শিক্ষা।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

( ৫ )

শয়নকক্ষে লীনাকে পোষাক বদলাইয়া শোয়াইতে আসিয়া প্রৌঢ়া আয়া বিষণ্ণ ব্যাকুল দৃষ্টিতে বারংবার লীনার মুখপানে চাহিতে লাগিল; কিন্তু সেই রক্তহীন শুষ্ক শুভ্র মুখের উপর নীল পেন্সিলের পরিষ্কার দাগ-টানার মত গোটাকতক শিরার অস্বাভাবিক স্ফীতি ছাড়া আর কিছুই সে দেখিতে পাইল না। বিদায় লইবার সময় আয়া কুণ্ঠিতমুখে বলিল, "আজ আপনার শরীর ভাল নাই, যদি রাত্রে হঠাৎ দরকার হয়, আমরা পাশের কামরায় থাকব কি?"

লীনা অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল—"না, দরকার নাই। তোমরা ছাদের কামরায় যেমন থাক, তেম্নি থাকো গে।—"

আয়া প্রতিবাদের ইচ্ছায় ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া, লীনা বিরক্তস্বরে বলিল, —"ঐ ঘুপ্সী ছোট্ট ঘরের মধ্যে হাওয়ার সম্পর্কমাত্র নাই। ওর ভেতর তোমরা আজ থেকে, কাল অসুখ বাধিয়ে বোসো, তারপর আমায় দেখ্‌বে কে? তোমাদের অসুখ মানেই,—আমার বিপদ্ বাড়ানো। যাও,—আমায় ত্যক্ত কোর না।"

আয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। লীনা আলো কমাইয়া, বিছানায় শুইল; আড়ষ্ট-কাঠ হইয়া, পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল, অতঃপর তাহার কর্ত্তব্য কি।

লীনার শয়নকক্ষের অল্প পাশে লাইব্রেরী-ঘর। পিকক্ যখন আসিতেন, সেই ঘরেই শুইতেন। আজও আহারের পর তিনি সটান সেই ঘরে ঢুকিয়া চুরুট ও বই লইয়া বসিয়াছেন। আহারের পরই ঘুমান তাঁহার অভ্যাস ছিল না; ঘণ্টাখানেক এই সব লইয়া জাগিয়া থাকিতেন। লীনার অভ্যাস অনভ্যাস বলিয়া কোন কিছুর বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না;—যতক্ষণ শরীরের সহিত, ততক্ষণ সে বেড়াইয়া, বসিয়া, গল্প-গুজব করিয়া পড়িয়া শুনিয়া সময় কাটাইত; শরীর ক্লান্তিভারে অবসন্ন হইলেই সে আসিয়া শয্যা লইত।

আজ লীনার শরীর ভাল ছিল না, মনও যথেষ্ট অবসাদগ্রস্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার মনে পড়িতে লাগিল, স্বামীর সহিত গোপনে মীমাংসা করিয়া লইবার জন্য অনেকগুলা প্রয়োজনীয় কথা তাহার আছে। সেগুলা শেষ না করিলে রাত্রে যে লীনার ঘুম হইবে না, এমন নয়,—কিন্তু সে অপ্রিয় প্রসঙ্গ লইয়া দিনের আলোয়, চাকর-বাকরদের চোখের সামনে আলোচনা করিবার সাহস তাহার নাই। অধৈর্য্য উগ্রপ্রকৃতি স্বামী চটিয়া উঠিয়া সকলের সামনেই তাহাকে ইতরভাবে অপমান করিবেন।—ইচ্ছা করিয়া সে লাঞ্ছনা ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? এই গোপনতার সুযোগে সে অপমান গোপনে সহিয়া লইবার সুন্দর অবসর।—কারণ, কথাগুলা বলিতেই হইবে, এবং অপমান সহিতেও সে রাজী।

লীনার মাথা ঘামিতে লাগিল। জোর করিয়া বিছানা হইতে অবসন্ন শরীরটা টানিয়া তুলিয়া, চটি-টা পায়ে দিয়া একটা হাল্কা শাল গায়ে জড়াইয়া ধীরে ধীরে লাইব্রেরী-ঘরে যাইবার দুয়ারটার কাছে আসিয়া সে দাঁড়াইল। 'চোর-স্প্রীং'-আঁটা দুয়ারটা সজোরে টানিয়া খুলিবার জন্ত পিতলের হাণ্ডেলটা চাপিয়া ধরিয়া সহসা লীনার হাত-পা হইতে শেষে মাথা পর্য্যন্ত থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। হঠাৎ এমন একটা অভাবনীয় আতঙ্ক-ব্যথা উন্মাদবেগে আসিয়া সজোরে তাহার হৃৎপিণ্ডটা মুচড়াইয়া ধরিল যে মুহূর্ত্তের জন্ত লীনার যেন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া গেল! প্রাণহীন মৃতের মত মুহূর্ত্তকাল নিশ্চেষ্ট স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, লীনার অজ্ঞাতেই তাহার শিথিল মুষ্টি হাণ্ডেলটা ছাড়িয়া দিল। মূঢ়ের মত আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, লীনা ধীরে ধীরে ফিরিল। চটি খুলিয়া খালি পায়ে সেই ম্যাটিং করা মেঝের উপর ধীরে ধীরে পা-চারি করিতে করিতে, সে এই আকস্মিক উত্তেজনটা নিঃশব্দে সাম্‌লাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ কাটিল। ক্লেশবহ চিন্তার দ্বন্দ্বে আপন-হারা লীনা হঠাৎ এক সময় শব্দ শুনিয়া চমকিয়া বুঝিল, পাশের ঘরে স্বামী এবার্ চেয়ার ছাড়িয়া, পোষাক বদলাইয়া শয্যায় যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। মৃদু শব্দগুলা একটার পর একটা কাণে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। লীনা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়ভাবে আত্মসংবরণের চেষ্টা করিতে লাগিল। আর বেশী দেরী করা তো চলিবে না! দুয়ারের কাছে সরিয়া আসিয়া, হাণ্ডেলটা টানিয়া দুয়ার একটু ফাঁক করিয়া নিম্নস্বরে লীনা বলিল, "আমি আস্‌তে পারি?"

পিকক্ তখন আলো নিবাইয়া শয্যায় শুইয়াছেন। মশারীর ভিতর হইতেই তিক্ত স্বরে বলিলেন, "প্রয়োজন?"

গলা ঝাড়িয়া লীনা স্পষ্টস্বরে বলিল, "কতকগুলা দরকারী কথা আছে।"

বিরক্তির সহিত ঝাঁঝিয়া উত্তর হইল—"এসো।"

মূঢ়ের মত ক্ষণিকের জন্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, বেদনাক্রান্ত মৃদু নিঃশ্বাস ছাড়িয়া লীনা ঘরে ঢুকিল। অন্ধকারে হাতড়াইয়া সাবধানে চেয়ার টেবিলের ধা হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া মশারী-ফেলা খাটের শিয়রে পাতা 'আর্ম চেয়ার'টা দখল করিয়া পা গুটাইয়া সে বসিল। খালি পায়ে চলা-ফেরা করার জন্ত অনেকক্ষণ হইতেই পা-দুইটায় শীত বোধ হইতেছিল; অন্তমনা থাকায় লীনা এতক্ষণ তাহা টের পায় নাই। এবার গরম শালে মুড়িয়া পা-দুইটাকে একটু আরাম দিতে গিয়া সে দেখিল, দুই চরণই বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে!—সমস্ত রক্ত মাথায় চড়িয়া, দুর্ব্বল মস্তিষ্ককে পীড়ন সুরু করিয়াছে! কিন্তু নিজের শারীরিক যন্ত্রণার দিকে মনোযোগ দিবার মত লীনার মনের অবস্থা তখন মোটেই ছিল না। পা-দুইটা দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া, 'গরম' করিতে করিতে, মৃদুস্বরে সে বলিল, "আমি যা বল্‌তে চাই, দয়া করে সেগুলো মন দিয়ে শুনে সঠিক জবাব দেবে?"

কড়া গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে পিকক্ উত্তর দিলেন—"অত ভূমিকা আড়ম্বরের দরকার থাকে তো, উঠে যাও, মিছে তাক কোর না।'

দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া ঈষৎ তীব্রস্বরে লীনা বলিল,"আমি আহোরাত্রই তো তোমায় মিছে ত্যক্ত করছি; তবু এই ঘুমের সময় অতিরিক্ত জ্বালাতন করতে বাধ্য হচ্ছি, উপায় নাই বলে।—মাপ করো।"

পি। কি বল্‌বার আছে ছাই, বল শীঘ্রী।—

লী। সংক্ষেপেই বল্‌ছি। প্রথম কথা, পার্সন কোথায় গেছেন, কি বৃত্তান্ত, সে খোঁজ নেবার জন্য অমন ভাবে ছুটে যাওয়ার আবশ্যকতা তোমার কি?"

রুষ্ট গর্জ্জনে উত্তর হইল—"খুসী আমার।

লী। সুসংবাদ! তোমার যথেচ্ছ খুসীর চরণে আত্ম বলি দিয়ে চলবার জন্য আমি আজীবন বাধ্য, কিন্তু পার্সন কুমারী সন্ন্যাসিনী,—আমাদের অল্প দিনের পরিচিত প্রবাসের বন্ধু মাত্র। তাঁর আচরণ-সম্বন্ধে কোন ঘৃণিত সন্দেহ প্রকাশ করবার কি অধিকার তোমার আছে, জান্‌তে চাই।—

অধৈর্য্যস্বরে উত্তর হইল—"তুমি অতিশয় সঙ্কীর্ণহৃদয়া নারী, অত্যন্ত নীচমনা—"

বাধা দিয়া লীনা বলিল, "তথাস্তু, কিন্তু পরম উদারহৃদয়, উচ্চ-মনা ভদ্রলোক তুমি, তুমি শপথ করে সত্য বল দেখি,—পার্সনের সম্বন্ধে তুমি মনে মনে যে নীচ ধারণা পোষণ করেছ, সেটা কোন্ উচ্চতর, কোন্ ভদ্রতার দোহাই দিয়ে?"

পিকক্ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিলেন, তারপর সহসা কণ্ঠস্বর নরম করিয়া উত্তর দিলেন—"তুমি কি স্বেচ্ছায় নিজের অপমানকে ডেকে আন্‌তে চাও?"

শান্ত স্থির কণ্ঠে লীনা উত্তর দিল—"তোমার কাছে আমার সম্মানের মূল্য কতটুকু, সেটা তোমার স্ত্রী হ'বার পর থেকে হাড়ে হাড়ে জেনে নিয়েছি। আজ এখানে তুমি নূতন করে কি অপমানের ভয় আমায় দেখাতে চাও? নিজের মান-মর্য্যাদা নিয়ে তোমার কাছে মানের কাঙ্গা আমি কাঁদতে আসি নি; আমি এসেছি পার্সন-সম্বন্ধে প্রশ্ন নিয়ে।—"

খুব ঠাণ্ডাস্বরে পিকক্ উত্তর দিলেন—"কাল সকালে চায়ের টেবিলে সে কথার আলোচনা হবে, আমি সমস্ত তোমায় বুঝিয়ে দেব। আজ যাও, ট্রেনের ঝাঁকুনীতে আজ আমার শরীর ক্লান্ত হয়ে রয়েছে, ঘুমুতে দাও।"

লীনা দুই মুহূর্ত্তের জন্য চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে বলিল, "এর পর আমার উঠে যাওয়াই উচিত, কিন্তু তা আমি যেতে পার্‌ছি নে, মাপ করো। পার্সনের প্রতি তোমার এ-ব্যবহারের কারণ কি, সেটা আজ রাত্রেই আমি জান্‌তে চাই।—"

পিকক্ খানিকটা ভাবিয়া উত্তর দিলেন—"আমার ব্যবহারের কারণ আমি পার্সনের কাছেই খুলে বল্‌ব, সেটা তোমার জান্‌বার কোন দরকার নাই।"

লীনার চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। সে সক্রোধে বলিল, "কোন দরকার নাই? বাঃ! আমার সাম্‌নে তুমি একজন নিরপরাধা ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে অসত্য অপমানসূচক বাক্য উচ্চারণ

করবে, আর আমি নির্জ্জীবের মত তাই দেখ্‌ব? তোমার অন্যায় আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌বার দরকার আমার নাই,—কিন্তু যিনি এর বিন্দু-বিসর্গও জানেন না, সেই পার্সনের কাছে তুমি ছুটবে তোমার হীন ধারণার কৈফিয়ৎ দিতে?—কথাটা মুখে আন্‌তে তোমার লজ্জা হোল না?"

তাচ্ছীল্যের স্বরে পিকক্ বলিলেন, "মিছে বক্‌বক্ কোর না! পার্সন এর বিন্দু-বিসর্গ জানেন না! তুমি আদ্যোপান্ত সব খবরই তো রাখো! ডবসনের কুঠিতে পার্সনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, সেটা জানো?"

আতঙ্কিত হইয়া লীনা বলিল, "কি? সত্যি তুমি ডবসনের কুঠি পর্য্যন্ত গেছ্‌লে তা হলে?—"

পরম ঔদাস্যের সহিত উত্তর হইল—"হাঁ, তাতে হয়েছে কি?—"

থামিয়া, নিজেকে সামলাইবার জন্য একটু দম লইয়া, লীনা বলিল, "হয় নি কিছু, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে তুমি সে-সময় হঠাৎ ডবসনের কুঠিতে পার্সনকে খুঁজতে গেছ্‌লে, সে রহস্যটাও গোপন রাখো নি, আশা করি?"

নিষ্করুণ পার্থ্য-সহকারে উত্তর হইল,—"না তা তো রাখিই নি! আমি তোমাদের মত কুত্রিম ভদ্রতার চরণে দাসখৎ লিখে 'পেটে এক মুখে এক' ব্যবহার মোটেই ভালবাসি নে। আমার মনে যে সংশয় জেগেছিল, আমি হাতে হাতে পরিষ্কার প্রমাণ নিয়ে সেটার স্পষ্ট মীমাংসা শেষ করে নেওয়াই পছন্দ করি।"

লী। পার্সনকে কি জানিয়ে দিয়েছ যে, তুমি তাঁর সম্বন্ধে একটা ঘৃণিত সন্দেহ-কল্পনায় অধীর হয়েই হঠাৎ ডবসনের বাড়ীতে তাঁকে খুঁজতে গেছ্‌লে?"

"হ্যাঁ তা বলেছি বই কি, তা'তে তোমার কি?—"

লীনা হতবুদ্ধির মত খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল, "সেখানে গিয়ে তোমার সন্দেহের অনুকূল প্রমাণ কি দেখ্‌লে? পার্সন কি ডবসন-সাহেব বা অন্য কোন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে আপত্তিকর নিভৃত-আলাপে নিযুক্ত ছিলেন?

কোন উত্তর না দিয়া পিকক্ পাশ ফিরিয়া শুইলেন। লীনা উত্তর-প্রত্যাশায় মিনিট-পাঁচেক ব্যগ্র উৎকণ্ঠার অপেক্ষা করিয়া পুনশ্চ বলিল, "উত্তর দাও, পার্সনকে সেখানে কি অবস্থায় দেখ্‌লে? ডবসন্ কুঠিতে ছিলেন?"—

কোন উত্তর নাই। লীনা আবার খানিকটা অপেক্ষা করিয়া বলিল, "কথাগুলা শুন্‌তে পাচ্ছ?"

পিকক্ নীরব। লীনা খানিকটা নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিল, "আমার প্রশ্নগুলার উত্তর পাব না?"—

পিকক্ নিরুত্তর। যথেষ্ট হইয়াছে বুঝিয়া লীনা উঠিয়া দাঁড়াইল; তীব্রস্বরে বলিল, "সভ্যতার মর্য্যাদা-রক্ষের আড়ালে যে ইতরামি লুকানো থাকে, সেই ইতরামিকেই আমি জগতের চরম ঘৃণার্হ বস্তু বলে মনে করি। তোমার স্বভাব-সংশোধনের জন্য আমি প্রাণপণে যতটুকু চেষ্টা কর্‌তে চেয়েছি, সে চেষ্টা আমার হাস্যাস্পদ সাধনার কারণ হয়েই

দাঁড়াচ্ছে, দেখ্‌ছি! তুমি অন্ধ স্নেহের বশে আমার মনের উপর যে বিষ চালতে সুরু করেছ, সে-বিষে আমার সমস্ত প্রকৃতি আগাগোড়া বিষাক্ত—বিকৃত হয়ে যেতে বসেছে! তুমি ধাক্কা দিয়ে দিয়ে, ক্রমশঃ আমায় যেখানে নামিয়ে নিয়ে চলেছ, জেনে রেখো সেখান থেকে, তোমার ওপর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস রাখ্‌বার শক্তি আর আমার মোটেই থাক্‌বে না।"

দুয়ারের কাছে গিয়া লীনা আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। অধিকতর কঠিন কণ্ঠে বলিল, "তোমার নির্লজ্জ অভদ্রতার অত্যাচার আমি নিঃশব্দে সহ্য করে চলেছি, কিন্তু এই নীরব সহিষ্ণুতার সঙ্গে আমার বিবেক ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছে, বুকের ভিতর ঘৃণার বিকার দিনের দিন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠ্‌ছে—"

লীনার কথা শেষ হইতে না হইতে, হঠাৎ পিকক্ মশায়ী খুলিয়া লাফাইয়া পড়িয়া লীনার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন ও লীনার দুই হাত ধরিয়া সবেগে ঝাঁকানী দিয়া উগ্র-কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি আমার স্ত্রী কি না আমি জান্‌তে চাই।"

লীনা স্তম্ভিত হইয়া গেল! সেই অন্ধ-কারের ভিতর দিয়াই স্বামীর মুখের দিকে একবার চাহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে আঁধারের গাঢ় আবরণ ভেদ করিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না;—অনুভব করিল, শুধু যেন, স্বামীর ছদ্মবেশ ধরিয়া তাহার সামনে এক দুর্দান্ত দানবের ছায়ামূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে! কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক্ থাকিয়া শুষ্ককণ্ঠে লীনা বলিল, "এ প্রশ্নের অর্থ কি? আর স্ত্রীর অনুচিত ভাবে অপ্রিয়-বচ সহ্য তোমার মুখের ওপর প্রকাশ করেছি বলে, সেই অপরাধের কৈফিয়ৎ চাও?"

উত্তেজিত স্বরে পিকক্ বলিলেন, "হাঁ তাই। মনে আছে কি,—গির্জ্জায় বিবাহের সময় তুমি শপথ করে স্বামীর সমস্ত আদেশ পালনের বাধ্যতা স্বীকার করেছ? মনে আছে সে অঙ্গীকার?"

লীনা উত্তর দিল—"হাঁ। আছে, খুব আছে, কিন্তু স্বামীর ভুলকে সংশোধন কর্‌বার অধিকার,—স্বামীর অন্যায়-উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্ধ একগুঁয়েমির প্রতিবাদ কর্‌বার অধিকার, সকল-স্ত্রীরই আছে"—

লীনার কথা শেষ হইতে না হইতে পিকক্ অপরিসীম ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"কখনই না! স্বামীর ওপর কোন কর্ত্তৃত্ব কর্‌বার কোন অধিকার কোন স্ত্রীর কিছুমাত্র নাই! স্বামীর ওপর সে-রকম কর্ত্তৃত্ব-পরি-চালনের চেষ্টা যে স্ত্রী করে, সে স্ত্রী-নামের অযোগ্যা!

লীনা খুব শান্তস্বরে উত্তর দিল-"সর্ব্বান্তঃ-করণে স্বীকার কর্‌ছি,—ন্যায়পরায়ণ সুযোগ্য স্বামীর মর্য্যাদা লঙ্ঘন ক'রে যে স্ত্রী অন্যায়-ভাবে কর্ত্তৃত্ব-পরিচালনের চেষ্টা করে, সে স্ত্রী একান্ত হতভাগিনী! কিন্তু ভাল ক'রে ভেবে দেখো দেখি, তোমার ওপর সে-রকম কর্ত্তৃত্ব-পরিচালনের চেষ্টা আমি কখনো করেছি কি? তোমার মর্য্যাদা-লঙ্ঘনের ভয়ে, এতদিন তোমার সমস্ত ন্যায়-অন্যায় আমি নিঃশব্দ-ধৈর্য্যে সহ্য করি নি কি? ভেবেছিলাম, তোমার সমস্ত ত্রুটি তুমি নিজেই একদিন সংশোধন কর্‌তে সচেষ্ট হবে; কিন্তু তোমার ভেতর সে চেষ্টা আপনা থেকে কিছুতেই

লাগ্‌ল না ;—তোমার অত্যাচার-প্রবৃত্তি দিনে দিনে বেড়েই উঠছে, তুমি নিজের ভদ্রত্বের মর্য্যাদা পর্য্যন্ত ভুলে যেতে বসেছ! তোমায়—"

"চুপ করে থাক, চলে যাও,"—শিক্ষক ক্রোধ ভরে দ্বারের দিকে আঙুল দেখাইলেন। লীনা কম্পিতচরণে অগ্রসর হইয়া, নিজের অজ্ঞাতেই শুষ্ককণ্ঠে চিরাভ্যস্ত বুলী উচ্চারণ করিল—"শুভ রাত্রি।" পর-মুহূর্ত্তেই সে দুয়ারের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।—

( ৬ )

পরদিন সকালে লীনার যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেলা প্রায় ন'টা। বিছানা হইতেই ঘড়ির দিকে চাহিয়া, বিরক্তি-গ্লানি-জড়িত স্বরে লীনা আয়াকে ডাকিল। আয়া দুয়ারের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল ; ত্রস্তে ঘরে ঢুকিল। লীনা ঘড়ির দিকে ইসারা করিয়া বলিল, "এত বেলা পর্য্যন্ত আমায় ঘুম ভাঙাও নি কেন?"

আয়া বলিল, "সাহেব বারণ করে গেছেন।"

লী। বারণ করে গেছেন? কোথায় তিনি?

আয়া। সীকারে বেরিয়েছেন।

লী। কখন?

আয়া। ঠিক সাড়ে ছ'টায়।

লী। প্রাতরাশ সেরে গেছেন?

আ। হাঁ।

লী। সঙ্গে বেয়ারা কেউ গেছে? জুম্মন?

আ। না, তিনি কাউকে সঙ্গে নেন নি।

লীনা উঠিয়া বসিল ; গুম্ হইয়া খানিকটা কি ভাবিল, তারপর বিরক্তির সহিত বলিল, "তোমরা এত বেলা পর্য্যন্ত আমায় ঘুমুতে দিয়ে ভাল কর নি ; আমার শরীর বড় অবসাদগ্রস্ত বোধ হচ্ছে।"

আয়া সে-কথার কোন উত্তর না দিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে ঘন ঘন লীনার চোখের দিকে এবং মাথার বালিশটার দিকে চাহিতে লাগিল। লীনা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "কি দেখ্‌ছ?"

আয়া কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "আপনার চোখ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে, মাথার বালিশ-টাও ভিজে দেখ্‌ছি, রাত্রে কোন দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদেছিলেন বোধ হয়।"

দুঃস্বপ্ন দেখিয়া নয়, জাগ্রৎ অবস্থাতেই যতক্ষণ না ঘুম আসিয়াছিল, ততক্ষণ অনর্গল অশ্রু-স্রোত যে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নিঃশব্দে চোখ দিয়া ঝরিয়াছিল, সে কথা লীনার মনে পড়িল। আয়ার প্রশ্নের উত্তর না দিয়াই সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া, কার্য্যান্তরে মন দিল।

প্রাতরাশের জন্য লীনা টেবিলে বসিতেছে, এমন সময় বেহারা আসিয়া খবর দিল, "ছোট মিশনরী মেমসাহেব পার্সন আসিয়াছেন।" গত রাত্রির কথাগুলা তখন লীনা মনে মনে তোলা পাড়া করিতেছিল। পার্সনের আগমন-সংবাদে হঠাৎ তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন হিম হইয়া গেল। ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া ক্লিষ্ট স্বরে বলিল, "সেলাম দাও।"

মুহূর্ত্ত-পরেই সদানন্দময়ী পার্সন প্রসন্ন

হাস্যোজ্জ্বল মুখে ঘরে ঢুকিয়া 'সুপ্রভাত'-সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "আজ রবিবার আপনাকে গির্জ্জায় ধরে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি, চলুন।"

লীনা চমৎকৃত হইয়া গেল! এ কি ব্যাপার! তবে কি পিকক্ কাল রাত্রে লীনাকে সব মিথ্যা বলিয়াছেন? পার্সনের প্রতি তাঁহার ভদ্রাচার-শূন্য ব্যবহারটা তবে সম্পূর্ণই মিথ্যা কথা! নিশ্চয়!.....তাহাই তো হওয়া সম্ভব। সত্যই পিকক্ কিছু ক্ষেপিয়া উঠেন নাই, যে পার্সনের মত একজন সম্ভ্রান্ত পদস্থ ভদ্রমহিলাকে অকারণে অযথা অপমান করিবেন! যাক্, ধন্যবাদ ঈশ্বরকে, বাঁচা গেল!

সকল চিন্তাকে সবলে এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া, তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার টানিয়া পার্সনকে বসিতে দিয়া লীনা স্মিতমুখে বলিল, "বসুন, বসুন,—আজ রবিবার? কিছু খেয়াল নাই! গাধার মত পড়ে পড়ে এমন ঘুমিয়েছি যে, বেলা দুপুরে ঘুম ভেঙে উঠলুম্ আজ! কি-চাকরগুলিও আমার তেমি সব তালেরর ছলিয়ার! কেউ ঘুমটা ভাঙিয়ে দেয় নাই, কি অন্যায় বলুন দেখি?.....যাক্, এক কাপ চা চলুক্ এখন, কি বলুন?"

"খুব, খুব। বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা চা হলেই চলবে,—বিলক্ষণ! আমি নিজে চা ঢেলে নিচ্ছি, দাঁড়ান, দাঁড়ান।—আপনি ততক্ষণ নিজের-খাওয়াটা সুরু করে দিন্। মিস্ নীল গির্জ্জায় চলে গেছেন,—আমাদের বেশী দেরী করা হবে না।"

দুইজনে চা-পান ও কিঞ্চিৎ ভোজন আরম্ভ করিলেন।—আগে-বাগে দুই চারিটা কথা কহিতে কহিতে পার্সন অলক্ষ্যে লীনার মুখের দিকে বার-কয়েক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া হঠাৎ এক-সময় হাসিমুখে বলিলেন, "আপনি আবার সেই মুন্সীটি হয়ে যেতে সুরু করলেন্ যে! মাদ্রাজীর জন্যে ভারী উতলা হয়ে উঠেছেন্ নয়? এ আপনার অত্যন্ত অন্যায়। আচ্ছা, কেন অত ভাবেন্, বলুন দেখি!"

পার্সনের স্নেহভরা অনুযোগের স্বর শুনিয়া লীনা চমকিয়া উঠিল! বিস্মিত নয়নে চাহিয়া বলিল, "না, না,—কে বল্লে সে কথা? বাস্তবিক মাদ্রাজীর জন্যে আমি কিছু মন খারাপ করি নি।—মনে বৃথা অশান্তি এনেকি করব বলুন? আমার কাছ ছাড়া হয়ে না থাকলে, যখন তারও শরীরের মঙ্গল নাই, আমারও জীবনের কল্যাণ নাই, তখন দুর্ব্বল মনের অন্যায় দাবীকে সজোরে অগ্রাহ্য করাই উচিত। তবে কি জানেন পার্সন,—" হঠাৎ লীনার চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠিল; অন্য দিকে চাহিয়া ঢোক গিলিয়া আত্মসংবরণ করিয়া ক্ষুণ্ণ-করুণ কণ্ঠে বলিল,—"আর কিছু নয়, সময় সময় বড় মনটা খারাপ হয়ে যায় যে, নিজের অসুখের জন্য আমি আশা মিটিয়ে ছেলেটির উপর মায়ের কর্ত্তব্য-পালন কিছুই করতে পারি নি। সে হ'বার পর থেকেই নিজের শরীর নিয়ে এমন বিরক্ত-বিব্রত হয়ে থাকতে হোল যে, বড় কষ্ট হয় পার্সন, বড় কষ্ট হয়,—তার আদর আব্দার হাসি খুসীতে আমি একদিনের জন্য প্রাণভরে আনন্দ করতে পারি নি। ইদানীং 'দামাল্' হয়ে উঠেছিল, কাছে এলেই ছুটোপাটি করে উৎপাত জুড়ে দিত, আমার ভারী আলাতন-বোধ হোত; অনেক সময় সামান্য দোষেই আমি অসহিষ্ণু

হয়ে, ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে কড়া শাসন করে বসতুম্! এখন, সেগুলো মনে পড়্লে বড় অনুতাপ বোধ হয়, সময় সময় মন ভারী অস্থির হয়ে ওঠে।…"

পার্সন বাধা দিয়া সান্ত্বনা-কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "যেতে দেন, যেতে দেন। নিজের শরীর ভাল না থাক্লে অনেক মানুষই ইচ্ছার বিরুদ্ধে খিট্‌খিটে রাগী হয়ে ওঠে। ও তো একটা সাধারণ নিয়মই আছে। ওর, জন্যে কেন দুঃখিত হন? আপনি ভাল হয়ে ফিরে যান, সন্তানের ওপর মার কর্ত্তব্য পালন কর্‌বার পরিপূর্ণ সুযোগ পাবেন। এখন এরকম নিষ্ফল অনুতাপে মনকে মিছামিছি ক্ষুব্ধ কর্‌লে, আপনার শরীরের উন্নতির ব্যাঘাত হবে।—ভুলে যান, ও-সব চিন্তা ছেড়ে দেন। সন্তোষই সকল সুখের মূল, এটা জানেন তো? কেন মিছে কতকগুলো অপ্রীতিকর চিন্তা নিয়ে নিজেকে কষ্ট-পীড়িত করেন? ওতে যে আপনার স্বামীকেও অসুখী করা হয়।—হয় না কি?"

পার্সন জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে লীনার মুখের দিকে সাগ্রহে তাকাইলেন। লীনা বিষাদ-ভরে ম্লান হাসি হাসিল, কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, হঠাৎ সনিঃশ্বাসে জোর গলায় বলিয়া উঠিল, "আপনি বিয়ে করেন্ নি, বেশ করেছেন্ পার্সন। বেশ আছেন আপনি! আপনার মত পবিত্র স্বভাব অবিবাহিত নর-নারীর মুখের দিকে তাকালে, আমার অত্যন্ত তৃপ্তিবোধ হয়। বেশ আছেন আপনারা। আপনি খবরদার্ বিয়ে কর্‌বেন না!"

সহসা অপরিসীম কৌতুক-উচ্ছ্বাসে পার্সন উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন—"বাহবা, বাহবা, বাঃ! এই ত চাই! চব্বিশ ঘণ্টা পার হয় নি, আপনার মুখে কাল্ এক মত শুনেছি, আজ এখন ……। মিসেস্ ক্লাউডেনকে এই নিয়ে রাগিয়ে দিতে আমার বেশ মজা লাগে—ওর ছোট ভাইটি,—অর্থাৎ মিঃ ডবসন্, তারে-বাড়া ফুর্ত্তিবাজ মানুষ!—ভদ্রলোকের কোন নেশা নেই, শুধু এক চিত্রবিদ্যা তাঁকে ষোল আনা দখল করে রেখেছে। ও মানুষের বিয়ে থা কর্‌বার আশা ইহজন্মের মত শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু বন্ধু-বান্ধবদের উৎকট-মমতা তা বলে তো তাঁকে রেহাই দেবে না। চট্-পট্ তাঁর আইবুড়ো নাম খণ্ডে দেবার জন্যে বিবাহিত বন্ধুর দল 'মোরিয়া' হয়ে উঠেছেন মিসেস্ ক্লাউডেন তখনকে চটে যান! কিছুতে যখন পেরে ওঠেন না, তখন আমার কাছে অভিযোগ কর্‌তে ছুটে আসেন, ডবসন্ বেচারা হেসে আকুল হন!—

পার্সনের অনর্গল উচ্ছ্বসিত বক্তৃতায় বাধা দিয়া হঠাৎ ব্যস্তভাবে লীনা বলিল, "আচ্ছা মিসেস্ ক্লাউডেনরা পৌঁছে কোন 'তার' করেছেন কি? ওঁর স্বামী কেমন আছেন? আপনি কাল সন্ধ্যা বেলা ওঁদের কুঠিতে গেছলেন্, নয়?"

কথাটা শেষ করিয়াই লীনা উৎকণ্ঠাব্যগ্র দৃষ্টিতে চকিতের মত পার্সনের মুখপানে চাহিল। এতক্ষণ কোন ছুতায় ডবসনের কুঠির নামটা সে মুখে আনিতে পারিতেছিল না, এবার একটু সুযোগ পাইতেই, তিক্তস্বাদ কটু ঔষধ-গেলার মত করিয়া কথাটা বলিয়াই, ক্ষণপরে বিকৃত বিবর্ণ মুখে, টেবিলের তলায় হেঁট হইয়া কি যেন একটা জিনিস খুঁজিতে লাগিল, পার্সনের মুখের দিকে চাহিয়া

প্রশ্নের উত্তর শুনিতে তাহার শক্তি রহিল না!

পার্সন স্বাভাবিক প্রসন্নতার সহিত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ, মা চলে গেছেন, মামা চলে গেছেন, বালিকা ক্লাউডেন-কন্যা একা গবর্ণেসের কাছে রয়েছে, তাই বেচারীর খোঁজ নিতে গেছলুম্। মিঃ পিকক্‌ও খানিক পরে সেখানে গিয়ে হাজির। উনি ভরসন্‌কে খুঁজতে গিয়েছিলেন।"

লীনার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের জন্য নির্ব্বাক থাকিয়া, হেঁট হইয়া নিজের পায়ের মোজাটা অকারণ ব্যস্ততায় টানিয়া সোজা করিতে করিতে, দ্রুতনিঃশ্বাসে জড়িতকণ্ঠে বলিল, "তারপর? ভরসন কুঠিতে নাই শুনে কি বল্লেন?"

একান্ত মনোযোগে উপর্য্যুপরি চায়ে চুমুক দিতে দিতে, পার্সন খুব সংক্ষেপেই বলিলেন, "বিশেষ কিছু নয়।"

লীনা আত্মদমন করিতে পারিল না; রুদ্ধ উত্তেজনার আবেগে, সহসা অধীরকণ্ঠে বলিল, "কিছুই নয়? আপনার সঙ্গেও কোন কথা হোল্ না?"

চায়ের কাপ নামাইয়া, রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে পার্সন একটু হাসিয়া বলিলেন, "সামান্যই।"

পরক্ষণেই চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া রুমাল ঘুরাইয়া, কপালে বাতাস দিতে দিতে বলিলেন, "উঃ বড় গরম, আর ঘরের ভিতর টিক্‌তে পারা যাচ্ছে না; চলুন্, রাস্তায় বেরিয়ে পড়া যাক, এবার! আপনি পোষাকটা বদ্‌লে নিন্, আমি ততক্ষণ বাইরের বারাণ্ডায় বসি।"

পার্সন প্রস্থানোদ্যত হইলেন। লীনা অস্থির ভাবে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া, উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল স্বরে বলিল, "দাঁড়ান দাঁড়ান, আর, একটু আমার অনধিকার চর্চ্চার অপরাধ মাপ করুন্! আপনার সঙ্গে কি কথাটা হোল, আমি জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি?"

পার্সন চৌকাঠের কাছে গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; তীক্ষ্ণ-অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে লীনার মুখপানে চাহিয়া প্রসন্নমুখে স্মিতহাস্যে বলিলেন, "আপনি যে এই প্রশ্নটা কর্‌বার জন্যে বিশেষ ব্যস্ত আছেন, সে আমি আগেই টের পেয়েছি, সেই জন্যেই তাড়াতাড়ি চম্পট লাগাচ্ছিলুম। যেতে দেন, যেতে দেন, ওসব বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামানো পণ্ডশ্রম! মিঃ পিককের মেজাজ কাল মোটে ভাল ছিল না, তার ওপর কুঠিতে ফিরে আপনার সঙ্গেও বোধ হয় কিছু চটাচটি হয়ে থাক্‌বে? বোধের মাথার বন্ধু যদি আমায় কিছু অর্থহীন কথা শুনিয়ে থাকেন, তার জন্যে আমার কোন আপশোষ নাই। আপনাকে আমি অনুরোধ কর্‌ছি, ওর জন্যে আপনি কিছুমাত্র দুঃখিত হবেন না। যান্, পোষাক-কামরায় যান, দেরী কর্‌বেন না।"

পার্সন হাসিমুখে চলিয়া গেলেন। লীনা মুহ্যমান নির্ব্বাক্ ভাবে টেবিল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যাপারটা কি কতদূর ঘটিয়াছে, তাহা সে কিছুই সুনিশ্চিত রূপে জানিতে পারিল না; কিন্তু একটা কিছু যে ঘটিয়াছে, তার কোন সংশয় নাই, এবং পার্সন সেটাকে যত জোরেই হাসিয়া উপেক্ষা করুন্, সেটা যে সেরূপ ভাবে উপেক্ষণীয় মোটেই নয়, সে-বিষয়ে লীনার লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না। পার্সন উদার-হৃদয়া, শুভাকাঙ্ক্ষিণী বন্ধু, তিনি

বন্ধু-প্রীতির অনুরোধে এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটা নির্ব্বিবাদে চাপা দিতে চান, কিন্তু বন্ধুর অন্যায় অপমান নির্ব্বিকার-চিত্তে সহ্য করিবার সাধ্য তো লীনারও নাই, এবং যত-ক্ষণ পিকের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-বন্ধনটা স্বীকার করিতে হইতেছে, ততক্ষণ সেরূপ উদাসীন থাকাও উচিত নয়।

দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া আঁধার-ভরা মুখে লীনা পোষাক-কামরার দিকে চলিল।

( ক্রমশঃ )

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

---

# প্রার্থনা।

পতিতপাবন তুমি শুনেছি, দয়াল!
কেঁদে কেঁদে কাটাইব আর কত কাল?—
বুঝিতে পারি না কিছু! হের পাপে তাপে
নিদারুণ নিয়তির ঘোর অভিশাপে
দুরবহ হইয়াছে জীবন আমার,
নিভিয়াছে জীবনের সকল আশার
সকল আলোক নাথ! পারি না ত আর
ডুবিতে এমন করে—বহিতে অপার
মরম-বেদনা হায়! পতিতপাবন!
তুমি দাও দয়া করে পতিতে শরণ
রাঙ্গা চরণতলে! মুছে দাও আঁখি
তোমারি কমলকরে! অনাথ একাকী
নহি দেব, তুমি আছ চিরসাথী হয়ে—
বুঝাইয়া দাও আজি অধীর হৃদয়ে!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

---

# জাহাজ-ডুবি।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

( ৮ )

আজিমগঞ্জের বাটীতে আজ মহোৎসব। আজিমগঞ্জের নূতন জমীদার বহুদিন যাবৎ ক্লেশ-কষ্ট ভোগ করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন, এতদুপলক্ষে তিনি একটা মহা-ভোজের আয়োজন করিয়াছেন।

পৈতৃক-সম্পত্তি লাভ করিয়া অবধি তিনি দুইহস্তে অর্থব্যয় করিতেছেন; নাচ, তামাসা, বাগান-পার্টিতে ইয়ারের দল লইয়া অকাতরে অর্থ উড়াইতেছেন। মোসাহেবের দলও একটা ভাল-রকম জুটিয়া গিয়াছে। তাহারা সকলে একবাক্যে সমস্বরে বলিতেছে, "হ্যাঁ, একেই ত' বলি জমীদার। আগেকার সে বুড়টা কি আবার জমীদার ছিল না কি! না জান্‌তো আমোদ কর্‌তে, না জান্‌তো অর্থের সদ্ব্যয় কর্‌তে। কোথাকার কোন্ একটা দুঃখী কাঙ্গালের ছেলে এতবড় জমীদারিটা হাতে পেয়েছিল! সে কি আর বাবার ভাগ্যে

আমোদ কা'কে বলে, তা জান্‌তো? পৃথিবীতে জন্মে যদি একদিনের জন্যে একটু ফূর্ত্তিই না কর্‌বি, তবে ভগবান্ তোকে টাকা দিয়েছেন কেন? আর ঐ বুড়ো বেওয়ান-বেটাও জুটেছিল তেমনি! আমাদের কি এ-সীমানায় মাথা গলাতে দিত! আমরা যেন ওঁদের কাছে মানুষ বলেই গণ্য ছিলুম না।" পারিষদবর্গের এতাদৃশ চাটুবাক্যে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া জমীদার-বাহাদুর তাঁহার বৃহৎ দন্তগুলি পরিস্ফুট করিয়া হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিতেন। বৃদ্ধ রাধা-গোবিন্দবাবু কার্য্য-পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থানে হারাধন ও পরাণ-নামক কোথা হইতে দুইটি বন্ধু জুটিয়াছিল। নূতন জমীদারের সমস্ত বিষয়-কার্য্য তাঁহারাই পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। একে একে পুরাতন কর্ম্মচারিবৃন্দ এবং দাসদাসী সকলেই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তাহাদিগের স্থানে হারাধন ও পরাণ নিজ নিজ মনোনীত ব্যক্তিকে নিয়োজিত করিতেছিলেন। তাহাদিগের নিষ্ঠুর অত্যাচারে দেশবাসী প্রমাদ গণিল। উপেন্দ্রকিশোরবাবুর সমস্ত মহলের প্রজাগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। নির্য্যাতনের সীমা রহিল না। অনেকে ঘর-ভিটা পরিত্যাগ করিয়া উপেন্দ্রবাবুর এলাকা ছাড়াইয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া পলায়ন করিল। কেবল অটল কানাই। অমরকুমারের প্রিয়ভৃত্য কানাই —যে কানাই একদিন "অমন খোট্টা-মুখোর কাছে কাজ কর্‌তে পার্‌ব না" বলিয়া বাঁকিয়া বসিয়াছিল—সেই কানাই এখন নূতন জমীদারের দাসানুদাস। যে একদিন বুক ফুলাইয়া অমরকুমারের যশঃকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইত, সে এখন অম্লানবদনে অমরকুমারের নিন্দা-বাদ করিয়া নূতন মনিবের মনস্তুষ্টি-সাধনে প্রয়াস পাইতেছে, এবং নূতন মনিবের লাথিটা ঘুসিটা, চড়টা চাপড়টা, এবং টাকাটা সিকিটাও অম্লানবদনে পরিপাক করিতেছে। ক্রমশঃ সে নূতন মনিবেরও প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বদা প্রভুর ছায়ার ন্যায় সে সঙ্গে সঙ্গে থাকে। ক্রমশঃ এমন হইয়াছে যে, কানাই না হইলে জমীদারের এক দণ্ডও চলে না।

ভোজ দিবার মানস করিয়া আজ জমীদার-বাবু ঘটা করিয়া মজে বসিয়াছেন। কলিকাতা হইতে বিখ্যাত নর্ত্তকী আসিয়াছে, নাচ হইবে। উপেন্দ্রকিশোরবাবুর বাটীর বৃহৎ প্রাঙ্গণ সুদৃশ্য-কারুকার্য্য-খচিত বৃহৎ চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত করা হইয়াছে। তাহার স্থানে স্থানে বহুশাখাবিশিষ্ট ঝাড় ঝুলিতেছে। রাত্রি নয়টা। বৃহৎ প্রাঙ্গণ লোকে পরিপূর্ণ। গ্রামস্থ হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সকল ভদ্র লোককেই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-দিগের জন্য চতুষ্পার্শ্বে নানাবিধ সুন্দর সুন্দর কেদারা স্থাপিত হইয়াছে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ তারকামণ্ডলীর ন্যায় নব জমীদারের চতুষ্পার্শ্ব ঘেরিয়া সেই চেয়ারগুলি অধিকৃত করিয়া নিবিষ্টচিত্তে গান শুনিতেছেন। আর সেই আলোকোজ্জ্বল সুসজ্জিত আসরের অর্দ্ধ-পুষ্প-সমলঙ্কৃত কার্পেটের উপর সালঙ্কারা, সুবেশা, সুকণ্ঠী নর্ত্তকী সুন্দর সলমা-চুমকির কারুকার্য্যমণ্ডিত ওড়নাতে শোভিত, লাবণ্য-বিকসিত নিজ সুকোমল ললিত দেহ-বল্লরী দোলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, উঠিয়া বসিয়া মধুর সুরতানে বীণা-নিকণবৎ মধুর কণ্ঠে গাহিতেছে। নূতন জমীদারের নূতন

ভৃত্যের দলও নূতন পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া তস্মা আঁটিয়া আসর-মধ্যে সুবাসিত তাম্বূল ও চুরুট বিতরণ করিতেছিল। হারাধন ও পরাণ মাঝে মাঝে স্বহস্তে রজতপাত্রে করিয়া আতর, গোলাপ-পুষ্প ও পুষ্পমাল্য লইয়া এ-ধার ও-ধার ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, এবং তাহাদের ইচ্ছামত ব্যক্তিকে তাহা বিতরণ করিয়া সম্মানিত করিতেছিল। উৎসবের কিছু-মাত্র ত্রুটি হয় নাই। অনেক বৃদ্ধ ব্যক্তিও ব্যক্ত করিল যে, আজিমগঞ্জের জমীদার-বাটীতে এমন নাচগানের ধুম কস্মিনকালেও হয় নাই। শ্রোতৃগণের বিশেষ অনুরোধে নর্ত্তকী একটী চণ্ডীদাসের পদ গাহিল—

জনম অবধি হাম রূপ নিরখিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল!
লাখ লাখ যুগ হিয়ে পর রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন গেল।

ইয়ারের দল ঘন ঘন মাথানাড়া, হাততালি এবং বাহবা দিতে লাগিল। ক্রমশঃ রাত্রি অধিক হইলে নর্ত্তকী গান বন্ধ করিল। তাহার পারিশ্রমিক এবং উপযুক্ত পারি-তোষিক লইয়া সে বিদায় গ্রহণ করিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যথানিয়মে জাতিনির্ব্বিশেষে স্থানে স্থানে ভোজনে বসিয়া গেলেন। চর্ব্ব্য-চোষ্য লেহ্য পেয় নানাবিধ খাদ্যেরই আয়োজন হইয়াছিল। সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া ভোজন সমাধা করিলেন।

আহারান্তে সকলে একে একে বিদায় গ্রহণ করিলেন। আসর-মধ্যে কেবল স্বয়ং জমীদার এবং তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হারা-ধন ও পরাণ, এই ত্রিমূর্ত্তি বিরাজ করিতে লাগিলেন। অবসর বুঝিয়া কানাইলাল লাল জলের বোতল বগলে করিয়া লালজল সরবরাহ করিতে আসিলে, হারাধন সানন্দে লাফাইয়া উঠিয়া কানাইয়ের পিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিল, "বেঁচে থাক বাপধন! বেঁচে থাক! জন্ম জন্ম আমাদের লালজল খাইয়ে পিপাসা নিবৃত্ত করাও।" কানাই ক্ষিপ্রহস্তে বোতলের ছিপি খুলিয়া গ্লাসে বিলাতী সুরা ঢালিয়া ক্ষিপ্রগতিতে ত্রিমূর্ত্তিকে তাহা দান করিতে লাগিল। গ্লাসের পর গ্লাস, বোতলের পর বোতল শূন্য হইতে লাগিল। ত্রিমূর্ত্তিই নেশায় বিভোর! উল্লাসে পরাণচন্দ্র বলিয়া উঠিল, "কে জানে বাবা, বুড়ো ব্যাটাকে মেরে এমন রাজত্ব লাভ হবে! এমন রাজত্ব ভোগ করতে পেলে, একটা বুড়ো কেন, সাতটা বুড়োকে খুন করতে পারি।"

জমীদার স্বয়ং নেশায় মজগুল! কিন্তু হৃদয়ের গুপ্ত প্রদেশে জ্ঞান-নামক বস্তুটা তখনও তাঁহার একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। তিনি হারাধনের কথা শুনিয়া জড়িত স্বরে তাহাকে নীচজনোচিত বিশেষণে বিশেষিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি বর্ব্বর, ভারি বেয়াদপ, ভারি বেয়াদপ! এ সব আমার বাবার রাজত্ব, আমার বাবার রাজত্ব। উপেন্দ্র-কিশোর আমার বাবা, আমার বাবা, বুঝলে কি না?—বুঝলে কিনা?" কানাই সুরা ঢালিতে ঢালিতে একবার কটাক্ষে চাহিয়া দেখিল। আকণ্ঠ সুরা-সাগরে নিমগ্ন হইয়া ত্রিমূর্ত্তি ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে লাগিলেন। সুরাদেবী তাহাদের মস্তকে উঠিয়া মোহন নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তখন ক্রমশঃ সেই ত্রি-মূর্ত্তি পর-স্পর পরস্পরের অঙ্গে পতিত হইয়া লুণ্ঠিত

অধিকার করিলেন। কানাই তখন নিজ কার্য্যে প্রস্থান করিল। বাটীর অন্যান্য সকলে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া নিদ্রিত হইলে পর কানাই ধীরে ধীরে তাহার শয্যা পরিত্যাগ করিয়া অতিসন্তর্পণে বাটী হইতে বহির্গত হইল। কেহই তাহাকে লক্ষ্য করিল না। কেবল দেউড়িতে রামশরণ পাঁড়ে দ্বারবান্ বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল; মনুষ্য-পদশব্দে চমকিত হইয়া নিদ্রার ঝোঁকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই অর্দ্ধজড়িত স্বরে বলিয়া উঠিল, "কোন্ হ্যায় রে?"

কানাই বেশ সপ্রতিভ ভাবে পরিষ্কার-কণ্ঠে উত্তর করিল, "আমি কানাই।"

রামশরণ দ্বারবান্ পূর্ব্ববৎ চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই ঝিমাইতে ঝিমাইতে বলিল, "এত্না বড়ী রাত্মে কাঁহা যাতা হ্যায়?"

কানাই তেমনি সহজ ভাবে উত্তর দিল, "বাবুর ব্রাণ্ডি ফুরিয়াছে, তাই বাবুর জন্যে ব্রাণ্ডি আন্‌তে যাচ্ছি। এখুনি ফিরে আস্‌ব, তুমি কটক বন্ধ কোরো না।" বলিয়াই কানাই চলিয়া গেল। রামশরণ পাঁড়ে বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে লাগিল।

কানাই বরাবর পুলিশের গোয়েন্দা বিজনকুমারবাবুর বাটীতে গমন করিল। রাত্রি তখন প্রায় দুইটা বাজিয়াছিল। বিজনবাবুর বাটীর সকলেই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল; কেবল বিজনবাবুর শয়নকক্ষ-মধ্যে তখনও আলো জ্বলিতেছিল। কে যেন কক্ষ-মধ্যে পদচারণা করিতেছিল। বাতায়ন-পথে রাস্তায় দাঁড়াইয়া কানাই তাহার ছায়া দেখিতে পাইল। কানাই রাস্তায় দাঁড়াইয়া বহির্দ্বার ঠেলিতে লাগিল। বহুক্ষণ কপাট ঠেলাঠেলি করায় বিজনকুমারের ভৃত্যের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সদ্যঃসুপ্তোত্থিত নিদ্রালস জড়িত কণ্ঠে বিরক্তভাবে গৃহমধ্য হইতে সে উত্তর করিল, "আঃ—মর! এত রাত্তিরে কেরে আলাতন কর্‌তে এল?"

এই মধুর সম্ভাষণে কানাই সন্তুষ্ট হইয়াছিল কি না, তাহা বলা যায় না, কিন্তু মুখে সে তুষ্ট রুষ্ট কোন ভাবই প্রকাশ না করিয়া সহজভাবে বলিল, "শীগ্‌গির দোর খোল।—আমি কানাই, বাবুর কাছে আমার একটু দরকার আছে।"

ভৃত্য পূর্ব্ববৎ বিরক্তিভরে রুক্ষস্বরে বলিল, "কানাই হও আর বলাই হও, এত রাত্তিরে আমি দোর টোর খুলতে পারব না। কাল সকালে এসে তোমার যা বল্‌বার আছে, বলে যেও।"

কানাই বলিল, "সকালে আমি আস্‌তে পারব না। শীগ্‌গির একবার দোর খোল, আমার বিশেষ জরুরি কাজ আছে।"

ভৃত্য পাশ ফিরিয়া শুইল,—উঠিল না। কানাই তখন একটু উদ্ধতভাবে বলিল, "বেশ! দোর না খোল ত' আমি চল্লুম! কিন্তু এর পরে বাবুর কাছে জবাবদিহি কোর, আমি নিজের দরকারে আসি নি, বাবুর কাজের জন্যেই এসেছি।"

ভৃত্য তখন রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে, আপন মনে গজ্ গজ্ করিয়া বকিতে বকিতে, দুই হস্তে নিদ্রাবিজড়িত চক্ষুর্দ্বয় রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। বিজনবাবুর বাটী কানাইয়ের অপরিচিত নহে। বিজনবাবুর বাটীতে তাহার যাতায়াত ছিল, ঘর দ্বার-পথ সমস্তই তাহার

পরিচিত। সুতরাং বহির্দ্বার খোলা পাইবামাত্র সে আর কোন কথা না বলিয়া দ্রুত পাদ-বিক্ষেপে বিজনকুমারবাবুর কক্ষের দিকে চলিল। বিজনবাবু তখন পর্য্যন্ত শয্যাস্পর্শও করেন নাই; একাকী কক্ষ-মধ্যে পদচারণা করিতেছিলেন এবং আপন কর্ত্তব্য-চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। কানাই আসিয়া তাহার অভ্যাস মত আভূমি প্রণত হইয়া করযোড়ে বিজন-কুমারের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া বিজনবাবু সাহস্রে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, খবর কি? এত রাত্তিরে যে? ব্যাপারখানা কি রকম?"

কানাই চতুর্দ্দিকে চাহিয়া খুব বিচক্ষণ-তার সহিত অস্পষ্ট অশ্রাব্য ভাবে চুপি চুপি গোটাকতক কি কথা বলিল! বিজনকুমার-বাবু খুব মনোযোগ-সহকারে কানাইয়ের কথা-গুলি শুনিলেন, তাহার পর বেশ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "দেখিস্, খবরদার যেন ঘুণাক্ষরেও এ-কথা প্রকাশ না হয়! সাবধান! তা হলে সব-মাটী হয়ে যাবে।"

কানাই মাথা নাড়িয়া সগর্ব্বে উত্তর করিল, "উহুঁ! এ গোলাম সে পাত্র নয় হুজুর! সে ভাবনা আপনার কিছু নেই; গলায় ছুরি দিলেও আমি এ-কথা কারো কাছে বল্ না।"

বিজনবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, দেখিস্। এখন যা, কাল একবার আসিস্, যা কর্‌তে হয়, পরে বোল্‌বো।"

এই বলিয়া বিজনবাবু একখানা চেয়ারে বসিয়া কি একটা কাগজ পড়িতে লাগিলেন। রজনীর অধিকাংশ কালই তাঁহার বিনিদ্র অব-স্থায় কাটিয়া যাইত। "যে আজ্ঞে হুজুর!" বলিয়া পুনর্ব্বার আভূমি আনত হইয়া কুর্ণিস করিতে করিতে কানাই প্রস্থান করিল। যাইবার সময় রামধন শুঁড়ির নিকট হইতে সেই বোতল মদ কিনিয়া লইয়া গেল।

( ৯ )

প্রায় এক বৎসরকাল অমরকুমার কলি-কাতায় বাস করিলেন। কিন্তু আর তাঁহার এখানে বাস করা নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল। কারণ, পথে বাহির হইলেই পরি-চিত বন্ধু এবং সহপাঠিগণের সহিত সাক্ষাৎকার হইত; তাহাদের উপর্য্যুপরি প্রশ্নের উপর প্রশ্নের জ্বালায় অমরকুমারকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল। অমরকুমার যতই প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিতে চাহিতেন, পাঁচজনে মিলিয়া ততই তাঁহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিত। একদিন একটা শনিবারে তিনি সকাল সকাল আফিস হইতে ফিরিতেছিলেন, এমন-সময়ে তাঁহার পূর্ব্বেকার ধোপার সহিত পথে দেখা হইল। অমরকুমারকে দেখিয়া রজক-নন্দন দ্রুতগতি নিকটে আসিয়া আভূমি নত হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "বাবু কবে কলকাতায় আসা হলো গো? কাপড় চোপড় অবিশ্যি ময়লা হয়ে গেছেন? আমিত খবর পাই নি, হুজুর! ওবেলা গিয়ে নিয়ে আসব এখন! অমরকুমার হঠাৎ তাহাকে পথিমধ্যে দেখিয়া কিছু ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন; কি বলিবেন, কি করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। অমরকুমার যখন উপেন্দ্রবাবুর কলি-কাতার বাটীতে বাস করিয়া কলেজে পড়িতেন, সেই সময়ে এই রজক তাঁহার বস্ত্র ধৌত করিত। তাহার পর কখনও কোন কার্য্য উপলক্ষে, অমরকুমার যদি কলিকাতায় আসিতেন, তখনও এই রজকই তাঁহার বস্ত্র

ধৌত করিত। অমরকুমারকে নীরব দেখিয়া রজক পুনর্ব্বার বলিল, "তা হলে হুজুরের এখন থাকা হবেন্ ত?" অমরকুমার কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "না।"

র। দু'চার দিনও তো থাক্‌বেন্? আমি দু'দিনেই কেচে ইস্তিরি ক'রে দিয়ে দোব এখন।

অ। না, আমার থাক্‌বার এখন কিছুই ঠিক নেই, এখন কাপড় কাচ্‌বার কিছু দরকার নেই।"

র। সে কি বাবু, আপনার কাপড় যে বড্ড ময়লা হয়ে গেছে দেখ্‌চি,—কাচাবেন্ না? এমন কাপড় আপনি পর্‌বেন্ কেমন করে?

অ। থাকি যদি এর পর তোকে খপর দোব এখন। এখন আমার থাক্‌বার কোনও ঠিক নেই।

ক্ষুণ্ণ হইয়া সেদিন রজক প্রস্থান করিল। আর একদিন অমরকুমার সকাল বেলায় বাজার করিয়া আসিতেছিলেন। একখানা গামছায় বাঁধিয়া হাতে ঝুলাইয়া কিছু তরিতরকারি লইয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় রাস্তার মধ্যে তাঁহার একজন পরিচিত সহপাঠীর সহিত সাক্ষাৎকার হইল। তাহাকে দেখিয়া অমর-কুমার পাশ কাটাইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে একটা গলির ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। কিন্তু উক্ত সহপাঠী বন্ধুটি দূর হইতে অমরকুমারকে বেশ ভাল রূপেই নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছিলেন। অমরকুমারের এই অবস্থা, অর্দ্ধ-মলিন জামা-কাপড়, হাতে গামছার পুঁটুলি দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনিও দ্রুতগতিতে গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া, অমরকুমারের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "কি হে অমর! তোমার এমন অবস্থা কেন? এতদূর যে, শেষে গামছার পুঁটুলি হাতে করে বাজারে বেরুতে হ'ল! কেন্ বল দেখি হ্যাঁ?"

অমরকুমার কি উত্তর দিবেন, খুঁজিয়া পাইলেন না। চিন্তাযুক্ত মুখখানা একটু মলিন হইয়া উঠিল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আজিমগঞ্জের প্রসিদ্ধ জমিদার অমরকুমার বসুকে এতদূর দুরবস্থাপন্ন দেখিয়া, এবং তদুপরি অমরকুমারকে নীরবে থাকিতে দেখিয়া বুদ্ধিমান্ বন্ধুটীর মস্তিষ্কে চট্ করিয়া একটা কথা গজাইয়া উঠিল। ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বন্ধুবর বলিলেন, "কি হে, বাপ্ মর্‌বার পর বিষয়টা হাতে পেয়ে দু'দিনেই ফুঁকে দিয়েছ বুঝি? সরে সমুরে চলতে হয় হে! সরে সমুরে চল্‌তে হয়! একদিন ছুড়ি হাঁকিয়ে বেড়িয়েছ, আর আজ গামছা হাতে ক'রে বাজার কর্‌তে বেরিয়েছ! ভেবে দেখ দেখি, বুদ্ধির দোষে কি রকম কাজটা করেছ! চান্‌কা বরন! অত বড় জমীদারিটা হাতে পেয়ে রাখ্‌তে পার্‌লে না। তা' তোমার দোষ কি? তোমার মত বড়লোকের আদুরে গোপালদের মধ্যে অনেকেরই এই দশা ঘটে! তবে তুমি এত লেখা পড়া শিখ্‌লে, কলেজে একটা ভাল ছেলে বলে বরাবর নাম কিনে এলে, এসে, তোমার যে এমন বুদ্ধিশুদ্ধি হবে, তা আমরা কোন দিন মনে করি নি। যা হোক্ কপচাদের মহিমা বটে! হাতে পড়্‌লেই মাথাটা বিগ্‌ড়ে যায়! আরে, ও মোসাহেবের বলই বল, আর বাইজীর বলই বল, সব ছায়াবাজী! যতক্ষণ

পয়সা ততক্ষণ, পয়সা ফুরুলেই সব ফোকা। দেখতে পাচ্ছ তো এখন, বদখেয়াল ছুটলে দেনায় পড়লে কুবেরের ভাণ্ডারও উড়ে যায়।" এক নিঃশ্বাসে বন্ধুবর অনেকগুলি উপদেশ দান করিলেন, কিন্তু তাহার জন্য অমরকুমার তাঁহাকে একবারও ধন্যবাদ বা নিন্দাবাদ প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। অমরকুমারের নিকট তালমন্দ কোন রকম উত্তর না পাইয়া অগত্যা বন্ধুবর তাঁহার গন্তব্য পথে প্রস্থান করিলেন।

অমরকুমার ঘৃণায় লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। কলিকাতা-সহরে আর একদণ্ডও তিষ্ঠান তাঁহার পক্ষে দায় হইয়া উঠিল। সেইদিন হইতে অমরকুমারের একটা প্রধান কার্য্য হইল সংবাদপত্রে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন পাঠ করা, আর দরখাস্ত লেখা।

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সীতাকুণ্ড মহকুমার এণ্ট্রান্স স্কুলের হেড মাষ্টারের পদ খালি ছিল। কিছুদিন পরে অমরকুমারের সৌভাগ্যক্রমে এই চাকরিটুকু জুটিল। মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে, তিনি সীতাকুণ্ডুর এণ্ট্রান্স স্কুলের হেড মাষ্টারের পদ প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু অমরকুমারও আশালতার অভাবে বালাই পুরুষ এবং মহিলাগণ সকলেই বড় দুর্ম্মনত হইলেন। তাহাদের বিদায়ের দৃশ্যও বড় করুণ হইয়াছিল। মহিলাগণ আশালতাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া অঞ্চলে অশ্রু মুছিলেন। কোন্ অজানা দেশ হইতে দুই দিনের জন্য তাঁহারা শাপভ্রষ্টা দেবীর ন্যায় এক সঙ্গিনী পাইয়াছিলেন! সেই স্বর্গচ্যুতা দেবী যেন শাপমুক্ত হইয়া এখন চিরদিনের মত তাঁহাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন,—তাঁহাদের এইরূপ মনে হইতে লাগিল। এমন নম্র এমন নিরহঙ্কার স্বভাবা, এতলক্ষ্মী শান্ত মেয়ে, তাঁহারা জীবনে কখনও দেখেন নাই। এই গৃহস্থ বন্ধুদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অমরকুমারের মনটাও যে একটুও বিচলিত হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু তিনি এখন বিরাট-গৃহে ধর্ম্মরাজের অজ্ঞাত-বাসের মত কোনও সুদূর প্রবাসে প্রচ্ছন্ন ভাবে বাস করিবার জন্য ব্যগ্র! পিতৃমাতৃহীন অজ্ঞাতকুলশীল নিজ জীবনকাহিনী আর তিনি কাহারও নিকটে প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহেন! বিধাতার প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে বিষয় বুঝাইয়া দিয়া তিনি একটা গুরু কর্ত্তব্যের ভার হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন মনে করিয়া এ রহস্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে কার্য্য যখন সিদ্ধ হইয়াছে তখন আর তিনি নিজের অজ্ঞাত জীবনকাহিনী লোকের নিকট প্রচার করিয়া কাহারও নিকটে হাস্যাস্পদ হইতে ইচ্ছুক নহেন। তাই এই পার্ব্বত্য দেশে পর্ব্বতমালা-বেষ্টিত প্রকৃতিরাজ্ঞীর বিরাম-কুঞ্জস্বরূপ সীতাকুণ্ডুতে আসিয়া তিনি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। একটা প্রবল স্ফূর্ত্তির বাতাসে তাঁহার অন্তরটা হাল্কা করিয়া দিল। এখানে কেহ অযাচিত উপদেশ দান করিতে আসে না, কেহ বিদ্রূপকটাক্ষ করে না, আবার "রাজপুত্র" বলিয়া আভূমি আনত হইয়াও কেহ প্রণাম করিতে আসে না এই চির অপরিচিত সুদূর পল্লীমধ্যে তাঁহার দিনগুলি বেশ স্বচ্ছন্দে কাটিতে লাগিল। চন্দ্রনাথ ও বিরূপাক্ষ পর্ব্বতের অপূর্ব্ব দৃশ্যাবলি দেখিয়া অমরকুমার মুগ্ধ হইলেন। একদিন তিনি আশালতাকে লইয়া

বাড়বা কুণ্ডতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। সেই ফুটন্ত জলের মধ্যে অমরকুমার যখন আশালতাকে অবগাহন করিতে বলিলেন, আশালতা তো ভয়েই অস্থির! ভীত ভাবে বলিলেন, 'অমন টগ্ বগ্ করে জল ফুটচে, ও জলে কেমন করে নাইব?'

অমরকুমার কষ্টে হাসি চাপিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তা নাইতে না পারলে ত পুণ্য হবে না! তীর্থ করার কোন ফলই তা হলে পাবে না।" এখানকার পাণ্ডারা বলেন, এই কুণ্ডের জলে স্নান করলে পর সমস্ত তীর্থের ফল পাওয়া যায়! বহু পুণ্য লাভের লালসা, অথবা নিষ্ফলতার আশঙ্কা কিছুতেই আশালতাকে বিচলিত করিতে পারিল না। অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া সে মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিল—"এমন গরম জলে স্নান করে গায়ে ফোস্কা পড়ানোর চেয়ে, পুণ্যি না হয় সেও ভাল!"

অমরকুমার পুনর্ব্বার গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "একান্তই যদি নাইতে না পার, তা হলে আমি এক আঁজলা জল তুলে তোমার মাথায় দিয়ে দিই, তুমি স্পর্শ করে নাও। আর কি করব বল?" এই বলিয়া অমরকুমার অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া জল তুলিয়া লইয়া আশালতার গায়ে ছিটাইয়া দিলেন। গায়ে ফোস্কা হইবার ভয়ে আশালতা প্রথমে চম্‌কিয়া উঠিল। কিন্তু জল-স্পর্শমাত্রে সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, "ও আমার কপাল! এমন পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল! কি আশ্চর্য্য! দেখলে পর্‌ত' মনে হয় যেন চায়ের জল ফুটছে।"

আর একদিন অমরকুমার আশালতাকে লইয়া চন্দ্রনাথদেব দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। প্রথমে আশালতা চন্দ্রনাথদেব ও পর্ব্বতের শোভা দর্শন করিবার বাসনায় খুব আগ্রহের সহিত পর্ব্বতে উঠিয়াছিল, কিন্তু পর্ব্বতের শিখরদেশ ভ্রমণ করিয়া যখন নিম্নে অবতরণ করিবার সময় হইল, তখন আশালতা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িল, কিছুতেই আর নামিতে সমর্থ হইল না। নীচের দিকে চাহিবামাত্র সেই সহস্র সংখ্য হস্ত পরিমিত নিম্ন সমতল ভূমি ও এক গভীর জঙ্গল দর্শন করিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া আসিতে লাগিল; কোন রকমেই আর সে নামিবার সাহস-সঞ্চয় করিতে পারিল না। অমরকুমার অতিশয় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। দেড় হস্ত পরিমিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর-সোপান পর্ব্বত-গাত্র ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। ঠিক পাশাপাশি দুইজন লোক চলিতে পারাও দুঃসাধ্য! সোপানের দুই পার্শ্বই উন্মুক্ত! যদি একটা রেলিং দেওয়া থাকিত, তাহা হইলে আশালতা তাহা আঁকাড়িয়া কোন রকমে নামিতে পারিত; কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ প্রকৃতিরাণী তাঁহার প্রজাদিগের সে সুখ-সুবিধার জন্য একটুও মনোযোগী হন নাই। নিম্নে কোথাও হিংস্র-শ্বাপদ কোথাও গভীর অরণ্য, কোথাও সমতল ভূমি, কোথাও পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া পার্ব্বত্য জাতি বাস করিতেছে! কোন রকমে দৈবাৎ যদি সোপান হইতে পদস্খলন হইয়া যায়, তাহা হইলেই বিপদ্! নশ্বর মানবদেহের অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হইয়া অণুরেণুতে পরিণত হইয়া যাইবে! অতিসন্তর্পণে, বহু কষ্টে অমরকুমার আশালতাকে নামাইয়া লইলেন। সেই দিন হইতে আর তিনি আশালতাকে কোথাও

লইয়া যাইতেন না। আশালতাও বড় লজ্জিত ও ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। সেও আর যাইতে চাহিত না। কিন্তু অমরকুমার প্রতিদিন দিবসের কার্য্যান্তে পাহাড়ের উপর বেড়াইতে যাইতেন। প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর অসীম সৌন্দর্য্যরাশি অমরকুমারের মনঃপ্রাণ শীতল করিয়া দিত।

কলিকাতা ত্যাগ করিয়া আসিয়া পরিচিত জনের সংস্রবশূন্য হইয়া, অমরকুমার বেশ শান্তিতে রহিলেন। কেহ তাঁহার সংবাদ জানে না, তিনিও কাহারও সংবাদ জানেন না। এ সংসারের সকল বস্তুতেই যেন তিনি নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার, শান্ত! নির্ব্বিবাদে ঋষির ন্যায় তাহার দিন যাইতে লাগিল। কেবলমাত্র রাধাগোবিন্দবাবুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ অবহেলা করিতে অসমর্থ হইয়া মাঝে মাঝে তাঁহাকে পত্র লিখিতে হইত। অমরের পিতৃপ্রতিম সেই বৃদ্ধ রাধাগোবিন্দবাবু যে অমরকে অন্তরের সহিত স্নেহ ও শ্রদ্ধা করেন, তাহা অমরকুমারের অজ্ঞাত ছিল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

---

# আশে।

নিভৃত বন্ধু, আসিও,
অন্তর-আঁখি-অঞ্জন এগো,
বিজনতা ভরি' হাসিও!

এমনি মধুর রাতে
যবে গন্ধে পবন মাতে,
হিল্লোলে লতা নীরব হাস্তে
চন্দ্রমা-দিঠি-পাতে;
চুপিলে বীণাটী গাহি'
যবে অনিমিষ-আঁখি চাহি,
সুন্দর! মম মর্ম্ম-মুকুরে
নয়নের পথে ভাসিও!—
বিজনতা ভরি' হাসিও।

গভীর নিশীথ যামে
যবে অমৃত-পরশ নামে
মূর্চ্ছনা-রত চেতনা-তন্ত্রী
বিশ্ব-হরণ প্রাণে,
সুন্দর এগো আসি'
মোরে তেমনিই ভালবাসি'
চুম্বন-কুল-ফুল পরশে
সকল চেতনা নাশিও!—
নিভৃত বন্ধু আসিও।

ঝরিলে নীহার-ধারা
যেন উষে না বিভাতি তারা,
কুঞ্জ-বিতানে পঞ্চম-সুর
তুলে না-ক কোনো সাড়া!
রহিব আপনা বিসা
চির বিরাম-অঙ্কে লীনা,
(তুমি) বন্ধন তব নন্দন মম
মন্দার কুল-ফাঁসী ও!—
নিভৃত বন্ধু আসিও!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

# সমাজে নারীর কাজ।

সংসারের ভিত্তিস্বরূপা নারী পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গী হইয়া যে-কালে এই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণা, তখন অবশ্য তাঁহাদের সাহায্য-বিহীন হইয়া কোন কাজ করিলে সে কার্য্যটা সম্পূর্ণ ফলদায়ী হয় না। এ-জন্য ক্রমেই আমরা বুঝিতেছি যে, নারী কেবল সংসারে জননী, ভগিনী বা পত্নী হইয়া জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ করিলেই যে তাঁহার সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিল—আর কিছু অবশিষ্ট রহিল না—তাহা নহে। পুরাকালে যেরূপ স্ত্রীগণ শক্তিসঞ্চারিণীরূপে পুরুষের সহচারিণী হইয়া সকল স্থানেই সকল অভাবের পূরণ করিতেন, এখন তাহার ব্যতিক্রম হওয়াতে আমাদের জাতীয় উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা জন্মিয়াছে। অবশ্য সে-ত্রুটি সাধারণের প্রত্যেকের চক্ষে নাও পড়িতে পারে।

আমাদের জাতীয় উন্নতির গোড়ায় সংসার ও সমাজ সমানভাবে সে অভাব বোধ করিতেছে। সংসারে নারী যে মঙ্গলময়ী ও লক্ষ্মীস্বরূপা, শাস্ত্র তাহা স্বীকার করেন। তবে তাহাদের প্রভাব বিস্তৃত হওয়াই ত কল্যাণপ্রদ। এ-জন্য নারীকে সে-স্থলে সমান অধিকার দেওয়া ও তদুপযোগী শক্তি- ও জ্ঞান-লাভ হইতে বঞ্চিত না রাখাই ধর্ম্ম।

বর্ত্তমান কালে সকল দিকেই তরঙ্গায়িত অবস্থা। এই সময় যেমন পুরুষশক্তির মুখ্যভাবে প্রয়োজন, সেইরূপ নারীর বল চেষ্টা-সাহায্যও অন্ততঃ গৌণভাবেও আবশ্যক। সামঞ্জস্য ও একতার বন্ধন এই উভ-শক্তি লাভের প্রধান উপায়। কিন্তু এখনকার সময় ঐ দুইটিই দুর্লভ। এক ঘরের তিন জনেরই এক কার্য্যে বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। এমন সময়ে সমাজকে উন্নতির মুখে টানিয়া আনা কি একা পুরুষ-শক্তির কাজ! দুই শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা যেমন ঘরের অমঙ্গল দূর করিয়া সুমঙ্গল আনিতে পারি, সেইরূপ বাহিরেও সমাজকে তৈয়ারী করিয়া তুলিয়া লইবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। অনেকে বলিতে পারেন, পুরুষেরা যে কঠিন আয়াসসাধ্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারে না স্ত্রীগণের সেখানে কি সাধ্য! অগাধ সমুদ্রে তৃণের মতন ভাসিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে বিচিত্র কি! সমাজে দলাদলি, জাতিপাত, বিদ্বেষ ইত্যাদি নানা-প্রকারের উন্নতির অন্তরায়, সুখের পথের যে কণ্টকগুলি আছে, তাহা নারীগণ যদি প্রশ্রয় না দিয়া, তাহার উচ্ছেদ-সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া পুরুষের প্রাণে বল দিতে পারেন, তবে সে-কার্য্যের দ্রুত সফলতা অসম্ভব নহে। পুরুষের শক্তি বহির্মুখী আর নারী সেই সেই বিষয়ে অন্তর্মুখী-শক্তির দ্বারা তাহার প্রতিবিধান করিতে পারেন। পুরুষের কার্য্যে উৎসাহ-বর্দ্ধন নারীর দ্বারায় খুব সম্ভব এবং সে-স্থলে প্রতিবন্ধকও সহজে অপসারিত হয়।

সমাজের মঙ্গলসাধনের প্রধান উপায় শিক্ষাবিস্তার। নারী সে কার্য্য করিতে অক্ষম নহেন। নারী মহিলা-সমাজে প্রীতিবন্ধন করিতে তৎপর। যেখানে সমাজ শিক্ষিত, সে-স্থলে কুরুচি-পরিবর্ত্তন, ভাল-মন্দের জ্ঞান, পুণ্যের প্রতি আসক্তি, পাপে ঘৃণা, আশা করা

যায়। সত্য ও অসত্য, ন্যায় এবং অন্যায়ের ভেদাভেদ এবং কুসংস্কারের প্রতি বিরাগ—এ সকলি নারী জন্মাইতে পারেন। শিক্ষিতা নারী সমাজের উপকারার্থ বদ্ধপরিকর হইলে তাঁহার আদর্শে অপরের আস্থা সমাজের প্রতি ধাবিত হইতে পারে।

সমাজে নারী-শক্তির ধারার সঙ্কীর্ণতা দূর হইতে পারে শীঘ্র, যদি নারীদিগকে টানিয়া জ্ঞানের আলোকে উন্নতির পথ ধরান যায়। নারী যেমন গৃহ উজ্জ্বল করিতে পারেন, তেমনি বাহিরেও তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে, যদি ক্ষেত্র কর্ষিত থাকে। সমাজে নারীর কাজ প্রচার ও প্রচলনের উপায় প্রতিষ্ঠিত করিলে নারীগণ যে সুফল দেখাইতে পারেন্ না, এমন বলা যায় না।

প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া এখনকার উল্লেখযোগ্যা শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী এবং অন্যান্য বহু শিক্ষিতা রমণী সমাজে সাহিত্য-প্রচার করিয়া ভাষার উন্নতি করিতেছেন। স্ত্রী-শিক্ষার জন্য স্ত্রীমহামণ্ডল ও তদীয় প্রতিষ্ঠাত্রী এবং জীবনদাত্রী স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাসীর কাছে সকলেই ঋণী। শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী বিধবাগণের বিদ্যাশিক্ষা, জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী শিল্প-বয়নাদি-শিক্ষার যে সদুপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

ইহা ছাড়া নারীসমাজের হিতার্থে ধাত্রী-বিদ্যা, শিশু-পালন প্রভৃতি ঘরে ঘরে গিয়া শুনাইলে ও বুঝাইলে কত কাজ হয়। ইহা পুরুষের সাধ্যাতীত; এবং ইহার অভাবে কত ক্ষুদ্র প্রাণ যে জগৎ হইতে অকালে ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। নারী সমাজে আরও একটি অমঙ্গলমূল সহজে উৎপাটিত করিতে পারেন এবং তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখনও নানাস্থানে ও অনেক পল্লীগ্রামে দিবা দুই-প্রহরের অবসরকালে যে এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভা গঠিত হইয়া পর-সমালোচনা ও কুৎসারটনা দ্বারা সভাস্থল মুখরিত এবং মানুষের জীবনের অধোগতি সাধিত করে, তাহারই নিবারণ করার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অবশ্য উপদেশে তথায় কোন ফল হইবে না। তথায় মহিলাগণের হৃদয়-আকর্ষণকারী কলাবিদ্যার প্রচার হইলে সুফলের আশা করা যায়। সঙ্গীতবিদ্যাও মানব-জীবনে পরম শান্তিময়ী। উহাতে শোক-দুঃখ অপসারিত হইয়া মানবচিত্তকে সঞ্জীবতা প্রদান করে।

সঙ্গীত, শিল্প, চিত্রবিদ্যা—এ সকলই নারী স্বসমাজে প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ। আজ কাল নব যুগের নূতন উৎসাহ—নূতন ধারা! বেশ-ভূষা, ধরণ-ধারণ সকলি নর-নারীকে সমভাবেই নিজের দিকে টানিতেছে। প্রাচীন বিধি-ব্যবস্থা শিথিল হইয়া যাইতেছে। এরূপ স্থলে সমাজের স্রোত ফিরান কঠিন। কিন্তু যাহার যেমন উপযোগী, সেটিকে বজায় রাখিয়া নিজের গন্তব্য-পথ ধরার দৃষ্টি রক্ষা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

ভীরুতার ছায়ায় মিথ্যার আশ্রয়-গ্রহণ, একটা যেন ফ্যাসন বা সংক্রামক ব্যাধিরূপে সকলকেই আক্রমণ করিতেছে। সেগুলি হইতে সমাজকে রক্ষা করা নারীর কাজ।

'জাতিচ্যুত, দলাদলি ও এক-ঘরে প্রভৃতির ভয়ে যাহা পরিহার্য্য ও অন্যায়, কিন্তু যাহা বাস্তবিকই অপরিহার্য্য ও সঙ্গত তে-

সকল ন্যায় ও সদাচারের অনুষ্ঠান দ্বারা সমাজে ও সংসারে জয়ী হইব', এ-ভাব প্রত্যেক রমণী নিজের পরিবারে যদি রক্ষা করিতে পারেন, তবে সমাজের অনেক উপকার হইতে পারে।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

---

# আকাঙ্ক্ষা।

ধনের আকাঙ্ক্ষা করি
আকাঙ্ক্ষা মিটে না, হায়,
কেঁদে কেঁদে মরি!
মানের আকাঙ্ক্ষা করি,
কেহ ত না ফিরে চায়!—
বুকে শেল ধরি!
যশের আকাঙ্ক্ষা করি,
শুধুই ফিরিতে হয়
অপযশ ল'য়ে!
প্রেমের আকাঙ্ক্ষা করি,
অবহেলা এ হৃদয়
দেয় যে দলিয়ে!
শক্তির আকাঙ্ক্ষায়
শুধু হেরি অপচয়
নিজত্বের মোর,
মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়
শুধু ধরে এ হৃদয়
বাঁধনের ডোর!
সফলতা-কামনায়
শুধু লভি ব্যর্থতার
কঠোর গঞ্জনা,
মাগি' তব করুণায়,
সহি নাথ! অনিবার
তোমারি ছলনা!
এই মৃগ-তৃষিকায়
বল নাথ! কত আর
বেড়াব ঘুরিয়া?
কত দিনে তব পায়
বলি দিব আকাঙ্ক্ষায়,
আপনা ভুলিয়া?

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

---

# পুস্তক-সমালোচনা।

**সাতসন্দী***—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় এম, এ, কর্ত্তৃক বালক-বালিকাদিগের জন্য প্রণীত। হিন্দুদিগের পূজায় বলিয়া জলতর্পণ করিবার জন্য যে মন্ত্রটী-পাঠ করা হয়, পুস্তকখানিতে সেই মন্ত্রোক্ত গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, ও কাবেরী—এই সাতটী নদীর ইতিবৃত্ত অতি সুন্দর, সহজ ও সুললিত কথোপকথনে প্রচলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত এই সকল নদী-সম্বন্ধে আধুনিক ভূগোলের কথাও ইহাতে

* মূল্য—দশ আনা। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স বিক্রেতা।

কিছু কিছু সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইতি-বৃত্তগুলি এত মনোরম ও চিত্তাকর্ষক যে ইহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, শেষ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। সিন্ধু, নর্ম্মদা, কাবেরী প্রভৃতি নামগুলি কেন হইল, কি-জন্য ইহারা পুণ্যতোয়া ও জন-সাধারণের নমস্যা হইয়াছে, তাহারও পৌরাণিক বৃত্তান্ত বিবৃতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। নদী-সাতটীর ত্রিবর্ণ চিত্রগুলিও অতিমনোহর। এইরূপ পুস্তকের দ্বারা পৌরাণিক কাহিনীর সহিত ভৌগোলিক বিবরণও বালকবালিকা-দিগের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়। নদীগুলির উৎপত্তি প্রভৃতি অঙ্কিত একখানি ভারতের মানচিত্র পুস্তকে থাকিলে ভাল হইত। পুস্তকখানির কাগজ, ছাপা, চিত্র অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছে। আশা করি, সকলের নিকট ইহার যোগ্য সমাদর হইবে। পুস্তক হইতে নর্ম্মদা-নদীর কাহিনীটী সংক্ষিপ্ত করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য্য, তারা, আর যেখানে যা কিছু আছে, সে সবই মহাদেব অনেকবার নষ্ট ক'রে ফেলেন্ ও তা'র পর নূতন ক'রে আবার সব সৃষ্টি করেন্। এই নষ্ট হয়ে যাওয়াকে মহাপ্রলয় বলে।

একবার মহাদেব আর দুর্গাতে ছুটোছুটি খেলা আরম্ভ কর্‌লেন্। তাঁদের পদভরে পৃথিবী নষ্ট হয়ে গিয়ে এক প্রকাণ্ড সমুদ্র তৈরি হ'ল। খেলার পরিশ্রমে দু'জনে খুব ঘেমে উঠ্‌লেন্।...মহাদেবের ঘাম জমে...একটী পরম-সুন্দরী মেয়ে হ'ল।

নিজের সেই মেয়েটীকে দেখে' মহাদেব দুর্গাকে বল্লেন, 'একটী মজা করা যাক্। এই বলে তিনি তাঁর সেই সুন্দরী মেয়েটীকে এনে স্বর্গের যত দেবতা, দৈত্য, দানব ছিল, তাঁদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন্। তাঁরা মেয়েটীকে দেখে সবাই বল্লেন্, 'আমি মেয়েটীকে বিয়ে কর্‌বো'। তাঁদের কথা শুনে মহাদেব বল্‌লেন, 'তোমরা সবাই একটী মেয়েকে কি ক'রে বিয়ে কর্ব্বে!' তোমাদের মধ্যে যে ঐ মেয়েটীকে দৌড়ে ধর্‌তে পার্‌বে, আমি তা'রই সঙ্গে ওর বিয়ে দেবো।'

এই কথা শুনে সবাই মেয়েটীকে ধর্‌বার জন্যে ছুটলেন্। মেয়েটী শিবের গা থেকে হয়েছে, তা'কে ধরে কার সাধ্যি? তাঁরা যেমনি তা'কে ধর্‌তে গেলেন্ অমনি দেখ্‌লেন্, মেয়েটী এক যোজন দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাঁরাও ফের ছুটলেন্। মেয়েটীও সরে যেতে লাগ্‌ল। এক যোজন, দু' যোজন, তিন যোজন, ক্রমে মেয়েটী শেষে এক শ' যোজন দূরে গিয়ে দাঁড়াল।...তখন দেবতা দানবেরা ভ্যাকা চ্যাকা খেয়ে গিয়ে চারি-দিকে তাকাতে লাগ্‌লেন। তাঁরা যে দিকে তাকান্, মেয়েটীকে সেই দিকেই দেখ্‌তে পান্। তখন তাঁরা মেয়েটীকে ধর্‌বার জন্যে পাগলের মত চারিদিকে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগ্‌লেন।...তাঁদের অবস্থা দেখে দুর্গা আর শিব হো হো ক'রে হাস্‌তে লাগ্‌লেন্। তখন মেয়েটী এক ছুটে আবার শিবের কাছে ফিরে এল।...

মহাদেব তখন মেয়েটীকে বল্লেন, "তুমি একাই এদের সব হারিয়ে দিয়েছ, এতে আমি তোমার ওপর খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তাই তোমায় বর দিচ্ছি যে...পৃথিবী যতবারই নষ্ট হোক্ না কেন, তুমি কখনো মরবে না

সাপুড়েরা যেমন সাপ খেলায় তুমিও তেম্‌নি এদের নিয়ে সাপ খেলান গোছের খেলালে; আর আমি যে কখন হাসি নে, তোমার ব্যাপার দেখে আমিও হেসে খুন হ'লাম; এই দুই কারণে তোমার নাম রাখ্‌লাম 'নর্ম্মদা'।" (সংস্কৃত 'নর্ম্ম' কথার মানে খেলা আর হাসা)।

তা'র পর আবার যখন পৃথিবী নষ্ট করে ফেলবার সময় হ'ল, তখন মহাদেব...পৃথিবী-টাকে একটা মস্ত সমুদ্র করে ফেল্‌লেন্।... সেই সমুদ্রে মহাদেব খুব চমৎকার একটী মযূরের রূপ ধরে সাঁতার দিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লেন্। নর্ম্মদাও সেই সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছেন্, এমন সময়...মহাদেব নর্ম্মদাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন্, "হাঁগা, তুমি কে? আর সব্‌বাই মরে গেল, তুমি বেঁচে রয়েছ কি ক'রে?" তখন নর্ম্মদা বল্‌লেন, "মহাদেব,...আপনার ঘাম থেকেই আমি হ'য়েছিলাম্। আমার নাম আপনি নর্ম্মদা রেখেছিলে।..আমাকে আপনি অমর করে দিয়েছিলেন্, সেইজন্যে আমি মরি নি। আপনি এখন আবার পৃথিবী সৃষ্টি করুন্।"

মহাদেব তখন...সব পৃথিবীর জিনিষ তৈরি কর্‌লেন্। যেখানে নর্ম্মদা সাঁতার দিচ্ছিলেন সেইখানে চিত্রকূট পাহাড় হ'ল। মহাদেব তখন নর্ম্মদাকে বল্‌লেন..."তুমি চিত্রকূট পাহাড় থেকে নদী হ'য়ে বেরিয়ে দক্ষিণ দেশ দিয়ে গিয়ে সমুদ্রে মেশ। তোমার জলে নাইলে এত পুণ্য হ'বে যে লোকে তোমাকে দক্ষিণ-গঙ্গা বল্‌বে। সেই দিন থেকে নর্ম্মদা পৃথিবীতে এসে নদী হলেন।

---

নর্ম্মদা রেবা-রাজ্যের মধ্যে অমরকণ্টক ...পাহাড় থেকে বেরিয়েছে। নর্ম্মদা ৮০০ মাইল লম্বা। নর্ম্মদা অনেক জায়গায় উঁচু পাহাড় থেকে হঠাৎ একেবারে নীচুতে পড়েছে...ব'লে ঐ নদীতে নৌকা চলাচল কর্‌তে পারে না।.....

---

# উদ্যান লতা।*

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ঐ মণিলিঙ্গ পঞ্চানন মোটরবাস জ্যোতির চেয়ে বীরেন ছেলেটি কোনও অংশে মন্দ ছিল না। শিবেশ্বর যখন ঘটনাটা শুন্‌লেন, তখন তিনিও মনে করেছিলেন যে হাবলা যে বীরেন এইটি প্রকাশ করে দিলে, সমস্ত গোল মিটে যাবে। বীরেনের নিজের মনের মধ্যেও সেই বিশ্বাস ছিল। সেই জন্যই সে ষ্টেশনে অত করে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌তে গিয়েছিল। মুক্তির মনের ভাবও আমরা পূর্ব্বপর্য্যন্ত যতদূর জান্‌তে পেরেছি, তাতে বীরেনের প্রতি যে বিমুখতাটুকু পেয়েছি, তাতে এমন কিছু আমাদের মনে লাগে না যে মুক্তির সঙ্গে কোনও গতিকে বীরেনের বিয়ে হলে মুক্তির মনে চিরদিনের মত একটা দাগ থেকে যাবে। যদি মুক্তির সঙ্গে সত্য সত্যই কোনও পাড়াগাঁয়ের হাবলা কি গাবলার সঙ্গে বিয়েটা

---

* একখানি উপন্যাস, শ্রীশান্তা দেবী ও শ্রীসীতা দেবী প্রণীত।—মূল্য ২৲ টাকা।
প্রবাসী কার্য্যালয়,
২১০-৩-১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অমনি করে থেকে উঠ্‌ত, তা হলে আমাদের মনে একটা আশঙ্কা হত এবং একটা ভাবী ট্র্যাজিডির আশঙ্কায় আমাদের মন কণ্টকিত হয়ে উঠ্‌ত এবং তাতেই একটি নাটকীয়সন্ধির সৃষ্টি হোত। এমন একটা crux এর স্বাভাবিক প্রলোভন যে লেখিকারা বর্জন করেছেন, তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে বেচারা ধীরেনকে মুক্তিকে নিয়ে একটু নিষ্ঠুর কৌতুক করা ছাড়া তাঁদের আর কোনও বড়রকম ব্যাপার জমিয়ে তোলবার ইচ্ছা ছিল না। তবে জ্যোতির বিয়ের মিষ্টান্ন-ব্যাবস্থার সময় ধীরেনের ডাক পড়েছিল কি না এই কথাটি যদি তাঁরা আমাদের বলে দিতেন তা হলে আরও খুসি হতুম! আজকালকার দিনে চারিদিকের হিন্দুসমাজের পরম্পরাগত সংস্কার-জালের মধ্য থেকে দুই একটি ব্যক্তি জাল কেটে বেরিয়ে আস্‌তে চাচ্ছেন। তাঁদের চারিদিকেই আত্মীয়স্বজন; তাঁদের সঙ্গের স্নেহ-বন্ধন তাঁরা কিছুতেই ছিড়তে পারেন না। অথচ তাদের জীবনের ধারণা, সংস্কার সমস্তই তাদের প্রতিকূল। এই প্রতিকূলতা বা দ্বন্দ্বের ছায়ায় শিবেশ্বরের প্রসন্নোদার অপত্য-স্নেহের নির্বাধ-আকাশে ও মোক্ষদাদেবীর স্নেহমূঢ় টানের মধ্যে একটি কুমারীজীবন কেমন করে গড়ে উঠেছিল, সেইটাই এখানে ফোটাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কোনও প্রেমের কাহিনী, কি উপন্যাস, এ কোনটিই এ কাব্যের কোনও বিশেষ কথা নয়। এর বিশেষ কথাই হচ্ছে একটি উদ্যানলতার নিখুঁত ছবি দেওয়া, একটি বর্ত্তমান সময়ের কুমারীজীবনের স্ফূর্ত্তিময় রহস্যময় আনন্দোজ্জ্বল চিত্রকে ফুটিয়ে তোলা এবং সঙ্গে সঙ্গে তার আগামী সুখ-দুঃখের দুইএকটা রেখাপাত করা। কুমারীজীবনের একটা বিশেষত্ব এই যে তার মধ্যে একটা নির্ম্মল আনন্দ ক্রমশঃ ঘন হয়ে উঠ্‌তে থাকে। সে জিনিষটিকে তার যথার্থ ঠিক যায়গায় ধর্‌তে পারা পুরুষের পক্ষে বড় কঠিন। সেটুকু এত তরল ও কোমল যে শুধু কল্পনার সাহায্যে তাকে পাওয়া যায় না। যাঁদের যথার্থ সে-রকম জীবনের সঙ্গে যোগ আছে, এবং যারা সেই রকম জীবনের নিছক আনন্দরসটিকে যথার্থভাবে অনুভব কর্‌তে পেরেছেন, তাঁরাই তাকে ব্যক্ত কর্‌তে পারেন। এই বইখানির বিশেষত্ব এই যে বাড়ীতে বোর্ডিংএ পথে ঘাটে বেড়াবার সময়ে, চায়ের টেবিলের পাশে, পিতার রোগ-শয্যার পার্শ্বে, এবং আরো নানা রকম ছোট খাট বাস্তব অবস্থার মধ্য দিয়ে এমন সুন্দর ভাবে মুক্তির জীবনটি ফুটে উঠেছে যে, তাকে আর কোনও মতেই বইয়ের মুক্তি বলে মনে হয় না। আমাদের চারিদিকের জানা-শোনার মধ্যে কত মুক্তিই আমাদের মনের সাম্‌নে আসছে। সমস্ত নবশিক্ষিতা কুমারীদের গূঢ় মর্ম্মকথাটি মুক্তিকে আশ্রয় করে এমন সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, যে আমার মনে হয়, যে কোনও কুমারীকে আমরা ঐ রকম শিক্ষা ও সঙ্গের ব্যবস্থায় রাখ্‌তুম সেই মুক্তির মতন হয়ে গড়ে উঠ্‌ত। শুধু একটা স্বচ্ছতা, সরলতা বা আনন্দপ্রিয়তা ছাড়া, মুক্তির মধ্যে আর কোনও বিশেষ রকম নূতন স্বভাব বা বিশেষত্ব দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। চরিত্রগত কোনও বিশেষত্বের দিক্ দিয়ে মুক্তিকে দাঁড় করান হয় নাই। মুক্তি, মাধবী, কি মল্লিকা, কি যূথিকা, তার কোনও পরিচয় দেওয়া হয় নাই; শুধু দেখ্‌তে পাই যে, সে শিবেশ্বরের যত্নরক্ষিত উদ্যানে আপন আনন্দে আপনি লতিয়ে উঠেছে। মুক্তিকে দেখ্‌লে কোনও বনলতার সঙ্গে কোনও তুলনা তেমন মনে হয় না; শুধু এই মনে হয় যে, সে একটি যত্ন-সংস্কৃতা মনোহারিণী উদ্যানলতা। চরিত্রগত কোনও বিশেষত্বের আশ্রয় না নিয়ে কেবল-

মাত্র কুমারীজীবনের নিত্য একটুকুকে এমন মূর্ত্তিমতী করিয়া তোলা সত্যই বিস্ময়কর। যাঁদের এ জীবনের সঙ্গে সহানুভূতি কম, তাঁদের চোখে এই বইখানির এই অদ্ভুত কৃতিত্বটুকু হয় ত তেমন চোখে না পড়্‌তে পারে। কিন্তু যাঁরা আমাদের নবযুগের কুমারীজীবনের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যটুকুর প্রতি কোনও দিন আকৃষ্ট হয়েছেন, তাঁরা বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে সেই দিক্ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে এই বইখানি যে-কোনও সাহিত্য-সভায় শ্রেষ্ঠ স্থান নিতে পার্‌বে। কি সুন্দর ভাষা বিলোল ভঙ্গীতে নানাছন্দে এই উদ্যানলতাকে নানা-ভাবে দুলিয়ে আমাদের সাম্‌নে এনে ধরে আমাদের মুগ্ধ করে দেয়। বাঙ্‌লা ভাষার যে কত শক্তি, কত সম্পদ্, তা যেন এই বই-খানি পড়্‌বার সময় আমরা নূতন করে বুঝ্‌তে পারি। কোনও বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করে নি, কোনও সামাজিক তত্ত্বকে ইঙ্গিত করে নি, কোনও বিশেষ মনোভাব বেদনা-তুর হয়ে প্রকাশ পায় নি, অথচ একটি আনন্দময়ী কুমারীমূর্ত্তি শিক্ষা ও সংস্কা-রের জল- বাতাসে এমন সুষমাময় হয়ে উঠেছে যে, যে দেখে আনন্দে তার মন শিহরিয়া ওঠে। জ্যোতির সঙ্গে মুক্তির মেশামেশি দেখে আমরা অনেক সময়ে একটি প্রণয়ের অঙ্কুর খুঁজেছি, কিন্তু কোনও জায়গাতেই সেটি ধর্‌তে পারি নাই। জ্যোতিও শেষ পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পেরেছিল বলে মনে হয় না। এমন কি মুক্তিও জ্যোতিকে তাহাজে বিদায় দেওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একটুও স্পষ্ট করে বুঝেছিল কি না, তা বলা কঠিন। কুমারীজীবনের ভাব প্রবণতার মধ্যে এমন একটি মায়ার শক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে খেলা করে যে কোন্ সময়ে সৌহার্দ্দ, কি বন্ধুত্ব হঠাৎ প্রেম হয়ে দাঁড়ায়, তার ঠিকানা করা সহজ নয়। যে-মুহূর্ত্ত থেকে সৌহার্দ্দটা প্রেমে অঙ্কুরিত হয়ে উঠ্‌ল, সেই সময় থেকেই উত্তোরত্তর সেই অঙ্কুরই বেড়ে চল্‌তে লাগল; ঐটুকু কুসুমকোমল হৃদয় যখন প্রচ্ছন্ন ভাবে একটা প্রেমতীর্থের অভিমুখে যাত্রা করে, তখন পথের আর কোনও দৃশ্যের দিকে ফিরেও চায় না। এই যে শক্তি, এই যে দৃঢ়তা, এইটুকু মেয়েদের জীবনের বিশেষত্ব। সক-লের অলক্ষ্যে কখন্ যে উদ্যানলতা যৌবনবতী হয়ে সহকার-তরুকে দৃঢ়ালিঙ্গনে বেঁধে ফেলে, তা কেউ টেরও পায় না, কিন্তু একবার জড়াতে সে বাঁধন আর কারো পক্ষে টেনে ছাড়ানো সহজ নয়। এই মূল ছবিটি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে এ-দিকে ও-দিকে নানাস্থানে প্রসঙ্গ-ক্রমে একটা আধটা করিয়া আঁচড় দিয়া উদ্যানলতার আশেপাশের চারিদিকে উদ্যা-নের একটি ছবি দেওয়া হয়েছে, হেড্‌মিস্-ট্রেসের গম্ভীর মাষ্টারি চাল, বোর্ডিংএর মেয়ে-দের বিবাহ-সম্বন্ধে কুতা, শিবেশ্বরের সংস্কার-প্রচেষ্টতা, মিসেস্ ঘোষের নীতি-সংরক্ষণপরতা, মোক্ষদা দেবীর সদাচারনিষ্ঠা, পাড়াগাঁয়ের বদ্ধ সংস্কারের আর-হাওয়া, ব্রাহ্মবন্ধুগণের সমাজ-সংরক্ষণে উৎকণ্ঠিতা ও ব্রাহ্মগৃহিণী-গণের ছেলে পাকড়া করিবার উৎকণ্ঠাপরা-য়ণতা, যখন যে-দিকে কটাক্ষ করা হয়েছে, নিপুণ তুলিকা তাই অতি জীবন্তভাবে সুস্পষ্ট-করে এঁকে দিয়েছে। এমন কি প্রসঙ্গ-ক্রমে উড়েমালী, কি হিন্দুস্থানী দারোয়ানের কথা যেখানে উঠেছে, দুই এক কথায় তাদের চিত্রও বেশ ফুট হয়েছে। গল্পের কথা একে-বারে ভুলে গিয়ে শুধু ক্লান্তচিত্তকে সরস কর্‌-বার জন্য কর্ম্মের অবসরে যখনই যে যায়গা খুলে পড়েছি, সেইখানেই আনন্দ পেয়েছি;— যেন কতগুলি জীবন্তলোকের সঙ্গ করেছি। বই পড়্‌ছি, সে-কথা ভুলেই গিয়েছি। এমন উজ্জ্বল, হাল্কা, উৎফুল্ল স্বভাব-কুশল বিলাস-বিলোল ভঙ্গী বাঙ্‌লা ভাষায় কমই পড়েছি। এই উদ্যানলতার মধ্যে নবযুগের কুমারীবর্গের জীবনলতা যিনি দর্শন লাভ কর্‌বেন, তিনি আর কখনও দুষ্যন্তের মত শোক কর্‌বেন্ না যে—'দুরীকৃতা খলু গুণৈরুদ্যানলতা বন-লতাভিঃ।'

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

# সীলেট চূণ।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না।
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকালস্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

**কিলবরণ এণ্ড কোম্পানী।**

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।

৪ নং ফেয়ারলি প্লেস্, কলিকাতা।

অতি সুবর্ণ সুযোগ  এবারের পূজায় আনন্দ উপহার  কারণ

অলঙ্কারের শোভা আরো বর্দ্ধিত করুন।

পূজার নূতন ক্যাটলগ গ্রহণ করুন।

কতিপয় গিনির ক্ষুদ্র অলঙ্কার।

ফ্রেক মাকড়ী।  কাশ্মিরী মাকড়ী  কুমারী-মাকড়ী

নূতন! নূতন!...  কল্পনা সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ।  সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর অভিনব

অপূর্ব্ব আবিষ্কার।  ব্যবহারে পরিচয়।  প্যাটার্ণ।

প্রমাণ সাইজ ১৬  প্রমাণ ২২  মূল্য ৬৷৷০ টাকা মাত্র।

মাঝারি সাইজ ১৩  মাঝারি ১৮

মণিলাল এণ্ড কোং জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চ্চেণ্টস্,

৪০ নং গরাণহাটা, কলিকাতা। টেলিগ্রামস্—নেক্‌লেস।

# জীবন সংগ্রাম

## চতুর্থ-সংস্করণ

উপন্যাস-জগতের মরকতমণি, বাঙ্গালী জাতীয় জীবনের পবিত্রতার পুণ্যকাহিনী পল্লী-গ্রামের স্বচ্ছ অনাবিল ঘরের কথার সুন্দর ফটোগ্রাফ শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত **জীবন-সংগ্রাম** খানি আজ কয়েক মাস একবারে নিঃশেষিত হওয়ায় চতুর্থ সংস্করণ ছাপা হইতেছিল, কিন্তু কাগজের দুর্ম্মূল্যতা-প্রযুক্ত সব সময় আমরা মনোমত কাগজ শত চেষ্টা-সত্ত্বেও পাইতেছিলাম না। চারিদিক হইতে প্রতিদিন শত শত তাগিদ পত্র আসায় আমরা দ্বিগুণ মূল্যে কাগজ ও কালী কিনিতে বাধ্য হইলেও আজ অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি "জীবন-সংগ্রাম" পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব এ সংস্করণের মূল্য ১৷০ স্থলে ১৸০ আনা ধার্য্য করিতে বাধ্য হইলাম। পাঠকগণের অনুগ্রহ ও সহানুভূতি সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়।

বিনীত প্রকাশ

শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মণিলাল এণ্ড কোং—৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থকার প্রণীত মানবচিত্র, তরুরামের উইল, সংসার চিত্র, আমার ব্রহ্ম, আমার ডায়েরী, শরৎ পাহাড়, এই সকল পুস্তক নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রাপ্ত হইবেন।

মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ।

বা, বো, বিজ্ঞাপন।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক্ রাখিবার একমাত্র উপায়

# জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলে গাত্রের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন্। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, ভি পিতে ১৷৵০ ; তিন শিশির মূল্য ২৷৹, ভি পিতে ২৸৵০। এক গ্রোস ১০৮৲

# সুরবল্লী কষায়।

## রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লীকষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি, জুপারহ-জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। ইহার সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সালসা সেবনমাত্রই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১৷৷০ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ২৷৵০ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অভাবনীয় ব্যাপার! রমণীরঞ্জন চুড়ি। অলঙ্কারের যুগান্তর।

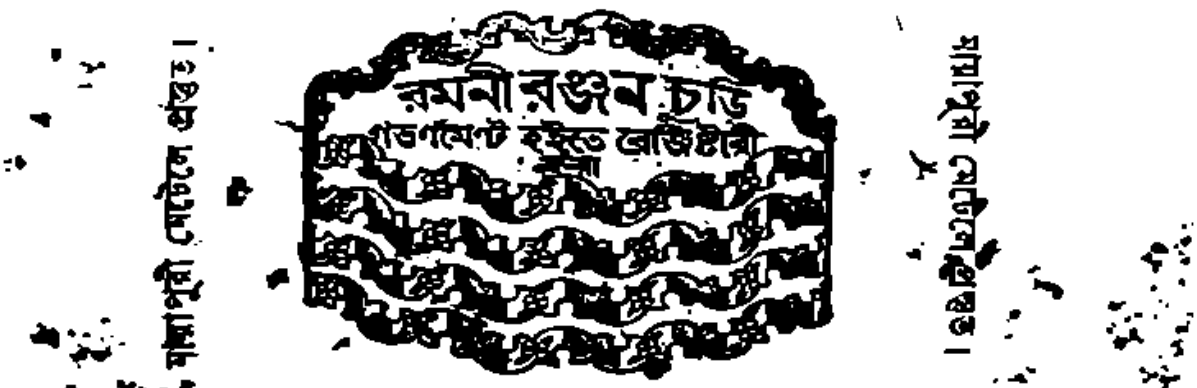


যাহা হইবার নয়—যাহা কেহ কল্পনায়-এ পর্য্যন্ত আনিতে পারেন নাই—সেই অসম্ভব সম্ভব হইতে চলিল। রমণীরঞ্জন চুড়ি এ যাবৎ কেবলমাত্র গিনি স্বর্ণেরই প্রস্তুত হইত—কেমিক্যাল বা অন্য কোনও ধাতুতে ইহা এ পর্য্যন্ত কেহই প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। আমরা বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে ইহা প্রস্তুত করিয়াছি। কেমিক্যালের কিম্বা অন্য ধাতুর সমস্ত চুড়িই সাধারণে ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে একবার রমণীরঞ্জন চুড়ি এক সেট ক্রয় করিতে অনুরোধ করিতেছি। এক সেট পাঁচ টাকায় ক্রয় করিলে আপনার পাঁচ শত টাকার গিনির চুড়ির অভাব মোচন করিবে।

মূল্যাদি এক সেট ৮ গাছা ৫ পাঁচ টাকা।

"মায়াপুরী মেটেলের" লক্ষ লক্ষ প্রশংসাপত্রের মধ্যে একাণ্ড
স্থানাভাবে কেবল কয়েকখানি মাত্র প্রকাশিত হইল।

## সংবাদপত্রের মতামত।

### বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"মায়াপুরি মেটেল" আবিষ্কৃত হইবার পর সমস্ত সংবাদপত্রে ইহার সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল। স্থানাভাবে কয়েকখানি মাত্র উদ্ধৃত হইল।

"হিতবাদী" সংবাদপত্র। • • দেখিতে ঠিক সোনার চুড়ির মত • • বহুদিন ব্যবহারেও রং নষ্ট হইবে না। কারণ ইহা গিলটি নহে, ধাতু বিশেষের দ্বারা নির্ম্মিত।

"বঙ্গবাসী" সংবাদপত্র। • • মায়াপুরি মেটেলের অলঙ্কারের রং চিরদিন স্বর্ণের ন্যায় থাকিবে। কখন পালিস নষ্ট হইবে না। ইহাদের কারবারে প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা নাই।

"বসুমতী" সংবাদপত্র। • • আর কেহই এই পূজার সময়ে বিলাতী চুড়ি কিনিবেন না। ইহাদের গহনার রং চিরস্থায়ী বলিলেও হয়। ইহাদের সৌখীন জিনিষগুলিও সুন্দর হইতেছে।

দৈনিক পত্র "সন্ধ্যা"—পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহাদের গহনার রং বহুকাল স্থায়ী। ইহাদের কাছে ঠকিবার ভয় নাই; ইহাদের দোকানে মহাপূজার মহাব্যাপার।

"হিতৈষী" সংবাদপত্র লিখিয়াছেন। ইহা অবশ্য গহনা বটে। আসল গিল্টি গহনা ইহাদের গহনার কাছে হার মানিয়াছে। গহনার রং বহুকাল স্থায়ী। জিনিষগুলি সুন্দর ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে।

"নায়ক" দৈনিকপত্র। চুড়ি বড় সুন্দর হইতেছে। বিলাতী চুড়ি ও কেমিকেল গহনার পরিবর্ত্তে সকলেরই ইহাদের গহনা ব্যবহার করা উচিত।

এইচ, ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং, ১ নং পরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

# শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম

ভারতের সেরা।

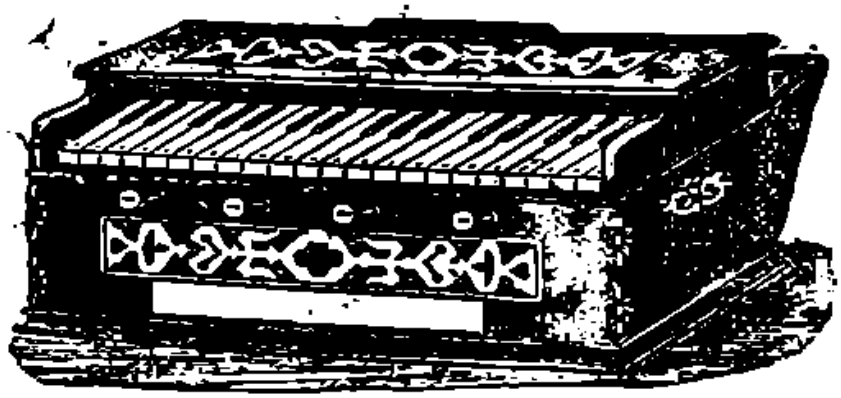

যাঁহারা শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম ব্যবহার করেন, তাঁহাদের কোনরূপ ভুগিতে হয় না সুর নামিয়া যাওয়া, কিঁ কিঁ করা, হাওয়া বাহির হওয়া প্রভৃতি ব্যারাম শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মকে ধরে না বলিলেই হয়। এই সকল গুণের জন্যই শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মের এত আদর ও কাটতি।

3 Oct., Single Reed, 4 stops Rs. 20 & 25 হারমোনিয়ম-শিক্ষা Rs. 1 & 2
Double. 5 ,, 35, 40 & 45 আমিবাসার গানের স্বরলিপি— 1-8
Other Varieties— from ,, 50 to 300

সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র, গ্রামোফোন, রেকর্ড, পিন প্রভৃতি আমরা বিক্রয় করি।

শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৪নং ডালহউসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

**Sarat Ghose & Co.**

CALCUTTA.

---

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক।

সৌধরহস্য—( উপন্যাস )—১৲ ; নির্ম্মাল্য—(গল্প-গ্রন্থ) দ্বিতীয় সংস্করণ—রেশমী বাঁধাই—১।০ ; কেতকী—( গল্পগ্রন্থ )—সিল্ক বাঁধাই—১৲ ; স্পর্শমণি—( উপন্যাস ) দ্বিতীয় সংস্করণ——২৲

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১নং, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ONE PAIR DIGI TABLA FREE FOR PUJA

বিখ্যাত ডি, মোহন ফ্লুট

স্বাধীন ১৯০০ সালে।
(গ্যারাণ্টি ৪ বৎসর

প্রথম শ্রেণীর ফ্লুট ১৫ টাকা

সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা—দাস ব্রাদার্স,

স্বর্ণ ও রৌপ্য মেডেল প্রাপ্ত—ভারত মিউজিক্যাল ষ্টোর্স।

শোরুম—১১ নং লোয়ার চিৎপুর রোড।

( ফ্যাক্টরী ) ১৩ নং রামকান্ত মিস্ত্রির লেন, কলিকাতা।

অপছন্দে ফেরত দেওয়া হয়—১ সপ্তাহের মধ্যে।

ইহার নূতন পরিচয় দিবার কিছুই নাই। উপস্থিত বাজারে অনেক-নামযুক্ত হারমোনিয়ম বাহির হইয়াছে; ক্রেতৃগণ ঠিক করিতে পারেন না কোন্‌টা রাখিয়া কোন্‌টা লইবেন; কিন্তু ইহা সস্তার চূড়ান্ত ও মজবুত হইবে নিশ্চয়ই। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। অর্ডারের সহিত ৫ টাকা অগ্রিম পাঠাইবার নিয়ম। ১ সেট রীড ৪ ষ্টপ, ৩১ চাবি ২২৲, ২৫৲, ৩০৲ টাকা। ২ সেট রীড ৩ ও ৪ ষ্টপ ৩৭ চাবি—৩১৲, ৩৫৲ ৪২৲ ও তদূর্দ্ধ। কোলাপ্সিবল ৭৫৲, ৮৫৲ ও তদূর্দ্ধ।

## সাহানা

শ্রীমতী সুনীতি দেবী প্রণীত ক্ষুদ্র পুস্তক। কবিতাগুলি যেন শিশুকণ্ঠের কোমলমধুবাণী-স্বরূপ। ভাষা ভাব অতিপ্রাঞ্জল। কাগজ ও ছাপা অতিসুন্দর। মূল্য চারি আনা মাত্র। সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণকে কাচের-খেলনার পরিবর্ত্তে ইহা দিলে তাহাদের আমোদের ও উপকার দুই-ই লাভ হয়।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী, সরস্বতী। কেশবধাম, বেনারস সিটি।

## বিজ্ঞাপন।

প্রবীণ সুলেখক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় প্রণীত নূতন পুস্তক "চিত্র" প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অস্মদ্দেশীয় সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের কয়েকটী ছবি সুন্দররূপে অঙ্কিত হইয়াছে। উপহার দিবার এবং নিজে পড়িয়া সুবিমল জ্ঞানলাভ করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী ও ২৪।২ কৃপনারায়ণ নন্দনের লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা, ভবনে পাওয়া যাইবে মূল্য ১।০।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 687, November, 1920.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি. এ. কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৮ বর্ষ। ৬ সংখ্যা। | কার্ত্তিক, ১৩২৭। নবেম্বর, ১৯২০। | ১২শ কল্প। ১ম ভাগ।


## গান।

(ঝরঝরী কানেড়া—কাওয়ালি।)

একটি স্মরে' দুখের প্রদীপ
জ্বালিয়ে রেখো প্রিয়তম
ভুলে ভুলেই রইবে না আর
চির তোলা হৃদয় মম!

বারে বারেই নয়নজলে
এনো তোমার দুয়ার-তলে,—
দিয়ো না গো ফিরিতে ভুলে
দুখে,—দুপ্ত পাষাণ সম॥

শ্রীনিবারণচন্দ্র বড়াল।

# গানের স্বরলিপি।

( রাগ ভৈরবী—একতালা। )

তোমারি পাখীর গান শুনি' নাথ,
তোমা পানে মন ধায়!
তোমারি আকাশ, তোমারি আলো
কি আকুল সন্ধানে চায়!
তোমারি তরু—তোমারি কুসুম,
তোমারি তপন—তারকা-প্রভৃতি [illegible]
নদী পারাবার মহিমা তোমার—
তোমারি করুণা গায়!

জীবন আমার—করুণা তোমার,
তব প্রেমরসে সুন্দর;—
এত হাসি-গান উদ্ভাসিত প্রাণ
আশা-ভালবাসা ভাণ্ডার।
তোমারে জীবনে লভিতে চাই,
তোমার মাঝারে ডুবিতে চাই—
[illegible] তোমারি চরণে
ভ্রমিবারে যেন পাই॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল

স্থায়ী।

২ ৩ ১
[পা]
IIমা পা পা। দা দা দা। পা দা পা। পা পা পধপদপমা
তো মা রি পা খী র্ গা ন শু নি না ••••• থ

২ ৩ ০ ১
Iগা গা ঋা। পা মা গা। ঋা -া -া। -া সা -া।
তো মা পা নে ম ন্ ধা • • ন্

I ঋা মা মা। মা মা -পা। গা মা গা। ঋা ঋা সা
তো মা রি আ কা শ তো মা রি আ লো কি

Iপা সা সা। গা গা গা। মা -া -া। পধপর্সা পা দা II
আ কু ল স ন্ ধা নে চা • • ••••• ন্

অন্তরা।

II দা দা দা। দা দা -া। না না র্সা। র্সা র্সা র্সা
তো মা রি ত রু তো মা রি কু সু ম

I র্সা ঋা ঋা। ঋা ঋা র্সা। না না র্সা। র্সা র্সা র্সা
তো মা রি ও স ন তা র কা প্র সূ ম

I দা র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা। না র্সা না। দা পা -া
ন ন্দী পা রা বা র ম হি মা তো মায় •

I মা মা মা। মা গা পা। মা -া গা। ঋা -া সা II
তে মা রি ক রু ণা গা • • • • র

সঞ্চারী ও আভোগ।

II সা ঋা ঋা। মা মা মা। গা পা পা। পা পা পা
মা র ক রু ণা তোঁ মা র

পা পা পা। পা দা পা। গমা পা পা। পা -া -া
ও ব প্রে ম র সে সু• ন্ দ র

I পা র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা। না র্সা না। দা পা পা
এ ত হা সি গা ন ই হা সি ও প্রা ণ

I গা গা গা। গা পা পা। গা -া ঋা। সা -া -া II
আ শা ভা ল বা সা ভা • ণ্ড র • •

II দা দা দা। দা দা দা। না না র্সা। র্সা -া র্সা
তো মা রে জী ব নে ন ভি তে চা ই

I র্সা ঋা ঋা। ঋা ঋা র্সা। না না র্সা। র্সা -া র্সা
তো মা র মা ঝা রে ডু বি তে চা ই

I পা র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা। না র্সা না। দা দা পা
ক র মে ম ম মে তো মা রি চ র ণে

I মা মা মা। মা গা পা। মা -া গা। ঋা -া সা II II
স্ব রি বা রে মে ন পা ই

# লীনার শিক্ষা।

( উপন্যাস। )

( ৭ )

মুখের বিষাদ-গাম্ভীর্য্য যথাসাধ্য পরিবর্ত্তন করিয়া উজ্জ্বল সুন্দর বেশ-ভূষায় তারুণ্য-শ্রী-মণ্ডিত ক্ষীণ-মূর্ত্তির মনোরম শোভা বাড়াইয়া লীনা মৃদুপদে বারেণ্ডায় আসিয়া যখন দাঁড়াইল, পার্সন তখন দ্রুতপদে বারেণ্ডার এ-ধারে ও-ধারে চক্র দিয়া সজোরে হাঁটিতে-ছিলেন। লীনাকে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিনা প্রশ্নেই হাসিমুখে কৈফিয়ৎ দিলেন—"চায়ের দামটা আদায় করে নিচ্ছি, বুঝ্‌লেন? আপনার মত কাহিল মানুষদের সঙ্গে তো দৌড়-ঝাঁপ করে বাস্তা-হাঁটা চল্‌বে না, তাই এইখানেই ছুটোছুটি করে খান কয়েক করে নিলুম। চলুন, এবার ভদ্র-ধরণে পথ হাঁটা যাক্।"

পার্সনের প্রসন্ন-সহাস মুখে কি সম্মোহন-মন্ত্রভরা আনন্দের আলো ছিল, কে জানে,—লীনার অন্তরের প্রচ্ছন্ন বিষাদ-ম্লানিমা যেন চকিতে ঢাকা পড়িয়া গেল! সহসা অত্যন্ত খুসীর সহিত হাসিয়া লীনা উৎসাহ-ভরে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আপনি বুঝি আমায় এতই অপদার্থ মনে করেন যে, একটু জোরে পথ হাঁটিবার ক্ষমতাও আমার আছে,—এটুকুও বিশ্বাস করতে পারেন না? চলুন তো, কত জোরে হাঁটতে হবে বলুন,—আমি হাঁটছি।"

দুই হাত বাড়াইয়া লীনাকে নিবারণ করিয়া পার্সন চাপাকণ্ঠ অথচ কপট-কোপে বলিলেন, "হাঁ, আসুন! আপনার বিদ্যার দৌড় জানতে তো বাকী নাই!—" বলিয়াই কপট গাম্ভীর্য্যে মাথা নাড়িতে নাড়িতে, মিটমিটে চক্ষে চক্ষে চাহিয়া কৌতুক-স্মিত-মুখে বলি-লেন, "সত্যি বলছি, বাস্তবিক বল্‌ছি, আপনার মত চক্ষু-লজ্জায় মাথিয়ে প্রাণের মায়া-ত্যাগ-কারী দুঃসাহসী রোগীদের চিকিৎসক হ'তে পারতুম্ যদি আমি,—তা হলে আপনাকে ছেলে পুরে রাখবার বন্দোবস্ত করতুম্!"

[illegible] —ভাগ্যে ভাগ্যে বেঁচে গেছি, তা হলে বলুন?"—কথাটা বলিতে-[illegible] হঠাৎ লীনার পরিহাস-স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর ব্যঙ্গ কৌতূহলে ভরিয়া উঠিল; পার্সনের মুখ পানে চাহিয়া সে বলিল, "আচ্ছা বলুন তো পার্সন, আপনি যদি সত্যি সত্যিই রীতিমত চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করে চিকিৎসক—অর্থাৎ ব্যবসাদার-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মানুষ হতে পারতেন, তা হলে—তা হলে, আপনি নিজের মনুষ্যত্বের খাতিরে রোগীর উপর বেশী দরদ করতেন্, না ব্যবসার খাতিরে রোগীর পয়সার উপর বেশী দরদী হতেন?"

তরল-কৌতুক-চপল কণ্ঠে উচ্চহাসি হাসিয়া পার্সন বলিলেন, "বুদ্ধিলে ফেল্‌লেন্! ব্যবসাদার না হয়ে, ব্যবসাদারী সম্বন্ধে যা খুসী বলে দেওয়া খুবই সহজ, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, অবস্থা-দ্বন্দ্বের নিরীখে নিজেকে যাচাই করে না দেখ্‌লে আসল সত্য সম্বন্ধে কি—"

হঠাৎ বাধা দিয়া, পার্সনের হাত চাপিয়া ধরিয়া ঈষৎ আবেগের সহিত লীনা সনিঃশ্বাসে বলিল, "ঠিক পার্সন, ঠিক,—ঐটেই আসল সত্যি কথা: কার্য্যক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অবস্থা-দ্বন্দ্বের

নিজেকে নিজেকে যাচাই করে না দেখলে, নিজের প্রকৃত রূপটি বুঝেও পাওয়া যায় না, খুঁজেও পাওয়া যায় না? মাপ করুন, মাপ করুন আমায়। আমার প্রশ্নটাই ভুল হয়েছে।"

পার্সন কিছু না বুঝিলেও, এটা বেশ বুঝিলেন, লীলা কি একটা নিগূঢ়-মর্মপীড়া সন্তর্পণে আড়াল করিয়া রাখিল, এবং সে মর্মপীড়ার আভাসমাত্রও পার্সনের কাছে প্রকাশ করিতে সে অনিচ্ছুক। নীরব-স্নেহ-সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চকিতের জন্য লীলার বাঙ্ময়-করুণ মুখের দিকে চাহিয়া [illegible] বাড়িগুলির রাস্তার দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আসুন, আর দেরী করা নয়।"

দুইজনে বাহির হইলেন। দুইজনেই নীরব। লীলা অন্যমনস্ক, পার্সন গম্ভীর। কিছু দূর আসিয়া, মোড় ফিরিয়া দুইজনে একটা নির্জন পথে পড়িলেন। পার্সন সুবিধা পাইয়া, লীলার অন্যমনস্কতা ভাঙাইবার জন্য কি একটা অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে উদ্যত হইয়া, সহসা পথের অন্য সীমানায় মোড়ের মাথায় আর একজন ইউরোপীয়ান যুবককে আসিতে দেখিয়া রসনা-সংযম করিলেন। কথা আর বলা হইল না, উদাস দৃষ্টিতে মানুষটির দিকে চাহিয়া, লোকটির বেজায় অন্যমনস্কতা, তন্ময়ভাব ও অসামঞ্জস্য-গতি দেখিতে দেখিতে নীরবে খানিকটা অগ্রসর হইয়া, কাছাকাছি পৌঁছিয়া, সহসা নিজের অজ্ঞাতেই সবিস্ময়-কৌতূহলে বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ, মানুষ চেনাই দায়! মিসেস্ পিকক্ চেয়ে দেখুন, লোকটাকে চিনতে পারেন?"

লীলা মুখ তুলিয়া চাহিল; নির্দ্দিষ্ট মানুষটির দিকে দুই মুহূর্ত্ত অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া অস্ফুট-জড়িত স্বরে বলিল, "মিঃ ডসন নয়? ও কি, নিজের মনে অমন অদ্ভুত ভাবে হাসতে হাসতে আসছেন কেন? ঠিক যেন পাগল!—"

বাস্তবিকই আগমন-শীল মানুষটি নিজের মাথার টুপীটা কপালের উপর এত বেশী টানিয়া, এত বেশী মাত্রায় ঘাড় হেঁট করিয়া চলিতেছে যে টুপির ধারের আড়ালে তাঁহার চোখ দুইটি নাকের ডগা পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে এবং পায়ের নীচেকার পথটার দিকে একান্ত ভাবে চাহিয়া চলিলেও রাস্তার বড় ছোট ইট-পাটকেলগুলা যে তাঁহার চোখে মোটেই ঠেকিতেছে না, সেটা তাঁহার প্রতিপদে হোঁচট্ খোঁচর খাওয়া হইতে বেশই বুঝিতে পারা যাইতেছে। দিক হইতে নীচেকার মুখ পর্য্যন্ত যতটুকু অংশ দেখা যাইতেছে, সমস্তটুকুই কি যেন একটা উজ্জ্বল কৌতুকের নিঃশব্দ-উল্লাস-হাস্যে, অপরিসীম মধুর সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল! ডান-হাতে ধরা ছড়িটি চিবুকের নীচে ঠেকাইয়া, বাঁ হাতটি পকেটে পুরিয়া তিনি নিজ মনে সটান্ চলিতেছেন তো চলিতেছেন-ই? মুহূর্ত্তের জন্যও কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই!

পার্সন সহাস্য-প্রসন্ন-দৃষ্টিতে লোকটির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ও রকম খেয়ালী লোকেরা পাগলেরই দ্বিতীয় সংস্করণ বটে! কিন্তু দাঁড়ান; আচ্ছা, একটু পথ ছেড়ে দাঁড়ালে কেমন হয়?"

একটু হাসিয়া লীলা বলিল, "বেশ নিরাপদ্ হওয়াই হয়! দেখছেন না, ভদ্রলোক যে

কম অক্ষরে [illegible] হয়েন, [illegible] পথিকেরা সহজে না হারে, তার [illegible] সম্পূর্ণ আশঙ্ক।"

পার্সন স্বভাব-সিদ্ধ তরল কণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। আগন্তুক তখন দশ বারো গজ মাত্র ব্যবধানে আসিয়া পড়িয়াছেন; শব্দটা তাঁহার কাণ এড়াইল না। অপ্রস্তুত ভাবে থমকিয়া দাঁড়াইয়া তিনি [illegible] জন্য অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন, পরমুহূর্তে পরিচিত মূর্তি-দুইটিকে চিনিতে পারিয়া, হাস্যোজ্জ্বল মুখে [illegible] মূর্তির অভিবাদন করিয়া, দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, "বাঃ, বা! আপনারা! আমি ঠিক ঐটুকুই ভয় করছি। কিন্তু মাপ করুন ভদ্র-মহোদয়া, আমি একটু অপ্রিয়তা প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছি! দুই কবিদের এক চোখো রসিকতা আমি কিছুতেই সহ্য করতে রাজী নই—" বলিতে বলিতে ক্ষিপ্রচরণে তিনি কৌতূহলবিস্মিতা তরুণী দুইটির ডান পাশ অতিক্রম করিয়া সাঁ করিয়া একচক্র ঘুরিয়া আসিয়া, বাঁ পাশ কাটাইয়া আবার সামনে পৌঁছিলেন; হাত বাড়াইয়া করমর্দন করিতে করিতে, হাসিমুখে সসম্মানে বলিলেন, "কিছু মনে করবেন না আপনারা, আমি নেহাৎ ভাল মানুষের মতই আসছিলুম মিঃ পিকৃকের সন্ধানে। হঠাৎ পথে মনে পড়ে গেল একটা সুযোগো কবিতা;—" বলিয়াই তিনি সকৌতুকে ব্যঙ্গ-স্বরে আবৃত্তি করিলেন:—

"A fair woman and a slashed gown
Will find some nail in the way."

কি অবমাননার অত্যাচার বলুন দেখি! কবিদের চোকশ বুদ্ধির চিকনতায় ভয়ানক [illegible] হইল। [illegible] জন্য [illegible] জন্য হয়রান হইতে [illegible], অথচ হাসিও পাইল,—এমন সব দেখি আমার ভাগ্যেও, some nail in the way, জুটে গেছেন! হাতে হাতে প্রমাণ দাখিল করে কবির উদ্দেশে দন্তখত প্রতিবাদ করে দিলুম। এবার আপনারা বিচার করুন, আমার কাজটা ভাল কি মন্দ?"

সেই বালকের মত অসঙ্কোচ-সরলা-তন্বী যুবার মুখের নির্মল-সুন্দর-কৌতুক-দীপ্তি লীনার ম্লান বিষাদ-[illegible] করুণ তৃপ্তির কিরণ ছড়াইয়া দিল।—পৃথিবীর মানুষ, তোমাদের সরল হাসির সৌন্দর্য্য কি অপার্থিব, কি চমৎকার! সৃষ্টিকর্ত্তার শিল্পের সেরা শিল্পই বুঝি,—সরল প্রাণ মানুষের মুখের এই প্রসন্ন কৌতুক-উচ্ছল আনন্দের হাসিটুকু! হে ভগবন্, হে ভগবন্, দুষ্ট গ্রহের কোপে পড়িয়া যে হতভাগা প্রাণগুলা এ সম্পদ্-ভোগের অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাদের সন্তপ্ত প্রাণকে ক্ষণিকের জন্য আত্ম-বিস্মৃত হইবার শক্তি দাও,—এই সব পবিত্রপ্রাণ মানুষের স্বচ্ছন্দ-নির্ম্মল হাসিটুকুর দিকে চাহিয়া!

মনের গুপ্ত বেদনাকে মনের আড়ালেই গুপ্ত রাখিয়া লীনা প্রকাশ্যে বেশ প্রফুল্ল ভাব দেখাইয়া বলিল, "আচ্ছা পার্সন, আপনার হাতেই আমি এর সম্পূর্ণ বিচার-ভার ছেড়ে দিলুম,—আপনার সমালোচনা-শক্তি আমার চেয়ে ঢের ভাল হবে, আশা করি।"

পার্সন মিঃ ভগ্‌সন, আপনি মনে করবেন্ না, বন্ধুত্বের খাতিরে আমি নির্ব্বিচারেই, আপনার সাধু উদ্দেশ্যটা সমর্থন করব। ততটা সৎ-

প্রকৃতির মানুষ আমি মোটেই নই। আমি প্রথমেই তর্ক তুলতে চাই, কবিকে আপনি যে প্রতিবাদ করলেন্ সে প্রতিবাদটা বাস্তবিক ঠিক্ নির্ভুল হয়েছে কি না? কারণ, কবি-বর্ণিত fair woman আমরা যে ঠিক হতে পারি, তার তো কোন প্রমাণ নাই।

সবিস্ময়ে ডবসন্ বলিলেন "বলেন কি! চিত্রবিদ্যার পিছনে ধাওয়া (?) করে, আমার চোখ দুটো কি এমনই উচ্ছন্নে গেছে যে আপনাদের নিগ্রো-বালিকা বলে মেনে নিতে [illegible] আমি কি এতেই [illegible] জীব!—"

লীনা স্মিতমুখে বলিল "নাঃ, বন্ধুবটা আবার বিপরীত মুখে পাক খেয়ে, বিষম মোচড়ের মাথায় উপস্থিত হোল যে! মিঃ ডবসন্ ক্ষমা করুন, পার্সনের মত ফাঁসুড়ে লোকের হাতে সমালোচনার ভার দেওয়া যে কত বড় বিপজ্জনক কায, সে সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা আমার ছিল না, তাই আপনাকে দুঃখ দিয়েছি। যাই হোক,—এবার আমি মধ্যস্থতা করছি শুনুন, আপনার হিসাবের ভুল নিয়ে নির্দ্দয়-ভাবে তর্ক যুদ্ধ না করে—"

লীনার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া পার্সন সকৌতুকে বলিলেন, "সটান নারী-সমাজের তরফ থেকে, আপনাকে হিতৈষী বন্ধু বলে সাধু বাদ দেওয়াই উচিত! এবং তাই দেওয়াই হচ্ছে! হে বন্ধু, ক্ষোভ ত্যাগ করে প্রসন্ন হোন, আপনারই জয়! এখন মিঃ ক্লাউডেনের কুশ-সংবাদটি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করুন দেখি, তাহলেই খুসী হয়ে আর এক দফা ধন্যবাদ দিয়ে, আপনার পথের পেরেক গুলা খসে পড়বে!"

লীনার দিকে চাহিয়া করুণ অভিযোগের সুরে ডবসন বলিলেন, "দেখ্‌লেন, আমি যে অবস্থাটা কতখানি তীব্র পরাজয়ের লাঞ্ছনা বহন করে আন্‌লে! নাঃ, এবার চট্‌পট্ চম্পট দেওয়াই নিরাপদ্! মিঃ পিকক কাল আমায় খুঁজেছিলেন কেন জানতে হবে। কুঠিতেই আছেন তিনি, আশা করি? আমি গেলে পরে তাঁর দেখা পাব এখন?"

লঘু-কৌতুকস্রোতে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া, লীনা পিককের জন্য নিজের দুর্ভাগ্য-সম্বন্ধে দীর্ঘ তুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আবার ডবসনের মুখে পিককের নাম শুনিয়া চকিতে গত কল্যকার কথা সমস্ত মনে পড়িয়া গেল,—নিমেষে মুখ শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গেল! ইতস্ততঃ করিয়া কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতে গেল, কিন্তু তাহার আগেই কৌতুকময়ী পার্সন সবিদ্রূপে বলিয়া উঠিলেন, "সকল বিষয়েই সুবিধাজনক আশা করাটা যে পৃথিবীর মানুষদের পক্ষে পরম সহজ ব্যাপার, তা খুব জানি, মিঃ ডবসন্, কিন্তু বন্ধুপ্রীতির অনুরোধে, নিঃস্বার্থ হিতৈষী ভাবে উপদেশ দিচ্ছি, শুনুন—হতাশ হওয়াটা তার চেয়েও আশ্চর্য্য সহজ ব্যাপার!"

প্রশ্নাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া ডবসন বলিলেন, "অর্থাৎ? প্রিয়বন্ধু কুঠিতে নাই?—"

লীনা ম্লানমুখে ক্ষীণ হাসি টানিয়া কি একটা উত্তর দিতে গেল, কিন্তু তার আগেই পার্সন বাধা দিয়া বলিলেন, "তার আগেই আমাদের বন্ধুর মঙ্গল সংবাদটা আমাদের দাবী করবার অধিকার আছে, বোধ হয়।"

ঈষৎ অপ্রস্তুত হইয়া ডবসন্ বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, ভুলে গেছি, ক্লাউডেন-সম্পত্তীর কথা বলছিলেন নয়? তাঁরা কাল আসছেন, দুজনেই

ওল আছেন।" কথাটা শেষ করিতে এ-পক্ষেই ও-পক্ষেই চাহিয়া ডবসন ব্যস্তভাবে কি একটা জিনিস খুঁজিতে লাগিলেন।

পার্সন সেটুকু লক্ষ্য করিয়া, তৎক্ষণাৎ হাসিমুখে বলিলেন, "আমার চিঠিখানি হারিয়ে এসেছেন তো? মিসেস ক্লাইডেন বেটা লিখে-ছিলেন?"

অবাক্ হইয়া মুহূর্ত্ত-কাল হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া ডবসন্ বলিলেন, "সে কথা কি আপনি অনুমানেই বুঝে ফেলেছেন? বাস্তবিক আমার একটি আস্ত গাধা! মাপ করুন, সত্যিই আমি চিঠিটা হারাই নি, বোধহয়; আমার টেবিলে পড়ে আছে বোধ হচ্ছে, আমি এখুনি গিয়ে খুঁজে দেখ্‌ছি।"

পার্সন সপ্রতিভভাবে বন্ধুবাব জানাইয়া সবিনয়ে বলিলেন, "না মিঃ ডবসন, আপনাকে ব্যস্ত করতে গিয়ে সত্যিই এবার নিজেরা ব্যস্ত হয়ে বসেছি, মাপ করুন। আপনার হাসি-মুখ দেখেই মিঃ ক্লাইডেনের কুশল বুঝতে পেরেছি, আর চিঠির জন্য তাড়াতাড়ি নাই, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম করুন। কিন্তু অমন সাংঘাতিক অসুখের খবর দিয়ে মৌলিক্রমটা করেছিল কে?"

হাসিয়া ডবসন বলিলেন, "বোকা বাঁদর-দের ঘাড়ে যদি ধূর্ত্ত সদমাইস কেউ বন্ধু হয়ে চড়ে বসতে পায়, তবে সে আসল অভিভাবকের চেয়েও বড় দরের মুরুব্বি হয়ে পড়ে কি না! ক্লাইডেনের সেই পাজী বন্ধুটাই আড়াল থেকে এই খেলা খেলেছে, এখন সাফ পিটটান লাগিয়ে সরে পড়েছে।"

পার্সন চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। [illegible] ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "এমন ভাবে মিথ্যা দুঃসংবাদ দিয়ে মানুষকে দুশ্চিন্তায় ফেলে কষ্ট করবার অর্থ কি?"

উদাস হাসো ডবসন বলিলেন, "মজা দেখা!—বিদায়।"

"বিদায়। মিসেস ক্লাইডেন এখন সেই খানেই থাকবেন?"

"বোধ হয়। কিন্তু শীঘ্র আসাও অসম্ভব নয়।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

---

## মা।

কি ব্রত নিয়েছ নারী, ধন্য তুমি বলিহারি,
ভাষায় বর্ণিতে নারি তব গুণ সমুদায়!
তব গুণ অনির্দ্দেশ্য তব স্নেহ নহে মেয়!
কে তব তুলনা হবে দয়া-স্নেহ-করুণায়?—
সন্তানেরে বক্ষে করি, নিদ্রাহার পরিহরি,
অবিপদ্ তুচ্ছ করি' যাপ নিশা কতবার!
সন্তান-মঙ্গল তরে ঝঞ্ঝা বাধা রাখি শিরে
শান্তিময়ে চুম গো তারে হেরি মুখ অনিবার।

নিজ বক্ষ চিরে দাও, তোমারই দাও মুখে,
উষ্ণ রক্তে মুছ তার সর্বাঙ্গের কালিমা।
এত স্নেহ কোথা পেলে, কে তোমারে শিখাইলে,
কত দেখি সন্তানেরে স্নেহময়ি ওগো মা!
স্বার্থময় এ জগত স্বার্থ তরে সবে রত,
স্বার্থ বিনা অন্য কাজ কেহ নাহি করে আর।
সেথা কর, তব কেন স্বার্থহীনা মূর্তি হেন,
নিরুপমা স্নেহময়ি সুখময়ি মা আমার!
এত কষ্ট সহ্য করি, এত ভালো বুকে ধরি,
পুত্রমুখে [illegible] তব হয়!
তুমি দান কর এত!— প্রতিদান পাও কত?
লেখ দেখি চিন্তা করি লাভ কিংবা ক্ষতি তায়!
লাভ নাহি ও জননি, সব দিকে হয় হানি,
বুঝিলেও তবু তুমি বুঝিতে ত চাও না।
'মা পুত্র, মা পুত্র' করি পুত্রমুখে কোলে ধরি
চিরানন্দে ডুবে যাও, অন্য কিছু দেখ না!
এ মন্ত্র মা কে শিখা'ল, এ মন্ত্র মা কে জানা'ল,
স্বার্থহীন লোভহীন এ কর্তব্য কে আনিল?—
আনিল ত, তব প্রাণে কে গাহিল তানে তানে?—
স্নেহের মুসার দিয়া কে হৃদয় নিরমিল?
বুঝিয়াছি এতদিনে তিনি ভিন্ন অন্য জনে
স্বার্থভরা বিশ্বমাঝে করে নাহি এই কাজ!
তিনি যে সন্তান পিতা পুত্রের ছবিতে যাঁথা
স্নেহরূপে অবতরি পশিয়াছে হৃদি-মাঝ।
সেই তুমি সেই তিনি, যেই তিনি সেই তুমি,
বিন্দু মাত্র নাহি ভেদ মধ্যে তব উভয়ের।
যে তোমা চিনিতে পারে, কায়মনে সেবা করে,
সে ও দুঃখ নাহি পায় তিলমাত্র জগতের!
তুমি আছ তাই আছি, তুমি প্রাণ তাই বাঁচি,
তুমি ভিন্ন হৃদয়ের কে বোঝা গো বহিবে?—
সন্তানের দম্ভ যত, সন্তান-প্রার্থনা শত
তুমি ভিন্ন আর কে গো সে-সমস্ত সহিবে?

ধন্য তুমি ধন্য নারী, ধন্য তোমা সৃষ্টিকারী,
ধন্য তব সহ্য গুণ, ধন্য তব মহিমা।
ধন্য তব পুত্র-স্নেহ, ধন্য তব মায়া-মোহ,
ধন্য তব পুত্র মোরা, কৃপাময়ি ওগো মা॥

শ্রীভগবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# জাহাজ ডুবি।

( ১০ )

শ্রাবণের শেষভাগ। প্রবল বর্ষা অবিরত বারিধারা বর্ষণ করিয়া পৃথিবীদেবীকে স্নান করাইতেছে। নিবিড় জলদরাশিতে আকাশ আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে ক্ষীণ সৌদামিনী আকাশের গায় মৃদু হাসিয়া দেখা দিতেছে। দীঘি-পুষ্করিণী কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তটিনী কূলে কূলে উচ্ছলিয়া পড়িতেছে। প্রবল তরঙ্গরাশি তটপ্রান্তে আঘাত করিয়া আছাড়িয়া পড়িতেছে। উর্ম্মির পর উর্ম্মি নাচিয়া নাচিয়া ছুটিতেছে। শুশুকগুলি একবার উঠিয়া একবার ডুবিয়া ঠিক্ যেন লুকোচুরি খেলা করিতেছে। পথঘাট সর্ব্বত্র কর্দ্দমাক্ত ও পিচ্ছিল। বর্ষা-প্লাবনে পথিককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। বেলা অপরাহ্ণ। অবিরত ঝিপ্ ঝিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে। আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন। সূর্য্যদেব কখন আসিয়াছেন, কখন যাইবেন, তাহা নির্ণয় করা মানুষের সাধ্যাতীত। অবিরত বৃষ্টির জন্য পথ ঘাটের অবস্থা, বিশেষতঃ পল্লিগ্রামের পথের অবস্থা এত শোচনীয় যে তাহার কথায় কাজ নাই। সকল পথের এতটা দুর্গতি না হইলেও সহরে কেহ এমন দিনে বাটীর বাহির হইতে চাহে না। দ্বিতলের বৈঠকখানায় বসিয়া রাধাগোবিন্দবাবু নিবিষ্টচিত্তে [illegible] গীতা পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার [illegible] মূর্ত্তি অনাবৃত দেহ দেখিলে সেই পুরাকা[illegible] রাজর্ষিদিগের কথা মনে পড়িয়া যায়। [illegible] অনেকক্ষণ পূর্ব্বে তামাকু দিয়া গিয়াছিল; কিন্তু তিনি গীতা-পাঠে এত মগ্ন হইয়াছিলেন যে, তামাকুটা পুড়িয়া পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইয়া গেল তবুও তাঁহার সেদিকে দৃষ্টি পড়িল না। কক্ষতলে বিস্তীর্ণ ফরাস, তদুপরি ধোপদস্ত চাদর, পাশে ধোপদাস্ত ওয়াড়ে ঢাকা গোটাকতক তাকিয়া। রাধাগোবিন্দবাবু একটা তাকিয়ার উপর কনুইয়ের ভর দিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় গীতা পাঠ করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক ব্যক্তি সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। লোকটী আমাদের নূতন জমীদারের পারিষদই বলুন, আর সুহৃদই বলুন—শ্রীযুক্ত হারাধন। হারাধনের বয়ঃক্রম পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দেহের গঠনে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। শরীর এখনও বেশ হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ। মাংসপেশীগুলি সুদৃঢ়, মস্তকের কেশরাশির এক আনা অংশ মাত্র শুক্লবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। যৌবনের সবটুকু

এখনও পূর্ব মর্য্যাদায় বিরাজমান। তাহার পরিধানে চাকাই জরিপাড় মিহি ধুতি, গায়ে চাকাই ফুলদার চুড়ীদার, কাঁধের উপর এক খানা তদুপযুক্ত সিল্কের চাদর দোভাজ করিয়া ফেলা; পায়ে সিল্কের মোজা এবং পম্পসু শোভা পাইতেছিল। মাথার উপর খাড়া খাড়া চোঁচ কাঁটার মত চুলগুলি তৈলাক্ত করিয়া পমেটম এবং 'কসমেটিকে'র সাহায্যে যথাসাধ্য মসৃণ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। গোলাকার চক্ষু-দুইটী সুধাদেবীর [illegible] সর্ব্বদাই ব্যস্তভাব, এবং তাহা যেন সর্ব্বকিসের অনুসন্ধানে ব্যস্ত! হারাধন মধ্যে প্রবেশ করিয়া পায়ের জুতাটা খুলিতে খুলিতে মুরুব্বিয়ানা ধাঁজে বলিল, "কি হচ্চে মশাই?"

এই বাদলার দিনে নির্জ্জন কক্ষমধ্যে হঠাৎ মনুষ্য-কণ্ঠ শ্রুত হওয়ায় রাধাগোবিন্দবাবু চক্ষের চশমা-জোড়াটি খুলিয়া বাম হস্তে রাখিয়া পুস্তক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, "কে?"

"এই যে আমি শ্রীহারাধন চন্দ্র, চিন্‌তে পারছেন না নাকি?" বলিয়া হারাধন ফরাসের মধ্যস্থলে একটা তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িল। নূতন জমীদারের আচার-ব্যবহারে এবং কার্য্যকলাপ-দর্শনে রাধাগোবিন্দবাবু কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত রাধাগোবিন্দবাবুর আর কোন সংস্রব ছিল না। বৈষয়িক সকল কার্য্যভার সম্পন্ন করিত জমীদারের সুহৃদ্ হারাধন এবং পরাণ। নূতন জমীদার এতদুভয়ের বুদ্ধিমতেই পরিচালিত হইতেন। প্রজাসাধারণের নির্য্যাতনের সীমা ছিল না। তাহারা তাহাদের দুঃখের কাহিনী রাধাগোবিন্দবাবুর নিকটে জানাইতে আসিত, তিনি তাহাদের মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া বলিতেন, "আমি কি কর্‌ব বাপু, তোমাদের জমীদারকে জানাওগে।" কিন্তু জমীদারের সঙ্গে তাহাদের দেখা-সাক্ষাৎ ঘটিত না। জমীদারের নিকটে যাইবার সামর্থ্য তাহাদের ছিল না। দ্বার পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলেই হারাধন ও পরাণের হুকুম মত, দ্বারবানের নিকটে প্রহৃত হইয়া তাহাদের ফিরিতে হইত। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া রাধাগোবিন্দবাবু ইহাদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। ইহাদিগের ছায়া স্পর্শ করিতেও তাঁহার অন্তর অস্থির হইয়া উঠিত। আজ হারাধনকে নিজের বাড়ীতে উপস্থিত দেখিয়া তিনি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু মনোভাব যথাসাধ্য গোপন করিয়া ভদ্রোচিত ভাবে বলিলেন, "আসুন!"

হারাধন রাধাগোবিন্দবাবুর কথার কোনও উত্তর না দিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল, —"ওরে তামাক দিয়ে যা।"

রাধাগোবিন্দ বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভৃত্য তামাক দিয়া গেলে হারাধন তাহা বেশ মনোযোগের সহিত টানিতে লাগিল। কোনও কথা বলে না। ঠিক যেন সে তামাক সেবন করিবার জন্যই আসিয়াছিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাধাগোবিন্দ বাবু বলিলেন, "ম'শায়ের কি অভিপ্রায়ে আমার কাছে আসা হয়েছে?"

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া হারাধন বলিল, "অভিপ্রায়? অভিপ্রায় আছে বই কি! বিনা অভিপ্রায়ে কি মানুষ কোন কাজ করে?"

হারাধনের এইরূপ নিরর্থক হাসি এবং

কথাবার্ত্তায় রাধাগোবিন্দবাবু আরও অত্যধিক বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কি অভিপ্রায়টা তবু শুনি ?"

হারাধন বলিলেন, "বাঃ শুনবেন বই কি ! বিলক্ষণ ! আপনাকেই বলতে এসেছি, আর আপনি শুনবেন না ?" বলিয়া ভৃত্যকে পুনর্ব্বার এক ছিলিম তামাকু দিবার জন্য আদেশ করিল। তামাকু টানিতে টানিতে বেশ মুরুব্বিআনা চালে বলিল "আপনার একটী নাত্‌নী আছে না ?" বলিয়া সে উত্তরের প্রতীক্ষায় রাধাগোবিন্দবাবুর মুখের দিকে চাহিল। দুর্ব্বৃত্তের মুখে নাত্‌নীর নাম শুনিয়া রাধাগোবিন্দবাবু শিহরিয়া উঠিলেন। কি যেন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাঁহার প্রাণ চম্‌কিয়া উঠিল। নাত্‌নীর সঙ্গে ইহাদের কি প্রয়োজন তাহা বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ, তা কি হয়েছে ?"

হা। ওর নাম কি,—এটা আর বুঝতে পাচ্ছেন না—আপনি এত বড় বুদ্ধিমান লোকটা হয়ে ?

রা। স্পষ্ট করে খুলে না বল্লে আপনার মনের কথা বুঝব কেমন করে বলুন ?

হা। ইয়ে হয়েছে, যে, জানেনই ত আপনাদের জমীদার ছেলেবেলা থেকে চোর-ডাকাতের হাতে পড়ে কত কষ্টই না পেয়েছেন, বিয়ে থাও হয়নি। এখন যাই হোক ভগবানের কৃপায় যখন বাপের বিষয় পেয়েছেন, তখন বিয়ে থাও করা ত দরকার ! আপনিই বলুন না ?

অন্যমনস্ক ভাবে রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন "তা তো নিশ্চয় !"

তাঁর দৃষ্টি রাধাগোবিন্দবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া হারাধন বলিল "এই যে ওর নাম কি,—আপনার নাত্‌নীটির সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিতে হবে।"

রাধাগোবিন্দবাবু বিস্ময়ে ক্রোধে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তবে তাঁহার বিচক্ষণতা ও বহু সহিষ্ণুতাগুণে মুহূর্ত্ত-মধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন "তা আমার নাত্‌নীকে কেন ? তিনি যদি বিয়ে করবার ইচ্ছে করে থাকেন, তা হলে অনেক জমীদারের মেয়ে পাওয়া যাবে।"

দন্তবিস্তারপূর্ব্বক হাসিয়া হারাধন বলিল "তা ত' পাওয়া যায় জানি ! তবে ওর নাম কি, আপনার নাত্‌নীর কপাল জোর [illegible] হবে, তার ভাগ্য ফিরে গেছে। আপনার প্রভু-পুত্র কেমন করে আপনার নাত্‌নীটিকে দেখ্‌তে পেয়েছেন, দেখে ওঁর ভারি পছন্দ হয়েছে ! তিনি বলেছেন আপনার নাত্‌নীকে ভিন্ন আর কাকেও তিনি বিয়ে করবেন না।"

রা। আমার নাত্‌নী এখনও ছেলেমানুষ, এই সবে বার তের বছরের, এখনও সে বিয়ের যোগ্য হয় নি !

হা। বার তের বছরের মেয়ে বিয়ের যোগ্য হয় নি ! এ কথা বাঙলা দেশে খাটে না। এ দেশে কত বার তের বছরের মেয়েকে ছেলের না হতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ! —

রা। তা' হতে পারে, কিন্তু সেটা জানেন কি, অভিবাবকের ইচ্ছানুরূপ হয়ে থাকে। আমি সে রকম বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী নই, তা ছাড়া আমার ছেলের অনভিমতে আমি তার মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধে কোন কথাই কইতে পারব না।

হা। সেটা কি আর কারের কথা চল। আপনি হলেন ঘোর কর্ত্তা, আপনি যা বলবেন, আপনার কথার উপরে কি আর আপনার ছেলে কোন কথা কইতে পারবে?

রা। মোট কথা আমার নাতনীর এখন বিয়ে দিতে আমাদের কারও ইচ্ছে নেই। আর তা হোবও না।

হারাধনচন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা সামলাইয়া লইয়া বলিল, "দেখুন আপনাদের জমীদার, আপনার প্রভু-পুত্র, একদিন যার চাকর বলে নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন, আজ তাকে জামাই বলে পরিচয় দিতে পারবেন;—স্বয়ং যেচে তিনি আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে চাইছেন। এটা আপনার সৌভাগ্য বলে মনে করবেন। এমন সুযোগ পরিত্যাগ করবেন না।

রাধাগোবিন্দ বাবু একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "মাপ করবেন ম'শায়! এতটা সৌভাগ্যের আমি প্রত্যাশী নই! আমরা গরিব মানুষ, চাকরের জাত, জমীদারের সঙ্গে কুটুম্বিতা আমাদের শোভা পায় না।"

হারাধন তাড়াতাড়ি পকেট হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া বলিল, "কত টাকা চান বলুন, আমরা কিছুতেই পিছপাও হব না।"

ক্রোধে রাধাগোবিন্দবাবুর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল তথাপি তিনি শান্তভাবে বলিলেন, "এইবেলা মানে মানে চলে যান, নইলে আমি ভদ্রতা রাখতে পারব না; আপনাকে জোর ক'রে উঠিয়ে দিতে বাধ্য হব।"

হারাধন বিদ্রূপ [illegible] উত্তেজিত স্বরে বলিল "কোন্ কার'র ওপরে লাফ দিচ্ছেন?"

হাসিয়া রাধাগোবিন্দ বাবু বলিলেন, "সেটা আপনার চেয়ে আমি বেশী জানি।"

হারাধন পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিল "তবে? কার অপমান করছেন, সেটা মনে করে দেখুন!"

রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "তাও দেখেছি। একটা ভূয়াচোরের দুদিন বাদে তাকে জেলখানায় ঢুকতে হবে।"

ক্রোধে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হারাধন বলিল, "সাবধান! মুখ সামলে কথা বোল! বুড়ো বলে মাপ করছি না বলে দিচ্ছি।"

ধীর প্রশান্তভাবে রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "কিন্তু দরকার নেই। কে আপনার কাছে মাপ চাইবে মশাই? আপনার যত-শক্তি, যা ইচ্ছে হয় করতে পারেন।"

হারাধন—"আচ্ছা বেশ! তাই হবে। দেখো কি হাল করি। আমার বাড়ী বরিশাল জেলায়, আমাকে সাধারণ লোক মনে কোর না। আমার সে কথা সেই কাজ!" বলিয়া ক্রোধে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে দ্রুত-পদক্ষেপে সোপান অতিক্রম করিয়া রাধাগোবিন্দবাবুর বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেল। রাধা-গোবিন্দবাবু চিন্তিতান্তঃকরণে অনামনস্কভাবে গীতাখানি হাতে করিয়া ধীরে ধীরে অন্তরাভি-মুখে গমন করিলেন।

( ১১ )

নিশাদলের রাজবাটীতে একজন অপূর্ব্ব জ্যোতিষী আসিয়াছেন। তিনি লোকের

[illegible] বর্ত্তমান—সকল [illegible] দিতে পারেন। যে তাঁহার নিকটে অদৃষ্ট গণনা করাইতে আসিত, তাহাকেই তিনি বলিয়া দিতেন; কাহাকেও নিরাশ করিতেন না; অথচ কাহারও নিকট হইতে একটী পয়সাও গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার এই অদ্ভুত গণনা-শক্তি দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইত। সন্তুষ্ট হইয়া লোকে তাঁহাকে প্রণামী দিতে আসিত, তিনি তাহাও গ্রহণ করিতেন না; বড় জোর যদি কেহ পায়ের ধূলা বা নখ তাহা লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিত, তাহারই কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিতেন। তাহাও তিনি অধিক পরিমাণে লইতেন না; বলিতেন "আমরা সন্ন্যাসী মানুষ, কোনও দ্রব্য সংগ্রহ ক'রে রাখা আমাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ, ভগবান্ যেদিন যেমন জুটিয়ে দেবেন, তাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট; পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দ্রব্য আমাদের গ্রহণ করতে নেই। কেবলমাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য দ্রব্য আমরা গ্রহণ করতে পারি।"

তাঁহার কথায় তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা আরও সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইত। শত সহস্র ব্যক্তি শত সহস্র মুখে তাঁহার প্রশংসা করিত। ধনাঢ্য, দরিদ্র, গৃহস্থ যে আসিত সকলকেই তিনি যত্নপূর্ব্বক তাহাদের জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া দিতেন। কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। তাঁহার সুন্দর সৌম্য প্রশান্ত প্রতিমূর্ত্তি এবং ধীর নম্র ব্যবহারে তিনি সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে যে একবার দেখিত, সেই শ্রদ্ধা-ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিত না। তিনি ইংরাজীতেও বেশ পরিষ্কার কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন। লোকে অনুমান করিত তিনি কোনও বড় ঘরের ছেলে, কোনও কারণবশতঃ সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজের পরিচয় কাহাকেও বলিতেন না। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে মৃদু হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। তাঁহার ব্যবহারে লোকে তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় প্রাপ্ত হইত। তিনি রাজবাটীর একটী নির্জ্জন কক্ষে একাকী বাস করিতেন। রাজার আদেশে যদি কোনও সাধু সন্ন্যাসী সমাগত হন, তবে রাজবাটীতে তাঁহাকে স্থান দিতে হইবে এবং প্রত্যহ দুই বেলা তাঁহাদের সিধা দিতে হইবে। এ জ্যোতিষীটী রাজবাটীতে বাস করিতেন বটে, কিন্তু সিধা গ্রহণ করিতেন না। লোকে বলিত, তিনি সাধু মহাপুরুষ ভক্তের দান ভিন্ন অভক্তের দান স্পর্শও করেন না। রাজা স্বয়ং যদিও একজন নিষ্ঠাবান্ ভক্ত, কিন্তু তিনি তখন বাটীতে ছিলেন না। তাঁহার কর্ম্মচারিবৃন্দ, সাধু সন্ন্যাসী বা অতিথি ব্রাহ্মণ আদৌ দেখিতে পারিত না। নিতান্ত না করিলে নয় তাই রাজাদেশ পালন করিত মাত্র। এমন অভক্তের দান তিনি গ্রহণ করেন না। আবার কেহ কেহ বলিত, তিনি যোগসিদ্ধ পুরুষ, বায়ু আহার করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি রাজার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু রাজা বৎসরের অধিক কাল প্রবাসে কাটাইতেন; মাঝে মাঝে বাটী আসিতেন। রাজার পাচক-ভৃত্য-দ্বারবানের নিকটে বসিয়া জ্যোতিষী কত গল্প করিতেন, রাজার সংবাদটা জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহারাও জ্যোতিষী ঠাকুরের এইরূপ

অমায়িকতা ভাব দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ খুলিয়া কথা বলিত। তাহার কতক প্রকৃত, কতক অপ্রকৃত, কতক অতি-রঞ্জিত। জ্যোতিষী ঠাকুর তাঁহাদের নিকটে জানিতে পারিলেন, রাজা পুত্রহীন; একটী মাত্র পুত্র হইয়াছিল, বহুদিন পূর্ব্বে শৈশবেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। দুরন্ত কাল অকালে শিশু-টীকে অপহরণ করাতে, রাজা রাণী উন্মাদের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছিলেন; সেই পর্য্যন্ত তাঁহারা তীর্থে তীর্থেই ভ্রমণ করিয়া কালাতিপাত করিতেছেন। তবে কিছুদিন হইল, তিনি মনঃস্থ করিয়াছেন দেওয়ানের কনিষ্ঠ পুত্রটীকে পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করিবেন। তাহারই অনুষ্ঠান হইতেছে। দেওয়ানের পুত্র এখন রাজোচিত আড়ম্বরের সহিত রাজপ্রাসাদেই বাস করিতেছেন। এবার রাজা তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন। রাজপুত্রের কোথায়, কবে, এবং কি প্রকারে মৃত্যু ঘটিয়াছিল, তাহাও জ্যোতিষী জানিয়া লইলেন। তাহার পর তিনি গণনা করিয়া বলিলেন—"রাজপুত্রের মৃত্যু ঘটে নাই।" "তিনি এখন কোথায় অবস্থান করিতেছেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতিষী বলিলেন, তাহা তিনি বলিতে অক্ষম এবং যতদিন না রাজা গৃহে প্রত্যাগমন করেন, ততদিন এ সম্বন্ধে আর কোন কথাই তিনি প্রকাশ করিবেন না। কিন্তু রাজার এখন আসিবার কোনও স্থিরতা নাই, এবং তিনি যে এখন কোন তীর্থে অবস্থান করিতেছেন, তাহাও কেহ অবগত নহে। কেবল টাকার দরকার হইলে মাঝে মাঝে দেওয়ানের নিকটে পত্র লিখেন। জ্যোতিষী রাজার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগি-লেন। জ্যোতিষীর অদ্ভুত গণনার লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইল বটে, কিন্তু অবিশ্বাস করিতে পারিল না। কারণ তাঁহার গণনার প্রতি লোকের একটা অভ্রান্ত বিশ্বাস এবং দৃঢ় ভক্তি জন্মিয়া গিয়াছিল। এ-কান, ও-কান কানিয়া ক্রমশঃ এই কথাটা পাঁচ কানে শুনিল। হাটে, ঘাটে, মাঠে, দোকানে, পসারে, বাজারে এই অদ্ভুত ঘটনা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সকলের মুখেই এই আন্দোলন চলিতে লাগিল। কেহ জ্যোতিষীকে স্বয়ং ভগবান্ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিল; বলিল "রাজার পুত্র জীবিত আছেন, অথচ রাজা পোষ্য পুত্র গ্রহণ করছেন, সেই জন্যে স্বয়ং ভগবান্ রাজাকে পুত্র দান করবার জন্য মানুষরূপে রাজবাটীতে আবির্ভূত হয়েছেন। রাজা যে পরম ধার্ম্মিক। এমন লোকের উপর ভগ-বানের দয়া হবে না ত কা'র উপর হবে?"

কথাটা ক্রমশঃ দেওয়ানের কর্ণেও উপস্থিত হইল। তিনি শুনিয়া চটিয়া লাল হইয়া উঠি-লেন—কোথাকার একটা ভিক্ষু গাঁজাখোর সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার পুত্রের রাজা হইবার পথে কণ্টকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। একদিন তিনি সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ক্রুদ্ধ-ভাবে বলিলেন, "ওহে সন্ন্যাসী ঠাকুর! গাঁজার মাত্রাটা একটু কম কোরো।"

জ্যোতিষী অতিবিনীত ভাবে উত্তর করিলেন—"মশাই, আমি গাঁজা খাই না, আপনি ভুল বলছেন।" ক্রুদ্ধস্বরে দেওয়ান বলিলেন "গাঁজা খাওনা তো, এমন গাঁজা-খুরির গল্প সৃষ্টি কর কোথা থেকে!" পূর্ব্ববৎ প্রশান্ত ভাবে জ্যোতিষী উত্তর করিলেন, "কি গাঁজাখুরি গল্প সৃষ্টি করেছি?" দেওয়ান

উত্তেজিত হয়ে বলিলেন "সে কি কথা? আজ পঁচিশ বছর ধরিয়া এরা রাজার ছেলে মরেছে, আর আজ তুমি বলছ কিনা, সে ছেলে বেঁচে আছে! কি আশ্চর্য্য! কেউ এতদিন একথা জানতে পারে নি, আর তুমি বুঝি স্বর্গ হতে দেবদূত আজ এই খবর নিয়ে এসেছ?"

মৃদু হাসিয়া জ্যোতিষী বলিলেন, "মশায়! কথাটা মিথ্যা নয়, সত্যই রাজার ছেলে জীবিত।"

দে। তুমি ঠাকুর বড়দরগাঁয়ে যাও।

জ্যো। যখন তিনি এখানে এসে উপস্থিত হবেন, তখন আমার গণনার সত্য মিথ্যা উপলব্ধি করতে পারবেন।

এবার দেওয়ান কিঞ্চিৎ নরমভাব অবলম্বন করিলেন। অপেক্ষাকৃত একটু শান্ত ভাবে বলিলেন, "ঠাকুর, তোমার মতলবখানা কি বল ত তুমি? আজ পঁচিশ বছর যে মরেছে সে কি আর যমের বাড়ী থেকে উঠে আসবে? রাজা এখন পোষ্যপুত্র নেবার ইচ্ছা করেছেন, আমার ছোট ছেলেটীকে পোষ্যপুত্র নেবেন বলে স্থির হয়েও গেছে, এখন যদি তুমি তাঁর মৃত পুত্রের কথা তুলে মন খারাপ করে দাও, তা হলে তাঁর মাথা ঘুলিয়ে যাবে। হয় তো পোষ্যপুত্র গ্রহণ করবার বাসনা ত্যাগ করবেন, তার ফলে এত বড় একটা রাজবংশ লোপ হয়ে যাবে, জমীদারিটা কোম্পানীতে নেবে।"

শান্ত অবিচলিত ভাবে জ্যোতিষী বলিলেন "তাই বুঝি আপনার এতটা রাগের কারণ? কিন্তু মশাই, রাজার জন্য আপনার কোনও চিন্তার কারণ নেই। যথার্থই তাঁর পুত্র জীবিত।"

দেওয়ান মহা বিপদে পড়িলেন। একজন ভিক্ষু সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার আশাতরু মূলে কুঠারাঘাত করিবার উপক্রম করিয়াছে। যেরূপে হউক তাহাকে বিদায় করিতেই হইবে। দেওয়ান বলিলেন, "বুঝতে পেরেছি ঠাকুর, তোমার কিছুর টাকার দরকার হয়েছে। তাই সন্ন্যাসী সেজে রাজবাড়ীতে এসে রাজাকে ঠকিয়ে কিছু গাঁড়া মারবার চেষ্টায় আছ। তা বাপু, আমার কাছেই বল না, কত তোমার দরকার? আমি যা দোব, রাজা তার চেয়ে বেশী কিছু দেবে না।"

সহাস্যে জ্যোতিষী বলিলেন "না মশাই আমরা সন্ন্যাসী, টাকার প্রয়াসী নই! জগতের হিত-সাধনই আমাদের কার্য্য! রাজা পুত্রহীন নহেন, গ্রহবৈগুণ্যে পিতা-পুত্রে বিচ্ছেদ ঘটেছে মাত্র। এ স্থলে পিতা-পুত্রের মিলনের সাহায্য করা, তাঁর মঙ্গল সাধন করাই আমার কার্য্য!" দেওয়ান যখন কোন প্রকারেই দৃঢ়নিষ্ঠ জ্যোতিষীকে সঙ্কল্প হইতে টলাইতে পারিলেন না, তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "একটা লাঠির চোটে তোমার সব বুজরুকি ভেঙে দেব। ব্যাটা ভণ্ড, তুমি রাজার ছেলে বার করে দেবে? যমের বাড়ী গিয়ে রাজার ছেলেকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস গে" বলিয়া তিনি ক্রুদ্ধভাবে চলিয়া গেলেন। আর এখানে বাস করা যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া জ্যোতিষীও সেইদিন গৈরিক বসনখানি এবং লোটা কম্বল লইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া চম্পট দিলেন।

( ১২ )

কানাইয়ের বড় অসুখ। কি অসুখ তাহা নির্ণয় করিয়া বলা যায় না। প্রত্যহ যথানিয়মে স্নানাহারের ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা

যায় না। কিন্তু সে বলে, তাহার "বড় রোগো।" তাহার বুকের ভিতর কি একটা গুপ্ত ব্যথা আছে, মাঝে মাঝে সেটা বুকে জাগিয়া উঠে, তখন সে মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। লোকে মনে করে সে নিদ্রা যাইতেছে, কিন্তু সেটা প্রকৃত ঘুম নহে। যন্ত্রণার ঘোরে সে জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়ে। বাড়ীতে গিয়া সুস্থ হইয়া আসিলে বলিয়া মনিব তাহাকে সে ছই মাসের ছুটী চাহিতেছিল, কিন্তু কানাইয়ের মত হিসাবী বুদ্ধিমান্ সভ্যভব্য চাকর হুষ্প্রাপ্য বলিয়া মনিব তাহাকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহিতেছেন না। তিনি যথারীতি ডাক্তার দেখাইয়া তাহার চিকিৎসা করাইতে চান। কানাইয়ের জন্য তিনি অর্থব্যয় করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত নন, কিন্তু কানাই তাহাতে সম্মত নয়। সে বলে,—এ রোগে তাহার ডাক্তার-কবিরাজে আরাম করিতে পারিবে না। তাহার ভূতপূর্ব্ব প্রভু এজন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কলিকাতায় লইয়া গিয়া খ্যাতনামা চিকিৎসকদের দেখাইয়াছেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। এ রোগ ঝাড়-ফুঁক, মাদুলি-ধারণ, দৈব অনুষ্ঠান-ব্যতিরেকে আরাম হইবার নয়। কানাই আরও বলে—"এত অসুখে ভুগে কাজ করলে শেষ মারা পড়ব কি? দু'দিন দেশে গিয়ে 'তিকিচ্ছে' করে না জিরুলে কি হয়!" আর তাহার এ রোগ আরাম করিবার ঔষধ নাকি তাহার দেশেই আছে। মনিব যখন কিছুতেই তাহাকে ছাড়িতে চাহেন না, তখন সে বলিল—"ছ মাসের জন্যে আমার ভাই বলাইকে আপনার কাছে রেখে যাব। তার কাজ-কর্ম্ম, হিসেব-কিতেব দেখলে পরে তখন আবার তাকে



ছাড়তে চাইবেন না। তার এত বুদ্ধি যে আপনি হাঁ করলে সে আপনার মনের কথা বুঝে নেবে। সে এমন হিসিবি যে আপনি গ্লাস চাইলে সেরি-শ্যাম্পেন, হুইস্কি-ব্রাণ্ডি, সব এনে হাজির করবে। আপনি জল চাইলে খাবার, পান, তামাক সব তৈরি করে আনবে। আপনি ধুতি চাইলে আপনার জামা, জুতো, ছড়ী, ঘড়ি, এমন কি গাড়ীশুদ্ধ যুগিয়ে রাখবে। আমার ছোট ভাই বটে, কিন্তু তার বুদ্ধিশুদ্ধি, হিসেব-কিতেব এমন যে, দেখলে পরে আপনি আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন।"

সবিস্ময়ে জমিদার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যি না-কিরে?"

কানাই বুক ফুলাইয়া সগর্ব্বে উত্তর করিল, "হাঁ হুজুর! ছ'দিন রেখে পরখ করেই দেখুন না কেন? তবে তার একটা কিন্তু মস্ত দোষ আছে।"

ব্যস্তভাবে জমীদার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দোষ রে?"

কা। আজ্ঞে সে হাবা, আর কালা। কথাও কইতে পারে না, কানেও শুনতে পায় না। নইলে ভগবান্ তা'কে সব গুণই দিয়েছেন্।

জমী। তবেই ত বল্লি ভাল! হাবা-কালা চাকর নিয়ে কাজ চালাবো কি করে?

কা। আজ্ঞে তা'হলেও আপনার কাজের কোনও ক্ষতি হবে না। ঐ ত বল্লুম হুজুর! যে আপনি হাঁ করলেই আপনার মনের কথা টেনে আনতে পারবে। এত চালাক সে একটু ইসারা পেলেই বাস্! অমনি সব বুঝে ফেলবে। দু'দিন রেখুন না কেন! তার তা'কে কাজ-কর্ম্ম সব বাতলে দিয়ে তবে যাব।

আপনার কোন কষ্টই হবে না। আপনার যাতে কষ্ট হয়, তেমন কাজ আমি কি করতে পারি ছোট্ট? আপনার মত এমন মনিব আমি আর কোথায় পাব? আহা, যেন সদাশিব! কি জ্বর ব্যামোটা দু'দিন বড্ড চেপে উঠেছে তাই। নইলে কি আর আমি আপনাদের কাছ ছেড়ে যাই? চাকরি যদি করতে হয় তাহলে আপনার কাছেই করব, নইলে এ শর্ম্মা আর কাহারও গোলামী করবে না।"

কানাইয়ের কথা শুনিয়া সপরিবার জমীদার প্রভু মহাসন্তুষ্ট হইলেন। হারাধন জনান্তিকে বলিলেন—"ওরে তাই বেপেই দেখ না ওর ভাইকে। ও যা বলছে তা সত্যিই হবে। আর দেখ, হাবা কালা চাকর আমাদের পক্ষে এক রকমে ভালই হবে! সত্যি কথা বলতে কি, আমার ও তোমার কানাইকে বড় ভাল বলে ঠেকে না। চাকর-বাকর অত চালাক-চতুর কিছু নয়। বিশেষতঃ বিজে বড্ড পেছনে লেগেছে

কেবল ঘুঘুরে পোকার মতন তাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেদিন সন্ধান জানতে নোয়াখালিতে গেছল; আসবার সময় নাকি আমাদের দেশে পর্য্যন্ত পায়ের ধুলো দিয়ে এসেছে।"

পরাণ হারাধনের মুখের কাছে হাত দুইটা নাড়িয়া বলিল, "তুই যেমন আহাম্মক! তুই ত বল্লি সেদিন, বুড়ো ব্যাটার কাছে দেশের পরিচয় দিয়ে এসেছিস! নইলে কে জানত বল্? হারাধন রোষকষায়িত-লোচনে পরাণের দিকে চাহিল। কানাই তাহার ছুতা করিয়া চট্ করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

হারাধনের বক্তব্যের কিছু পরাণ হাসিয়া উড়াইয়া দিতে উঠিল; বলিল, "কি বাবা পাঁচ বছরের কচি খোকাটী পেয়েছ নাকি যে আমাকে চোখ রাঙাচ্ছ?"

হারাধন অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবে বলিল, "থাক্ গেছে ভদ্রলোকের মতন সেটা বুঝি তোর ভাল লাগছে না? আবার কি সেই বনে জঙ্গলে বেড়াবার সাধ হয়েছে নাকি? বুড়ো হয়ে গেলি, এখনও কি তোর লুকোচুরি খেলার সাধ মিটল না?"

অম্লানবদনে পরাণ বলিল, "না—সেই যে কথায় বলে 'জন্ম চোর ছেলে খেয়ে আর বলে ডান'। সমস্ত জন্মটা কেটে গেল যে কাজ করে, সে কাজ কি কখনও ভুলতে পারা যায়? তা বাবু সত্যি কথা বলতে কি, এ রকম নিরীহ গোবেচারা হয়ে চুপচাপ বসে থাকা আমার মোটেই ভাল লাগে না। গরীব প্রজার ঘর জ্বালিয়ে আর কত আমোদ পাওয়া যায়? বলে, 'মারি তো হাতী, লুঠি তো ভাণ্ডার।' মাঝে মাঝে হাতটা সুড় সুড় করে ওঠে। কেবল লাল জলের মহিমায় কোন রকম ক'রে নিজেকে সামলে রেখেছি মাত্র! তবে ঘাই বল, তোমার ও বিজে ...কে আমি একরত্তিও ভয় করি না! হুঃ! বাছাধন ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ দেখেন নি ত! যেদিন পড়বেন আমার হাতে, সেইদিন টের পাইবে মোর! বলে কত বড় বড় টিক-টিকিকে ধরে ঘোল পাইয়ে দিলুম!—আর ও ত সেদিনকার ছোঁড়াটা! উনি কিনা আমাদের পেছুতে লাগতে আসেন! হায় রে কপাল!"

গলা ঝাড়িয়া কানাই কক্ষমধ্যে প্রবেশ

করিল; বিনীতভাবে প্রভুকে বলিল, "কি বলেন হুজুর! আমার ভাইকে আসতে কি তা হলে একখানা পত্তর লিখে দোব বাড়ীতে?"

হাবাধন প্রভুর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—"হাঁ—হাঁ দিবি বই কি! যতই কেন চাকর-বাকর থাক না, তোর বদলে তোর ভাইয়ের থাকা চাই! আজকেই তাকে চিঠি লিখে দে আসবার জন্যে! বুঝলি! এই নে একখানা পোষ্টকার্ড নিয়ে যা।" বলিয়া উঠিয়া সেল্‌ফের নিকটে গিয়া একখানা বইয়ের ভিতর হইতে একখানা পোষ্টকার্ড বাহির করিয়া সে কানাইয়ের হাতে দিল। কানাই পোষ্টকার্ড লইয়া তাহার স্বভাবোচিত ভক্তি-ভরে মাথা নত করিয়া প্রণাম করিয়া সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া গেল।

কয়েক দিন পরে কানাইয়ের ভাই বলাই আসিয়া উপস্থিত হইল। বলাই কানাইয়ের অপেক্ষা বয়সে ছোট। রংটা উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, তবে ধূলায় কাদায় অযত্নে কিছু রুক্ষ রুক্ষ হইয়া পড়িয়া ফ্যাকাসে গোছ দেখাইতেছে; মাথায় রুক্ষ রুক্ষ কোঁকড়া, কোঁকড়া কোঁকড়া, এক রাশি চুল, তাহা দেখিলে মনে হয় না যে, জন্মে তাহাতে কোন দিন তৈল স্পর্শ করিয়াছে। হাত মুখ নাড়িয়া ইঙ্গিতে কথা বলে, কিন্তু খুব চটপটে! কানাই তাহার প্রতি-প্রতিমত দুই দিন থাকিয়া ভাইকে তাহার কি কি কর্ত্তব্য সে-সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া মনিবের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

কানাই চলিয়া যাইবার দিন কতক পরে একদিন অপরাহ্ণে রাধাগোবিন্দবাবুর পৌত্রী নীলিমা মিত্রের সহিত তাহাদের খিড়কীর পুষ্করিণীতে গা ধুইতে গিয়াছিল। তখন দুর্গা প্রায় হয় হয়। তপনদেব অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই পশ্চিম আকাশের কোলে গা ঢাকা দিয়াছিলেন। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি। সন্ধ্যা আগমনের প্রারম্ভেই গাছের তলায় তলায় অন্ধকাররাশি জমাট বাঁধিয়া আসিতেছিল। বৃহৎ বাগান; বাগানে আম কাঁঠাল লিচু, গোলাপজাম এবং কাঁচা বেল কুল পেয়ারা নারিকেল প্রভৃতি সমস্ত দেশীয় ফলের গাছ শ্রেণীবদ্ধভাবে ছিল। আবার খোলা জায়গায় নাটি কুমড়া মূলা বেগুণ শাক সবজি প্রভৃতি যে সময়ের যা ফসল সমস্তই সে বাগানে হইত। রক্ষকস্বরূপ দুইটা মালী সর্ব্বদাই বাগানে অবস্থান করিত। তাহাদের বাসের জন্য বাগানে দুই খানি ঘর ছিল। বাগানের মধ্যস্থলে একটা দীর্ঘিকা, সে দীর্ঘিকার জল অতিস্বচ্ছ, নির্ম্মল! জলে অবতরণ করিলে পায়ের নখ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঘাটটি সুন্দররূপে বাঁধানো, বাগানের চতুষ্পার্শ্ব উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মধ্যে গেট; গেটের দ্বার লৌহ রেলিং-দ্বারা নির্ম্মিত। রাত্রিতে শয়নকালে মালীরা তাহা সুদৃঢ় তালা দ্বারা আবদ্ধ করিয়া থাকে। বাগানটী রাধাগোবিন্দবাবুর পিতৃব্যের বাগান। রাধাগোবিন্দবাবুর বাটীর মহিলাগণ এই দীর্ঘিকা ব্যবহার করিতেন। উড়িষ্যা মালিদের ব্যতীত কোনও পুরুষের গতিবিধি তথায় ছিল না। নীলিমার সমভিব্যাহারিণী ঝিয়ের কক্ষে একটা পিতলের কলসী ছিল। সে একটুইটু জলে দাঁড়াইয়া সোপানের উপর কলসীটাকে রাখিয়া মাজিতে লাগিল। কলসীটি মাজিয়া ধুইয়া সোপানের উপর রাখিয়া কাপড় কাচিবার জন্য সে জলে নামিয়া পড়িল। নীলিমা একটু পরেই

গাছের তলায় দাঁড়াইয়া কাকেই বলা পেয়ারা পাড়িতে লাগিল। পুষ্করিণীর পাশেই পেয়ারা গাছ। নীলিমাকে পেয়ারা পাড়িতে নিযুক্ত দেখিয়া ঝি নিষেধ করিল—"ওগো, কাল সাঁজিতে সোমত্ত মেয়ে গাছে হাত দিও না।" কিন্তু নীলিমা পেয়ারার লোভ সংবরণ করিয়া, ঝির নিষেধ গ্রাহ্য করিতে পারিল না। ঝি বারংবার চেঁচাইয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল, কিন্তু নীলিমা শুনিল না। ঝি কাপড় কাচিতে লাগিল। নীলিমা গোটাকতক পেয়ারা পাড়িয়া রঙ্কচিত গামছা খানাতে বাঁধিয়া লইল। একটা পেয়ারা হাতে করিয়া কামড়াইতে কামড়াইতে ঝির দিকে ফিরিতেছিল, ঠিক এই সময়ে নীলিমার পার্শ্বস্থ একটা কলমের আম গাছ হইতে, দুই ব্যক্তি ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া নামিয়া পড়িল। তাহাদের পরণে ঢিলা পাজামা, গায়ে ঢিলা কুর্ত্তা। কুর্ত্তার আস্তানাবন্ধ বেশ করিয়া গুটানো, পদদ্বয় উন্মুক্ত ও মুখে মুখোস পরা ছিল। তাহাদের সেই নিকট মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আতঙ্কে নীলিমা "মা গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। নিমেষ-মধ্যে তাহারা নীলিমার নিকটবর্ত্তী হইয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া নীলিমাকে আর কোনও বাক্য-স্ফূর্ত্তির অবকাশ না দিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তাহার মুখটা বাঁধিয়া ফেলিল এবং নিমেষ মধ্যে দুইজনে মিলিয়া মৃতদেহের ন্যায় বালিকার দেহলতাখানি স্কন্ধে করিয়া ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। রুমালে ক্লোরফরম মাখানো ছিল, কেননা অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই বালিকা নির্জ্জীব ভাবে তাহাদের স্কন্ধের উপর লুটাইয়া পড়িল। যখন তাহারা নীলিমাকে লইয়া পলায়ন করিল। ঝি তখন তাহাদের দেখিতে পাইল, এবং 'চোর' 'চোর', 'ওগো কি হলো গো! ও মালী, রঘুয়া, ও চুনা, ওরে মুখ-পোড়ারা তোরা কোথায়রে, মরিচিস্ নাকি,' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার করিতে লাগিল। ঝিয়ের চীৎকার শুনিয়া রঘুয়া ও চুনা, উড়ে মালীদ্বয় দুই হস্তে ভাঙ্গি রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে, দৌড়িয়া আসিয়া ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, "কড় হউচি পারা?" ঝি কপালে করাঘাত করিয়া বলিল,"আমার মাথা হয়েছে! এতক্ষণ ছিলি কোন চুলোয়? দেখ দেখ খুকু-রাণীকে চুরি করে নিয়ে গেছে,মাগির মা, ছুটে যা, অমন হাঁ করে রইলি কেন? যা না ছুটে, আমি বাড়ী গিয়ে বাবুদের কাছে মুখ দেখাব কেমন করে?" নীলিমাকে বাড়ীর সকলেই আদর করিয়া খুকুরাণী বলিত। ঝিয়ের কথা শুনিয়া উড়িয়া-পুঙ্গবদ্বয় অবাক্ হইয়া হাঁ করিয়া রহিল। ঝিয়ের কথার মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হইল না। ভাবিল, খুকুরাণীকে চোরে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে কি? খুকুরাণী কি টাকার বস্তা, না সোণার ঢেলা, অথবা বাগানের কলা যে, তাহাকে চোরে চুরি করিয়া লইয়া যাইবে! তাহারা সবিস্ময়ে উভয়েই এক-বাক্যে বলিয়া উঠিল, "কঁড় কউচি? খুকুরাণী গলা কউঠি?" অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া ঝি উত্তর করিল "আকে মোল, উড়ে ম্যাড়া, বুঝতে পাচ্ছিস্ না? ছুটো কে যমদূতের মতন মিলে খুকুরাণীকে কাঁধে করে নিয়ে পালিয়ে গেল, দেখ্ না কোথায় গেল, ওমা কি হবে গো!"

তখন উভয়ের মস্তিষ্কেই বুদ্ধির গাছ গজাইয়া উঠিল। কথায় বলে—"চোর পালালে

বৃদ্ধি বাড়ে।" উড়িয়া-বীরদ্বয়েরও ঠিক তাহাই হইল। এইবার তাহারা লম্ফঝম্পপূর্ব্বক "আরে মলারে লড়া গলা কোয়াড়ে" বলিতে বলিতে উড়িয়া-বীরদ্বয় ছুটিল। ঝিও প্রথমে চোর দেখিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল, এখন তাহার সাহস ও শক্তির আবির্ভাব হইল। আর্দ্রবসনে গালাগালি দিতে দিতে মালীদের পশ্চাৎ সেও ছুটিল। গোলমাল শুনিয়া রাধাগোবিন্দবাবু এবং এবং নীলিমার পিতা অজয়নাথও বাহির হইয়া পড়িলেন। ঝিয়ের মুখে বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনি একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। অজয়নাথ একটা পিস্তল হাতে করিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটলেন। চারিদিকে লোক ছুটিল, পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইল, কিন্তু চোর তখন সাধু হইয়া আড্ডায় গিয়া বসিয়াছিল, পুলিশের সাধ্য কি যে ধৃত করে? কিছুক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া সকলে ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসিল। বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। রাধাগোবিন্দবাবু বিজনকুমারের নিকটে গেলেন। বিজনকুমার তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁহার অনেক কর্ম্মচারী তাঁহার প্রতিনিধির কার্য্য করিতেছিলেন। তিনিই বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "বিজনবাবু আজ কদিন থেকে বাড়ীতে নেই, কোন একটা বিশেষ দরকারের জন্যে স্থানান্তরে গেছেন। কেউ এলে পর, কি কোনও সংবাদ থাকলে আমাকে লিখে রাখতে বলে গেছেন।"

বিজনবাবুর সহিত সাক্ষাৎকার না হওয়াতে রাধাগোবিন্দবাবু অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। কি প্রকারে নীলিমাকে পাওয়া যাইবে, ভাবিয়া তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; বলিলেন, "তিনি কবে আসবেন? আমার যে বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ ছিল।"

কর্ম্মচারী উত্তর করিলেন, "তার কিছুই ঠিক নাই, আজ-কালের ভিতরে আসতে পারেন, আবার দুদিন দেরিও হতে পারে। আবার এখুনিও এসে পৌঁছিতে পারেন। তিনি কখন কি করেন, কখন কোথায় যান, সে কথা কারও কাছে প্রকাশ করেন না।"

"তাই ত! এখন কি করা যায়?" বলিয়া রাধাগোবিন্দবাবু চিন্তিতমনে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

কর্ম্মচারী বলিলেন, "আপনার আবশ্যকতাটা কি বলতে যদি বাধা না থাকে, তাহলে আমাকে বলুন, আমি নোট করে নিচ্ছি, তিনি এলে দোব।"

বলিতে বলিতে বিজনবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিজনকুমারকে দেখিয়া রাধাগোবিন্দবাবু যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, বলিয়া উঠিলেন "এই যে বিজনবাবু এসেছেন, বাঁচা গেল!"

বিজনবাবু সসম্ভ্রমে বলিলেন, "ও দাদামশাই সন্ধ্যে থেকেই বসে আছেন নাকি? বড় কষ্ট হয়েছে ত!"

রাধাগোবিন্দবাবু প্রবীণ ব্যক্তি বলিয়া বিজনকুমার কোনও দিন তাঁহার নাম ধরিতেন না। 'দাদামহাশয়' বলিয়া ডাকিতেন। এবং সম্বন্ধানুযায়ী সময়ে সময়ে রহস্যালাপ করিতেও ছাড়িতেন না। অমরকুমার চলিয়া যাইবার পর হইতে বিজনকুমারের রাধাগোবিন্দবাবুর বাটীতে যাতায়াতটার কিছু বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং তাঁহার পরিবারবর্গের

... ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। বিজনকুমারের কথা শুনিয়া রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, 'আমি বড় বিপদে পড়েছি।'

প্রত্যুত্তরে বিজনকুমার বলিলেন, "আপনি আসবেন বলেই আমি তাড়াতাড়ি করে আসছি।"

আশ্চর্য্য হইয়া রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "কি বলছেন, আমি আসব বলে আপনি জানতেন?"

সহাস্যে বিজনকুমার বলিলেন, "হাঁ জানতাম বই কি! আরও জানতাম নীলিমার অনুসন্ধানের ভারটা আমার হাতেই পড়বে!"

রাধাগোবিন্দবাবু অবাক্! বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বিজনকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নীলিমাকে চুরি করে নিয়ে গেছে তাও জানেন?"

বি। জানি বই কি! আপনারা চোরকে প্রশ্রয় দেবেন, আর চোরে চুরি করবে না? দোষ চোরের নয়, রাগ করবেন না দাদামশাই, দোষ আপনাদের।

রা। আপনার কথাটা বুঝতে পারলুম না বিজনবাবু! আমরা চোরকে প্রশ্রয় দিচ্ছি কি রকম?

বি। দিচ্ছেন না? চোর যখন আপনাকে শাসিয়ে গেছ'ল 'যেমন ক'রে হক নীলিমাকে নিয়ে যাবই, তখন ত কৈ আমাকে কিছু বলেন নি? তা হলে আর এ দুর্ঘটনা ঘটতে পারত না। আপনারা মেয়েকেও সাবধানে রাখলেন না, আমাকেও জানালেন না। কাজে কাজেই চোরের চুরি করবার সুযোগ হলো।

চট্ চট্ করিয়া রাধাগোবিন্দবাবুর পূর্ব্বকথা স্মরণ হইয়া গেল। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "আপনি সে কথা জানলেন কি করে বিজনবাবু? আপনি কি অন্তর্যামী?"

বি। না, আমরা অন্তর্যামী নয়, দাদামশায়! তবে দিন-রাত চোর-ডাকাতের পেছনে পেছনে ঘুরতে হয় বলে আমাদের চারিদিকে চোখ-কান রাখতে হয়। কাজে কাজেই সাধারণ লোকের চেয়ে আমরা সংসারের খপর ঢের বেশি পাই।

রা। আপনি কি সন্দেহ করেন, তাদেরই এই কাজ?

বি। নিশ্চয়! সন্দেহ কি?—নিশ্চয়! আমি প্রত্যক্ষ করেছি।

রা। প্রত্যক্ষ করেছেন? বলেন কি? নীলিমাকে নিয়ে যেতে আপনি দেখেছেন নাকি?

বি। হাঁ আমি তখন তাদের কাছেই ছিলুম।

রা। কাছেই ছিলেন? আপনার সুমুখ দিয়ে আমার নীলিমাকে চোরে চুরি করে নিয়ে গেল, আর আপনি রক্ষা করলেন না?

বি। কি করব বলুন! তারা শক্তিশালী দস্যু, তাতে সশস্ত্র! আমি ক্ষীণ-জীবী ম্যালেরিয়াভুক্ত বাঙ্গালী! তাতে আবার একলা, সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রও কিছু ছিল না। কেমন করে কি করি বলুন? নিজের ভাঙ্গা কাঁচা গলাটা তো আর তাদের ছুরির আগায় বাড়িয়ে দিতে পারি না।

অত্যন্ত কাতর হইয়া রাধাগোবিন্দবাবু বিজনকুমারের ডানহাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "কি হবে উপায়! আমার নীলিমাকে

কি আর পার না ? আমাকে রক্ষা কর ভাই। আমার জাত, কুল, মান, সব তোমার হাতে। আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর।"

এমন ভাবে রাধাগোবিন্দবাবু কথাগুলি বলিলেন, তাহাতে বিজনকুমারের অন্তরও ব্যথিত হইয়া উঠিল এবং বৃদ্ধের এই ভ্রাতৃ-সম্বোধনে তিনি অত্যন্ত প্রীত হইলেন। বৃদ্ধের মুখে 'আজ্ঞে' 'আপনি'র চেয়ে 'তুমি' কথাটা বিজনকুমারের বেশ মধুর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনি আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আপনার কোনও চিন্তা নাই দাদামশাই, আমি যখন সন্ধান পেয়েছি, তখন নীলিমার কোনও অনিষ্ট হতে দোব না।

যত শীগ্‌গির পারি আপনার নীলিমাকে উদ্ধার করে আপনার কাছে এনে দোব।

শুনিয়া রাধাগোবিন্দ কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। বলিলেন, "ভগবান্ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন! তুমি চিরদিন এমনি নিঃস্বার্থ-ভাবে লোকের উপকার করতে থাক। অন্নয় তো একেবারে ঘাড় গুঁজড়ে বিছানায় এসে পড়েছে। একে মেয়ের ভাবনা, তাতে অপমানের ভয়।"

মৃদু হাসিয়া পরিহাসচ্ছলে বিজনকুমার বলিলেন, "এত ভাবনাই বা কেন দাদামশাই? জমীদার নাত-জামাই হবে মন্দটাই বা কি? তারা তো আর মন্দ অভিপ্রায়ে নিয়ে যায় নি। বিয়ের আয়োজন কচ্ছে!"

চম্‌কিয়া উঠিয়া রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "তাই নাকি? বিয়ের আয়োজন কচ্ছে?"

বি। হাঁ, পুরুত ডাকিয়ে পাঁজী দেখিয়ে বেশ চলনসই বিয়ের বন্দোবস্ত করছে।

তাহার পর তিনি আবার একটু হাসিয়া বলিলেন, "কেন দাদামশাই, জমীদার নাত-জামাই আপনার পছন্দসই নয়?"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "না ভাই, আমার জমীদার নাত-জামাইয়ে কাজ নেই, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আমরা যেমন খেটে খেয়ে মানুষ হয়েছি, আমার নাত-জামাইও যেন তেমনি খেটে খেয়ে মানুষ হয়; মনুষ্যত্ব শেখে! এর বাড়া আমি আর কিছু চাই না!"

বিজনকুমারের মুখ-ভাব গম্ভীর হইয়া উঠিল। যেন একটা পুলকের তড়িৎপ্রবাহ তাঁহার অন্তরের ভিতর দিয়া দ্রুত বহিয়া গেল। বুঝি, তার একখানা কচি মুখ তাঁহার হৃদয়ের গোপনতম প্রদেশে একবার উঁকি দিয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরেই তিনি তাড়াতাড়ি আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "তবে চলুন দাদামশাই, আমার হাতে অনেক কাজ, আমার এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াবার অবকাশ নেই।"

রাধাগোবিন্দবাবুও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "যাও ভাই! ভগবান্ তোমার সহায় হোন, তোমার সকল কাজ সফল হোক। আমি অস্থির হয়ে পড়েছি! যতক্ষণ না আমার নীলিমাকে পাই, ততক্ষণ আমার মন স্থির হচ্ছে না! হা ভগবান্, এ কি করলে! বুড়ো বয়সে একি পরিতাপ!" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। বিজনকুমার তাঁহার কর্ম্মচারীটীকে গোপনে দুই একটা কি পরামর্শ দিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

---

# নাড়ু-গোপাল ।

( ১ )

এস—যশোদা-দুলাল ! নাড়ুয়া-গোপাল !
হামা দে ছুটে ধন পালায়ো না ।
আমি—রয়েছি বসিয়ে, বাহু প্রসারিয়ে,
দেখা দে যাদু, আর লুকায়ো না ।

( ২ )

মোর—কোলে দুলে হেলে, এসে হেসে খেলে,
জুড়াও তৃষিত তাপিত হৃদি ।
দেখি—তন্ময় হইয়ে, আপনা ভুলিয়ে,
নাচ গো হৃদয়ে হৃদয়-নিধি !

( ৩ )

তুমি—বুকেতে নাচিবে, করতালি দিবে
মুগধ নয়নে চাহিয়ে র'ব ।
তব—কঙ্কণ-কিঙ্কিণী— রসাল-সিঞ্জিনী,
—রুণু ঘুণু বোলে বিভল হ'ব ।

( ৪ )

মরি—আ মরি আ মরি ! কি রূপ-লহরী !
লাবণ্যে ভুবন ভাসিয়া যায় !
আহা—সুঠাম সুবপু, নিটোল নধর,
নবীন-নীরদ-বরণ কায় ।

( ৫ )

শিরে—শিখি-চূড়া হেন— নভোধনু যেন,
কজ্জল-শৈবালে নয়ন-পদ্ম ।
কিবা—ললাটে অলকা— খচিত তারকা,
অধর সায়াহ্ন-রঞ্জিম সম ।

( ৬ )

দোলে—নাসায় বেশর— ধবল সুন্দর,
—নীল-সায়রে মরাল যেন রে !
খেলে—কটিতে মেখলা, মেখেতে চপলা,
কুণ্ডল ফণি-যুগ-মণ্ডল রে !

( ৭ )

কি যে—পরাণ মাতানো, ভুবন ভোলানো,
হাতে নাড়ু ধরা গোপাল ওই !
আমি—আমিত্ব যে ল'য়ে, মোহে মুগ্ধ হ'য়ে,
এমন মাণিক কোলে না লই !

( ৮ )

এবে—চিনেছি চিনেছি, বুঝেছি বুঝেছি,
কেন যে গোপাল নাড়ুটি ধরে ।
তুমি—রেখেছ আহার, সুমিষ্ট সুধার,
বিশ্ব-প্রপঞ্চের প্রাণীর তরে ।

( ৯ )

জীবে—শিখাতে সরল, অভেদ অমল,
বাল্যভাব আহা মধুর কি যে !
তাই—ভুবন-মোহন, নয়ন-রঞ্জন,
বালারূপ তুমি ধরেছ নিজে ।

( ১০ )

এস—যশোদা-দুলাল ! নাড়ুয়া-গোপাল !
স্নেহ-স্তন্য দিই অধরে ওই ।
ডাক—এসে মোর কোলে, আধ মা'মা' বোলে,
বাৎসল্য-ভাবেতে মগন হই ।

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র ।

# হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

গোপীনাথের মন্দির।—কাছোয়ার ঠাকুর-বংশের রায়সেলজী-নামক জনৈক ব্যক্তি গোপীনাথের মন্দির স্থাপন করেন। ইনি আফগানদিগকে বশীকৃত করিয়াছিলেন বলিয়া আকবর ইঁহাকে দরবারী খেতাব দেন এবং ১২৫০ অশ্বারোহী সৈন্যের নায়ক করেন। ইনি মানসিংহের সহযোগে মেওয়ারের রাণা প্রতাপ সিংহের সহিত যুদ্ধ করেন এবং কাবুল আক্রমণেও বিশেষ বীরত্ব দেখান। ইঁহার মৃত্যুকাল অজ্ঞাত। গোপীনাথের মন্দিরের [illegible]বিকল এক মন্দির ইনি নির্ম্মাণ করেন, পরন্তু তাহা এখন ভয়ানক ভগ্নদশাপন্ন।

যুগলকিশোরের মন্দির।—ইহা বহু পুরাতন মন্দির এবং কেশীঘাটের নিকটে অবস্থিত। ইহা জাহাঙ্গিরের সময় ১৬৮৩ সংবতে প্রতিষ্ঠিত হয়। চৌহান রাজপুত-বংশোদ্ভূত নন্দকরণ নামে জনৈক ব্যক্তির দ্বারা এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হয়।

রাধাবল্লভের মন্দির।—১৮৮৩ সংবতে সুন্দর দাস নামক জনৈক কায়স্থ-দ্বারা এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হয়। ইনি দিল্লীর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি হরিবংশ-নামক জনৈক ব্যক্তির পুত্র।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের মধ্যে কতকগুলির নাম উল্লেখযোগ্য। মৃন্দাস বটনামে বাঙ্গালী মন্দিরটী মদনমোহনের নিকট অবস্থিত। এই মন্দিরের বার্ষিক আয় ১৩৫০৲ টাকা এবং ইহার অংশীদার তিনজন চারিমাস ব্যাপিয়া প্রত্যেক অংশীদারের পালা পড়ে। নদীর পরপারের জহাঙ্গিরপুর নামে গ্রাম এবং বেলবন উক্ত মন্দিরের জমীদারী।

রাধা-দামোদরের মন্দির জীবগোসাই, তাহার শ্রীভাত ও রূপসনাতনের চিতাভস্ম রক্ষিত আছে। রাধা-দামোদরের মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা জীব গোসাই এবং অপর দুইজন গোবিন্দ দেবের মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। জীবদ্দশায় ইঁহারা এই বাসনা প্রকটিত করেন যে, মরণান্তে যেন তাঁহারা একই স্থানে সমাহিত হন; সুতরাং তাঁহাদিগকে একই স্থানে গোর দেওয়া হয়। শ্রাবণ মাসে উক্ত তিন জনেরই বাৎসরিক উৎসব হইয়া থাকে; এই সময়ে তথায় অনেক বাঙ্গালীর সমাগম হয়। বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক জনে কিছু কিছু পূজা চড়ান। মন্দিরের সভ্যাংশ দুই মন্দিরের মোহান্ত বন্টন করিয়া লয়েন, কিন্তু ১৮৭৫ খৃঃ রাধাদামোদরের মোহান্ত গোবিন্দদেবের লোকগুলিকে পৃথক করিয়া স্বয়ং সর্ব্বস্ব লইতে চেষ্টা করেন। রাধা-দামোদরের মোহান্ত বলেন যে, গোবিন্দদেবের ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন; কারণ, তাঁহারা জয়পুর-রাজের আদেশানুসারে কপালে ত্রিপুণ্ড্র তিলক কাটেন। এরূপ তিলক শৈবদিগের চিহ্ন। এই কথায় দুই দলে দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম হয়। পুলিশ হস্তক্ষেপ না করিলে নিশ্চয়ই একটা হাঙ্গামা হইত।

পুরাতন মন্দিরের কথা আমি বলিয়াছি। এক্ষণে আধুনিক মন্দিরের কথার উল্লেখ করিব।

আধুনিক মন্দিরের মধ্যে পাঁচটী উল্লেখযোগ্য। ইহাদিগের [illegible] পুরাতন মেঠটীর নাম কৃষ্ণচন্দ্রজী। ইহা ১৪১০ খৃঃ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ-নামক জনৈক প্রাতঃস্মরণীয় বাঙ্গালী কায়স্থের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ইনিই বৃন্দাবনে লালাবাবু নামে খ্যাত। মন্দির-নির্ম্মাণ করিতে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।

লালাবাবুর পূর্ব্বজ হরকৃষ্ণ সিংহের পুত্র বাবু মুরলীমোহন সিংহ একজন ধনাঢ্য সওদাগর এবং জমিদার ছিলেন। মুর্শিদাবাদের অন্তঃপাতী কান্দি-নামক স্থানে ইঁহার বাস। তাঁহার উত্তরাধিকারী বিহারীলাল সিংহের তিন পুত্র,—রাধা-গোবিন্দ, গঙ্গা-গোবিন্দ এবং রাধাচরণ। শেষোক্তটী পিতার সম্পত্তি পাইবামাত্র অন্য দুই ভ্রাতার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া নিরুদ্দেশ হন। রাধা-গোবিন্দ মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ এবং সিরাজদ্দৌলার চাকুরি গ্রহণ করেন ও অতি শীঘ্র উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি অপুত্রক মরেন, সুতরাং তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি তাঁহার ভ্রাতা গঙ্গা-গোবিন্দ পান। ইনি Warren Hastingsএর সময়ে Bengal Settlementএ অনেক সাহায্য করেন। ইঁহারই দ্বারা নদীয়ার চারিটী মন্দির এবং কতকগুলি ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হয়। মন্দিরগুলি নদীর জলে ভাঙ্গিয়া যায় এবং দেববিগ্রহ কাঁদিতে লইয়া আসা হয়। নদীয়াতে ইনি কতকগুলি সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপন করেন। ইনি ইঁহার পিতার শ্রাদ্ধে অনেক টাকা ব্যয় করেন এবং প্রতি বসুরকিতেও ১ লক্ষ টাকার কম খরচ করিতেন না। গঙ্গা-গোবিন্দের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ সিংহ পিতৃধনের আরও বৃদ্ধি সাধন করেন। ইহার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ লালাবাবু নামে খ্যাত। ইনি প্রথমে বর্দ্ধমানে রাজকর্ম্মচারী ছিলেন এবং পরে উড়িষ্যায় আসেন। ব্রজ-ধামে আসিয়া যখন ব্রজের সীমানা নির্দ্ধারিত করেন, তখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর মাত্র। বৃন্দাবনে ইঁহার মন্দির ত আছেই; তদ্ব্যতীত পান্থনিবাসও আছে। এই পান্থনিবাসে যাত্রিগণকে প্রত্যহ আহার দেওয়া হইয়া থাকে। ইঁহার বাৎসরিক খরচ ২২ হাজার টাকা। রাধাকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বেই ইনি সুন্দর ঘাট বাঁধাইয়া তদুপরি প্রস্তরের চত্বর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। লোকে এই চত্বরের উপর উপবেশন করিয়া রাধাকুণ্ডের শোভা দর্শন করে। এই অগাধসম্পত্তিশালী মানুষের মনে হঠাৎ ভগবৎপ্রেম স্পর্শ করিল। অমনি অতুল বিভব পরিত্যাগ করিয়া তিনি বৈরাগ্য-মার্গ অবলম্বন করিলেন। যখন ইনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন, তখন ইহার বয়স চল্লিশ মাত্র। এই বয়সে তিনি ব্রজের বন, উপবন, প্রভৃতি সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে ভ্রমণ করেন। এই কালে ইনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্তও এইরূপ ভাবেই জীবন কাটাইয়াছিলেন। দৈববশে ঘোড়ার পদাঘাতে ইহার মৃত্যু হয়। ইনি ভ্রমণকালে প্রসিদ্ধ শেঠ লক্ষ্মীচাঁদের পিতার সহিত থাকিতেন। ইনিও সন্ন্যাসি-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। মথুরাতে লালাবাবু যে দশবৎসর সংসারাশ্রমে ছিলেন, তন্মধ্যে তিনি তথাকার তীর্থস্থানগুলিকে ক্রয় করেন। ইহাতেই তাঁহার আয় বৃদ্ধি করিবার উপায় কিরূপ ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ছিল, তাহা সহজেই উপলব্ধি

করিতে পারা যায়। তিনি তথাকার জমিদারদিগকে বলেন যে, স্থানগুলির মাহাত্ম্য-রক্ষার্থই তিনি লইতেছেন—স্বীয় ভবিষ্যৎ আয়ের জন্য নহে; এই সকল স্থানে বানর মহুয়া পূর্ব্বকালে যেরূপ নৃত্য করিত, পরেও সেইরূপ করিবে। অবশ্য এই সব অঙ্গীকার মৌখিক মাত্র ছিল, কোনরূপ কাগজে কলমে ছিল না। মহাত্মার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ সে অঙ্গীকার প্রতিপালন করেন নাই। জমিদারগণও দেখিলেন যে, নালিশ করিলেও এইরূপ ঘটনার কোনরূপ প্রতিবিধান হইতে পারে না; কারণ মৌখিক কড়ার আদালতে গৃহীত হয় না। মথুরা জিলায় লালাবাবু যে সকল গ্রাম ক্রয় করেন, তাহার সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ১৫টী; যথা, (১) কোশী পরগণায় জাউ; (২) ছাতায় নন্দগাঁও, (৩) বর্সানা, (৪) সঙ্কেত, (৫) করহেলা, (৬) গড়দী এবং (৭) হাতীয়া এবং মথুরা-পরগণায় (৮) মথুরা, (৯) বাইত, (১০) মাহোলী এবং (১১) নারীপুর। শেষোক্ত স্থান ব্যতীত অন্যান্য সকল স্থানই ন্যূনাধিকপরিমাণে তীর্থস্থান। ইহাতে আরও চারিটী গুজরদিগের গ্রাম, যথা পীরপুর, ওলালপুর, চামারগাঢ়ী এবং ধীমড়ী যোগ করিলে একুনে ১৫টী গ্রাম হইয়া থাকে। নন্দগাঁওয়ের ক্রয়ের জন্য ২০০৲ টাকা, বর্সানার জন্য ৬০০৲ টাকা, সঙ্কেতের জন্য ৮০০৲ টাকা এবং করহেলার জন্য ৫০০৲ টাকা দেন। উক্ত গ্রামের বার্ষিক আয় নন্দগাঁও হইতে ৬৭১২৲, বর্ষানা হইতে ৩১০৯৲, সঙ্কেত হইতে ১৬৪২৲ এবং করহেলা হইতে ১১০০৲ টাকা। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, লালাবাবু যখন সংসারাশ্রমে ছিলেন, তখন আয়বৃদ্ধিবিষয়ে তাঁহার মস্তিষ্ক কিরূপ ছিল। তিনি যেমন সন্ন্যাসাশ্রমে বৈরাগ্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, তেমনই তিনি সংসারাশ্রমে বিষয়ীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তিনি আলিগড় ও বুলন্দসহরে চৌহানবংশীয় রাজা বীরসিংহের নিকট হইতে ৭২টী গ্রাম ক্রয় করেন; কিন্তু তন্মধ্যে ১২টী গ্রাম লালাবাবুর বংশধর শ্রীনারায়ণ সিংহের সময়ে নিলাম হইয়া যায়। শ্রীনারায়ণ সিংহ পিতার মৃত্যুকালে নাবালক ছিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমে নারায়ণ সিংহ পরলোক প্রাপ্ত হন। রাণীমাতা তাঁহার পুত্রের দত্তক পুত্রদ্বয়কে প্রতিপালন করেন। ইঁহাদিগের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি প্রতাপচন্দ্র নামে খ্যাত। ইনি কাঁদিতে একটা ইংরাজি স্কুল এবং কলিকাতায় চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। ইনি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সদস্যও ছিলেন এবং সরকার হইতে রাজাবহাদুর খেতাব পান। ইনি ১৮৬৭ খ্রীঃ ভবধাম পরিত্যাগ করেন। ইঁহার চারিটী পুত্র যথা গিরীশ চন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, কান্তিচন্দ্র, এবং শরৎ চন্দ্র। ইঁহার অনুজ ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৬৩ খ্রীঃ একমাত্র পুত্র ইন্দ্রচন্দ্রকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। লালাবাবুর জমীদারী ইন্দ্রচন্দ্র ও তাহার তিনটী খুল্লতাত-পুত্রদিগের মধ্যে বণ্টিত হয়। মথুরা জেলায় জমীদারীর খাজনা ৭৬, ৭৩৮৲ টাকা। ইহা হইতে গভর্ণমেণ্ট ৪৯৪৯৬৲ টাকা রাজস্ব লয়েন। যখন জমীদারী ক্রয় করা হয়, তখন তাহার মূল্য ছিল ২৪০১৯২৲ টাকা; এখন ৩৮০৪৯২৲ টাকা।　　ক্রমশঃ

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

# জীবন-রাগিণী ।

জীবন-রাগিণী কি ? কেনই বা বাজে, বাজায় কে, শ্রোতাই বা কে ? কখনই বা এ রাগিণী বাজে ? কত কথা, কত প্রশ্ন ! এর সমাধান কোথায়, তা ত জানি না । জীবন জানি, সুখ দুঃখ আশা নিরাশা হাসি কান্নার ভিতর দিয়ে তাহার নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত নির্ঝরিণী চলে ; কি স্থাবর জঙ্গম, কি চেতন অচেতন, সকলে যে নিয়তির চক্রে বাঁধা—জীবনও সেই চক্রের আবর্ত্তে ঘুরিতেছে ও তার সমাপ্তি—সেই যতটুকু তার আয়ু, তাহার পর আরো আছে কিনা, তাহা জানা যায় না । 'সারা জীবন' কথাটা শুনতে যত বড়, জীবনকে তত বড় করে ব্যাপ্ত করে ক'জনে পাটাইতেছি । গোড়া থেকেই যখন ঘেটার যা অর্থ তাহার অনুসারে না চলি সে যে অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাহাতে ভুল নাই ।

তবে এ অসত্যের মধ্যে সত্য, নিত্যের মধ্যে অনিত্য, জ্ঞেয়ের মাঝে দুর্জ্ঞেয় সেই অমর জীবন-রাগিণী কি করে বাজে ? সাধারণতঃ ধ্যানমৌনিত্বের [illegible] কণ্ঠ মিলাইয়া রাগরাগিণী গাহিয়া কত বাহবা লই, কিন্তু এ তো সে মূল রাগিণীর বাহিরের ছায়াও স্পর্শ করে না । সুরে যেমন কোমল-কঠিনতার তারতম্য, দিবস-রজনীর সময়ের পার্থক্য, পর্দ্দা ও কড়ি-কোমলের পার্থক্যে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি হয় ও গীত হয়, জীবনেরও সেইরূপ কত রাগ আছে ! ভৈরবী সেই অতি প্রত্যূষে আর পূরবী সেই সন্ধ্যাকালে, এই রাগে গীত এই সময়ে গাহিলে যেমন সুন্দর শোনায়, অন্য সময়ে তেমন লাগে না । সময়ের পার্থক্যে নির্দ্দিষ্ট রাগের কতটা সার্থকতা এই অর্থে পাওয়া যায় যে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারি । আনন্দের সময়ও সঙ্গীত মনোরম, দুঃখের সময়ও সঙ্গীত শান্তিদায়ক । এতো সাধারণ মানব-সঙ্গীতের এরূপ পরিচয় । কিন্তু জীবন-রাগিণীর সঙ্গীত কিরূপ, ইহার তুলনায় তাহা ধারণায় আসাও সম্ভব নহে । বীণা বাজিলে পঞ্চম রাগে মূর্চ্ছনার চাপে যে ঝঙ্কার উঠে সে তো শুধু বাদ্যকরের অঙ্গুলির স্পর্শের নয় । তাহার অঙ্গুলি যেন, সমস্ত প্রাণ-মনই সেই সেই তারের ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতে চায় । যে বাঁশী বাজায় কাল সময় সকল ভুলিয়া ভিতরের হৃদয়কে টানিয়া জোর দিয়ে বাজায় তবে তো বাহিরের অমন সুর হয় যে, মানুষ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয় । যদি সাধারণ বাদ্য ও সঙ্গীতের এত মাদকতা, এত মহিমা, সেই অমর জীবন-রাগিণীর সৌন্দর্য্য কতদূর তাহা আমরা শ্রবণে হীন বলিয়া শুনিতে পাই না বা উপলব্ধিও করিতে পারি না । সাধারণ সুরের রাগিণীকে আরো পবিত্রভাবে গাহিয়া জীবন-রাগিণীকে বাহির করিতে হয় । সুরের রাগিণীতে যেরূপ ভৈরবী, গান্ধার, সিন্ধু, খাম্বাজ ইত্যাদি আছে, জীবনের রাগিণীতেও তেমনি সুখ দুঃখের রাগিণী—আশা নিরাশার রাগিণী, শোকের আনন্দের রাগিণী, হাসি, ও কান্নার রাগিণী আছে ।

কখন এই জীবনরাগ বাজে ?—আর কেন বাজে ?—এর আলোচনায় যত প্রবেশ করা যায় তত যেন আলোচনা আরো গাঢ়তর হইয়া

উঠে। Merchant of Venice-এ Lorenzo-র মুখে শোনা যায় যে, স্বর্গীয় দেবদূতেরা দিবারাত্র অনব রাগিণীতে সঙ্গীত করিতেছেন; আমরা কিন্তু দিবারাত্র স্বার্থলোভে, পার্থিব সুখে, মরজগতের বাপারে এতই অভিভূত যে সে-সঙ্গীত আমাদের কর্ণের মধ্যে প্রবেশই করে না। ঐ যে নির্জ্জন গহনে গভীর সাধনে মগ্ন জিতেন্দ্রিয় যোগী, যিনি জগতের সকল সম্পর্কহীন, যেখানে সংসারের কোন ঝঞ্ঝাটের শব্দ নাই বা ইন্দ্রিয়ের সহিত পরিচয়ে তাহার দাস হইয়া জীবন কাটাইবার প্রলোভনের অবসর নাই—সেখানেই সেই তপস্বী কেবল সেই অনব সঙ্গীত শুনিতে সমর্থ।

আমাদের জীবনরাগিণীও কত বেজে যাইতেছে, গিয়াছে; তাহা শুনিবার মত অবসরও নাই, নিজেরা এতই অন্যমনস্ক। সে যোগ্যতা থাকিলে তো সে রাগিণী শুনিব। ঝঙ্কার দিয়ে বেজে যায় রাগিণী কখন কোন সময় থেকে, তাহা মানুষ জানে না। যখন তাহা তাহার কর্ণের ভিতর গেল, যখন সংসারের আবর্ত্তে ঘুরতারা হারাইয়া ভগ্নতরীর ন্যায় মন এদিক্-ওদিকে লক্ষ্যহারা হইয়া ছুটিয়া বেড়ায়, যখন শোকের পর শোকের আঘাতে সকল অবলম্বন, সকল প্রিয়কে হারাইয়া হৃদয়-তন্ত্রী ছিন্ন হইয়া যায়—যখন পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অসারতা বুঝিয়া বীতরাগ হয় মন, যখন কপটতার, খলতার ঘাত-প্রতিঘাতে মন নিয়ত জর্জ্জরিত হইয়া উঠে—সব দিকে এরূপে নিপীড়িত যখন মানবমন সার সেই ভগবানের চরণে কেঁদে পড়ে, তখন তাহার জীবন-রাগিণী পূর্ণ মাত্রায় বেজে তাহাকে জাগ্রৎ করে দেয়। সে রাগিণী আমাদের জীবনে বাজান সেই অন্তর্যামী। ইহা জীবন, যখন শোনবার মত সোনার কাণ আসে, তখনই শোনা যায়। তখন সেই শোনের মধ্যে প্রাণ অনব রাগিণীতে গেয়ে ওঠে তাঁরই বন্দনা। মায়ার বন্ধন ছিন্ন হলে, মন যখন ফাঁকা হয়ে যায়, তখন সকল সময়েই মন যেখানে হারানো প্রিয়জনেরা আছে সেই উদ্দেশে ধায়, তখন জীবন-রাগিণী বাজিয়ে কাণের মধ্যে প্রবেশ করে আর বলে "এতদিন কোন পথে চলেছিলে, এবার দেখ কোথায় যাও।"

এ যে অন্তর্জীবনের রাগিণী; এতো সে বাহিরের সেতারের রাগিণী নয়! এর তালের মানের ত্রুটিই বা কি ও আর বেতালই বা কি? মনের পরিবর্ত্তনার ভিতরে এ রাগিণী বাজিবে, যত ভড়ংয়ের আবর্জ্জন চইতে মুক্ত হইতে পারিবে, ততই বিদেহী-প্রাণের অমর রাগিণী জীবনে বাজে। কেন বা ইহা বাজে? না বাজলেই বা কি হতো?

নাই যদি এই জীবন-রাগিণী বাজিত, নাই যদি বিশ্বপতি এ বাগের সকার হৃদয়ের ভিতরে দিতেন, তবে কখনো কি সে "শান্তি" বলিয়া বস্তু পৃথিবীতে থাকিত? যে পতি-পুত্রহারা দুঃখিনী নারী, যাহার নয়নের জল সম্বল, আর ভগবানের করুণা পাথেয়, তাহার "শান্তি" এইখানে তো, এই জীবন-রাগিণীর বাজান তানে!—সে জড়দেহে ইন্দ্রিয়-বিমুক্ত হইয়া বিদেহীর রাগিণী শুনিতে পায় নিজের জীবনে।

এই অন্তরের রাগিণীর উপলব্ধি কখন্ কোন্ শুভক্ষণে হয়, তাও যদি জানিতাম! আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনে যে সম্যক বিকশিত হয় তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু ক্ষুদ্র মানুষ লোগ-

সংসারে এত অশান্তিও হয় না। সে জড়ত্বেরই বাধা হইলেও নিশ্চেষ্ট মনের অন্তর রাগিণী শুনিতে পায়। বাজান সেই বিশ্বনাথের বাঁশরী তিনি! শ্রোতা ধন্য সেই মানব! যার মনের এত উৎকর্ষ আছে যে, সেই অন্তর্যামীকে ধ্যানে ধারণায় আয়ত্ত করিতে পারে ও নিজের জীবনে তাঁহারই প্রেমের সঙ্গীতের রাগিণী বাজিলে শ্রবণ করিতে পারে!

এ জীবন-রাগিণীতে পর্দ্দাও বাঁধা নাই। সুখের সময় দয়ালের দয়া স্মরণ করে, সুখ তাহার গান মনে করে, সুখের রাগিণী বাজে; আর মনও তাহার সহিত গাহিয়া উঠে! দুঃখের নিরাশের ঘাতেও সেই বিষাদ-রাগিণী বাজে। মন জানে বাহিরের সুখের সহিত ইহার কত প্রভেদ, এ বিষাদও কত শান্তিদায়ক; আর জানেন অন্তর্যামী। নিস্তব্ধ রজনীতে শান্তচিত্তে কোন দিন যদি ভগবানের নাম স্মরণ করা যায়, মনে হইবে বুঝি বা প্রকৃতির সকলই তাঁহারই মনের সহিত যুক্ত হইয়া গান করিতেছে! তখনই এ রাগিণীর নীরব শব্দের তান কিছুক্ষণের জন্য পাওয়া যায়। কিন্তু সে এক মুহূর্ত্তমাত্র; পরক্ষণেই মন অন্য চিন্তায় মগ্ন। দেবতার সঙ্গীতের সঙ্গে জীবন-রাগিণীকে বাজাইতে পারিলে সার্থকতা যে চরম, তাহা জানি, কিন্তু সে পুণ্য কোথায়? কয়জনেই বা তাহা পারে? সে একাগ্রতার শক্তিও নাই, সে ধ্যানের গাঢ়তাও নাই। যদি পূতমনে সমাহিতচিত্তে সারা জগৎ-মাঝে নিখিল দেবের রূপ দেখার মত যোগ্যতা আসে, সেইদিনই মাত্র জীবনের রাগিণীকে যে তাঁহার অমর বীণাধ্বনির প্রতিশব্দের তালে বাজানো যাইতে পারে, এ সত্যি তখন পাওয়া যায়।

শ্রীমল্লিকা রায় চৌধুরী।

---

# দম্পতি।

শরীরে হৃদয়ে মনে পরাণে আত্মায়
বয়সে করমে আর ভাবে ভাবনায়
দু'জনে দু'জনা মাঝে হয়ে একাকার
খুঁজে দেবতার পদে ঠাঁই আপনার!

সংসার-মরুর বুকে পাতি' খেলাঘর
দু'জনার বুকে জাগে এক মধু স্বর,
সুখে দুঃখে রোগে শোকে হরষে ব্যথায়
আলোকে আঁধারে কিবা আশা-নিরাশায়।

পিতা মাতা সখা গুরু দোঁহার দু'জনে
দোঁহার সর্ব্বস্ব দোঁহে জীবনে মরণে,—
দোঁহাকার স্নেহ প্রেম প্রীতি আত্মদান
মরতে লইয়া আসে অমৃত-সন্ধান।

মিলিত যুগল নদী সাগর সঙ্গমে
লোক-লোকান্তর প্লাবি' জনমে জনমে!

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত।

# সংবাদ।

১। সংপ্রতি লালা গঙ্গারাম হিন্দু ও শিখ বিধবাদের শিল্প-শিক্ষালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে লাহোরনগরে লোয়ার মলে একখণ্ড জমি গবর্ণমেণ্টকে দান করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এই মহৎ দান গ্রহণ করিয়াছেন এবং দাতার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিবেন এই সুসংবাদ প্রচার করিয়াছেন। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে সাধারণ ও শিল্পশিক্ষার নিমিত্ত ৮০টি হিন্দু ও শিক বিধবা স্থান পাইবেন।

২। বালীগঞ্জে ৪৬ নং ঝাউতলা রোডে ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল মহিলাদিগকে বিনা ব্যয়ে [illegible]কার সূতাকাটা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ৪ই ডিসেম্বর হইতে শিক্ষাদান কার্য্য আরম্ভ হইবে। যাঁহারা এই সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহেন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ঠিকানায় সেক্রেটারীকে পত্র লিখিবেন।

৩। চকাবিভাগের ইনস্পেক্টর মিঃ বিস সংপ্রতি বরিশালে গমন করিয়া তথায় প্রাথমিক মূলক অবৈতনিক নিম্নশিক্ষা-প্রবর্ত্তনে কিরূপ অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহার তদন্ত করিয়াছেন।

৪। আগামী জানুয়ারী মাস হইতে হেষ্টিংস্ স্কুল উঠিয়া যাইবে। ইহার ব্যয় অত্যধিক, কিন্তু ছাত্র সংখ্যা অত্যল্প হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট ইহা উঠাইয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছেন।

৫। ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু এই আদেশ করিয়াছেন, যাঁহারা অল্প পেন্সন পান তাঁহাদের পেন্সন বৃদ্ধি করা হইবে।

৬। মনীষাসম্পন্ন সুপরিচিত অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় মহীশূর রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন।

৭। এখন এক বৎসর করিয়া ইউরোপীয় এবং এক বৎসর করিয়া দেশীয় ব্যক্তি সেরিফ পদে নিযুক্ত হন। পিক্কার্ড সাহেব সেরিফ ছিলেন। তাঁহার স্থানে ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু বাহাদুর এবার কলিকাতার সেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন। মাদ্রাজে এবার রাও সাহেব মুথিয়া চেট্টি সেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন।

৮। 'সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট' সংবাদ দিতেছেন, বঙ্গের গবরণর লর্ড রোনাল্ডশের এডিকং কাপ্তেন হলকেট বিহার ও উড়িষ্যার নব নিযুক্ত গবরণর লর্ড সিংহের এডিকং নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনিই হইবেন সিনিয়র এডিকং এবং ইনিই গবর্ণরের মিলিটারী সেক্রেটরীর কার্য্য করিবেন। স্বতন্ত্র মিলিটারী রাখিবার অধিকার কেবল বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বঙ্গের গবরণরের আছে। বিহারে গবরণরের স্বতন্ত্র মিলিটারী সেক্রেটরী রাখিবার অধিকার নাই। তাই বিহারের গবরণরের সিনিয়র এডিকংই মিলিটারী সেক্রেটরীর কার্য্য করিবেন।

৯। ব্রহ্মদেশের থারাওয়াডী জেলায় জিগোন সহরে জনসাধারণের এক সভায় স্থির হইয়াছে, ব্রহ্মদেশে গোহত্যা বন্ধ করিতে হইবে। কারণ, গোরক্ষায় ব্রহ্মদেশের যথেষ্ট উপকার হইবে। সভা সমগ্র ব্রহ্মবাসীকে গোমাংস ভক্ষণ ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

# প্রণাম।

পুত্রশোকে কাঁদে মাতা
ধরাতলে লুটিয়া লুটিয়া,
তখন আসিয়া যিনি
আঁখিজল দেন মুছাইয়া—
মা বলে ডাকিয়া তাঁর
লাবণিতে ভরি দেন হৃদিভার,
চরণকমলে তাঁর
শত কোটি প্রণাম আমার।

শ্রাবণে সাজানো মেঘ
স্তরে স্তরে আকাশের গায়,
অবিরত বারি ঝরে,
পথ ঘাট সব ভেসে যায়,
গৃহহারা ভিক্ষিতেছে,
দেখে প্রাণে দয়া আসে যাঁর,
চরণ কমলে তাঁর
শত কোটি প্রণাম আমার।

পৌষ মাসে ঘরে ঘরে
কাটা ধান রাখিছে তুলিয়া,
ম্লানমুখে উপবাসী
সেই দিকে রয়েছে চাহিয়া।
যিনি বুঝিবেন মনে
কত ব্যথা মরমে তাহার,
চরণ কমলে তাঁর
শত কোটি প্রণাম আমার।

অতীতের স্মৃতিগুলি
যতনে হৃদয়ে ধরিয়া,
অভাগা পুত্রের তরে
অশ্রুজলে ভাসিয়া অনিয়া।
তখন আসিয়া যিনি
মুছাইয়া দেন অশ্রুধার,
চরণ-কমলে তাঁর
শত কোটি প্রণাম আমার।

শ্রীমতী তারকলতা দেবী।

---

# বড়র বিপদ্।

বড় গাছে ঝড় লাগে কেন্তে যায় ডাল,
ছোটর নাহিক ভয় নাহিক জঞ্জাল;
চাষেরে গ্রাসয়ে রাহু তারাদলে নয়,
কাটিতে সোণার কণ্ঠ পিতলে কি ভয়?
সরোবরে চাষ কেলে রোহিতের তরে,
পুঁটির কি ভয় তায়—তাহে নাহি ধরে;
ব্যাধজালে পক্ষী হত, পতঙ্গে কি ভয়,
শার্দ্দূল শিকারী-ভীত, ছাগশিশু নয়;
তুফানে তরীর ভয়, ডিঙ্গি যায় চলে,
বড়র সদাই ভয় এ মহীমণ্ডলে;
গুরুর সদাই ভয় শিষ্য হিত তরে,
পুত্রের মঙ্গল হেতু পিতা ভেবে মরে;
রাজার নাহিক নিদ্রা নিশা কেটে যায়;
প্রজার কি ভয় তায় নিশ্চিন্ত নিদ্রায়?
বড়র বিপদ্ তাই সদা ধরাতলে।
ছোটর নাহিক ভয় সুখে যায় চলে।

শ্রীকুসুমমোহন ঘোষ।

Reg. No. C. 134

৫৮ কল্প

# বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা

ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিতা

চৈত্র ১৩২৭—এপ্রেল, ১৯২১।

## সূচী


| | | |
|---|---|---|
| ১। | ভজন ( স্বরলিপিসহ ) শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল | ৩২৯ |
| ২। | শ্রীকৃষ্ণ-নাটোর কবিত্ব শ্রীযুক্ত— | ৩৩০ |
| ৩। | লিপি ( কবিতা ) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় | ৩৩৭ |
| ৪। | নীলার শিক্ষা (উপন্যাস) শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী, | ৩৩৭ |
| ৫। | আনন্দ বাউল (গান) শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল | ৩৩৪ |
| ৬। | ভিক্ষা (গল্প) শ্রীযুক্ত— | ৩৩৫ |
| ৭। | আহাজ-ডুবি (উপন্যাস) শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র | ৩৩৮ |
| ৮। | ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বিংহারী ঘোষ | ৩৫৩ |
| ৯। | সংবাদ | ৩৫৭ |
| ১০। | বর্ষবিদায় | ৩৫৯ |
| ১১। | ১৩২৭ সনের বর্ণানুক্রমিক সূচী | ৩৬০ |


৫৩ নং বাবাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, করুণা প্রেসে শ্রীমন্মথনাথ সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৷০ ( চারি আনা ) মাত্র।

সর্ব্বদেশের বিখ্যাত গল্প-যৌবক।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবীর নূতন গল্পের বই—

১। অদৃষ্টলিপি। ইহাতে অদৃষ্ট-লিপি নামে ছোটখাটো উপন্যাস এবং আর কয়েকটী ছোট গল্প আছে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সুন্দর নিপুণ চিত্রাবলী। মূল্য ॥৹। ২। ফুলদানী। অনেকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি নানাভাবের, নানা রসের, বিচিত্র চিত্রের। মূল্য ॥৹। ৩। শতদল। ভগবদ্-বিষয়ক একশত কবিতা, তত্ত্ববোধিনী ও পরিচারিকায় প্রশংসিত; মূল্য ॥৹। ৪। কাহিনী বা মুক্তাহার—গল্পের পুস্তক। ৫। অশোকা—কবিতা-পুস্তক। ৬। হাসি ও অশ্রু, কবিতা-পুস্তক। প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিসিং হাউস্ ও মেডিক্যাল লাইব্রেরী, যথাক্রমে ২২ নং ও ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

BHARAT DHARMA MAHAMANDAL

The All-India Hindu-Socio-Religious Association

*General President* H. H the Maharaja of Darbhanga, *G. C. I. E.*

Fees for General Members Rs. 2 a year.

Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Benevolent Fund; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English),—a High Class Monthly *free*; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications at three-fourth price.

PROSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE

The General Secretary: Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Cantt.

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

প্রবীণ অধ্যাপক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক-সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C. I. E. মহোদয় বলেন,

"শ্রীযুক্তবাবু মধুরানাথ মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। বৈদ্যকে ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের জামাতা। ইহার চিকিৎসায় সেন যশ আছে। ইনি বাঙ্গলার কবিরাজী সমক্ষে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহোদয় বলেন,

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয় আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আমার নিজ ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি যে সকল ঔষধ-ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সফল পাইয়াছি। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিবেন, আমি অন্তরে সুখী হইব।"

কবিরাজ শ্রীমধুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি,

৯৮ বোসপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

# মণ্ডল ফ্লুট।

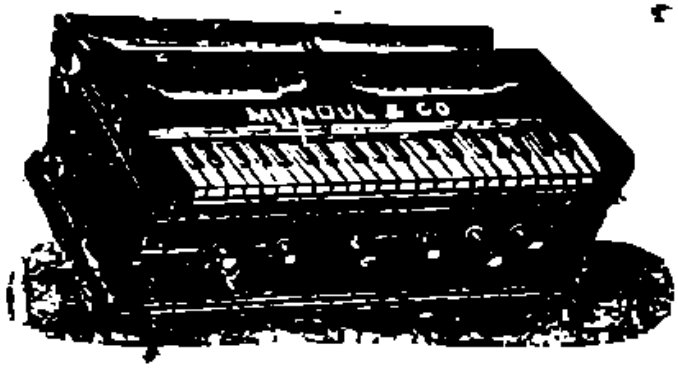


দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজা, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতির দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত— দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু প্রচলিত মন্মোহনকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারেণ্টি সহ বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অষ্টেভ ৩ টোন ৩৫৲, ঐ সক্ষ কাজ করা ৪০৲ টাকা। ঐ দুই সেট রীড্ ৪ টোন ৬০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং— নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

## শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত।

সেখ আন্দু—১৷৷০ ( উপন্যাস। )

নমিতা—২৲ ( উপন্যাস। )

আড়াই চাল—১৷৷০ (উপন্যাস ও ছোটগল্প-সমষ্টি)

মিষ্টি সরবৎ—১৷৷০ ( উপন্যাস। )

২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের নিকট প্রাপ্তব্য।

জন্ম অপরাধী—১৷৷০ ( উপন্যাস। )

মঙ্গল মঠ ( যন্ত্রস্থ ) (উপন্যাস।)

কর্ণওয়ালিশ বিল্ডিংস্, কলিকাতা—
[illegible] এণ্ড সন্সের নিকট প্রাপ্তব্য।

# আমাদের জীবন-দশা

অর্থাৎ

আমাদের অধঃপতনের মূল-কারণ, ইন্দ্রিয়-সংযম না করিবার পরিণাম, বসবাসের অবস্থা, অসঙ্গত ভোজন-পদ্ধতি, মনঃ-সংযমের উপকারিতা এবং আমাদের এই দুরবস্থা কবে উপনীত হইবে ইত্যাদির বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরণ করা হয়।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

# লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস্ লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, ষ্টিথস্কোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী-কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে; —মূল্য ৸৹ —হোমিওপ্যাথি শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত।

দ্রষ্টব্য আছে।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 692. April, 1921.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

| | | |
|---|---|---|
| ৫৮ বর্ষ। ৬৯২ সংখ্যা। | চৈত্র, ১৩২৭। এপ্রেল, ১৯২১। | ১২শ কল্প। ১ম ভাগ। |


## ভজন।

রাগ ভৈরব—তেতালা।

ভোরের আলোর সাথে আমি
গাব তোমার গান,
ভোরের পাখীর সাথে আমি
তুলবো বীণায় তান!

ভোরের ফুলের সাথে আমি
গাঁথ্‌বো মালা হৃদয়-স্বামী,
আঁখি-ঝরা শিশির-সজল
করবো মালা দান!

ভোরের বেলা আকাশ-পানে
ডাক্‌বো তোমায় কাতর প্রাণে
বাতাস দিবে খবর এনে,
বল্‌বে তোমার নাম॥

কথা ও স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| II | ০ গা গা -গা -গা | ১ ঋা -া সা -সা | ২ ন্‌া সা -া -া | ৩ দা -া পা -া ‖ |
| | ভো রে র্‌ | আ • লো র্‌ | সা থে • • | আ • মি • |
| I | ০ সা সমা -া ‖ | ১ পা -া মা -া | ২ গা -া ঋা -া | ৩ গমপা -মগমা -া -মা ‖ |
| | গা ব • • | তো • মার্‌ • | গা • | ন |
| I | ০ মা মদা -া দা | ১ দা -া দা -া | ২ পা পা দা ‖ | ৩ ‖ মা ‖ ‖ |
| | | ঋণ | | -া |

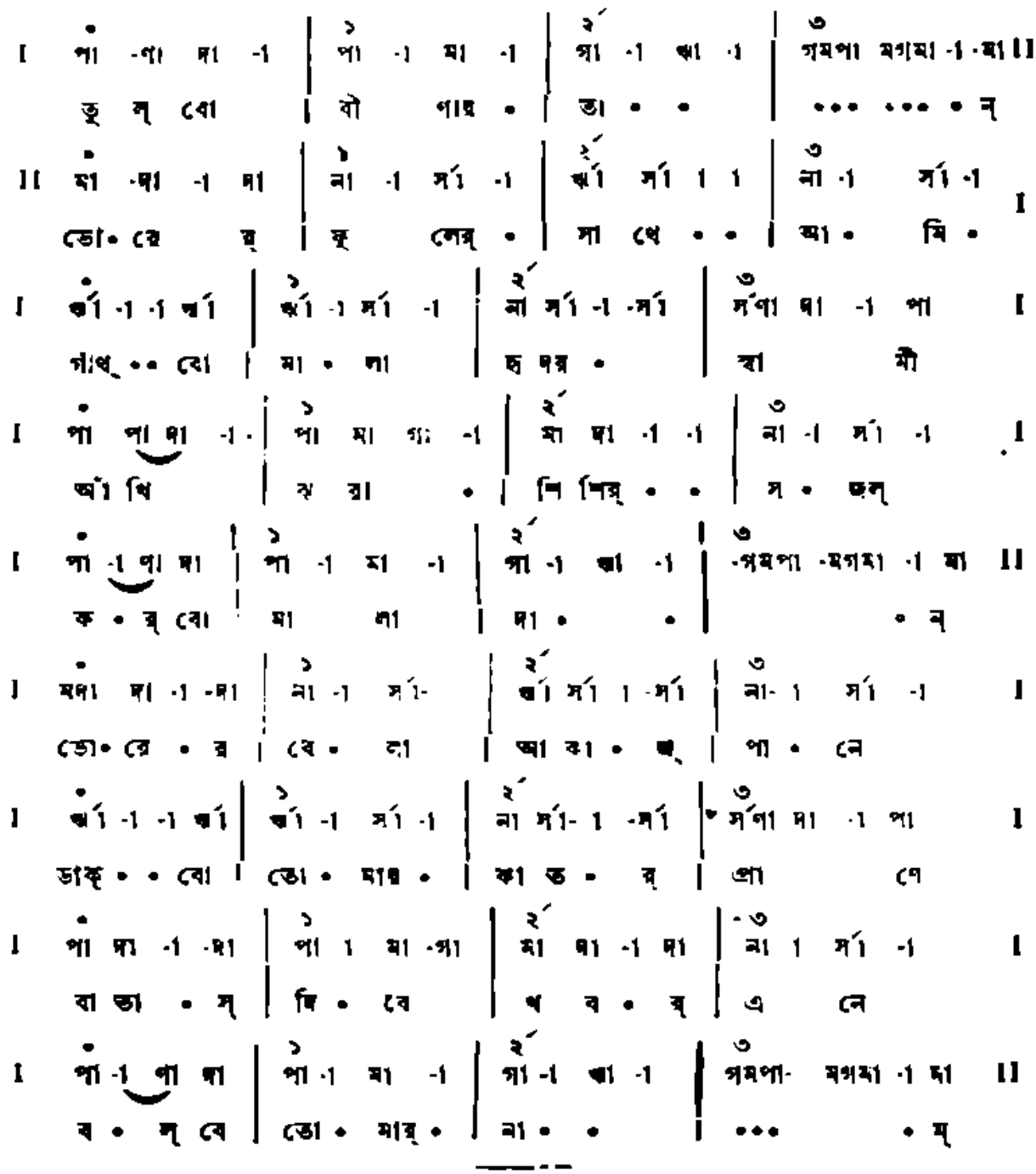


# গ্রীক্-নাট্যের অভিনয়।

গ্রীকের ধর্ম্মে এবং গ্রীকের জীবনে কেবল সৌন্দর্য্যের উপাসনা, কেবল মানবত্বের আরাধন। বিশ্বকে গ্রীসবাসী অসীম সুন্দরের অভিব্যক্তি বলিয়া জানিত; পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সে এক দিব্যশৃঙ্খলার সমবয় দেখিত। প্রকৃতিকে সে মানুষ হইতে পৃথক্ বলিয়া ভাবিত

না; প্রকৃতির অস্তিত্বে নিজের অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিয়া প্রকৃতিকে আপনার করিয়া লইত। নদী ও পর্ব্বত, মেঘ ও নক্ষত্র—সকলের মধ্যেই সে নিজের অন্তর্মূর্ত্তি প্রতিফলিত দেখিত। নিজ-হৃদয়ের অস্ফুট কাহিনী দিয়া নিসর্গ-সুন্দরীকে সে এক অপরূপ শোভায় বিভূষিত করিত। গ্রীসের অধিবাসী নিখিলের নিরর্থক পৌত্তলিকতার ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল; তাহারা মানুষের জীবন, মানুষের ক্ষমতা এবং মানুষের সৌকুমার্য্যকেই পূজা করিত। মানুষকে তাহারা কেবলমাত্র পাশববৃত্তির সমষ্টি বলিয়া জানিত না; মানুষী শোভার মধ্যে কোন বাগ্রলালসার চিহ্ন দেখিত না; সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে স্নিগ্ধ কমনীয়তা আছে, যে তেজোময়, দীপ্তিময়, অজ্ঞেয়, অকথিত, রহস্যময় মাধুর্য্য আছে, তাহাই তাহারা প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিত, তাহাই তাহারা দিবারাত্র আরাধনা করিত; বাহ্যের কুহকিনী শক্তিকে অতিক্রম করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত দেবতাকে পূজা করিত। সীমার মধ্যে তাহারা অসীমকে দেখিত না; সীমার পারদিকে লঙ্ঘন করিয়া এক অনন্ত সুন্দরের সন্ধান লইত; প্রস্তরনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তিকে শুধু প্রাণহীন জড়পদার্থ বলিত না; তাহার মধ্যে এক চিরন্তনী সত্তার অনুভব করিত। দেবরাজ জিয়ুসের (Jeus) মূর্ত্তি সেই অসীমের মূর্ত্তি; সূর্য্যদেব অ্যাপোলোর (Apollo) মূর্ত্তি সেই অসীমের মূর্ত্তি; সুরাদেবতা ডায়োনিসসের (Dionysus) মূর্ত্তি সেই অসীমের মূর্ত্তি। সকলেই তাহাদের কাছে এক অনন্তের ছায়া। জীবনে মরণে তাহারা সেই ছায়ারই অনুসরণ করিত। কাব্য কিংবা শিল্পে তাহারা কেবল সেই অজ্ঞাত সত্যকেই অন্বেষণ করিত। তাই গ্রীকের নাট্য ও গ্রীকের শিল্প লইয়া সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ আজ এত গৌরবান্বিত। তাই প্রাচীন গ্রীকের নাম শুনিলে, স্বতঃই হৃদয় স্পন্দিত হয়; তাই গ্রীকনাট্যের কথা শুনিলে প্রাণের ভিতর কি এক সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে।

২। প্রাচীন গ্রীকদের মত ধর্ম্মপ্রাণ জাতি, বোধ হয়, বর্ত্তমান সভ্যজগতে মিলিবে না। বিশেষতঃ, তাহাদের নাট্যের সহিত তাহাদের ধর্ম্মের যে কি নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল, তাহা আধুনিক জড়বাদীর পক্ষে কল্পনা করাই সুকঠিন। গ্রীক্‌নাট্যের উৎপত্তিও দেবার্চ্চনায়, নিবৃত্তিও দেবার্চ্চনায়। দেবতাকে প্রসন্ন করিবার জন্যই তাহারা নাটকের সৃষ্টি করিয়াছিল; দেবতার প্রীতিবিধানের জন্যই তাহারা অভিনয় করিত। ডায়োনিসসের পূজাকে অবলম্বন করিয়াই নাটকের আবির্ভাব হইয়াছিল; ডায়োনিসসের পূজাকে অবলম্বন করিয়াই সে বাঁচিয়া ছিল। ধর্ম্মপ্রাণ গ্রীক অভিনয়কে ধর্ম্ম হইতে দূরে নিঃক্ষেপ করে নাই; অভিনয়কে ধর্ম্মের নূতন মূর্ত্তিমাত্র বলিয়া জানিত। তাই গ্রীকের নাট্যশালায় কখন দ্বন্দ্বকোলাহল হইত না; তাই নাট্যশালার ভিতরে কেহ বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত করিলে, তাহাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইত।

৩। ধর্ম্মের সহিত নাট্যের এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল বলিয়া, অভিনয়ের যাবতীয় বন্দোবস্ত শাসন-কর্ত্তৃপক্ষকে করিতে হইত। প্রজার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল যদি শাসনের উদ্দেশ্য হয়, তবে একাধারে যাহা, ধর্ম্ম, কাব্য এবং কলা, এই তিনটীকেই সরল করিয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত করে, সে-সম্বন্ধে যে শাসনকর্ত্তা

সঙ্গে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সেইজন্য অভিনয়-প্রদর্শন কিংবা নাটক-নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে সমস্ত বন্দোবস্ত দেশের কর্ত্তৃপক্ষকে করিতে হইত। কিন্তু অভিনয়ের জন্য যাহা কিছু ব্যয়ের আবশ্যক হইত, তাহা সরকার নিজে বহন করিত না; গ্রীক্‌দের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত ধনী এবং সম্ভ্রান্ত, তাহাদেরই একজন স্বেচ্ছায় সে-ভার বহন করিতেন। ইচ্ছা করিয়া গ্রীকেরা কেন যে এরূপ অর্থব্যয় করিতে চাহিত, তাহা আমাদের নিকট বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু কাব্য ও কলাকে তাহারা অর্থ হইতেও উচ্চ আসন দিতে জানিত। সুতরাং এরূপ সদুদ্দেশ্যে অর্থব্যয় করিবার জন্য তাহারা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিত।

৪। যখন অভিনয়ের সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়া যাইত, তখন নিয়মিত দিনে এবং নিয়মিত সময়ে ডায়োনিসসের শোভাযাত্রা বাহির হইত। পরদিন সুরাদেবের সম্মুখে নানারূপ নৃত্যগীত চলিত; পরে তিন চারি দিন, বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত নাটকের অভিনয় হইত। যখনই গ্রীসে ডায়োনিসসের পূজা হইত, তখনই এইভাবে নাট্যাদি চলিত। ই উৎসব সচরাচর গ্রীসের প্রধাননগরী ন্দই হইত; তবে কখন কখন অন্যান্য ও গ্রামাঞ্চলে, ঐ সকল নাটকেরই ন হইত।

সাম্বাবৎসরের মধ্যে এথেন্সে কেবল নাট্যাভিনয় হইত। তাহার মধ্যে ঃ সমারোহ-হিসাবে সিটি ডায়ো- ( City Dionysia ) সর্ব্বপ্রধান অধিকার করিয়াছিল, তাহার পরেই লেনিয়া ( Lenaea )। লেনিয়াতে যেমন মিলনান্ত নাটকের প্রাধান্য ছিল, সিটি ডায়োনিসিয়ায় তেমনি বিয়োগান্ত-নাটকের প্রাধান্য ছিল। উভয় প্রকার নাটকই, অবশ্য, ডায়োনিসসের স্তোত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের মধ্যে যে বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা কোন কালেই লুপ্ত হইবার নহে। মিলনান্ত-নাটকে কেবল আহ্লাদের চিত্র, বিয়োগান্ত নাটকে বিষাদের চিত্র। বিয়োগান্ত-নাটকের পর মিলনান্তনাটক, যেন শীতের পর বসন্তের সমাগম। তাই লেনিয়ার হাসি-তামসা বসন্তের অপেক্ষা শীতেই ভাল লাগিত; এবং সেইজন্যই সিটি ডায়োনিসিয়ার বিরাট, গাম্ভীর্য্যময় উৎসব বসন্তকালেই আরও প্রীতিকর বোধ হইত।

৬। যদিও মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত নাটক একই সুরাদেবের একই স্তোত্র হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল, তথাপি উভয়ের উন্নতি অবনতির জন্য দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতি দায়ী। গ্রীকেরা সাধারণতঃ যে তিনটী জাতিতে বিভক্ত, তাহার মধ্যে আয়োনিয়ন ( যবন, Ionion ) জাতিই সমধিক কলানুরাগী ছিল, এবং তাহাদের দ্বারাই শোকান্ত নাট্যের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রহসন কিংবা মিলনান্ত-নাটকের উন্নতি ডোরিয়ানদের ( Dorion ) হস্তেই হইয়াছিল, এবং তাহারাই প্রথমে হাস্যকর স্তোত্রের মধ্যে কথোপকথনের সৃষ্টি করিয়াছিল।

৭। যখন নাটকের আদৌ সৃষ্টি হয় নাই, যখন নাটকের পরিবর্ত্তে কেবল নৃত্যগীতের উৎসব হইত, তখন বিয়োগান্ত নাটকের নাম

ছিল ছাগসঙ্গীত, আর ফিলনাস্ত-নাটকের নাম ছিল গ্রাম্য সঙ্গীত। উভয় সঙ্গীতেরই বিষয় এক; উভয়সঙ্গীতেই দেবচরিত্র বর্ণিত হইত। এই উভয় সঙ্গীতের পূর্ব্বে দেবমূর্ত্তির সম্মুখে ছাগবলি হইত; উভয়সঙ্গীতেরই গায়কপ্রধান, ডায়োনিসসের অনুচর, কিংবা স্বয়ং ডায়োনিসস্ সাজিয়া, অন্যান্য গায়কদের সহিত সুরাদেবের কার্য্যকলাপ-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেন। কিন্তু ছাগসঙ্গীতে দেবতার এক অনিন্দ্যসুন্দর গম্ভীর চিত্র অঙ্কিত হইত; গ্রাম্য সঙ্গীতে সুরাদেবকে একজন প্রফুল্লচিত্ত রসিকপুরুষের মত চিত্রিত করা হইত। ছাগ সঙ্গীতের পরিণতি বিলাপ-গাম্ভীর্য্যে; গ্রাম্যসঙ্গীতের পরিণতি হাস্য-কৌতুকে।

৮। লেনিয়ার উৎসবে কেবল হাসি-তামসা, সিটি ডায়োনিসিয়ার উৎসবে শোক-মালিন্য। লেনিয়ার উৎসব মাঘের দারুণ শীতে; সিটি ডায়োনিসিয়ার উৎসব মধুঋতুর মধুমাসে। লেনিয়ার উৎসব দেখিতে বিদেশ হইতে কেহই আসিত না, একা এথেন্স্‌বাসী নীরবে সে উৎসবকার্য্য সমাধা করিত। সেইজন্য রসিক কবি এরিষ্টোফেনিস্ একবার বলিয়াছিলেন, "এখন আমি যত ইচ্ছা এথেন্সকে গালি দিতে পারি; তাহাতে বিদেশী গ্রীকের কাছে এথেন্সের নিন্দা রটিবে না,—গ্রীসের অন্যান্য জাতির কাছে এথেন্সের সম্ভ্রম কমিয়া যাইবে না।" শীতের পর যখন সমুদ্রের তুফান মন্দীভূত হইত, মলয়ানিলের স্নিগ্ধ হিল্লোলে যাত্রিদের ক্ষুব্ধচিত্ত নম্র ও শান্তভাব ধারণ করিত, তখন সিটি ডায়োনিসিয়ার বিপুল আয়োজন দেখিবার জন্য সমুদ্রবেষ্টিত গ্রীসের চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী দেশ হইতে অসংখ্য লোক আসিয়া জনকোলাহলে এথেন্সকে পূর্ণ করিয়া ফেলিত। তখন করদ-রাজ্য হইতে রাজদূতগণ কর দিতে আসিত, তখন বিদেশ হইতে রাজদূতেরা তাহাদের রাজকীয় কার্য্য করিতে আসিত। কয়েক দিনের জন্য এথেন্স কি এক অভূতপূর্ব্ব পরিষ্কার ভরিয়া উঠিত! গ্রীসের অপর সকল গ্রাম, নগর প্রায় শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অভিনয় দেখিবার জন্য এক এথেন্সের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। সারা গ্রীস্ নিস্তব্ধ নিঝুম! সকলেই উৎসবে গিয়াছে! যাহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ এ-সুখে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহারা বিষণ্ণভাবে কয়টা দিন কাটাইয়া দিতেছে! গ্রীসের তদানীন্তন অবস্থার কথা মনে করিলে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটী ছত্র স্বতঃই মনে পড়িয়া যায়:—

'বর্ষ এখনও হয় নাই শেষ,
এসেছে চৈত্র সন্ধ্যা;
বাতাস হয়েছে উতলা আকুল,
পথ-তরুশাখে ধরেছে মুকুল,
রাজার কাননে ফুটেছে বকুল,
পাকল, রজনীগন্ধা!
অতিদূর হতে আসিছে পবনে
বাঁশীর মদির মন্দ্র।
জনহীন পুরী, পুরবাসী সবে
গেছে মধুবনে ফুল-উৎসবে,
শূন্য নগরী নিরখি' নীরবে
হাসিছে পূর্ণচন্দ্র!'

৯। নাটক যখন সঙ্গীতের আকারে লুক্কায়িত ছিল, তখন নাটক দুইভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগ, সুরাদেবের স্তোত্র; আর একভাগ—এবং সে অতি সামান্য—দেবচরিত্র-সম্বন্ধে গায়কদলের মধ্যে কথোপকথন।

কথোপকথন হইতে নাটকের উৎপত্তি এবং স্তোত্র হইতে কোরাসের (chorus) উৎপত্তি। কোরাস্ বলিতে এখন আমরা যাহা বুঝি, গ্রীক্-নাট্যের কোরাস্ সেরূপ ছিল না। আধুনিক নাটকে যেমন দুইটী অঙ্কের মাঝে ঐক্যতান-বাদন হয়, অথবা অভিনয়ের মধ্যে নৃত্যগীত হয়, গ্রীক্ কোরাস্ বলিতে সেইরূপ একসঙ্গে নৃত্যগীত এবং বংশীবাদন বুঝায়। কোরাস্ গায়কের কার্য্য যেন দর্শকের কার্য্য। তাহার সহিত প্রকৃত অভিনয়ের বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল না; তবে গায়কবৃন্দের সহিত অভিনেতার কথোপকথন চলিতে পারিত, এবং তাহারা রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অভিনয় দেখিত। সাধারণতঃ তাহারা অভিনয়ের প্রথম হইতেই সভাস্থলে উপস্থিত থাকিত, এবং আসিবার সময় গান করিতে করিতে আসিত; কিন্তু কখন কখন অভিনয়ের মধ্যে, কোন গান না করিয়াও আসিত। মাইসিনিরাজ আগামেম্‌নের দুহিতা ইলেক্ট্রা যখন তাহার মাতার অসদ্ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন, তখন ইলেক্ট্রার সখীবৃন্দ কোন গান না করিয়াই আবির্ভূত হইয়াছিল।

১০। গায়কবৃন্দ যেন দর্শকমণ্ডলীর প্রতিনিধি, এইভাবে কথা বলিত ও গান করিত। দর্শকের হৃদয় যেমন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দুঃখে বিগলিত হয়, গায়কবৃন্দও তেমনি তাহার সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিত এবং সেইভাবে কথা বলিত। দর্শক যেমন কোন নাটকীয় উপাখ্যানের গূঢ়ার্থ বুঝিতে গেলে তাহার সাধারণ বুদ্ধিতে যাহা বুঝে তাহাই বুঝিত, গায়কবৃন্দও তেমনি সাধারণ মনুষ্যোচিত মতামত প্রকাশ করিয়া ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতকে আরও সরল করিয়া দিত। তাহাতে পূর্ব্ব হইতেই উপাখ্যান-সম্বন্ধে দর্শকের মনে যে ধারণা জন্মিত, তাহা আরও পরিস্ফুট এবং বদ্ধমূল হইয়া যাইত। আধুনিক বিলাতী অভিনয়ে যেমন গাঢ় করুণ রসের পরে নিরর্থক হাস্যরসের অবতারণা করা হয়, গ্রীক্‌দের সূক্ষ্মবোধের নিকটে তাহা কেমন অপ্রীতিকর লাগিত। যে গভীর মূর্চ্ছনায় তাহাদের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিত, তাহাতেই তাহারা একেবারে মত্ত থাকিতে চাহিত। তাই তাহাদের বিচলিত হৃদয়কে গীতিকবিতার মধুর আত্মকাহিনীময় ভাবের দ্বারা শান্ত করিতে তাহারা ভালবাসিত।

১১। গায়কবৃন্দ যে স্থলে আসিয়া দাঁড়াইত, সে স্থলটী দেখিতে বৃত্তাকার। তাহার তিন দিকে দর্শকমণ্ডলীর বসিবার স্থান, একদিকে রঙ্গমঞ্চ। বিখ্যাত পৌরাণিক (classical) অভিধান-প্রণেতা স্যর্ উইলিয়াম স্মিথ্ বলেন, "সম্ভবতঃ রোম্যান আক্রমণের পূর্ব্বে গ্রীসে কোন রঙ্গমঞ্চ ছিল না।" কিন্তু আধুনিক অনুসন্ধানের দ্বারা যাহা প্রমাণ হইয়াছে, তাহাতে এরূপ মত নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। অধ্যাপক হে (Haigh) স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এস্কাইলসের সময়ে কাষ্ঠনির্ম্মিত রঙ্গমঞ্চ ব্যবহৃত হইত। সে রঙ্গমঞ্চের উপরে কোন আবরণ ছিল না, এবং কয়েকখানিমাত্র দৃশ্যপট ছিল। শ্রোতৃবর্গের বসিবার স্থান-সকল পরস্পর এত নিকটে সংলগ্ন থাকিত, যাহাতে অতি অল্পপরিসর স্থানের ভিতরে বহুলোক বসিতে পারিত এবং একটু স্থানও অনর্থক পড়িয়া থাকিত না। নাট্যশালার উপরে কোন

আবরণ ছিল না বলিয়াই এইরূপ ঘন সন্নিবেশ সম্ভব হইত। সম্প্রতি গণিয়া দেখা গিয়াছে, না-কি এথেন্সের নাট্যশালায় প্রায় সপ্তদশ সহস্র (১৭০০০) লোক ধরিতে পারিত। এসিডরস এবং মেগালোপলিসের নাট্যশালাতেও প্রায় অত জন লোক ধরিত।

১২। এই বিশাল জনসঙ্ঘের প্রত্যেকেই কেমন করিয়া গায়ক ও অভিনেতার কথা শুনিতে পাইত, তাহা আমাদের নিকট বড় আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু গ্রীক্‌রা এ-সম্বন্ধে খুব যত্নবান্ ছিল। যে সকল গায়ক ও অভিনেতার কণ্ঠস্বর কিছুমাত্র দুর্ব্বল ছিল, তাহাদিগকে তাহারা অভিনয় করিতে দিত না। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের নাট্যশালা কোন পর্ব্বতের পাদমূলে স্থাপন করিত, এবং পর্ব্বতগাত্রে শ্রোতৃবর্গের বসিবার স্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিত। তৃতীয়তঃ রঙ্গমঞ্চ কাষ্ঠনির্ম্মিত হওয়ায় শব্দপ্রসারের আরও সুবিধা হইত। মহানুভব য়্যালেক্সাণ্ডার যখন বর্ত্তুলৌহের (bronze) দ্বারা একটি রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, তখন অপর-লোকেরা তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, তাহাতে শ্রবণবিষয়ে বিশেষ দোষ ঘটিবে। কেহ কেহ বলেন যে দর্শকদিগের বসিবার স্থানে এক একটী কুলুঙ্গী করিয়া তাহাতে পূজকগণ রাখিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু আজকাল এই মত তত সমীচীন বলিয়া গ্রাহ্য হয় না।

১৩। গ্রীক্ রঙ্গমঞ্চের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার বড় বিলক্ষণ রকমের ছিল। আধুনিক রঙ্গমঞ্চের মত উহা এত প্রশস্ত ছিল না; সুতরাং আধুনিক অভিনয়ের মত উহাতে এত প্রকার দৃশ্যকৌশল দেখান সম্ভব হইত না। সেজন্য রঙ্গমঞ্চের পশ্চাতের প্রাচীরে একখানি দৃশ্য-পট আঁকা থাকিত; তাহাই এখনকার যবনিকার কার্য্য করিত। যখন পর পর কয়েকটি অভিনয় প্রদর্শন করা হইত, তখন যাহাতে প্রত্যেকের পক্ষে প্রযোজ্য হইতে পারে এরূপ একখানি চিত্র অঙ্কিত থাকিত। কিন্তু কিরূপে একখানি দৃশ্যপট কয়েকখানি নাটকের পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়া সম্ভব, তাহা আমাদের পক্ষে সহসা বুঝিতে পারা দুষ্কর। প্রকৃতপক্ষে ইহার কারণ ছিল এই যে, গ্রীক কবি সাধারণতঃ একটী মূল ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া একসঙ্গে তিন চারিখানি নাটক লিখিতেন, এবং যদিও এই প্রথা দিন দিন লোপ পাইতেছিল, তথাপি গ্রীক্‌দের কয়েক-খানি নাটক একত্র তুলনা করিলে সহজেই তাহাদের ভিতর একটী মূলসূত্র ধরিতে পারা যাইত। এস্কাইলসের "ওরেষ্টিয়া (Oresteia) কথা মনে করিলে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। "ওরেষ্টিয়া" তিন ভাগে বিভক্ত;—"য়্যাগা-মেম্‌নে" (Agamemnon) যুদ্ধপ্রত্যাগত বীরের পত্নীকর্ত্তৃক নৃশংসহত্যা; "কিয়রফি"তে (Cheophori) পুত্রের দ্বারা পতিঘাতিনীর উপর প্রতিশোধ; "ইউমিনাইডিসে" মাতৃহত্যার অনুশোচনা। তদ্ভিন্ন, এমনও অনেক নাটক ছিল, যাহা ভিন্ন ভিন্ন কবির রচিত হইলেও, একটী মূলসূত্রকে অবলম্বন করিয়া লিখিত হইত।

১৪। গ্রীক্ অভিনয়ে দৃশ্যও যেমন অল্প ছিল, নট-নটীর সংখ্যাও তেমন অল্প ছিল। গ্রীকনাটকে সচরাচর একসঙ্গে তিনজনের অধিক অভিনেতার আবির্ভাব হইত না। তাহাতে অভিনয় কখন কখন অপরূপ হইয়া পড়িত

ইউরাইপিডিসের "ওরেষ্টিসে" যখন রাজ-প্রাসাদের উপর ওরেষ্টিস্ হার্মিয়োনিকে * মারিয়া ফেলিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছিল আর ওরেষ্টিসের বন্ধু পাইলেডিস্ তাহার পাশে দাঁড়াইয়াছিল, তখন হার্মিয়োনির পিতা মেনেলিয়সের করুণ ক্রন্দনেও পাইলেডিস্ উত্তর দেয় নাই; তখন পাইলেডিসের হইয়া ওরেষ্টিস্ উত্তর দিয়াছিল। পাইলেডিসের এই নির্ব্বাগ্-ভাব নিতান্তই বিসদৃশ, নিতান্ত অস্বাভাবিক। কিন্তু তথাপি ইহাতে কয়েকটি বিশেষ সুবিধা ছিল। প্রথমতঃ, আধুনিক অভিনয়ের মত কোন বিমিশ্র কথোপকথনের অবসর না থাকায়, নাটকীয় অংশ অতীব সরল হইয়া যাইত; এবং দশজনের কার্য্য একজনের দ্বারা সম্পন্ন হওয়ায়, অভিনয়ের আবেগপূর্ণ গতি কখন মন্দীভূত হইতে পারিত না। সে-জন্য দর্শকের পক্ষে সঙ্গীত কিংবা কথোপকথনের মর্ম্ম অনুধাবন করা খুব সহজ হইয়া পড়িত। দ্বিতীয়তঃ তিনজন মাত্র সুনিপুণ ও সুকণ্ঠ অভিনেতা অতি অল্প আয়াসেই পাওয়া যাইতে পারিত বলিয়া, অভিনয় প্রায়ই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত; এখনকার মত নাটোর সফলতা গৌণ-চরিত্রের অভিনয়ের উপর নির্ভর করিত না।

১৫। কিন্তু কেবল এই তিনটী মুখ্য অভিনেতা ব্যতীত, প্রায়ই দু'একটী অতিরিক্ত অভিনেতার প্রয়োজন হইত। অবশ্য তাহারা কয়েকটী কথা বলিয়াই নিষ্কৃতি পাইত, অথবা হয়ত মোটেই তাহাদের কিছু বলিতে হইত না। কারণ, যখন প্রধান নটেরা পূর্ব্ব হইতে অভিনয়ে ব্যাপৃত থাকিত, কিংবা বালক-বালিকা-বেশে অভিনয় করার আবশ্যক হইত, তখনই এরূপ নির্ব্বাক্ বা অল্পভূমিক অভিনেতার আবির্ভাব হইত। ইউরাইপিডিস্ কিংবা সফক্লিসের 'ইলেক্ট্রা' পাইলেডিস্-চরিত্র একবারে মূক; "ইডিপস্ কলোনিয়সে"র একটী দৃশ্যে পিতৃরাজ ইডিপস্-কন্যা ইস্‌মিনি নিঃশব্দ;—কারণ, এতক্ষণ যে নট ঐ চরিত্রের অভিনয় করিয়া আসিতেছিল, সে এখন অন্যরূপ অভিনয়ে ব্যস্ত ছিল। "ওরেষ্টিসে"র শেষ দৃশ্যে আধুনিক নাটকের মত যাবতীয় চরিত্রের সমাবেশ আছে বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে ইলেক্ট্রা, পাইলেডিস্, হেলেন এবং হার্ম্মিয়োনি সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। এইরূপ মূক অভিনেতা নিয়োগের সুবর্ণ সুযোগ আসিত, যখন সন্তান এবং মাতাপিতার মধ্যে কারুণাপূর্ণ দৃশ্যের অবতারণা হইত।

ইউরাইপিডিসের "মিডিয়ায়" (Medea) উহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। মিডিয়া তাহার স্বামীর জন্য জাতিকুলমান বিসর্জ্জন করিয়াছে, স্বামীর উদ্দেশসিদ্ধি এবং গৌরব বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে, আপনার ভাইকে হত্যা করিয়া স্বামীর প্রাণ বাঁচাইয়াছে, কিন্তু সেই স্বামী কোন [illegible], আজ পত্নীর

* যে মোহিনী রমণীর সৌন্দর্য্য অনলে সমগ্র ট্রয়নগর ভস্মে পরিণত হইয়াছিল, সেই লোকললামভূতা স্পার্টারাণী হেলেনের একমাত্র কন্যা রূপবতী হার্ম্মিয়োনি। তাহার পিতা মেনেলেয়স্ মাইসিনিরাজপুত্র ওরেষ্টিসের সহিত তাহার বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করেন। ওরেষ্টিসের পিতা মেনেলেয়সের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; তাহার মাতা হেলেনের সহোদরা ভগ্নী। কিন্তু তথাপি এ-সঙ্কল্প প্রথমে ব্যর্থ হইয়াছিল। ট্রয়ের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া মেনেলেয়স্ প্রসিদ্ধ গ্রীকবীর অ্যাকিলিসের পুত্র নিয়প্‌টলেমসের সহিত হার্ম্মিয়োনির বিবাহ দিলেন। তখন বৃদ্ধ ওরেষ্টিস নিয়প্‌টলেমসকে হত্যা করিয়া [illegible]

একান্ত অনুরোধ অবজ্ঞা করিয়া,তাহার নিঃস্বার্থ পতি-প্রেমকে তুচ্ছ করিয়া,রূপের কুহকে ভুলিয়া অপর রমণীকে বিবাহ করিতে চলিয়াছে। ক্রোধে দুঃখে মিতিয়া তাহার অকৃতজ্ঞ, অপ্রেমিক স্বামীর শেষ চিহ্ন দুইটিকে বিনষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। কিন্তু তাহার শিশুপুত্রদ্বয়ের নির্দ্দোষ, সরল মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার উত্তেজিত হৃদয় আর্দ্র হইয়া গিয়াছে; মুহ্যমান ও বিহ্বলচিত্তে সে কত অনুশোচনা প্রকাশ করিতেছে। এমন মধুর মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্যে যদি দুইটি মূক বালক-চরিত্রের আবির্ভাব না হইত-তাহা হইলে সে দৃশ্য যে একবারে বিফলাঙ্গ হইয়া থাকিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

---

# লিপি।

আপনা ভুলিতে নারি সময়
আপনে এমন হারায়েছি
চিত্ত-বিহারী মধু-মলয়
দীর্ঘ-নিশাসে তাড়ায়েছি!
না আসে কবিতা উষার সাথে
কিংবা মধুর চন্দ্র-রাতে,
হেলিয়া তাহার ভ্রূকুটিপাতে
নীরস গগনে দাঁড়ায়েছি!

প্রভাত হইতে দিনের শেষ
খাটিব, কখনো বলিব না—
'এস হে কোথা সুখনিমেষ!'
শ্রমেতে মরম ছুঁইব না!
জীবন শুধু ত আগুন, যাগে—
কেবলি শোণিত-আহুতি মাগে!
ঢালিব রক্ত যতটা লাগে!
আপনি আগুন বাড়ায়েছি!

শ্রীসুখেন্দুনাথ চট্টোপাধ্যায়।

---

# লীনার শিক্ষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৫)

রাত্রি সাড়ে বারোটা পর্য্যন্ত অনেক রকমে চেষ্টা করিয়া কিছুতে লীনাকে ঘুম পাড়াইতে না পারিয়া পার্সন শেষে মাদক-ঘটিত-ঔষধ-প্রয়োগে লীনাকে নিদ্রিত করিলেন। তারপর আয়ার সতর্ক পাহারায় উহাকে রাখিয়া ধীরে বাহিরে আসিয়া, তিনি নিজের কুটীরে ফিরিলেন।

প্রার্থনা সারিয়া, শয়ন করিয়া পার্সন লীনার কথাই ভাবিতে লাগিলেন। লীনার সেই যন্ত্রণা কাতর, ক্ষুব্ধ শূন্য দৃষ্টি ও অসাড়

নির্জ্জীব মুখের চেহারাটা যত বার পার্সনের মনে পড়িতে লাগিল, পার্সন তত বারই সনিঃশ্বাসে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলেন। এ কি সবই ভাগ্যের খেলা?.....সবই ভগবানের ইচ্ছা?.....হইতে পারে! শক্তিশালী দাস্তিকদের উদ্দাম-উচ্ছৃঙ্খল দুর্ব্বুদ্ধির অত্যাচার,—যাহা অপর সাধারণ মানুষের বিবেকে তীব্র-আঘাত দান করে, ন্যায়বুদ্ধিকে প্রতিকার-স্পৃহায় উগ্র-ভাবে উত্তেজিত করিয়া তোলে,—যাহাতে মানুষ দৃপ্ত-অত্যাচারকে ন্যায়ের শাসনে শৃঙ্খলিত, সংযত করিয়া, একের স্বেচ্ছাচার স্পর্দ্ধা খর্ব্ব করিয়া দশের মঙ্গল-সাধনে সচেষ্ট হইয়া ওঠে,—মানুষের সেই জাগ্রত বুদ্ধি, জাগ্রৎ বিবেককে ভগবানের ইচ্ছার দোহাই দিয়া ঘুম পড়ানি মন্ত্রে ঘুম পড়াইয়া নিশ্চিন্ত সুস্থই হওয়া যাক্!—'সবই ভাগ্যের খেলা।—' এবং তার উপর আর একটু পরিষ্কার সাফাইয়ের রসনা লাগাইয়া দেওয়া হোক, যে, 'মানুষের জন্ম-মৃত্যুর উপর যেমন মানুষের কোন হাত নাই, তেমনি জীবন্ত মানুষের জীবনে, স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে অনুষ্ঠিত কোন সৎকার্য্য মন্দকার্য্য, সুচিন্তা কুচিন্তা, সুবাক্য কুবাক্য,—কাহার উপরই মানুষের কোন নীতিধর্ম্ম-মূলক ইচ্ছাশক্তির কোন প্রভাব চলে না, সবই পৃথিবীতে 'ভাগ্যবশে' চলিতেছে!... এমন কি পিকক্-নামক মানুষটির একান্ত যথেচ্ছ ও নিতান্ত প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে, শিশু-পুত্র যখন মায়ের বুকছাড়া হইয়া, স্নেহ-বিরহী মার প্রাণকে পীড়িত করে,—তার পর প্রাণসঙ্কট রোগে মুমূর্ষু অবস্থায়,—পিতামাতার দ্বারা পরিত্যক্ত দুর্ভাগা অসহায়ের মত মরিতে বসে,—আর দূরের ব্যবধানে আটক থাকিয়া তার ক্ষম-দুর্ব্বল মা যখন সেই খবর পাইয়া সাংঘাতিক যন্ত্রণায় জীবন্মৃত হইয়া পড়ে, তখন পিকক সে দুঃখের ঝঞ্ঝাট এড়াইয়া গণিকালয়ে সুরা ও সুন্দরী লইয়া স্বর্গসুখ-ভোগটা যে অবাধে করিতে পারেন,—সেটাও 'ভাগ্য বশে' প্রাপ্ত সৌভাগ্য-যোগ ছাড়া আর কি হইতে পারে? স্ত্রীর ভাগ্যে নাই, কাযেই সে স্বর্গসুখ। ভোগের অধিকারে বঞ্চিতা, আর পুত্রের ভাগ্যে নাই, কাযেই সে পিতার কাছে স্নেহও পাইল না, মায়ের স্নেহ পাইলে কি হয়, ভোগ করিবার সুযোগ ঘটিল না!—এর জন্য পিকক্ দায়ী নয়, দায়ী ঐ দুর্ভাগাদের দুর্ভাগ্য! পিককের কু-ইচ্ছার আধিপত্য বলিয়া, উচ্ছৃঙ্খলতা, অসংযম, অবিবেচনা, অত্যাচার বলিয়া কোন অভিযোগ ইহার মাঝে টিকিতে পারে না.—প্রমাণ 'ভাগ্য!'

পার্সনের আসন্ন তন্দ্রাটা হঠাৎ ধনুক-ছাড়া তীরের মত সবেগে ধাক্কা খাইয়া ছুটিয়া পলাইল! উত্তেজিতভাবে পার্সন উঠিয়া বসিলেন,—সবই ভাগ্য? মিথ্যাকথা!—সম্পূর্ণ মিথ্যা! মানুষ দুঃখ পায়, ভাগ্যের দোষে নয়, নিজের মূর্খতার দোষে! সাধারণ দুরাচোর পরকে ঠকায়, কিন্তু অন্ধ অদৃষ্টবাদী দল নিজকে ঠকাইয়া, নিজের সর্ব্বনাশ করে! লীনা যদি এতটা ভালমানুষী দেখাইবার লোভ না রাখিত, তবে কখনই পিককের এতটা বদ্‌মাইসি করিবার সাহস হইত না! অত্যাচারীর কখনো ছলের অভাব হয় না, সে তো সর্ব্বজন-বিদিত সত্য! কিন্তু হতভাগ্য অত্যাচার-পীড়িতের দল, যতই নিরীহ মেষের মত মাথা হেঁট করিয়া সবিনয়ে সুযুক্তির দোহাই দিয়া, যতই চোখের জল খরচ করুক,

কি ফল পাইবে তারা? ঐ যেমন সুফল পাইতেছে হতভাগিনী লীনাটা! —

আকস্মাৎ তপ্তোত্থিত উষ্ণ মস্তিষ্কের মধ্যে তেজস্বী চিন্তাস্রোত বিদ্যুদ্বেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল! পার্সন সজোরে মাথা ঝাড়া দিয়া প্রবল মনোবেগ সংযত করিলেন। না, আজ রাত্রে মাথা গরম করিয়া ঘুম নষ্ট করিলে, কাল নিজের শরীর-মন লইয়া তুরন্ত খাটুনীর ধাক্কা সাম্‌লানো যাইবে না। শিককের উপর যতই রাগ করা যাক্, লীনার তাতে কোন সাহায্যই হইবে না, সেটা মনে রাখা চাই অবশ্যই।

মশারী খুলিয়া পার্সন বাহিরে আসিয়া ঘাড় ও কপাল ধুইয়া ফেলিলেন। বাকেটের উপর হইতে এলার্মিং ঘড়ি পাড়িয়া ভোরে সাড়ে চারটার ঘুম ভাঙাইবার জন্য দম লাগাইয়া দিয়া, তাহা শয্যা শিয়রে রাখিয়া দিলেন। তারপর শান্তভাবে ঘরের মেঝেতে বার-কতক পায়চারি করিয়া, মাথাটা ঠাণ্ডা করিয়া শুইয়া পড়িলেন, এবং শীঘ্রই ঘুমাইলেন।

ঘড়ির শব্দে ঠিক সাড়ে চারটায় ঘুম ভাঙিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া পার্সন তাড়াতাড়ি কাজে লাগিলেন। আধ-ঘণ্টার মধ্যে প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া পোষাক-পরিচ্ছদ ঠিক করিয়া নিজের দুই-চারিদিন অনুপস্থিতির জন্য, যাঁহাকে যাহা বলিতে হইবে, দ্রুত-হস্তে তাহা লিখিয়া রাখিয়া, চাকরকে ডাকিয়া যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়া পার্সন বাহির হইলেন।

তখনও ভোরের আলো ভাল করিয়া ফোটে নাই, কাছাকাছি কোন বাড়ীর লোকজন কেহই জাগে নাই। শীতের আমেজ-ভরা ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া ধীরে ধীরে বহিতেছিল গাছে গাছে পাখীগুলি সেই-সবে ঘুম-ভাঙা চোখে চাহিয়া ডানা ঝাড়া দিয়া গান ধরিতে সুরু করিয়াছে। পার্সন চারিদিকে চাহিয়া চলিতে চলিতে ভাবিলেন, এই সুন্দর প্রভাত আজ লীনার জন্য কি দিনই বহিয়া আনিবে, কে জানে!

হাতার ফটকের চাবি মালীটা খুলিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু ফটক তখনও ভেজানো ছিল। পার্সন নিঃশব্দে ফটক টানিয়া একটু ফাঁক করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রথমেই টেলিগ্রাফ-অফিসে গিয়া সংবাদ লইতে হইবে, যদি কোন টেলিগ্রাম আসিয়া থাকে; যদি এতটুকুও সুসংবাদ পাওয়া যায়, তবে লীনাকে সান্ত্বনা দিবার একটা পথ হয় যে!

ফটকের পাশে দেয়ালের গায়ে একটা খাঁজে বাঁ পা তুলিয়া, হাঁটুর উপর কনুইয়ের ভর রাখিয়া, সামনে ঝুঁকিয়া তাহাতে মাথা ধরিয়া একটা লোক স্তব্ধ-নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। ফটক খুলিয়া পার্সন বাহির হইলেন, শব্দটা তার কানে পৌঁছিল কি না বলা যায় না, কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপ করিল না; ঠিক যেমন আড়ষ্ট-নিঝুম ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, তেমনিই দাঁড়াইয়া রহিল।

এত ভাবে-গমনরতা পার্সনের দৃষ্টি লোকটার উপর পড়িতেই হঠাৎ তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন! অজ্ঞাতেই তাঁহার কণ্ঠ হইতে দারুণ বিস্ময়-ভরা সংশয়ের প্রশ্ন ধ্বনিত হইয়া উঠিল,—"মিঃ শিকক্ না কি?"

লোকটা চমকিয়া মাথা তুলিয়া চাহিল।— পার্সন দেখিলেন, শুধু পোষাক-পরিচ্ছদে মাত্র নয়, মুখের গঠন বেশ রঙে এ মানুষটাও শিককের মতই বটে। কিন্তু না—না, সেই

উদ্ধত ধার্ষ্টিক পিককের গর্ব্ব-ভরা উগ্র-দৃষ্টি এ চোখে তো নাই! এ মুখের ভাব……? না এ কখনই নয়! এ মুখ যে পৃথিবীর কোন তীব্র-যন্ত্রণা-নিষ্পীড়িত, একান্ত হতাশ মুহ্যমান মহা-হতভাগ্যের মুখ! এ তো পিকক্ নয়!……এই মর্ম্মান্তিক বেদনা-ব্যথিত বিষাদ করুণ-দৃষ্টি!——ভুল ভুল! এ লোক কখনই পিকক্ হইতে পারেন না! এ ব্যক্তি যে-ই হউক, কিন্তু এ যে মানুষের একান্তই দয়ার পাত্র!

বিস্ময়-বিচলিত পার্সনকে চমৎকৃত করিয়া লোকটা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া টুপি খুলিল। সজোরে নিঃশ্বাস টানিয়া ভয়-বিকল-কণ্ঠে সে বলিল, "মিস্ পার্সন, আপনি! হাঁ ম্যাডাম, আমি আপনাদের পরিচিত পিকক্ই বটে! মাপ করবেন, আপনার পুরো নামটি, পার্সনস্-ই বোধ হচ্ছে, নয়?"

হাঁ তাই বটে! সংক্ষেপে 'পার্সন' বলিয়া ডাকা হইলেও পুরা নামটা তাঁহার 'পার্সনস্'ই বটে! কিন্তু এ কি ভুল! পার্সন যে কিছুতেই তাঁহার পাইতেছেন না, যে, বাস্তবিকই এই লোকটা পিকক্। সে-ই লীনার স্বামী পিকক্! পার্সন অবাক্ হইয়া সেই উন্মাদ বিহ্বল মূর্ত্তিটার পানে চাহিয়া রহিলেন,—সত্যই ইনি পিকক্ তো?

পিকক্ ক্ষণিকের জন্য নীরব রহিলেন; তারপর নিজের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নটার কথা ভুলিয়া গিয়া, দূর দিগন্তের পানে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া নিজমনেই বলিলেন, "পৃথিবীতে একশ্রেণীর কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ আছে, যারা কোন অতি-বড় প্রয়োজনের অনুরোধে,—কোন নাতির কাছে, সত্যের কাছে এতটুকুও মাথা নোয়াইতে চায় না, কিন্তু তাদের একদিন সশব্দেই ঘাড় ভেঙ্গে পড়তে হয়,—এই পৃথিবীর ধুলোয় উপরেই হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়্তে হয়, যেদিন ভগবানের হাত থেকে ন্যায়দণ্ড এসে সোজা তাদের মাথায় পড়ে!—

পিকক্ চোখ নামাইয়া মাটীর দিকে চাহিয়া মুহূর্ত্তের জন্য চুপ করিয়া কি ভাবিলেন; তারপর যন্ত্রণাক্লিষ্টকণ্ঠে ঈষৎ বেগের সহিত বলিলেন, "আছে, আছে! ভগবানের সূক্ষ্ম বিচার বলে একটা জিনিস এ পৃথিবীতে আছেই! বড় বড় চণ্ডাল ক্ষমতাশীল অত্যাচারীই হোক্—সে দণ্ডের কাছে কারুর পরিত্রাণ নাই!"

পার্সন তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাকিলেন, "মিঃ পিকক্,—সুপ্রভাত!"

"সুপ্রভাত!"—বলিয়া পিকক্ অন্যমনস্ক ও বিকলভাবে পার্সনের হাতটা ছুইয়া, আবার পিছু হটিয়া দাঁড়াইলেন। পার্সন মৃদুস্বরে বলিলেন, "কুঠিতে চলুন, রাস্তায় আর কেন?"

অতিশয় সংযত-কঠিন স্বরেই পিকক্ উত্তর দিলেন, "কুঠিতে? না, মাপ করুন। লীনার সামনে—আর নয়।"

পার্সন এতক্ষণের পর এইবার নিজের অক-স্মাৎ বিপর্য্যস্ত বুদ্ধিটাকে সংযত—স্থির করিবার সুযোগ পাইলেন। পিককের মুখের দিকে চাহিয়া শান্তস্বরে বলিলেন, "আপনি এখন কোথা থেকে আসছেন? কর্ম্মস্থান থেকে?" প্রশ্নটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই পার্সনের দৃষ্টিতে তীব্র-ঘৃণা অলক্ষ্যে ফুটিয়া উঠিল!

সবেগে মাথা নাড়িয়া পিকক্ কঠিন কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "না, মোটেই না! লীনাকে অনেক বকমে কাঁদিয়েছি, অনেক ভয়

করবার বুদ্ধি যাচিয়েছি, ভয়ঙ্কর অদ্ভুত অদ্ভুত বুদ্ধি নিয়ে, মনুষ্যত্ব-নাশকর, ঘৃণার্হ-উপায়ে তার ওপর নিষ্ফল আক্রোশ প্রকাশ করতে চেয়েছি! কি ভয়ানক বর্ব্বর হিংসাই তার উপর জেগেছিল, পার্সনস্! তাকে ঠকিয়ে, বঞ্চিত করবার জন্যে' বেচারা

দূর হোক্ সে ভয়ঙ্কর নায়কীর কাহিনী! আর বলতে পারছি নে। নিজের চারিত্র্য-বিশুদ্ধি, মনুষ্যত্ব,—সব, সমস্ত,—সমূলে, ঈর্ষ্যার মূল্যে বেচে খেয়েছি!—আজ ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়ে, নিজের সমস্ত আচরণগুলার হিসাব-নিকাশ করছি। উঃ! কি ঘৃণাময় জীবন আমার! পার্সনস্,—অকপটে মুক্তকণ্ঠে বলছি,—আজ এই মুহূর্ত্তে, নিজেকে গুলী করে মারতে পারলে, আমি বড় শান্তি পেতুম!"

পার্সন অপাঙ্গদৃষ্টিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন; যথাসাধ্য কণ্ঠস্বর সংযত রাখিয়া বলিলেন, "কি পাগলের মত বকছেন আপনি? যত শোক, যত দুঃখ, যত কষ্ট আসুক,—অপদার্থ কাপুরুষ ছাড়া কেউ নিজেকে গুলী করে মেরে,—কর্ত্তব্যকে,—মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্যকে ফাঁকী দিতে চায় না!"

বাধা দিয়া পিকক্ সজোরে বলিলেন, "ওই কথাটা, শুধু ওই কথাটা এখন প্রাণপণ চেষ্টায় মনে রেখে, এই প্রকাণ্ড প্রলোভনটা প্রচণ্ড-বলে দাবিয়ে রেখেছি! কাল বৈকালে মাতৃ-বিয়োগের সুসংবাদ পেয়েছি। মনটা বড় বিগড়ে গিয়েছিল,—বোতল বোতল পান করে, নিজের সমস্ত সংজ্ঞাটা বেশার আঁধারে ডুবিয়ে দিয়ে খানিকটা বেশ ছিলাম। তারপর আজ মহা সুসংবাদ!—আমার পুনর্বিবাহ হয়েছে! এই বুঝি আপনার টেলিগ্রামের উত্তর।

আমিই ওটা সই করে নিয়েছি।—যান্, লীনার বুকে মৃত্যুশেল মেরে চতুর্ভাগিনীর সকল জ্বালা শেষ করে দেন। ভাগ্যবান্, মহাপুরুষ আমি; —জগতে নিজের সুখ অধিকারেই যার আছি, —আমার আজ কাঁদতে বসা সাজে না! এ-ব্যাপারে দুঃখ-প্রকাশের অধিকারটুকু পর্য্যন্ত আমার নাই! মারসির শাস্তিদাতা বুকবিব ছিলাম,—অন্ধ দর্পে শুধু শাসনের বুকবিবানাই করেছি। একবারও ভাবি নি,—ভুলেও ভাবি নি, সে হঠাৎ এমন করে আমার চোখে ধুলো দিয়ে চলে যাবে!—চোখে ধুলো!

পিকক্ হঠাৎ চুপ করিলেন। পার্সন টেলিগ্রাম হাতে করিয়া নিষ্পলক-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। ডাক্তার শেফার্ড জানাইতেছেন রাত্রি সাড়ে বারটার সময় শিশুর মৃত্যু হইয়াছে।"

পার্সনকে চমকাইয়া দিয়া, পিকক্ সহসা দাঁতে দাঁত পিষিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "এই আমার ঠিক বিচার হয়েছে! কে বলে, 'ভগবান্ নাই' পার্সনস্? আসুক সে, আজ আমার যন্ত্রণা-উন্মাদ হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখুক,—চির দিনের নাস্তিক দাগাবাজ, শয়তানী-বুদ্ধির গোলাম, এই পশু-হৃদয়টার মাঝে আজ ভগবানের হাতের চিহ্ন কি জলন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে জেগে গেছে, দেখে যাক্। না, না পার্সনস্, আমি ভুল বলতে এসেছি; না,—লীনাকে বাঁচাবার চেষ্টা আর নয়! দেবতাকে মরে গিয়ে শান্তি পেতে দেওয়াই এবার ঠিক। সেই প্রার্থনাই করুন। লীনা অনেক দুঃখ পেয়েছে, এবার মরে সুখী হোক। বিদায়! মারসির মৃতদেহটা এখনো

আছে। এই সাড়ে ছ'টার ট্রেনেই চল্লুম। লীনাকে বল্‌বেন সব।"

পিকক্ প্রস্থানোদ্যত হইলেন। পার্সন বাধা দিয়া কম্পিতস্বরে বলিলেন, "দাঁড়ান দাঁড়ান,—এ খবর লীনাকে আমরা কি করে দেব? "—পরক্ষণেই নিজের অজ্ঞাতেই পার্সন মূঢ়ের মত বলিয়া ফেলিলেন, "এ অবস্থায় তাকে শান্ত করা, সে কর্ত্তব্য যে আপনার!"

"আমার!"—পিককের ললাটের শিরা গুলা উৎকটবেগে স্ফীত হইয়া উঠিল! উদ্‌ভ্রান্তদৃষ্টিতে চাহিয়া, তার কণ্ঠেউত্তর দিলেন,"মগজের ভেতর আগুন জ্বলে উঠল্ যে! সত্যিই আমায় পাগল করে দিতে চান?—আমি চিরদিন সুস্থ অবস্থায়, পৃথিবীর সকল মানুষকে কৃপার পাত্র ঠাউরে চলেছি. আজ সেই পৃথিবীর চেহারা আমার কাছে আশ্চর্য্য রকমে বদলে গেছে!—আজ আমি আপনাদের কাছে, জগতের প্রত্যেকের কাছে কৃপা-ভিক্ষা চাইছি, কাতর প্রাণে অনুগ্রহ-ভিক্ষা চাইছি,—আমার অনন্ত নরকবাসের অভিশাপ দিতে চান, দেন,—কিন্তু লীনার সামনে আমার মুখ দেখাতে বল্‌বেন্ না! আমি তাকে হাজার রকমে বঞ্চনা করেও তৃপ্ত হতে পারি নি; শেষে তার একমাত্র পুত্রকেও—। প্রাণ ফেটে যাচ্ছে, পার্সনস্, হত্যার পাপ আর কাকে বলে, বলুন দেখি! কি নিয়ে আজ নিজেকে সান্ত্বনা দিই? উঃ ভগবান্—আমার সমস্ত কিছু অবলম্বন আজ ভেঙ্গে চুরমার করে দিলে! এ কি কঠোর দণ্ড!—" পিকক্ হেঁট হইয়া দু'হাতে সজোরে কপাল ঘষিতে লাগিলেন।

চতুরবুদ্ধি পার্সন নিজেকে সংযত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "ছেলের অসুখের খবর পেয়েই লীনা ভেঙ্গে পড়েছে, এ-খবর তাকে এখন কিছুতেই আমরা দিতে পার্‌ব না;—দিলে তাকে বাঁচাতে পার্‌ব না। আপনি যতই বলুন,—কিন্তু ঠিক জানবেন্,—এ দারুণ শোক লীনাকে সহ্য করিয়ে, তাকে সব দুঃখ ভুলিয়ে দিয়ে, বাঁচিয়ে তোলবার ক্ষমতা যদি কারুর থাকে,—তবে সে আপনার ধৈর্য্য, সংযম, আর ঐ একান্ত বঞ্চিত-স্নেহের; যে স্নেহ আজ লীনার জন্যে ব্যাকুল হয়ে,—তাকে পুত্রশোকের দুঃখ থেকে পরিত্রাণ দেবার জন্যে, তার মৃত্যু পর্য্যন্ত কামনা কর্‌তে চায়!—মিঃ পিকক্,—এপৃথিবীতে আমাদের ভুলের ক্ষতিটা যত বৃহৎ-ই হোক, কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্তের পথও একটা আছে;—সে পথ ভগবানের প্রসন্ন-আশীর্ব্বাদে মাহমোজ্জ্বল।

পিকক্ কপালের হাত সরাইয়া বিহ্বল-দৃষ্টিতে একবার পার্সনের দিকে চাহিলেন, তারপর দীন-কণ্ঠে বলিলেন, "জীবনে কারুর কাছে কখনো আশীর্ব্বাদ-ভিক্ষা করি নি,—ভগবানের উদ্দেশেও নয়! কিন্তু আজ আপনার কাছে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা কর্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে।—এই পথের ধূলায় নতজানু হয়ে আপনার কাছে ওই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে নেবার ইচ্ছা হচ্ছে। আপনি কি আমার মূঢ়তা ক্ষমা কর্‌বেন্?"

পার্সন চমৎকৃত হইয়া পিককের বেদনার্ত্ত-করুণ চোখ-দুটির পানে চাহিয়া রহিলেন! মৃত্যু, মৃত্যু!—কে বলে তুমি শুধুই ভীষণ অমঙ্গলময়! ভুল, ভুল! বহু—বহুদিন সঞ্চিত, মহা-মূঢ়তার বুকে প্রলয় ঘটাইতে তোমার চেয়ে সুচতুর কিপ্রকারিতা কার

আছে! শোক, তুমি স্বর্গীয়-ভাব-দ্যোতক মহাশক্তি! তোমার জয় হৌক!

পার্সন চলিয়া গেলেন,—ঘণ্টা-কতক আগে এই মানুষটার গোটা-কতক নির্লজ্জ-মূর্খতা-ব্যঞ্জক কীর্ত্তির নীরব সমালোচনা করিতে গিয়া, তিনি ঐ মানুষটার সমস্ত মনুষ্যত্বটুকুর উপর কতদূর তীব্র ঘৃণা-ক্রোধে অধীর ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন! মানুষের স্বভাবের মধ্যে যে-সকল অসংযম, কু-অভ্যাস একান্তই অপ্রার্থনীয়,—সেগুলা মানুষ নিজের মনুষ্যত্ব-বলে অবহেলায় পদদলিত করিয়া চলুক,—ইহা লক্ষ বার, কোটী বার প্রার্থনীয় হউক, কিন্তু তাই বলিয়া মানুষের কোন একটা দুর্ব্বলতাকেই শুধু বৃহৎ করিয়া দেখা, এবং সেইটাই তাহার সমস্ত মনুষ্যত্বের যথাসর্ব্বস্ব ভাবিয়া, তাহাকে বিচার করিতে যাওয়া,—সেও কত বড় এক-চোখো বিচার!—কতখানি হৃদয়হীন নৃশংসতা!

নিজের নিষ্প্রয়োজিত অবিচার-স্মৃতি বিদ্যুদ্বেগে পার্সনের মনের উপর দিয়া বহিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে পার্সনের স্মৃতিপটে, কে যেন অগস্ত অক্ষরে সূক্ষ্ম-দর্শী মহাজনের মহত্তম উক্তি জাগিয়া দিল,—"To hate a man is to betray humanity"—একটি মানুষকে ঘৃণা করার,—সমস্ত মনুষ্যজাতির প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা—বিদ্রোহিতা—প্রকাশ করা হয়। হায়রে, ঘৃণা-দুষ্ট উষ্ণ মস্তিষ্ক!—পরের দুর্ব্বলতা-বিচারের সময় যদি সে-নীতিটা স্মরণ রাখিতিস্!

পিকক্ দীনকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ চাহিলেন, পার্সনের অনুতপ্ত মন নিজের দৌর্ব্বল্যের ব্যথায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। পার্সনের কণ্ঠ ভেদ করিয়া কান্নার রোল ছুটিয়া আসিতে চাহিল! পার্সন বিদ্যা ভুলিয়া, পিককের দুইহাত ধরিয়া বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,"না; আমায় ও-কথা বলে আমার অনুতাপ বাড়াবেন না।—আমাদের সকল ভাই সকল ভগিনীর অন্তরের অন্তঃস্থলে যিনি অন্তর্য্যামি রূপে বাস করছেন, তাঁর কাছে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করুন্। যে মানুষ মঙ্গলের পথে চল্‌বার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায়, তিনিই সে মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়! আমরা তাঁর কাছেই আশীর্ব্বাদ পাব।"

"আঃ, ধন্যবাদ! আজ এ-সময় আমায় এমন কথা শোনাতে পারে, এমন একটি বন্ধুও আমার ছিল না!—বড় কৃতজ্ঞ হলুম, ম্যাডাম্! ভেতরটায় কি যে হচ্ছিল, বল্‌তে পারি নে, কিন্তু এখন শান্তিবোধ করছি, অনেক শান্তি! ধন্যবাদ আপনাকে, বিদায়"

পা। বিদায়। কায শেষ করেই ফিরবেন।

পি। ফিরব্। আমার পিতাও মৃত্যু-শয্যায়। দশ বৎসরের পর আজ আমায় স্মরণ করেছেন, 'শেষ-দেখা' করবার জন্য। জীবনে অনেক কর্ত্তব্য অবহেলা করেছি, কিন্তু এ কর্ত্তব্য লঙ্ঘনের পাপ আর নাই। তাঁর আদেশ পালন করেই লীনার কাছে আস্‌ব।

পার্সন চিন্তিতমুখে অনেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তা হলে, সেখানে পৌঁছেই টেলিগ্রাম করুন্ যে,মারসি সুস্থ হয়েছে, লীনায় যাবার প্রয়োজন নাই। আপনি মারসিকে সঙ্গে করে শীঘ্রই এখানে আস্‌ছেন।"

পি—"আবার প্রবঞ্চনা! তারই সঙ্গে! মারসির কণ্ঠে!"

পার্সন দীনকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "না হলে, আমরা লীনাকে বাঁচাব কি করে? সে যে

উৎকণ্ঠায় পেষণেই মারা যাবে!—"

যন্ত্রণায় হাসি হাসিয়া পিতৃক বলিলেন, "ভাই কর্‌ণ, পার্সনস্, আমার এই রুক্ষ উদ্ধত, নির্ম্মম, স্বার্থপর মূর্ত্তিটার পানে চেয়ে দেখুন, এর কোন খানে কোথাও এতটুকু দয়া, মায়া, স্নেহ-মমতার চিহ্ন খুঁজে পাবেন না! আমি তাকে চিরদিন অকাতরে দুঃখ দেবার জন্যেই তার স্বামিত্বের অধিকার গ্রহণ করেছি,—পাষাণ আমি! এ দুঃখও তাকে অকাতরে দেব, কি সৌভাগ্য আমার!"

পিতৃক্ স্খলিত-চরণে অগ্রসর হইলেন। পার্সন বেয়ালে ভর দিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিলেন, তারপর বৃদ্ধা নীলের সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য ধীরে ধীরে তাহার উদ্দেশে কুঠিতে চলিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু করুণা-ভরা বাথায় অশ্রুতে টল্ টল্ করিতেছিল,—অন্তরের অন্তঃস্থলে একান্ত আগ্রহময় প্রার্থনার সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছিল,—'ফিরাও, ফিরাও ভগবান্, জগতের সকল হতভাগ্যকে এমনি করিয়া আঘাত দিয়া সচেতন করিয়া,—সৎপথে ফিরাও! তোমার হাতের আঘাত, সে যে কত বড় মঙ্গলের মহিমায় অলঙ্কৃত, প্রত্যেক মানবাত্মা তাহা প্রত্যক্ষ চেতনায় ধ্রুব-সত্য অনুভব করিয়া যথার্থ 'মানুষ' হইয়া উঠুক! বিশ্ব-চরাচর ধন্য হইয়া যাক্!'—

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

---

# "আনন্দ রাতি এল"

( মিশ্র বারোয়াঁ-ঠুংরী )

আজি আনন্দ রাতি এল
গেয়ে যা'রে মন!
আজি কোথা দুঃখ-শোক দূরে মিলাইল
প্রেমে গানে ছন্দি যেন চল নিমগন!
আজি মানস-নিকুঞ্জে পিককুল গাহে
ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল ছন্দি উপবন!
আজি আনন্দ রাতে পাব প্রাণনাথে
কানে কানে ক'য়ে গেল মৃদু সমীরণ!
তাই আনন্দ-আকুল হৃদয় ব্যাকুল
এতদিনে হ'ল বুঝি সফল-সাধন॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

# শিক্ষা।

ঘরের সংখ্যা যখন লোক-সংখ্যা অপেক্ষা অনেকটা বেশী হইয়া পড়ে, তখন বাড়ীর সেই অবস্থাকে আমরা 'হাঁ হাঁ' করা বলি। চাঁদপুরের রায়-বাড়ীর অনেক বৎসর হইতে এইরূপ 'হাঁ হাঁ' অবস্থা। বাড়ীটা আমার প্রপিতামহের সম্পত্তি;— উত্তরাধিকারি-সূত্রে পুরুষানুক্রমে আমরা সুখে ও দুঃখে ভোগ-দখল করিতেছি। সে-কালে নাকি সবই বৃহৎ ছিল। আমাদের বাড়ীটাও সেই পদবাচ্য। ইট-কাঠ-সুরার-জানালা-গঠিত সেই বিপুল উদর আমাদের সংসারের ৫।৬ জন লোকদ্বারা কিছুতেই পূর্ণ হইত না।

বাড়ীর ৫।৬ জন লোকের হিসাব দিতেছি। বাবা, মা, আমার তিন বোন্ আর আমি স্বয়ং। বৎসরের আট মাস কলিকাতায় কাটিত বলিয়া আমি 'বাড়ীর অধিবাসী' আখ্যালাভের স্পর্দ্ধা করিতে পারি না। যে বুড়ী ঝি আমাদের মানুষ করিয়াছিল, সে বাড়ীতেই থাকিত, তবে বিশেষ কাজকর্ম্ম করিতে পারিত না। বিবাহিত বোন্-দুইটির মধ্যে অন্ততঃ একজন বৎসরে দু'মাস চাঁদপুরে থাকিত। কাকাবাবু বাড়ীর ছেলে হইয়াও প্রবাসী; কচিৎ কখন বাড়ীতে আসিতেন;— দুই চারি দিন থাকিয়া চলিয়া যাইতেন। সুতরাং, মোটের উপর বাড়ীর অধিবাসিগণের নিম্নতম সংখ্যা পাঁচ এবং উর্দ্ধতম সংখ্যা ছয়।

আমার পূর্ণজ্ঞান হওয়ার পর এই কয়টি বৎসরের মধ্যে বাড়ীর এই 'খাঁ খাঁ' অবস্থা তিনবার মাত্র দূর হইয়াছে। আমার দুই বোনের বিবাহ-উপলক্ষে ভাদ্রমাসের গঙ্গার মত রায়-বাড়ীর প্রতিকক্ষ দুইবার ভরিয়া উঠিয়াছিল। আর আমার মেজ বোনের বিবাহের আগে কাকাবাবুর ছেলে অর্থাৎ আমার বড়দা'র বিবাহে একবার তাহার শূন্যতা পূর্ণ হইয়াছিল। তার পর কয়েক বৎসর সব চুপ্ চাপ্।

সে-বৎসর আমার ছোট বোনের বিবাহ হইয়া গেল। এক পক্ষের জন্য বাড়ীটা আবার সরগরম হইয়া উঠিল। কাকাবাবু ডাক্তার; তিনি আসিতে পারেন নাই। স-বৌদি দাদা, সকন্যা, খুড়িমা, আমার তিন মামা, মাসীমা প্রভৃতি সকলেই আসিয়াছিলেন। দিন-কয়টা কোলাহলের মধ্যে বেশ কাটিতেছিল!

এবার বৌদির ভাবটা বেশ নূতন। মেজ বোনের বিবাহের সময় যখন আসিয়াছিলেন, তখন আমার সহিত কথা কহিতেন না। তখনকার সংযত-রসনা, অবগুণ্ঠিতা সঙ্কুচিতা বালিকা-মূর্ত্তি এবার হাস্য-মুখরা, কৌতুকচঞ্চলা রমণীতে পরিবর্ত্তিত। কাকাবাবুর বাসায় যে প্রমোদ-উৎস রুদ্ধ ছিল সেবার তাহার পাষাণ-চাপ খুলিয়া গিয়াছিল। পরিহাস-রসিকতা শতধারে করিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে রসিকতার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। রসিকতা আর বাক্যে অবসান হইত না; এই দুর্শ্মূল্যতার দিনে বেশ ক্ষুধাকেও আক্রমণ করিল। প্রথমে বড় ভগ্নীপতির দুইপ্রস্থ বসন শালরঙে রঞ্জিত হইয়া গেল। তারপর দিন হইতে মেজ ভগ্নীপতির সাধের আদ্ধির পাঞ্জাবী-দুইটি রঙের গোলা জলে চির কর্দ্দম হইয়া থাকিত

স্বয়ং সেই অযাচিত করুণার প্রসাদ-কণিকা-লাভে বঞ্চিত হই নাই। বৌদি রঙের দাতা-কর্ণ ও বিশ্বকর্ম্মারূপে নূতন নূতন রঙ্ সৃজনে ও বর্ষণে নিরতা। আমরা ভীত, সন্ত্রস্ত। বাটীস্থ সকলে সহানুভূতিশূন্য, নির্ব্বিকার ও অকুণ্ঠিতচিত্তে আমাদের দুর্দ্দশাদর্শনে ব্যাপৃত। ব্যাপার সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইল।

যে-দিন সকালে আমার মস্তকের কেশের বন পাস্তোয়ার রসে সিক্ত হইল, সেই দিনই দুপুরে বরযাত্রীর দল আমার ভাবী ভগ্নীপতিকে ঘেরিয়া চাঁদপুরে পদার্পণ করিলেন। কাজ ফেলিয়া দেখিতে গেলাম। কামিজের ইন্দ্র-ধনু বর্ণ তখনও শুকায় নাই। নিবারণ (বর) আমার বহুরূপী বেশের প্রতি চাহিয়া কি ভাবিতেছিল কে জানে? কিন্তু তাহার কোমল মুখশ্রী দেখিয়া আমার বোধ হয় মায়ার সঞ্চার হইল;—ভাবিলাম এই নিরীহ বেচারীর উপর আজ সন্ধ্যার পর কত উদ্ভট রকমের অত্যাচার হইবে। অন্দরে প্রবেশ করিয়া দেখি, বৌদি বাটনা শেষ করিয়া এক বাটি হলুদগোলা জল লইয়া দণ্ডায়মান। বলা বাহুল্য, সে জল আমাদের জন্য।

মনে দুর্বুদ্ধির উদয় হইল;—মনে হইল, বউদিকে একটু জব্দ করিয়া দিই। নিকটে একটা দইএর হাঁড়ি দেখিলাম। তাড়াতাড়ি সেটা বৌদির মাথায় ঢালিয়া দিয়া দ্রুতপদে সে-স্থান ত্যাগ করিলাম।

ফিরিয়া আসিয়া বুঝিলাম, একটা গোল-যোগের সূত্রপাত হইয়াছে। মা'র ঘরে ভিড়! ঢুকিয়া দেখি বৌদি মেজের উপর শুইয়া আছেন, মা তেলের মত একটা কি তাঁহার চোখে ঢালিতেছেন, আর বলিতেছেন, 'দস্যি ছেলে, অত বয়স হ'ল, একটু বুদ্ধিশুদ্ধি হ'ল না।' মেজ-বোন বলিল, 'দাদা, তুমি বৌদির মাথায় কি বলে চুণ ঢেলে দিলে?' আমি ত অবাক্। পাশে দেখিলাম খুড়িমা! তাঁর স্বভাবতঃ গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হইয়াছে। তাঁর একমাত্র ছেলে, সাধ করে বিবাহ দিয়াছেন,— কাণা বৌ লইয়া কি করিয়া ঘর করিবেন্? বোধ হয়, এই সব কথা তিনি ভাবিতেছিলেন। আমি কোন কথা না বলিয়া বাহিরে দাদার কাছে গিয়া সব কথা জানাইলাম। তিনিও ডাক্তার। তাঁকে বলিলাম, 'আপনি যা হয় একটা ওষুধ দিন্'। তিনি মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, 'শুধু চুণ দিয়েছিস্, আর কিছু দিস্ নেই ত?' আমি কহিলাম, 'আর কি দিব?—মা তেল দিয়া দিতেছেন।' দাদা বলিলেন্, 'তেল নয়, পি, এম, বাগ্‌চীর কালী গোছের একটা কিছু।' আমি চুপ করিয়া থাকিলাম। তারপর দু'জনেই ঘরের দিকে গেলাম। সকলেই চলিয়া গেল; আমি ঘরে ঢুকিলাম না, বাহিরে এক পাশে দাঁড়াইয়া থাকিলাম। দাদা নিশ্চয় ভাবিয়া-ছিলেন, আমিও চলিয়া গিয়াছি। তিনি ভিতরে গিয়া বলিলেন, 'কি ব্যাপার! বাঃ, এ যে একেবারে পদ্মপলাশলোচন!' বৌদি কি বলিলেন শুনিতে পাইলাম না। আর দাঁড়াইয়া থাকা বিধেয় নয় ভাবিয়া চলিয়া আসিলাম।

বিবাহে আমার উৎসাহ মাটি হইয়া গেলেও শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। নিবারণের উপর বিশেষ কিছু করা হয় নাই। বউদি অনুপস্থিত; সুতরাং নেত্রী-বিহীন-সেনার ন্যায় রায়কন্যা ও রায়বধূদল অনেকটা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ, অল্প পরিমাণে লজ্জার প্রাবল্য, ততোধিক উৎসাহ, সর্ব্বোপরি

কোন অদৃশ্য শাস্তির অমূলক আশঙ্কা!—অন্ততঃ আমার এইরূপ মনে হইয়াছিল।

বউদির সঙ্গে দেখা না করিয়াই কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। বাড়ী হইতে পত্র পাইলাম, তাঁর চোখের কোন অনিষ্ট হয় নাই। যখন ছুটিতে বাড়ী গেলাম, ভাবিয়াছিলাম যে, এবার পাশের বৎসর, পড়াশুনা বেশ হইবে। কিন্তু একদিন বাবার মুখে শুনিলাম, আমার খুড়তুত বোন তরুর বিবাহ; সকলকে লইয়া যাইবার জন্য কাকাবাবু পত্র দিয়াছেন। এবার বিবাহ চাঁদপুরের বাড়ীতে হইবে না। কিন্তু কাকাবাবুর বাসায় যাইবে কে? বাবার শরীর খারাপ, তিনি নিজে যাইতে পারিবেন না। বড় বোনের খোকা হইয়াছে, মা'র যাওয়া হইবে না।

বিবাহের ভোজ খাইতে আমি আমার ছোট বোনকে লইয়া সেখানে গেলাম, আর রঙ্ খাওয়াইতে গোটা-কতক বেশী করিয়া কাপড়-জামা লইলাম। মনে ভাবিলাম, বউদির যখন চোখ্ সারিয়াছে, রঙের পালা পুরা দমে আরম্ভ হইবে। বউদির সঙ্গে প্রথমে কথা কহিতে লজ্জা করিতে লাগিল। কিন্তু কথা আগে তিনিই কহিলেন। বাক্যবাণ সঙ্গে সঙ্গে চলিল, তবে রঙের কোন হাঙ্গামা ভোগ করিতে হইল না। উত্তরের মধ্যে তাঁহার পদ্মপলাশলোচনের কথাটা একবার উল্লেখ করিতেই তিনি হাসিয়া ফেলিলেন; বলিলেন, 'তুমি তখন কোথায় ছিলে?' তার পর তাঁহাকে যথাসাধ্য সন্তুষ্ট করিয়া কার্য্যে যোগদান করিলাম।

লজ্জা দূর হইলেও একেবারে নিঃসঙ্কোচ হইতে পারিলাম না। বউদি রঙের ভাণ্ডার না রাখিলেও একটা কিছু না করিয়া যে নিষ্কৃতি দিবেন, এ প্রবোধ মনকে দিতে সাহস হইল না। তাঁহার সহিত কথোপকথনের সময় একবার যখন রসগোল্লা এবং রসগোল্লার রসের পার্থক্য ও আপেক্ষিক উপকারিতার বিষয়ে প্রশ্ন উঠিল, অমনি আমি সভয়ে বুঝাইয়া ও প্রমাণ করিয়া দিলাম যে মস্তকে রসপ্রদান অপেক্ষা উদরে রসগোল্লা নিঃক্ষেপ অধিকতর বাঞ্ছনীয় এবং মস্তকের জন্য সুবাসিত তৈলই অধিকতর উপকারী। তার পর একদিন বৌদি জিজ্ঞাসা করিলেন, লঙ্কাবাটা, চণের প্রলেপ ও লেবুর রস মিশ্রিত সরিষার তৈল, এই তিনটির ভিতর কোনটি উৎকৃষ্ট। চক্ষুরোগের জন্য যে কোনটাই চিত্তকর নহে, এই কথা সাধ্য মত বুঝাইতে প্রয়াস পাইলাম; কিন্তু বৌদির মৃদু হাস্য দেখিয়া বোধ হইল, সফলকাম হই নাই। বৌদি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমি উদ্বেগ-আকুল-চিত্তে কাকাবাবুর সহিত বাজারে চলিলাম।

অকপাপে কোন কালেই মাথা ছিল না। বাজারে আমার হিসাবে ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাইয়া কাকাবাবু বলিলেন, 'যা তুই এগুলো নিয়ে বাড়ী যা; সকাল সকাল খেয়ে নিস্; আমি সব কিনে বাসায় যাব।' বাসায় আসিয়া দেখি বৌদি সত্য সত্যই লঙ্কা বাটিতেছেন। তিনি বরাভয় উচ্চারণ করিলেও তৎক্ষণাৎ সে-স্থান পরিত্যাগ করিলাম। দাদা কতকগুলি জিনিষ আনিতে আবার ভিতরে পাঠাইলেন। চলিয়া আসিবার সময় পিছন হইতে একটি কোমল হস্ত চক্ষে কি একটা প্রলেপ লাগাইয়া দিল। জিনিষপত্র ফেলিয়া ছোট একটা আর্ত্তনাদ ছাড়িয়া চোখ

রগড়াইতে আরম্ভ করিলাম। দাদা বাহিরেই ছিলেন; তিনি ছুটিয়া আসিলেন। নিকটে যাহারা ছিল, তাহারাও আসিল। বউদি তখন অদৃশ্য; কারণ, পূর্ব্বেই কি একটা পতনের শব্দ শুনিয়াছিলাম। দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি হইয়াছে?' আমি উৎকট ভঙ্গী করিয়া বলিলাম, লক্ষাবাটা — মরে গেলাম!' দাদা বলিলেন, 'দূর, তোর কপালে ত দেখ্‌ছি দুধের সর লেগে রয়েছে! আর তুই কি সোলার জলেরও গন্ধ পাচ্ছিস্ না?' চাহিয়া দেখিলাম, দালানে যথেষ্ট লোক-সমাগম' দুরে খণ্ড বিখণ্ড শেখ ফরীউল্লার গোলাপের নির্য্যাসের শিশি, আর আমার দুই হাতে শ্বেতবর্ণ সরপরিকা। আশঙ্কার নিঃশ্বাসে চতুর্দ্দিকের হাস্যরব কানে প্রবেশ করিল না।

যথাকালে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। শুনিলাম যে, শীঘ্রই রায়-বাড়ীর হাঁ হাঁ অন্নদা আর একবার দূরীভূত হইবে—পরীক্ষার পর খোকার ভাত আর তাহার মাতুলের বিবাহ। সে-বৎসর কি বিবাহ আমাদের বংশে সম্মিলিকের পৌনঃপুনিক নিয়ম অনুসারে চলিয়াছিল? যাহা হউক, এত কষ্টের পর যে শুভদৃষ্টি-পদার্থটা বুঝিতে পারিব, তাহা কখন ভাবি নাই। বড় ভাগ্য যে বৌদি চোখে সত্য সত্যই লঙ্কাটা দেন নাই।

শ্রী—

---

# জাহাজ-ডুবি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

উপেন্দ্রকিশোরবাবুর পুত্র তাঁহার নিরুদ্দেশ কালের কাহিনী বলিতে লাগিলেন। আত্মীয়, বন্ধু এবং পৌরবর্গ মিলিত হইয়া নিতান্ত কৌতূহলাবিষ্টচিত্তে সে কাহিনী শুনিবার জন্য তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "সকলের হয়ত ছেলে বেলাকার কথা সব মনে থাকে না। কিন্তু আমার খুব ছোট বেলাকার কথা পর্য্যন্ত সমস্ত মনে পড়ে! আমার বয়স যখন পাঁচ কি ছয়, শঙ্কর যখন আমাকে কোলে নিয়ে এই গঙ্গার ধারে বেড়াতো, তখনকার কথা পর্য্যন্ত আমার সব মনে আছে। তারপর নোয়াখালিতে যাওয়ার কথা, সে ত স্পষ্টই মনে রয়েছে। শঙ্করের সঙ্গে রোজই বেড়াতে যেতুম, রোজ নতুন নতুন যায়গা দেখে বেড়াতুম। একদিন এমনি বেড়াতে বেড়াতে সহর ছাড়িয়ে মাঠে গিয়ে পড়ি। তখন বেলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এমন সময় হঠাৎ দু'জন লোক আমাদের কাছে এসে, একজন শঙ্করের সঙ্গে কথা কইতে লাগল, আর একজন আমার হার খুলে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। শঙ্কর তখন তার পাকা বাঁশের লাঠি নিয়ে চোখ রাঙ্গিয়ে লোকটার উপর এসে পড়লো। আর একজন আমাকে কোলে নিয়ে ছুটে পালাতে লাগলো। আর শঙ্করের সঙ্গে যে কথা কইছিল, সে তাড়া তাড়ি পকেট থেকে রিভলভার বের করে

শঙ্করকে গুলি করলে। শঙ্কর রক্তাক্তদেহে মাটীতে লুটিয়ে পড়লো। দূর থেকে তা দেখেই আমি ভয়ে মূর্চ্ছা গেলুম। পরে যে কি হল তা আর আমি বলতে পারি না। দস্যুরা যে আমাকে কেমন করে কোথায় নিয়ে এল, সে-সব কিছুই আমি জান্‌তে পারলুম্ না। যখন আমার জ্ঞান হ'ল, তখন চেয়ে দেখলুম, একটা ভাঙ্গা চালা-ঘরে ছেঁড়া চেটাইয়ের উপরে আমি পড়ে রয়েছি; দরজার কাছে বসে দস্যুরা তামাক খাচ্ছে। আমাকে যারা নিয়ে এসেছিল, তারা ছাড়া আরও দু'তিন জন ছিল। আমি কেঁদে উঠতেই তাদের একজন একখানা দা হাতে করে উঠে এসে চোখ রাঙ্গিয়ে বল্লে, "চুপ করে থাক। নইলে এই দা দিয়ে এক কোপে কেটে ফেল্‌ব। আর যদি চুপ করে থাকিস্, তা হলে তোর বাপের কাছে দিয়ে আস্‌ব।"

বাবার কাছে দিয়ে আসবে শুনে কিছু আশ্বস্ত হলুম; ভয়ে চুপ করে রইলুম। চক্ষু মুছে জিজ্ঞাসা করলুম, "কখন আমাকে বাবার কাছে নিয়ে যাবে?" উত্তরে সে বল্লে "রবিবার।" রবিবারের প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতুম 'কবে রবিবার হবে?' তারা বল্‌ত, 'এখনো দেরী আছে।" হায়! তখন জানতুম্ না যে, সে রবিবার আর আমার জীবনে হবে না! তাদের স্তোকবাক্যে রবিবারে বাবা-মার কাছে যেতে পাব মনে করে, সেই আশায় পথ চেয়ে থাকতুম্। কেন বলতে পারি না, তারা আমার গলার হার খুলে নিয়েই নিশ্চিন্ত হলো, খুন করলে না! ভগবানের দয়ায়ই হোক, আর পরমায়ুর জোরই বলুন, আমি দস্যুদের হাত থেকে বেঁচে গেলুম। তারা কখনও এক জায়গায় থাকত না; দু'দিন এখানে, দু'দিন ওখানে, এই রকম নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতো। সেখানে তাদের আরও লোকজন সব থাকতো। আবার কোথাও বা কেউই থাকত না। তারা দু'জনেই কেবল আমাকে নিয়ে থাকত। ক্রমশঃ আমি বড় হয়ে উঠলুম, তাদের দায়-করমাস খাটতুম, তামাক সাজতুম, ভাত রাঁধতেও শিখলুম্। একটু কোন কাজের ত্রুটি হলে তারা আমাকে মারত, গালাগালি দিত। কখন কখন তারা আমাকে একলা রেখেই কোথায় চলে যেত। মাঝে মাঝে টাকা, সোণা-রূপার গহনা নিয়ে এসে আমার সাম্‌নেই ভাগ বাটরা করে নিত। বুঝ্‌তে পারতুম্, এ-সব তাদের মহাজনির টাকা। ক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর আমার এমন ঘৃণা-বিদ্বেষ জন্মাতে লাগ্‌ল যে, আর তাদের সঙ্গে একদণ্ডও থাকতে ইচ্ছা হ'ত না। যখন একা থাকতুম্ তখন মনে হতো, এইবার পালিয়ে বাবার কাছে যাই; কিন্তু আমার তখনকার বয়সে পথ চিনে বাড়ী আসা সাধ্যাতীত। বাড়ীঘর, বাপ-মা, সব কথাই মনে আছে, কিন্তু রাস্তা জানি না; তাতে আমাতে যে কত দেশদেশান্তরের ব্যবধান রয়েছে, সেটুকু বোঝবার সামর্থ্যও তখন হয় নি। তখন আমার বয়স, বোধ হয়, বছর দশেক হবে। দস্যুরা একদিন আমাকে একা রেখে কোথায় গিয়েছে। মাঝে মাঝে তারা এই রকম যেত। যখন আমি একা থাকতুম, তখন একা একা বসে গান করতুম। গান যে কোথায় শিখেছিলুম, সে-কথা ঠিক বলতে পারি না। বোধ হয়, ভিখারি বৈষ্ণবদের কাছে হ'বে। কিন্তু গান গাইতে গাইতে নিজের দুঃখটাকে যেন

একটু হাল্কা বলে মনে হ'ত। বেশ লাগত, তাই গাইতুম। একদিন এইরকম একা বাটীর দরজার কাছে বসে গান গাইলাম। বাড়ীটা খুব সরু গলির ভিতর। একটা বড় পাথরের বাড়ী। আগে জানতুম না, পরে শুনলুম সে জায়গাটা কাশী। দস্যুদের সঙ্গে কত যায়গা বেড়িয়েছি, কিন্তু কোন যায়গারই নাম জানতুম না, তত বুদ্ধি তখন হয় নি। যাই হোক, সেদিনে আমার জীবনের কি শুভ মুহূর্ত আসল তা বলতে পারি না। সে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ মহিমা – আমার চিরস্মরণীয় দিন। সে-দিনের কথা মনে হলে এখন পর্য্যন্ত আমি ঈশ্বরের অপার করুণার প্রত্যক্ষ পরিচয় দেখতে পাই। আমি দরজার কাছে বসে গান করছি—কি গান তা মনে নেই, তবে বোধহয়. খুব মর্ম্মস্পর্শী, খুব করুণ,খুব দুঃখব্যঞ্জকই হ'বে। আর আমি তখন ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষের মুখে এমন গান শুনে, দয়া কিংবা বিস্ময়ের উদ্রেক হয়েছিল কি না জানিনা, যাই হোক, আমার এই গান শুনে একটী সাধু মহাপুরুষ আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। সাধু বলতে আপনারা হয় তো মনে করবেন, মাথায় এক-মাথা জটা, বাঘছাল-পরা, চিমটে-হাতে লোটা-কম্বলধারী একজন গাঁজাখোর সন্ন্যাসী। কিন্তু তা না। ইনি সে ধরণের সাধু ন'ন। ইনি একজন প্রকৃত ভগবদ্‌ভক্ত মহাপুরুষ! পরে এঁর পরিচয় জানতে পেরেছিলাম। ইনি কলকাতার কোনও বিখ্যাত বড়লোকের ছেলে। জন-সমাজে এঁর নাম বিশেষ পরিচিত। ইনি হিন্দুধর্ম্মের অধোগতি দেখে এই ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হ'ন। ইনি বেদ উপনিষদের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। এর হৃদয়ের মূল মন্ত্র প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করা। বাহ্য বেশ ভূষায় এঁর কিছুমাত্র আড়ম্বর ছিল না;—খুব সাধারণ,নিতান্ত সাদা-সিধে; যথার্থই রাজর্ষি তিনি। এত বিষয়ের ভিতর থেকেও নিজে বিষয় ভোগ করতেন না। সকল বিষয়ে লিপ্ত থেকেও তিনি নির্লিপ্ত ছিলেন। তাঁর যে রকম চরিত্র নিজের চক্ষের সামনে দেখেছি, তা বড় আশ্চর্য্য! এ-যুগে সে রকম প্রকৃতির মানুষ নেহাৎ বিরল। তিনি আমার কাছে দাঁড়িয়ে নিজের পকেট হতে একটী টাকা বার করে অতিস্নেহমাখা সুরে বল্লেন, "বালক! পয়সা নেবে?" আমার মলিন ছিন্নবেশ দেখে, বোধ হয়, তিনি আমাকে ভিখারিদের ছেলে মনে করেছিলেন। আমার কিন্তু তাঁর এ-কথা শুনে অভিমানে চখে জল এল,—আমি কি ভিকিরি! আমি যে বড় লোকের ছেলে, সে অহঙ্কারটুকু আমার সেই বাল্য হৃদয়টাকেও তখন পর্য্যন্ত পূর্ণমাত্রায় ঘিরে রেখেছিল। অশ্রু আমার সেই বাল্য-কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিল। আমি কোন কথা কইতে পারলুম না, ঘাড় নেড়ে জানালুম-'না।' আমার চখে জল দেখে তাঁর দয়ার্দ্র হৃদয় যেন গলে গেল; তিনি আরও কোমল মিষ্টস্বরে তাঁর ডান হাতখানি আমার মাথার উপর রেখে বল্লেন, "নেবে না? কাঁদছ কেন তুমি? তোমার কে আছে?" আমি তাঁর প্রথম দুই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শেষ প্রশ্নের উত্তর দিলুম, "এখানে আমার কেউ নেই, চোরে আমাকে চুরি করে এনেছে।"

আমার কথা শুনে তিনি চমকে উঠ্‌লেন; বল্লেন, "চোরে তোমাকে চুরি করে এনেছে? তোমার গায়ে বুঝি খুব গহনা ছিল?" আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম, 'হাঁ'। তিনি কিছুক্ষণ

চুপ করে থেকে বল্লেন, "তোমার বাবার নাম কি ?" আমি বল্লুম 'উপেন বাবু।'

'সাত বছর বয়সে পিতামাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলুম, কাজেই ভালরূপে পিতৃপিতামহের পরিচয় দেবার উপযুক্ত নাম তখন শিখিতে পারি নি। তিনি আমার কথা শুনে হেসে বল্লেন, "ভাল নাম কি ?" আমি ভাবিলাম ভালনাম ? ভালনাম আর কি তাতো জানি না। বাবার ত ঐ একটাই নাম। উপেনবাবু বলেই ত সবাই তাঁকে ডাকে।

'তিনি একটু চিন্তি হইয়া বল্লেন, "তোমার নাম ?" আমি বল্লাম—শ্রীঅমর কুমার বসু। নিজের নামটি কথা ফোটবার সঙ্গে সঙ্গেই মা শিখিয়েছিলেন, কাজেই সেটি বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার বাড়ী কোথায় ?" আমি তাড়াতাড়ি বল্লুম—গঙ্গার ধারে। তখন আমার বোঝ্‌বার শক্তি ছিল না যে, আমার কথা শুনে তিনি কিছুই বুঝ্‌তে পারলেন না। তখন মনে হয়েছিল আমি সব কথাই তাঁকে বলেছি, আমার সমস্ত পরিচয়ই তাঁকে দেওয়া হয়েছে। যাই হোক্, তিনি একটু ভেবে আমাকে বল্লেন, "তুমি আমার সঙ্গে যাবে খোকা ?"

সে-কথা শুনে তখন আমার মনে যে কি আনন্দ হ'য়েছিল তা প্রকাশ করে বলতে পারি না। তাঁর সেই দিব্যকান্তিময় শান্তোজ্জ্বল সৌম্য প্রতিমূর্ত্তি দেখামাত্র আমার সে কিশোরহৃদয়ে যেন কেমন গাঢ় ভক্তির দাগ বসে গিয়েছিল। তাঁকে যেন আমার কত আপনার জন বলে মনে হতে লাগ্‌ল। আমি তাঁর কথা শুনে তাড়াতাড়ি উঠে তাঁর একটা হাত ধরে আগ্রহভরে বলে উঠলাম, "যাব যাব। আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন ?" তিনি খুব স্নেহমাখা স্বরে দুইহাতে আমার হাতদুটি ধরে বল্লেন 'যাব।'

আমার আর কালবিলম্ব সইল না। 'আমি প্রাণপণে তাঁর হাতখানি চেপে ধরে বল্লুম, "চলুন, চলুন, শীগ্‌গির চলুন, নইলে এখুনি তারা এসে প'ড়বে।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কোথায় গেছে ?"

'আমি বল্লুম—"তা জানি না। মাঝে মাঝে তারা আমাকে একলা ফেলে রেখে যায়, আমাকে কিছু বলে যায় না। তারা এলে আর আমাকে যেতে দেবে না। শীগ্‌গির এখান থেকে আমায় নিয়ে পালিয়ে চলুন। আমাকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বল্লেন, "আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া আর তাদের সাধ্য নেই।" আমি তাঁর সে কথায় আস্থা-স্থাপন করতে না পেরে ভয়ে ভয়ে বল্লুম, "আপনি জানেন্ না তাদের ; তারা সব পারে। শঙ্করকে খুন করে শঙ্করের কাছ থেকে আমাকে নিয়ে এসেছিল।"

'তিনি আবার চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তাই নাকি ?" তবে তো তাদের দেখতে পেলে খুব ভালই হয়, পুলিশে ধরিয়ে দিই।" তিনি আমার হাত ধরে আমরা যে বাড়ীটাতে থাকতুম্, সেই বাড়ীর ভিতর ঢুকে বাড়ীখানা বেশ করে দেখে নিয়ে আমার হাত ধরে নিয়ে চল্লেন।

'কাশীতে তাঁর একটা বাড়ী ছিল। বাড়ীখানা খুব বড়, কিন্তু লোকজন বেশী ছিল না ; দু'চার জন চাকর-বাকর মাত্র ! বাহ্য আড়ম্বর তিনি মোটেই ভাল বাসিতেন না

তিনি আমাকে যে কত যত্ন করতে লাগিলেন, সে কথা বলিতে পারি না ; ঠিক নিজের ছেলের মতন করে রাখলেন। সেইদিন থেকেই আমার জন্যে একজন ভাল পণ্ডিত নিযুক্ত করে দিলেন, আমি তাঁর কাছে লেখা-পড়া শিখিতে লাগলুম। তিনি যখন পণ্ডিতদের সঙ্গে বসে শাস্ত্র-চর্চ্চা করতেন, তার কিছু বুঝতে না পারলেও আমার তা শুনতে বড় মিষ্ট লাগ্‌তো ; একমনে বসে বসে শুনতুম। আমার আগ্রহ দেখে তিনি বড় সন্তুষ্ট হতেন। আমাকে যত্ন করে সরল সরল কথাগুলি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। ছেলেবেলা থেকে তাঁর কাছে সেই সব কথা শুনে শুনে আমার মন যেন কেমন এক নূতনভাবে তৈরি হতে লাগল। পুলিসের হাঙ্গামায় পড়লে তাঁর আধ্যাত্মিক কাজে বিঘ্ন ঘটবে বলে তিনি আর পুলিশে হাঙ্গামের কথা কিছু জানালেন না; কিন্তু বাবার ঠিকানা জানবার জন্যে, বাবাকে আমার খবর দেবার জন্যে অনেক চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু কোন ফলই হোল না। তিন বৎসর পরে তিনি তাঁর কাশীর বাড়ী থেকে তাঁর কলকাতার বাড়ীতে চলে এলেন ; আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে এলেন ; এসে স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। আমি দিনের বেলায় স্কুলে ইংরেজী আর সন্ধ্যার পরে পণ্ডিতের কাছে বাড়ীতে সংস্কৃত পড়তে লাগলুম। কত দিন এমি করে কেটে গেল। তিনি বাবার কোনও সন্ধান করে উঠ্‌তে পারলেন না। আমার তাঁদের জন্যে মনের সে রকম ব্যাকুলতা ক্রমশঃ কেটে যেতে লাগল। তাঁর মধুর উপদেশে তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে আমি যেন একটা নূতন জীবন লাভ করতে লাগলুম। মনের দুঃখকষ্ট বিষাদ-মলিনতা দিন দিন কোথায় চলে যেতে লাগল। তখন সমস্ত জগৎ-সংসারটাকেই আপনার বলে মনে হতে লাগল। আমার ক্ষুদ্রত্ব চলে গিয়ে নিজেকে বিশাল বিশ্বের মাঝে মিলিয়ে দেবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলুম। দিন-রাত্রি পূর্ণানন্দ ভোগ করতে লাগলুম। আহা সে কি সুখ! কি আনন্দ! ভগবানের প্রতিকথা যেন কানে স্পষ্টরূপে শুনতে পেতুম। তিনি যে ঘরে বসে পণ্ডিতদের সঙ্গে ঈশ্বর-নিরূপণের বিচার করতেন, সেই ঘরের ভিত্তিগাত্রে এক-খানি ছবিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল—

"হইলে হে ব্রহ্ম-দরশন
শাশ্বত অমৃতসুখে পূর্ণ এ জীবন।"
ওই দেখ রিপুগণ করে পলায়ন—
কোথা মৃত্যু, কোথা শোক ?—অনন্ত জীবন !"

আমি সেই চিত্রখানি দেখে আর শ্লোকটি পড়ে যেন নবজীবন লাভ করতুম। আমার দেহে নূতন শক্তির সৃষ্টি হল। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। সভাসমিতি নিমন্ত্রণ প্রভৃতি যেখানে যা হতো, তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম-তত্ত্বের কথা, ধর্ম্ম-প্রসঙ্গের কথা ভিন্ন বাজে কথা কোথাও হতো না। তাঁর পুণ্যময় সহবাসে আমার হৃদয়ের আত্মস্তরিতা কোথায় লীন হয়ে গেল। বিস্ময়ের সেই একমেবাদ্বিতীয়ং দেখতে লাগ্‌লাম। আহা! জানি না কোন শুভ মুহূর্ত্তে, কি পুণ্যফলে সেই মহাত্মার দর্শন পেয়েছিলুম! যতদিন গুরুদেব জীবিত ছিলেন, তাঁর আশ্রয়েই ছিলুম। তারপর তিনি যখন দেহত্যাগ করলেন, তখন সেই মহানুভব গুরুদেবের আশ্রম ছেড়ে নিজেকে

বিশ্বনাথের কাজে নিয়োজিত করবার জন্যে অনন্ত সংসারের যাত্রী হয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

যে-দিন নিজের ছেলেকে ফিরে পেয়েছিলেন, সে-দিন কমলাদেবীর মনে যে-রকম আনন্দ হয়েছিল, আজ ভগ্নীর ছেলেকে পেয়ে তার চেয়ে যে কম আনন্দ তাঁর হয়েছিল, তা মনে হয় না। তিনি আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, "ভগবানের মনে যা ছিল, তা হয়েছে; এখন যদি তিনি দয়া করেছেন, তা হলে—"

বাধা দিয়া উপেন্দ্রবাবুর পুত্র বলিলেন, "মাসীমা! ভগবানের দয়া আমি প্রতিদিন অনুভব কচ্ছি। তাঁর দয়াতেই বেঁচে রয়েছি, কোন দিনই তাঁর দয়ার অভাব মনে করি নি ত!"

কমলা দেবী বলিলেন, "সে যাই হোক্, বাবা, এইবার তুমি বিয়ে করে সংসারী হও। আমরা দেখে সুখী হই।"

অমরের মুখে যেন একটা গাঢ় বিষাদের ছায়াপাত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, "আবার বিয়ে মাসীমা! না এ হতেই পারে না!"

তাঁর কথার ভাবার্থ ঠিক অবগত হইতে না পারিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে রাধাগোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বাবা, এ হতে পারে না? আমাদের সকলেরই ইচ্ছে তুমি বিয়ে করে সংসারী হয়ে তোমার বাপের ভিটে বাজায় কর। অমর তো তার বাপের সঙ্গে চল্লো!"

উপেন্দ্রবাবুর পুত্র বলিলেন, "বিয়ে তো করেছিলুম জেঠা মশাই!"

বা। করে ছিলে না হয় কোথায়?

উ-পু। আমার মহানুভব শ্বশুরদেব তাঁর নিজের ভাই-ঝির সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু শ্বশুরদেবের সঙ্গে সঙ্গে সেও আমাকে মুক্তি দিয়ে চলে গেছে। বিবাহ কর্‌তে আর আমার ইচ্ছে নেই। সংসারে বাঁধা থাক্‌তেও আর আমার ইচ্ছে নেই। বিশ্বভোগ করবার উপযুক্ত পাত্র অমর, আমি অমরকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, অমর তার মেস-ম'শায়ের বিষয় এবং আমার মেস-ম'শায়ের বিষয়—দুই বিষয়ের মালিক হয়ে সুখে তার কর্ত্তব্য পালন করুক্।

অমরকুমার এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন; এবার মিনতির সুরে বলিলেন, "না দাদা, এত বোঝা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন না। আপনার বোঝা আপনি নিয়ে আমাকে হাল্কা করে দিন।"

সস্নেহে তিনি অমরকুমারের পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "অমর! চিরদিন ফকিরি করেই এসেছি, ফকিরি কর্‌তেই জানি; বিষয়-রক্ষা কর্‌তে হয় কি করে, তা তো জানি না, ভাই! প্রজা-পালন করবার উপযুক্ত পাত্র তুমি!"

অমরকুমার বলিলেন, "আমি যে নিজের চিন্তাতেই মগ্ন দাদা! দু'জাহাজের ভার চালাব কেমন করে? নিজের স্বার্থ নিয়েই আমি ব্যস্ত!"

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন, "অমর! তুমি স্বার্থপর? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন বাঙ্গালার সকল জমীদার তোমার মতনই স্বার্থপর হন্। তা'হলে এ দরিদ্র বঙ্গবাসীর দুঃখ-দৈন্য অনেক পরিমাণে লঘু হবে।

অমর আর কোনও [illegible]

হইলেন; ঘাড় নীচু করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "বড়র ভার আমি ছোট হয়ে বইতে পারি কেন, দাদা? আপনার পায়ে পড়ি, আপনার ভার আপনি নিন্।"

সস্নেহে তিনি বলিলেন, "অমর! আমি অনেক সৌভাগ্যে শেকল কেটে অনন্ত আকাশে উড়্তে শিখেছি, বড় সুখের আস্বাদ পেয়েছি, আমাকে এ-সুখে বঞ্চিত করিস্ নি ভাই! আর আমাকে টেনে এনে শেকল পরিয়ে দিস্ নি! মাপ কর ভাই! এই জন্যেই ত আমি তোদের সঙ্গে দেখা করতুম্ না। জানি, আমি দেখা দিলে তোরা আর আমাকে ছেড়ে দিবি না! কিন্তু এ বাঁধনে আমার যে কত কষ্ট হবে, তোরা তা বুঝ্তে পাচ্ছিস না।"

পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া গৃহবাসী হইবার জন্য তাঁহাকে সকলেই অনুরোধ উপরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। শেষে তিনি এই পর্য্যন্ত বলিলেন, "যদি কখনও কিছুর অভাব হয়, তা হলে অমরকে জানাব।"

এমন সময় অমরকুমারের শিশু-পুত্রটি টলিতে টলিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কোলে বসাইয়া বলিলেন, "আমার বিষয়-সম্পত্তি সর্ব্বস্ব এই শিশুকে দান করলুম। তোমার ছেলেটির নাম কি, অমর?"

অমর উত্তর করিবার পূর্ব্বেই শিশু তাহার আধ আধ ভাষায় বলিল, "শ্রী অজিত কুমাল বসু (অজিত কুমার বসু)।" সকলে হাসিয়া উঠিলেন। অমর শিশুকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তুমি তোমার বাপের মতন হতে পারবে ত বাবা?"

শিশু সানন্দে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বলিল, "হাঁ, আমি বাবার মত খুব বড় হব।"

তিনি বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, তুমি যেন তোমার বাপের মতন সকলপ্রকারেই বড় হতে পার।"

(সমাপ্ত)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

---

# ডাক্তার স্যার রাসবিহারী ঘোষ।

বিশ্ববিধাতার অলঙ্ঘ্য নিয়মে বঙ্গের এক উজ্জ্বল রবি, ভারতের গৌরব ডাক্তার স্যার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় গত ১৫ই ফাল্গুন রবিবার রাত্রি ১টার সময় তাঁহার আলিপুরস্থ বাসভবনে তাঁহার নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ২৩শে ডিসেম্বর বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত ভোড়কোণা-নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে স্যার রাসবিহারী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা জগবন্ধু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। স্যর রাসবিহারী অতিশয় অল্প-বয়সেই মাতৃহীন হন। তাঁহার গর্ভধারিণীর নাম পদ্মাবতী। রাসবিহারীর বাল্য-শিক্ষা বর্দ্ধমান ও বাকড়া জিলা-স্কুলেই সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন

এবং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয়স্থান অধিকার করেন; তৎপরে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এম্-এ পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইহার পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আর কেহ ইংরাজী সাহিত্যে এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বি, এল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি সুবর্ণ-পদক লাভ করেন। ১৮৭১খৃষ্টাব্দে 'অনার্স-ইন-ল'-নামক অতি দুরূহ আইন-পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৫ ও ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে স্যার রাসবিহারী 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক'-রূপে ভারতীয় বন্ধকী-ব্যবস্থা-সম্বন্ধে যে গভীর গবেষণাপূর্ণ ধারাবাহিক বক্তৃতা করেন, তাহাতে ব্যবস্থা-শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বক্তৃতাগুলি "Law of Mortgages in British India"-নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে উহা বিশেষজ্ঞগণ-কর্ত্তৃক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে হস্তান্তর-বিষয়ক আইন-প্রণয়ন-কালে ভারতবর্ষের তদানীন্তন ব্যবস্থাসচিব ডাক্তার হুইট্‌লি ষ্টোক্‌স্ স্যার রাসবিহারীর গ্রন্থের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে স্যার রাসবিহারী সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এল পরীক্ষক এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নিযুক্ত হন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি "ডক্টর অব্ ল"— এই গৌরবান্বিত উপাধি লাভ করেন এবং ১৮৮৫ [illegible] সিণ্ডিকেটের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন ও ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত সভায় কার্য্য করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯১ হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি এই সময়ের মধ্যে অনেক-গুলি ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করাইয়াছিলেন; দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে ও একান্নবর্ত্তী পরিবারের কার্য্যের অংশ-বিক্রয় সম্বন্ধে একটী নূতন ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করাইয়াছিলেন। ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের 'বজেট' প্রসঙ্গে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহার অর্থনীতি-সম্বন্ধীয় প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে স্যার রাসবিহারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকল্টি অব্ ল'র সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত পদ অধিকার করিয়াছিলেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভায় প্রশংস-নীয় পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়কে সি, আই, ই উপাধি প্রদান করেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে স্যার রাসবিহারী পুনরায় ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে দেওয়ানি কার্য্যবিধি আইন পুনর্গঠনে রাসবিহারী গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ সাহায্য করেন। এই কার্য্যে সাহায্যের জন্য ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি, এস, আই [illegible] ভূষিত করেন

মহাত্মা রাসবিহারী অকৃত্রিম স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্জ্জন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উপাধি-বিতরণ-সভায় এসিয়াবাসীর অসত্য-প্রবণতার নিন্দা করিয়াছিলেন। তাহার প্রতিবাদ করিয়া স্যার রাসবিহরী যে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা চিরস্মরণীয়। দেশভক্ত রাসবিহারী তাঁহার আজীবন উপার্জ্জিত অর্থ দেশের উন্নতি কল্পে ও নানা হিতকর কার্য্যে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজে পঞ্চাশ হাজার টাকা, তারকনাথ পালিতের শিল্প বিদ্যালয়ে, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে, দেশলাইয়ের কারখানায় এবং, অন্যান্য দেশহিতকর অনুষ্ঠানেও প্রভূত অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে একুশ লক্ষ টাকা দান করিয়া তিনি বঙ্গের শিক্ষার ইতিহাসে এক নূতন যুগের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এই দানের পর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টর অব্ লিটারেচর নামক সম্মান-জনক উপাধিতে বিভূষিত করেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ইহাকে "নাইট উপাধি প্রদান করেন।

স্যার রাসবিহারীর মাতৃভক্তিও প্রগাঢ় ছিল। তিনি জননী পদ্মাবতীর স্মৃতিরক্ষা-কল্পে মেদিনীপুরে একটী শ্মশান-ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দেন ও এতদ্দেশীয় মহিলাগণের মধ্যে যিনি বি, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহাকে 'পদ্মাবতী মেডেল' নামে একটী মেডেল প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

জন্মস্থান রাসবিহারীর অতিপ্রিয় ছিল। জীবিতাবস্থায় তিনি স্বদেশে একটী বিদ্যালয় ও একটী চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন মৃত্যুকালে তিনি এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে দেড় লক্ষ টাকা এবং, তাহার বিস্তৃত পুস্তকা-লয়ের আইন-পুস্তক ব্যতীত সমুদায় পুস্তকগুলি এই বিদ্যালয়কে দান করিয়া গিয়াছেন। নিজ-গ্রামে শিবের মন্দির রক্ষা ও পূজার জন্য তিনি পঞ্চাশৎ সহস্র টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশে কৃষিবিদ্যা বিস্তারের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা এবং শুনা যাইতেছে যে জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্য প্রায় আট লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন। এইরূপে রাসবিহারী তাহার আজীবন উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা দেশমাতার সেবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার দানের কথা শ্রবণ করিয়া দেশবাসীর হৃদয় হইতে স্বতঃই ধন্যবাদের বাণী উচ্চারিত হইতেছে এবং সকলেই বলিতেছেন 'দাতা চিরং জীবতু'।

স্যার রাসবিহারী ঘোষ দুইবার দার-পরিগ্রহ করেন। প্রথমে সাধু শিবচন্দ্র দেবের দৌহিত্রী ৺অমর নাথ মিত্রের কন্যাকে বিবাহ করিয়া ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পুনরায় দার-পরিগ্রহ করেন। উভয় পত্নীই নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন।

স্যার রাসবিহারী ইউরোপের নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও তিনি দেশীয় আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করেন নাই।

বঙ্গমাতার ক্রোড়ের যে স্থান এই সন্তান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা আবার কে পূর্ণ করিবে জানি না! জগদীশ্বর এই প্রতিভা-শালী, যশস্বী, স্বদেশভক্ত সন্তানের আত্মাকে শান্তি বিধান করুন ও তাঁহার উপযুক্ত স্থানে তাঁহাকে রক্ষা করুন।

—

# সংবাদ।

১। কটকের কুমারী জি, ডি, হাজরা আইনের শেষ পরীক্ষায় এ-বৎসর উত্তীর্ণা হইয়াছেন। বিহার ও উড়িষ্যার মহিলাদের মধ্যে ইনিই প্রথম বি. এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইলেন।

২। লর্ড রেডিং ২রা এপ্রেল ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেলের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। লর্ড রেডিং বোম্বাই হইতে দিল্লী ও দেরাদুন এবং দেরাদুন হইতে পাঞ্জাব পরিদর্শনান্তর সিমলায় গমন করিবেন।

৩। ২রা এপ্রেল প্রাতে ভারতের নূতন বড়লাট লর্ড রেডিং সপত্নীক বোম্বাই বন্দরে জাহাজ হইতে নামিয়া ভারতের পুরাতন বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের নিকট হইতে ভারতের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা এবং সম্রাট্-প্রতিনিধির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। বোম্বাইবন্দরে পদার্পণ করিয়াই তিনি ভারত-বাসীকে উদ্দেশ করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন "সুবিচার সম্বন্ধে যে টুটাশের সুনাম আছে, আমার কর্ম্মকাল-মধ্যে কখনও সে সুনাম নষ্ট হইবে না।"

৪। ভারতের বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সম্রাটের নিকট হইতে তাঁহার উচ্চতর পদবী লাভ হইয়াছে। লর্ড চেমস্‌ফোর্ড এত দিন "বারণ" ছিলেন, এবার "ভাই কাউণ্ট"-পদবী লাভ করিলেন।

৫। সিমলার সিবিল সার্জ্জন মেজর এফ, এ, এফ বারনার্ডো সি, বি, ই, সি, আই, ই, এম, ডি, এফ, আর, সি, এস, আই, এম, এস কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন।

---

# বর্ষবিদায়।

আজ পুরাতন বর্ষের বিদায়ের দিনে ইহার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিয়া ও হিসাব করিয়া দেখিলাম, আজ যে বৎসর চলিয়া যাইতেছে, তাহার অঙ্ক কেবলই দুঃখ, বিপ্লব ও বেদনায় ভরা! এই বর্ষে ভারত কত ক্ষতি, কত অশান্তি ভোগ করিয়াছে! কত কৃতবিদ্য সুযোগ্য সন্তানকে ভারতমাতা হারাইয়াছেন! এই পুরাতন বর্ষের অঙ্কেই নব্য-ভারত-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ডাক্তার সুরেশচন্দ্র মজুমদার, রায় ললিতাক্ষ বসু বাহাদুর, ডাক্তার সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। ইঁহাদের স্থান আর কি কেহ পূর্ণ করিতে পারিবে? পুরাতন বৎসরের সঙ্গে সঙ্গে কি ভারতের সকল অশান্তির আগুন নির্ব্বাপিত হইবে! বর্ষ, তোমার অঙ্কে অনেক স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক ঘটনা অঙ্কিত হইয়া রহিল। এই সকল চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া আজ তুমি বিদায় লও। আমাদের বংশধরগণ অতীতের এই পৃষ্ঠা খুলিয়া আবার তোমাকে একদিন স্মরণ করিবে। আজ আমরা তোমাকে সেই আশায় আশান্বিত হৃদয়ে বিদায় দিই

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

## ১২শ কল্প—১ম ভাগ।

## ১৩২৭ সনের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।


| | | |
|---|---|---|
| আকাঙ্ক্ষা ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন | ১৮৬ |
| আগমনী ( গান ও স্বরলিপি ) | শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্ ও শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা | ১৬১ |
| আনন্দ রাতি এল ( গান ) | শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি এল, | ৩৪৪ |
| আশে ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় | ১৮৫ |
| উষা ( কবিতা ) | শ্রীমতী মানকুমারী দত্ত | ৫ |
| উষা ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত— — | ৩২৭ |
| একখানি পত্র | শ্রীমতী—— | ১২৪ |
| কাঁকড়া-পথে | শ্রীমতী বিভুবালা মিত্র | ১৯, ৪৬ |
| কে জানে ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্ | ৬৫ |
| ক্ষণধ্যান ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় | ১৩৬ |
| গান | শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত | ১৭৩ |
| গান | শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্ ৭১, ১৬১, ১৯৩ | |
| গানের স্বরলিপি | শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্ | ১২৪ |
| গানের স্বরলিপি | শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা ৩৪, ৭২, ১৪৮ | |
| গ্রন্থকার ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ | ২৩৪ |
| গ্রীক-নাট্যের অভিনয় | শ্রীযুক্ত—— | ৩৩০ |
| চিত্তের চির-নবীনতা ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্ | ২৮১ |
| জপজী | শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত, বি এল্ ৯, ৫০, ৬৯, ১০৭, ১৩০ | |
| জাহাজ-ডুবি ( উপন্যাস ) | শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র ২৫, ৩৭, ৭৩, ১১৬, ১৩৮, ১৭৭, ২০২, ২৩৯, ২৫৮, ৩০০, ৩২০, ৩৪৮ | |
| জিজ্ঞাসা ( গান ও স্বরলিপি ) | অচিন পাখী ও শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা | ৩১৫ |
| জীবন-রাগিণী | শ্রীমতী মণিকা রায় চৌধুরী বি-এ | ২২২ |
| জীবন-সঙ্গিনী ( গল্প ) | শ্রীযুক্ত কমলকুমার সান্যাল | ৩১৭ |
| জীবনের রঙ্ | শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ | ৫৮ |
| জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মের সামঞ্জস্য | শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী | ৪ |

| | | |
|---|---|---|
| ঝুলন-গীতি ( স্বরলিপি সহ ) | শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ও শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্ত | ১১৪ |
| ডাকটিকিটের ভাষা | শ্রীমতী সুষমা সিংহ | ৩১৯ |
| ডাক্তার স্যার রাসবিহারী ঘোষ | শ্রীমতী— | ৩৫৪ |
| তোমার হাসি ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্ | ২২৫ |
| দণ্ডবৎ ( গান ও স্বরলিপি ) | শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ দরবেশ ও শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা | ২৩৬ |
| দম্পতি ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত | ২২২ |
| দুঃখ-কমল ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্ | ৩০৫ |
| ধ্বনি ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় | ১১৬ |
| নদী-সৈকতে ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্ | ১৫৯ |
| নব বর্ষের গান ( স্বরলিপি সহ ) | শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা | ৩ |
| নব বর্ষের প্রার্থনা ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্ | ৩২ |
| নবোঢ়া ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত | ৪৬ |
| নাড়ু গোপাল ( কবিতা ) | শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র | ২১৬ |
| নিমন্ত্রণ ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য বি, এ, | ২৫৭ |
| নিবেদন ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত | ৩৩ |
| নিবেদন ( কবিতা ) | শ্রীমতী ননীবালা দেবী | ১৫৮ |
| পথিক ( কবিতা | শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য | ১০৬ |
| পায়ের ডাক ( কবিতা ) | শ্রীমতী শান্তিপ্রভা দাস | ৩১৯ |
| পুস্তক-সমালোচনা— | | |
| (ক) উদ্যানলতা | অধ্যাপক ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এম্-এ, পি, এচ্, ডি, ১২৬, ১৫৬, | ১৯০ |
| (খ) সাত-নদী | | ১৮৮ |
| প্রণাম ( কবিতা ) | শ্রীমতী চারুলতা দেবী | ২২৪ |
| প্রসূতি ও সন্তান-মঙ্গল | | ৫৫ |
| প্রাণের ধারা ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্ | ১ |
| প্রার্থনা ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত | ১৭৭ |
| প্রেম ( কবিতা ) | শ্রীমতী চারুলতা দেবী | ২৫০ |
| প্রেমময়ী ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যাবিনোদ | ৪৯ |

| | | |
|---|---|---|
| ভজন ( স্বরলিপি সহ ) | শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্ | ৩২৯ |
| ভ্রম-সংশোধন | | ১৬০ |
| মা ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | ২০০ |
| মানবের মূঢ়তা ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন | ২৯২ |
| মিলন ক্ষণ ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত | ২৮৯ |
| মুক্তি ( কবিতা ) | শ্রীমতী শান্তিপ্রভা দাস | ৩১৯ |
| মূর্খা ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী | ৫৫ |
| ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল | | ৬৩ |
| লিপি ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত সুধেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় | ৩৩৭ |
| লীনার শিক্ষা ( উপন্যাস ) | শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী | ২২, ৯৮, ১৪১, ১৬৮, ১৯৬, ২২৬, ২৭৩, ২৮২, ৩০৬, ৩৩৭ |
| লোকমান্য তিলক-মহারাজ (কবিতা) | শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ | ১৫৭ |
| বড়র বিপদ ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ | ২২৪ |
| বরষার ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন | ১৫৭ |
| বর্ষাবিদায় | শ্রীমতী—উ | ৩৫৭ |
| বর্ষা ( কবিতা ) | শ্রীমতী অমিয়া চৌধুরী | ৫৭ |
| বিবিধ সংবাদ | | ৬০, ২৫৫ |
| বিশ্ব-জাগরণ | শ্রীমতী মণিকা রায় চৌধুরী, বি এ, | ১২৪ |
| শিক্ষা ( গল্প ) | শ্রীযুক্ত— | ৬৪৫ |
| শুচিবায়ু | শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন | ৯০ |
| শৈশব-স্মৃতি ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্ | ১২৯ |
| শ্যামা কি শ্যাম ? ( কবিতা ) | শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র | ৮৬ |
| সংক্ষিপ্ত নূতন পত্রিকা | | ২ |
| সংবাদ | | ২২৩, ৬৫৭ |
| সকল দান ( কবিতা ) | দরবেশ | ৯৭ |
| সমস্বর সঙ্গীত ( স্বরলিপি সহ) | শ্রীযুক্ত দরবেশ ও শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা | ২৯৩ |
| সমাজে নারীর কাজ | শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী | ১৮৬ |
| সাময়িক প্রসঙ্গ | | ৯৫, ১২৭ |
| সাময়িক সংবাদ | | ১৫৯ |
| সে-দিনের গাথা ( কবিতা ) | শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় | ২৫৪ |
| স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা | শ্রীমতী উ, প্র, দ | ২৬৯ |
| স্বরগের ঠিকানা ( কবিতা ) | স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত | ৬২ |
| হিন্দুর তীর্থনিচয় | শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী | ৮৭, ১৬১, ২১৭, ২৫১ |

## গ্রাহকশ্রেণিকাগণের প্রতি।

...

## বিজ্ঞাপনের হার।

১। ... কলম বা সিকি পৃষ্ঠা ... টাকা

। ... কলম বা অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ... "

... বিজ্ঞাপনের এক বৎসর বা তৎকালিক কার্য্য ... অর্দ্ধ পৃষ্ঠা "

ঐ ... পূর্ণ পৃষ্ঠা "

৪। মলাটে বা মলাটের সম্মুখস্থ পৃষ্ঠা এবং মূল পত্র

প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ

বিজ্ঞ ... বর মূল্য অগ্রিম দেয়।

...

## সাহান.

শ্রীমতী ...নীতি দেবী প্রণীত ... পড়ুন ... শিশুকাল ... ভরপূর। ... ছাপা অতিসুন্দর। ... প্রত্যেকের ... থাকা আবশ্যক। ... বালিকা-বোধের পরিবর্ত্তে ইহা ... উপকার হইবে। ... প্রাপ্তিস্থান ... শ্রীমতী ... দেবী সরস্বতী। ... টাকা।

## বিজ্ঞাপন।

... প্রবীণ সুধাকর ... সম্পাদকত্বে ... বঙ্গাব্দের ... প্রকাশিত হইয়াছে। ... বর্ষের ... দ্বিতীয় সংখ্যা ... হইয়াছে। ... পূর্ব্বাপেক্ষা ... অধিক ... হইয়াছে এবং ... উপযোগী ... ও চিত্তাকর্ষক ... বিষয় ... হইবে ... সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে ... ও ... সহিত ... প্রেম

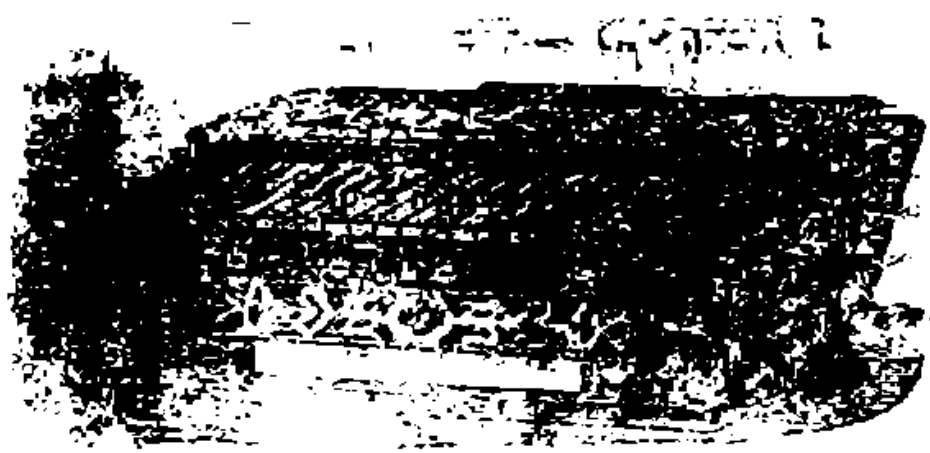

Sarat Ghose & Co.
CALCUTTA

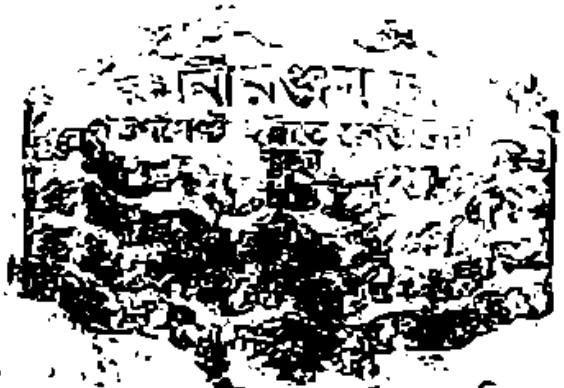

## ...পত্রের মতামত

# জবাকুসুম তৈল।

# সুরবল্লী কষায়।

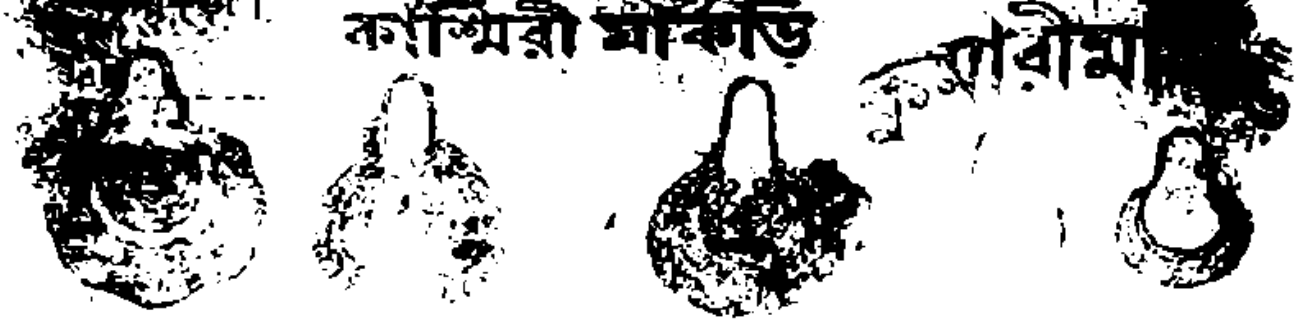
কাশ্মিরী মার্কিড

# সীলেট চুণ

[illegible] দ্বারা হয় না।

[illegible] হইতে পারে।

সীলেট চুণের [illegible] অধিক গাঢ় হইলেও
ব্যবহারিক উহা [illegible] এ চুণে যে কাজ করা
যায়, তাহা [illegible] এবং বহুকালস্থায়ী
হয়। এ-সম্বন্ধে [illegible] আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চুণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

[illegible]

[illegible] এজেন্টস—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।

[illegible]

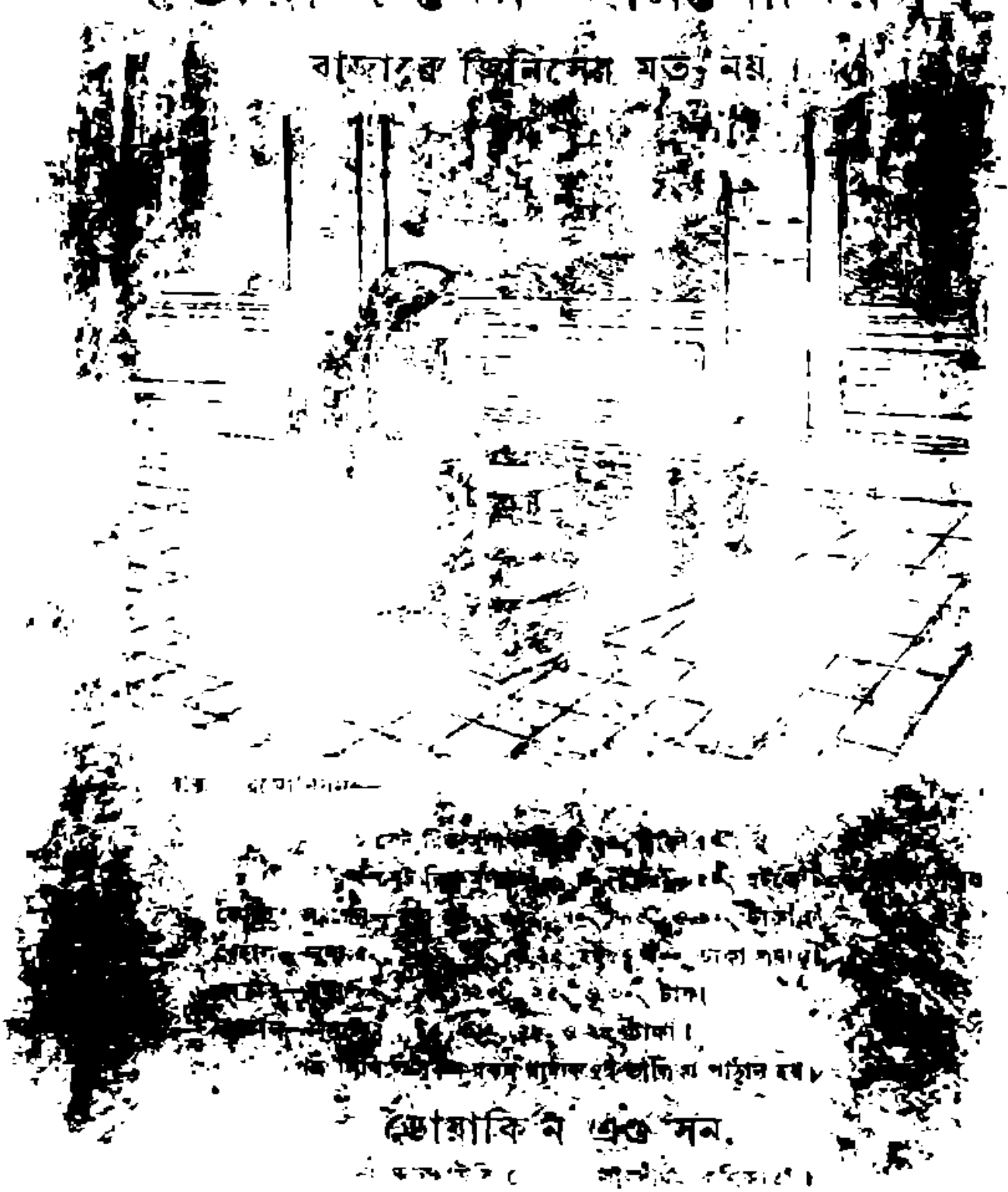

পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত

# যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী

বঙ্গদেশের বিখ্যাত গল্প-লেখিকা

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবীর নূতন গল্পের বই—

[illegible] ইহাতে অদৃষ্ট-লিপি নামে [illegible] উপন্যাস এবং আর [illegible] আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সুন্দর চিত্র [illegible] মূল্য ১০। ২। [illegible] গল্পের সমষ্টি। এগুলি [illegible], নানা ফুলের, বিচিত্র [illegible] মূল্য [illegible]। [illegible] বিষয়ক একশত কবিতা, তত্ত্ববোধিনী ও পুরিচারিকায় প্রকাশিত; মূল্য [illegible]। [illegible] সূত্রগ্রন্থ—গল্পের পুস্তক। ৫। অশোক—কবিতা-পুস্তক ৬। হাসি ও অশ্রু কবিতা-পুস্তক। প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্ ও মেডিকাল [illegible], যথাক্রমে ২ নং ও ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

BHARAT DHARMA MAHAMANDAL

For [illegible] Socio-Religious [illegible]

[illegible] Re. [illegible] H. the Maharaja of Darbhanga [illegible] Rs. 1/4

General Members Rs. 2 [illegible]

[illegible] privileges of (a) the Mahamandal Benevolent Fund (b) the Monthly Magazine (in [illegible]— Inland Class Monthly *free*. (c) Mandal *Shastric* Publications [illegible] three fourth price.

PROSPECTUS AND SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE

The General Secretary Sri Bharat Dharma Mahamandal Benares Cantt.

গ্রন্থসূচনাস্তে ১৫ নং স্ত্রী ১৯ ফুধাস ২ ১৫ গ [illegible]

[illegible] অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর কবিরাজ [illegible] শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ সেন কবিরত্ন [illegible] —"আয়ুর্বেদীয় শারীরক-বিজ্ঞান গ্রন্থ ও পুস্তকের [illegible] উপযোগী। তৎসঙ্গে [illegible] শারীরিক ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে [illegible] ও অন্য উদরাময় [illegible] হইয়া থাকে।"

[illegible] কলেজের ভূতপূর্ব [illegible] পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ [illegible] ডাক্তার সতীশচন্দ্র [illegible] বলেন,

[illegible] মহামহোপাধ্যায় [illegible] শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যতীর্থ [illegible] বিদ্যাবাচস্পতি [illegible] বিদ্যাবিনোদ [illegible] বিদ্যাবারিধ

# মণ্ডল ফ্লুট।

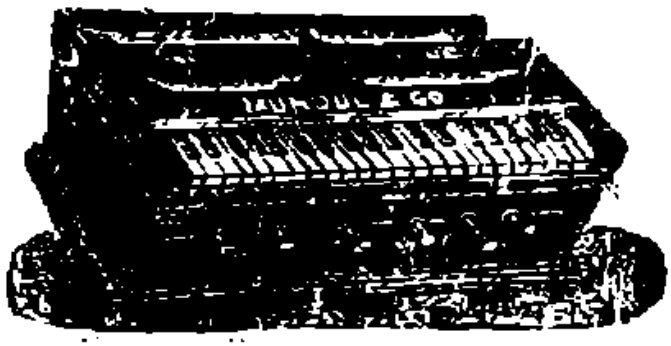

বেশীবিখ্যাত রাজা বাহাদুর ব্যাণ্ডমাষ্টার, [illegible] প্রাইজের দ্বারা [illegible] প্রশংসিত— [illegible] এবং হিন্দুস্থানী [illegible] গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু চালিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত থলো ও গ্যারিণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩, ডবল ও ট্রপ ৩৫, ঐ সুক্ষ্ম কাজ করা৪০ টাকা। ঐ দুই সেট প্লীহ্ ৪ ট্রপ ৮০, এবং ৯০ টাকা। মণ্ডল এণ্ড কোং— ৫নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত।

সেখ আন্দু—১৷৷০ ( উপন্যাস )

নমিতা—২৲ ( উপন্যাস )

আড়াই চাল—১৷৷০ (উপন্যাস ও ছোটগল্প-সমষ্টি)

মিষ্টি সরবৎ—১৷৷০ ( উপন্যাস

২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের নিকট প্রাপ্তব্য।

জন্ম অপরাধী—১৷৷০ ( উপন্যাস )

মঙ্গলমঠ ( যন্ত্রস্থ ) (উপন্যাস)

কর্ণওয়ালিশ বিল্ডিংস, কলিকাতা—

বিজ্ঞাপন।

# আমাদের জীবন-দশা

অর্থাৎ

আমাদের অধঃপতনের মূল-কারণ, ইন্দ্রি
সংযম না করিবার পরিণাম, বসবাসের অব
অসঙ্গত ভোজন-পদ্ধতি, মনঃ-সংযমের উপ
কারিতা এবং আমাদের এই দুরবস্থা কবে
উপস্থিত হইবে ইত্যাদির বিষয় বিশদরূপে
বর্ণিত আছে বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে
বিতরণ করা হয়।

কবিরাজ—

শ্রীযুক্ত নিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আয়ুর্বেদ ঔষধালয়, ১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

# লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান আফিস ৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—

বড়বাজার শাখা, ২১৷১ মনোহরদাস লেন, বড়বাজার, কলিকাতা। পটলডাঙ্গা
শাখা ১ নং ক্রাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার
শাখা ১৯৷১ অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার। (৩) ভবানীপুর শাখা ৬৮ বালিগঞ্জ
সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয়
বিষয়ের প্রস্তুত থাকে। মফস্বলের সম্ভ্রান্ত
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। নিম্নি
লিখিত রোগসমূহ, বিশুদ্ধ রক্ত, ইত্যাদি বিশেষ
অভিজ্ঞতার সহিত আরোগ্য হইয়া থাকে। কোন রোগ সম্বন্ধে পত্র লিখিলে
সম্পূর্ণ উপযুক্ত ঔষধ ও ব্যবস্থা বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ডাক
মাশুলাদি অতিরিক্ত দিতে হয়।

ডাক্তার নগেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী-কৃত গৃহচিকিৎসা। মূল্য ১৷ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 694. June, 1921

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৮ বর্ষ। ৬৯৪ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮। জুন, ১৯২১। | ২শ কল্প। ৮ম ভাগ।


## নিরিবিলি।

তোমায় নিয়ে নিরিবিলি
বসবো কবে?—
বাজবে বীণা সুখনিশীথে
নীরব রবে
ভাষা ভুলবে আপন-দাবী,
গান হারাবে গুণ-গুমানি,
হিয়ার দোলে পরশ-খানি
সহজ হবে

ভাবন হবে
ধ্যান,
কথা হবে অশ্রু বিহীন
উঠবে তারা।
বিরাম হবে আরাম-শূন্য,
দুখ লুকাবে সকল দৈন্য,
সুখ ফুলিবে আপন মাঝ
সগৌরবে।

দরবেশ।

## গ্রীক নাট্যের অভিনয়।

১৭। কিন্তু নাটকের সহিত যতই কেন ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ হউক্ না, বুধস পরাতে যে অভিনয়ের পক্ষে কতকটা বিশেষ অসুবিধা ঘটিত, তাহা অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক অভিনেতা যেমন বাক্যের [illegible] পরিবর্ত্তনে মনের নিগূঢ় ভাবপর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, বুধস পরার জন্য গ্রীক নটের পক্ষে তাহা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িত। তাহার মুখমের উপর যে-কয়টী [illegible] থাকিত, তাহাতেই

তাহার মানসিক ভাব মোটামুটি সূচিত হইত; এবং যেখানে কোন চিত্তবিকৃতি দেখাইবার প্রয়োজন হইত, গ্রীক নট সে-স্থলে নানা ভঙ্গিমার দ্বারা দর্শকমণ্ডলীকে সে-কথা বুঝাইয়া দিত। বিদেশ-প্রত্যাগত ওরেষ্টসকে দেখিয়া ইলেক্ট্রার হৃদয়ে যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-স্রোত বহিয়াছিল, মুখস পরিয়া থাকায় সে তাব-বিপর্য্যয়কে সে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে পারে নাই। তাই ওরেষ্টসের মুখে "সহসা এরূপ আহ্লাদে উৎফুল্ল হইলে বিপদের আশঙ্কা আছে," এবং ইলেক্ট্রার মুখে, "মাতার প্রতি আমার যে স্বাভাবিক ঘৃণা বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহাতে হঠাৎ আমার এ বিদ্বেষচিহ্নিত আননে কোন হর্ষের সঞ্চার করিয়া উঠিবে না। আর, যদিই উঠে, তবে সে হর্ষে চক্ষে আসিবে না, অন্য আসিবে।" ইত্যাদি দিব্য কথা নাটক-কারকে সংযোজিত করিতে হইয়াছে।

১৮। মুখসের আবার বিশেষত্বও ছিল; আমাদের মুখসের মত গ্রীক্ অভিনয়ের মুখস 'পিছল-খোলা' ছিল না। তাহার সম্মুখে, পশ্চাতে, মাথার উপরে—তিন দিকেই আবরণ ছিল; মাথার উপরের দিকটা একটা চূড়ার মত ছিল। সুতরাং, আমাদের মুখস যেমন সম্মুখ দিক্ হইতে বসাইয়া দিয়া পিছন-দিকে গাঁট বাঁধিয়া দিতে হয়, গ্রীকদের মুখস তেমনি একেবারে মাথার উপর হইতে বসাইয়া দিতে হইত। ইহাতে উহার পড়িয়া যাইবার কোনও ভয় থাকিত না। মুখসে তিনটীমাত্র ছিদ্র ছিল; দুইটী চক্ষুতারার নিকট, আর একটী মুখ-গহ্বরের নিকট। এইরূপ মুখস পরিলে না কি অভিনেতৃগণের কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক পরিমাণে দূরে যাইত। এই প্রকার নাট্য-শালার সকল দর্শকের পক্ষে নটনটীর কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইবার সম্ভাবনা বাড়িয়া যাইত।

১৯। গ্রীক্ অভিনয়ে নানা ঘটনাস্থল পূর্ব্ব হইতে ঠিক করা থাকিত। এই রীতি গ্রীকদের খুব স্বাভাবিক ছিল; কারণ, ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, গ্রীকনট কোন ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিরূপ নহে, সে একদল গুণাগুণ-বিশিষ্ট লোকের প্রতিনিধিস্বরূপ। সেইজন্য নটের মুখস দেখিয়াই অনেক সময় তাহার চরিত্র-সম্বন্ধে ধারণা করা যাইত। তাহার বর্ণ, চূড়া, কেশ, এই কয়টী একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে সে যে কি সাজিয়া আসিয়াছে, দর্শক তাহা সহজেই বুঝিতে পারিত। রমণীগণের ব্যক্তির কেশ ও শ্মশ্রু ঘন-কৃষ্ণবর্ণ, ললাট ঈষৎ কুঞ্চিত, চূড়া অতিশয় বৃহদাকার। কুরূপা ব্যক্তির কেশ সুন্দর,—মুখাকৃতি বিবর্ণ, চূড়া অপেক্ষাকৃত অল্পায়তন। দুর্দ্দশাগ্রস্ত যুবতী ছিন্নকেশা,—দুঃখ-পরিম্লানা; বৃদ্ধা নারী পলিতকেশা ও ঈষদ্-বিবর্ণা। দূত ও অনুচরবর্গ কখন স্থূলনাসিক, কখন শুষ্কবল্কেশ, কখন বা শিরস্ত্রাণ-পরিহিত।

২০। সারা অভিনয় ধরিয়া একজন নটী কে একই মুখস পরিয়া থাকিবে, এমন কোন নিয়ম ছিল না; সময়ে সময়ে আবশ্যক হইয়া পড়িলে মুতন মুখস পরিতে হইত। ইউরাই-পিডিসের 'হেলেনে' হেলেন যখন তাঁহার বিগলিত কেশরাশি ও রোদন-বিবর্ণ কপোল লইয়া রঙ্গমঞ্চে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহাকে মুখস বদলাইতে হইয়াছিল। আবার, ঐরূপ মুখস বদলাইয়া সোফিসের 'ইডিপস টাইরানসে' [illegible] ও অন্ধীকৃত

[illegible] হইয়াছিলেন।

[illegible]। শারীরিক দৈর্ঘ্য ও গাম্ভীর্য্য-বৃদ্ধির [illegible] বিয়োগান্ত-অভিনেতাকে এক [illegible] পাদুকা পরিতে হইত। উচ্চতায় সে কাল-[illegible] বোধ হয়, আমাদের "খড়মের" বিগুণ [illegible] হইবে। সুতরাং, এরূপ পাদুকা এবং [illegible] পরিধানে নটের দৈর্ঘ্য কিছু বিসদৃশ হইয়া পড়িত; সেইজন্য অভিনয়-কালে তাহাকে স্কন্ধে পৃষ্ঠে [illegible] লেপ জড়াইতে হইত। এইভাবে যখন সমস্ত শরীর ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিত, তখন নটের পক্ষে [illegible] সম্ভবপর হইত না। রঙ্গমঞ্চে যাতায়াত করিতে হইলে ধীরে এবং সাবধানে পদ বিক্ষেপ করিতে হইত। তাহাতে অভিনয়ের পক্ষে সচরাচর কোন অসুবিধা ঘটিত না বটে,—এমন এমনও হইয়াছে যে, একজন নটের চরণপ্রান্তে আর একজন দৌড়িয়া গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়াছে,—কিন্তু বিপৎপাতের যে কোনই আশঙ্কা ছিল না, এমন বলা যায় না। এস্কাইলস্ যখন ইউমেনিস্ সাজিয়া ফিলক্সের অনুধাবন করিতেছিলেন, তখন দুর্ভাগ্য-বশতঃ তিনি পড়িয়া গিয়া এরূপ গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন যে, আর একজন আসিয়া সান্ত্বনা না করা পর্য্যন্ত তিনি উঠিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন গ্রীক রঙ্গমঞ্চে ঈদৃশী দুর্ঘটনা নিতান্ত বিরল ছিল না; কারণ, গ্রীকদের এই পরিচ্ছদ পরিধান করিলে গতিবিধির [illegible] বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা সহজেই [illegible] করা যাইতে পারে। কিন্তু গ্রীক-কলার স্থানুবৎ চরিত্রের (statuesque character) কথা মনে করিলে এ বিপদের কোন অস্তিত্বই থাকে না বলিয়া বোধ হয়।

গ্রীক অভিনয় বাস্তব-জীবনের অভিনয় নহে, উহা আদর্শ জীবনের অভিনয়; সুতরাং গ্রীক রঙ্গমঞ্চের অভিনেতারা যে [illegible] না করিয়া ধীর-স্থির-ভাবে চলাফিরা করিবে, তাহাতে বিচিত্র কিছুই নাই।

২২। বিয়োগান্ত-নটের পরিচ্ছদ সাধারণ গ্রীক পরিচ্ছদের প্রায় অবিকল প্রতিচ্ছবি; মাত্র বর্ণে ও পরিমাণে উহা আরও ঐশ্বর্য্যময়। প্রথমে তাহার একপ্রকার আপাদ-স্পর্শী 'আঙ্গরাখা' থাকিত, তাহার উপরে সর্ব্বাঙ্গে বেষ্টিত, বহু পরিমাণে চুণ্টিত এক 'চোগা'। সে চোগা বুকের কাছে [illegible] ব্রোচ বা ফিতা দিয়া বাঁধা থাকিত। একখানি আলোয়ান কিংবা চাদর দিয়া গায়ের চারিদিক্ ঘিরিয়া দিয়া, তাহার উপর দিকের দুইটী কোণ একত্র করিয়া কিঞ্চিৎকাল সেই আলোয়ান কিংবা চাদরের সহিত কোন প্রকারে জুড়িয়া দিলে যেমন দেখায়, সে চোগার গঠনও সেই রকমের। স্ত্রীলোকের পাগ্‌রা কিছু অতিরিক্তমাত্রায় লম্বা এবং সেইজন্য তাহা ভূমিতে লুটাইয়া পড়িত। কিন্তু দাসদাসীর পাগ্‌রা সাধারণ পাগরা অপেক্ষা কিছু ছোট। চোগা নানাবর্ণের হইত এবং বর্ণভেদে নটচরিত্রের বিশেষত্ব প্রকাশ পাইত। রাণীর চোগা সাদা রঙের; তাহাতে বেগুনে রঙের সরু পাড় বসান। অশুচি বাড়ির দুঃখ, ধূসর, মলিন শ্বেত, প্রভৃতি বর্ণের চোগা পরিত।

২৩। সচরাচর বিয়োগান্ত অভিনেতার পরিচ্ছদ এই প্রকারের হইত। তাহাতে ঐতিহাসিক যাথার্থ্য রক্ষা করিবার কোন চেষ্টা ছিল না। [illegible] একশ্রেণীর লোককে অপর শ্রেণী হইতে [illegible] করিবার কোন সুস্পষ্ট চিহ্ন

ছিল না। একই পরিচ্ছদ, প্রায় একই ধরণের সকল অভিনেতাকেই পরিতে হইত। ক্বচিৎ কখন, বিশেষ বিশেষ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা হইত, অভিনেতারা একখানি পশমী জালের কাপড়খানি সকল শরীর আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতেন। মেষপালকেরা কখন কখন ছোট চামড়ার আঙ্গরা পরিত; কখন বা বিপদাপন্ন বীরপুরুষ ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া অভিনয় করিতেন।

২৪। মিলনান্তে কিংবা মহাকাব্যের অভিনেতারাও প্রায় এ ভাবেই সজ্জিত বটে, তবে পার্থক্যও যথেষ্ট ছিল। তাহারাও নূপুর পরিত; কিন্তু তাহাদের নূপুরের চূড়া ছিল না। তাহারাও কাঞ্চ-পাটকা পরিত, কিন্তু সে পাটকা অত উচ্চ নয়। তাহারা চোগাও পরিত না, পরিত না। তৎপরিবর্ত্তে সমস্ত শরীরের এক আঁটা জামা পরিত। [illegible] কেবল হাস্যরসের অবতারণা করা স্তুতরাং, তাহারা এমন ভাবে সাজিত, যাহাতে তাহাদিগকে দেখিলেই লোকের হাসি পায়। বিয়োগান্ত নটের মত তাহারা ভীতি-করুণার দ্বার দিয়া দর্শকের মনকে শান্তিরসের পবিত্র আস্বাদনে লইয়া যাইত না; তাহারা কেবল সাময়িক ঘটনা অবলম্বন করিয়া লোকের চিত্ত-বিনোদন করিত; আর কখনও বা ক্রূর সমালোচনার দ্বারা সমাজ ও রাজনীতিকে সংশোধন করিবার প্রয়াস পাইত।

২৫। কিন্তু গায়কবৃন্দের বেশ ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এক মুখস ছাড়া, তাহাদের অন্য সকল সজ্জাই সাধারণ ভাবের ছিল। গায়কবৃন্দ মানবজাতির প্রতিনিধি; তাহারা যেন অভিনয়ের আদর্শ-দর্শক। সেইজন্য তাহাদের বেশভূষায় কোন আড়ম্বরের চিহ্ন ছিল না। সরল-সুন্দর গম্ভীর ভাবে তাহারা অভিনয় দেখাইয়া যাইত, আর মধ্যে মধ্যে কবিহৃদয়ের গূঢ় ভাবগুলিকে জন-কর্ণের গোচর করিয়া তাহাদিগকে উচ্চ-চিন্তা রাজ্যে প্রেরণ করিত। আদর্শ হইলেও তাহারা দর্শক, তাই দর্শকের বেশেই তাহারা দাঁড়াইয়া থাকিত। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত সাধারণ পোষাকের ব্যত্যয় ঘটিত না। [illegible] ইংলণ্ডের 'ইউমিনাইডিজে' পরিবর্ত্তনের একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। গায়ক-বৃন্দ সে-স্থলে প্রতিহিংসাদেবীত্রয়-রূপে অবতীর্ণ। তাহাদের সেই কৃষ্ণবর্ণ বেশ—বিকৃত, উদ্ভ্রান্ত মুখাকৃতি,—সর্প-অজগর-সংবলিত তামবর্ণ কেশরাশি;—সে করাল ভৈরব-মূর্ত্তিত্রয় যখন ত্বরিত-পদবিক্ষেপে রঙ্গ-স্থলে প্রবেশ করিল, তখন গ্রীকদর্শকের প্রাণে যে কি ভয়ভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান সভ্যজগৎ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

২৬। সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র ও বিস্ময়কর পরিচ্ছদ কেবল মিলনান্ত-গায়কবৃন্দের। মিলনান্ত-নাটকের গায়ক—নর কিংবা বানর, স্ত্রী কিংবা পুরুষ, স্বদেশীয় কিংবা বিদেশীয়, ভূধর কিংবা জলধর, সকলই হইতে পারে। এই সমস্ত বিবিধ-সজ্জার মধ্যে অনেকগুলিই আমাদের নিকট বড় কিম্ভূতকিমাকার বলিয়া বোধ হয়। এখন যদি কেহ সেইরূপ পক্ষীর বেশে আমাদের সম্মুখে আসিয়া তাহার 'নি চুত্তো ন ভবিষ্যতি' মর্ম্মে বাক্যি করিয়া [illegible] হইতে [illegible] দীর্ঘ

নাসিকা এবং পক্ষ-শোভিত বদনমণ্ডল, অথচ মনুষ্যোচিত বৃহদাকার দেহ—এ অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমাদের নিকট অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হইবে।

২৭। গ্রীক অভিনেতাদের প্রত্যেকেই অতি কমনীয়-কণ্ঠস্বর-বিশিষ্ট ছিল। যাহাদের কণ্ঠধ্বনি ক্ষীণ বা অস্পষ্ট, তাহাদিগকে অভিনয় করিতে দেওয়া হইত না। সক্রেটিস এই কারণে কখন অভিনয় করিতে পান নাই; তিনি কখন বীণা বাজাইয়াছেন, কখন নানারূপ ক্রীড়া-কৌশল দেখাইয়াছেন; কিন্তু কখন বক্তৃতা করিতে পারেন নাই। কয়েকটী বিশেষ কারণে এইরূপ নিয়ম-প্রচলন করা হইয়াছিল। প্রথমতঃ, বক্তৃতার অনেকাংশই গান করিয়া বলিতে হইত। দ্বিতীয়তঃ, একজন লোককে দুই তিন জন নট কিংবা নটী সাজিয়া আসিতে হইত; অতএব একবার পুরুষোচিত-বীরত্বব্যঞ্জক-কণ্ঠে, আবার স্ত্রীজন-সুলভ কোমল কণ্ঠে বক্তৃতা করিতে হইলে কণ্ঠস্বর বেশ মার্জ্জিত হওয়া প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, মুখস পরিলে মুখের ভাবভঙ্গী কিছুই দেখা যাইত না; সে জন্য, কণ্ঠস্বরের নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া সে ত্রুটি পূর্ণ করিতে হইত। পরিশেষে, দর্শকমণ্ডলীকে কেবল শুনাইবার জন্যই কত যে অত্যুচ্চস্বরের প্রয়োজন, তাহা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাই দুরূহ। চারিদিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে;—মাঝখানে বিশাল নিরাবরণ নাট্যশালা;—মাথার উপর সূর্য্যদেব অবিচলিত-চিত্তে তাঁহার দৈনিক কর্ত্তব্য সাধিয়া যাইতেছেন;—আর সেই বিস্তৃতি সহস্র লোক কখন চুপ চুপি কথা কহিতেছে, কখন উচ্চৈঃস্বরে গল্পগুজব করিতেছে, কখন বা নাটকের অভিনয় দেখিতে বসিয়া আছে। সে সময়ে যদি কোন অভিনেতা ক্ষীণকণ্ঠে কথা বলিতে থাকে, তবে দর্শকেরা, বোধ হয়, তাহাকে তৎক্ষণাৎ প্রহার করিতে উদ্যত হইবে।

২৮। আধুনিক গীতিনাট্যের (opera) মত গ্রীক নাটকে, কাব্য কলা ও নৃত্য সকলেরই অবতারণা হইত। কিন্তু প্রভেদ এই যে, গ্রীকনাট্যে কাব্য সর্ব্বোচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল; নৃত্যগীতের আদর অপেক্ষাকৃত কম ছিল। এখনকার মত, কেবল নৃত্যই একটা দৃশ্য বলিয়া পরিগণিত হইত না; সেই সঙ্গে গানও হইত। আবার গানের মধ্যে কবিত্বের সমধিক পরিচয় থাকিত। গ্রীক সঙ্গীত আধুনিক সঙ্গীতের মত, কেবল গানের জন্য রচিত হইত না। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা যেমন একাধারে কবিতা ও সঙ্গীত দুই-ই, গ্রীকদের গানও অনেকটা সেই ধরণের। নৃত্য, গীত এবং কাব্যের মধ্যে গ্রীকরা এক অনির্ব্বচনীয় মধুর সম্মিলন স্থাপন করিত।

নাচিতে তাহারা অপমান বোধ করিত না; বরং তাহাতে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিত। যে সকল গায়ক এককালে নাচিতে ও গাহিতে পারিত না, তাহাদিগকে তাহারা ঘৃণার চক্ষে দেখিত। আমাদের সমাজে যদি কেহ দশের সমক্ষে দাঁড়াইয়া নৃত্য করে, আমরা তাহাকে বিনা কারণে নিন্দা করি; গ্রীকরা কিন্তু সেরূপ সঙ্কীর্ণচেতা ছিল না; বরং সে নৃত্যে নর্ত্তকের শিল্পচাতুর্য্য প্রকাশ পাইলে তাহারা তাহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিত।

২৯। গ্রীক নৃত্য বলিতে সচরাচর যেরূপ যাহা বুঝে, তাহ [illegible] নৃত্যের ন্যায়

উহা কেবল পাদবিক্ষেপের চাতুর্য্য-বিশেষ ছিল না; উহাতে মনের ভাব প্রকাশ করিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিত। মূক যেমন অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা তাহার অন্তরের কথাকে অভিব্যক্ত করে, গ্রীক নর্ত্তক-নর্ত্তকীরাও সেইরূপ, শুধু পদযুগল কেন, সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা করিয়া তাহাদের বক্তব্য বিষয় আরও সরলভাবে দর্শককে বুঝাইয়া দিত। দার্শনিক-প্রবর প্লেটোর মতে,— কোন গান বা বক্তৃতার অর্থকে পরিস্ফুট করিবার জন্য যথোপযুক্ত অঙ্গ-চালনা করা মানুষের স্বাভাবিক এবং সেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে নৃত্যকলার উৎপত্তি। নৃত্য-সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতবর্ষের ধারণাও কতকটা এইরূপ ছিল। ভরতের মতে নৃত্য যে কেবল পদবিক্ষেপের নূতন সংস্করণ মাত্র ছিল না, তাহা আজও কখন কখন আমাদের নৃত্য হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়।

৩০। ধর্ম্ম হইতে নাটকের উৎপত্তি। সুতরাং, নাট্যের জন্য যাহারা জীবন উৎসর্গ করিত, তাহারা ধর্ম্মপ্রচারের সহায়তা করিত; এবং সেই হেতু তাহারা জনসাধারণের ভক্তির পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। কেমন করিয়া কারুকলার আদর করিতে হয়, প্রাচীন গ্রীকরা তাহা ভালই বুঝিত; কবির কাব্যকে তাহারা উপভোগ করিতে জানিত; অভিনেতার অভিনয়কে তাহারা অসাধারণ করিতে জানিত; গায়ক-নর্ত্তকের প্রীতিকর অনুষ্ঠানকে তাহারা অনুভব করিতে জানিত। সফক্লিস তাঁহার 'এন্টিগোনি' লিখিয়া সেনানীর পদ-পর্য্যায় পাইয়াছিলেন। এমনই গ্রীকদের কলানুরাগ! আমাদের মত তাহারা অভিনেতার ব্যবসায়কে তুচ্ছ করিয়া দেখিত না। তাহারা অভিনেতা কবিকে একই আসনে স্থান দিত। তাহাদের এক এক জন অভিনেতার যাহা বাৎসরিক বেতন, তাহা আমাদের প্রায় বিংশতি সহস্র মুদ্রা। আর অভিনেতাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি গ্রীসের রাজসভায় প্রভূত সম্মান পাইতেন। বিয়োগান্ত নাটকের অভিনেতা, এরিষ্টোডিমস এথেন্সের রাজদূত হইয়া গ্রীসের উত্তরস্থ ম্যাসিডন-রাজ্যে গিয়াছিলেন এবং এথেন্সের সহিত সন্ধি-স্থাপন-পক্ষে অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি এবং নিয়প্টলেমস প্রায়ই ম্যাসিডন-অধিপতি ফিলিপের রাজসভায় বসবাস করিতেন। ফিলিপের পুত্র আলেক্সাণ্ডারের সভায় থেসালস এবং প্রিনো হরি নামে দুইজন গ্রীক অভিনেতা বাস করিতেন।

৩১। এস্কাইলসের যুগ কাব্যের যুগ। যদিও তখন কবি এবং অভিনেতার একই সমাদর ছিল, তথাপি এস্কাইলসের যুগ কাব্যেরই অভ্যুত্থানের যুগ। ডিমস্থিনিসের সময়ে যে সকল প্রসিদ্ধ অভিনেতা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অপেক্ষা তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ এ-বিষয়ে যে হীনতর, তাহা প্রায় স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। যখন তিনদিকে তিনজন নাট্য-রচয়িতা গ্রীকনাট্যের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া কলাবিদ্যাশিক্ষার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তখন রসগ্রাহী গ্রীক-হৃদয় সেই অপার সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাহার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছিল, তখন অভিনয়ের দিকে সে তত লক্ষ্য করে নাই। যখন গ্রীসবাসী এস্কাইলসের গরিমা ও গৌরব, সফক্লিসের লাবণ্য ও কমনীয়তা, এবং ইউরাইপিডিসের কারুণ্য ও নৈপুণ্য হইতে দূরে আসিয়া পড়িল, যখন গ্রীসের কবি তাহার স্বদেশবাসীর প্রাণে

আর তেমন নিখুঁৎ সৌন্দর্য্যের ছবি আঁকিতে ভুলিয়া গেল, তখন গ্রীসবাসী আবার তাহাদের জীর্ণ কবিতা-রতনকে লোকলোচনের গোচরে আনিতে লাগিল, তখন তাহাদের জাতীয় গৌরবস্থল ঐ কবিত্বের কাব্যসকল যাহাতে সম্যগ্‌রূপে অভিনীত হয়, সে বিষয়ে তাহারা মন দিল। তখন ডিমিস্থিনিসের শিক্ষাগুরু পোলসের আবির্ভাব হইল, তখন বিখ্যাত হাস্যরসিক থিয়ডরসের অভ্যুদয় হইল।

৩২। থিয়ডরস বলিয়াছিলেন, হাস্যরস অপেক্ষা করুণ-রসের অবতারণা করাই কঠিন। অথচ তিনি নিজে একবার বিয়োগান্ত অভিনয়ের দ্বারা নৃশংস অত্যাচারী ফিরেরাজ (Pherae) আলেক্সাণ্ডারকে এরূপ বিচলিত করিয়াছিলেন যে, সেই পাষাণ-হৃদয় পাছে জনসাধারণের সমক্ষে বিগলিত হইয়া অশ্রুবর্ষণ করে, এই আশঙ্কায় আলেক্সাণ্ডার নাট্যশালা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। থিয়ডরসের মত পোলসও করুণ-রসের অভিনয়ে বিশেষ পটু ছিলেন। ইলেক্ট্রা যেখানে তাহার আপনার পুত্রকে, স্নেহভাজন ভ্রাতার মৃত্যুবার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছে, যেখানে সে তাহার স্বহস্ত-পালিত ওরেষ্টিসের শেষ চিহ্ন—তাহার চিতাভস্মে পূর্ণ মৃৎকলসটীকে তুলিয়া লইয়া অতিকাতর-কণ্ঠে কাঁদিতেছে, সে-স্থলে ইলেক্ট্রার বেশে সপ্ততিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ পোলস, শোকাকুল-হৃদয়ে নিজ-পুত্রের ভস্মাবশেষ হস্তে লইয়া ইলেক্ট্রারই মত নিষ্ঠুর মৃত্যুকে ডাকাইয়া দিয়াছিলেন। নয়নের নিধি, অন্ধের যষ্টি যাহার অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সে যে তাহারই মত আর একজন হতভাগ্যের হৃদয়ের সমবেদনা প্রকাশ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে?

৩৩। গ্রীক অভিনয়ের সম্বন্ধে কিছু জানিতে বা বুঝিতে হইলে সকল সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে, আধুনিক কাব্য ও কলার প্রাণ চিত্রসৌন্দর্য্যে, গ্রীক কাব্য ও কলার প্রাণ গঠন-সৌন্দর্য্যে। আধুনিক সঙ্গীতের মূলসূত্র একতানে, গ্রীকসঙ্গীতের মূলসূত্র তানশুদ্ধি এবং শ্রুতিমাধুর্য্যে। প্রকৃতির সুষমা নিকেতনে বাস করিয়া, গ্রীকেরা অঙ্গ-সৌষ্ঠবের ও সামঞ্জস্যের যথার্থ শোভনাবাঞ্ছনা অবগত হইতে পারিত। আমাদের মত তাহারা বৈজ্ঞানিক যুগের লোক নহে, যে কতকগুলি শক্তির সংযোগ ক্রিয়ায় কেমন করিয়া শান্তি-সংরক্ষণ হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিবে। আমাদের মত গণতন্ত্রবাদী নহে যে, এতগুলি ভৌম জাতিগত ও স্বাধীনতার মধ্যে কেমনে এক মুখ-সম্মিলন স্থাপিত হইতে পারে, তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারিবে। তাহার অপেক্ষা বরং তাহারা বুঝিতে পারিত, কেমন করিয়া একটী অঙ্গের সহিত আর একটী অঙ্গ জুড়িয়া একটী অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তি গঠিত হইতে পারে। এইক্ষেত্রে তাহারা, তাহাদের যে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছে, সমগ্র য়ুরোপের মধ্যে আর কোন জাতিই তেমন পারে নাই। নৈসর্গিক শোভার মনোরম ক্ষেত্রে অবস্থিত তাহারা,—স্বাস্থ্যযুক্ত জীবনের প্রস্ফুটিত কমল তাহারা!—অনুপম-সৌন্দর্য্য-রচনায় তাহারা যত সিদ্ধহস্ত ছিল, সীমাবদ্ধ জীবের পক্ষে ততোধিক আর কখন সম্ভব হইবে না।

৩৪ গ্রীকদের [illegible] ও

পুষ্ট করিবার জন্য গ্রীসের প্রাকৃতিক শোভা যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করিয়াছিল। সে দেশের বিচিত্র দৃশ্যে দর্শকের সমক্ষে যেন কতকগুলি ক্রমবিন্যস্ত সুন্দর তুলনামূল চিত্র উপস্থাপিত করিত; আর, পিপাসু গ্রীক-হৃদয় আকণ্ঠ ভরিয়া সে সৌন্দর্য্য পান করিত। একদিকে প্রশস্ত উর্ব্বর-ভূমিতে দ্রাক্ষালতার মধুর নিকুঞ্জ,—জিতবৃক্ষের (olive) শীতল উপবন, অথবা ঘনসন্নিবিষ্ট অরণ্যানী,—অপরদিকে অতিনিকটেই বন্ধুর, পর্ব্বতময় গিরিপ্রপাত। সেখানে কোথাও অবসাদ ক্লান্তিময় সমতা ছিল না; নীল গগন তলে স্নিগ্ধ-পবন-হিল্লোলে সে-দৃশ্যের বর্ণরেখা অতীব ভাস্বর অথচ স্পর্শকোমল! কোথাও কুসুমসাগরের কলকল্লোলে ও নীলতরঙ্গভঙ্গে সে চিত্রোপম দৃশ্যের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করিত। এমন সরস মধুরিমার প্রভাবে গ্রীকচরিত্র এক অপূর্ব্ব আকার ধারণ করিয়াছিল। ব্রটন্যাওবাসী পাকৃতা জাতির মত তাহাদের সাহস ও দেশহিতৈষণা; নাবিক-জাতির মত তাহাদের স্বাধীনতা-প্রিয়তা, দেশভ্রমণ-স্পৃহা ও সর্ব্ববিষয়িণী বুদ্ধিমত্তা। নিসর্গরাণী তাহাদিগকে নানাগুণে অলঙ্কৃত করিয়া তাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের যেমন শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়াছিলেন, তেমনি আবার তাঁহার একান্ত ভক্তের নিকট তাঁহার বিশ্বমোহিনী মূর্ত্তি প্রকট করিয়া কাব্য ও কলার প্রতি তাহার প্রগাঢ় আসক্তি জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। উন্মুখ গ্রীক হৃদয় সে রূপলাবণ্যের ছবি কখন ভুলিতে পারে নাই; তাই, যে দিকেই গ্রীকের দৃষ্টি পড়িয়াছে, সেই দিকেই সে কেবল রূপের ছটা দেখিয়াছে। তাই গ্রীকের ধর্ম্মে কেবল প্রাকৃতিক শক্তি-নিচয়ের আত্মার উদ্বোধন, অথবা পার্থিব জীবনের উচ্চতর প্রতিষ্ঠান যাহাতে হৃদয়ের মাত্র কঠোর-প্রবৃত্তি-সমূহকে স্ফুরণ করিয়া দেয়, গ্রীকদের দেবমূর্ত্তি সেরূপ ভয়ভাবের সঞ্চার করিত না,—গ্রীকের দেবার্চ্চনা সেরূপ কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিত না। সে-ধর্ম্মের চরম পরিণতি কেবল আদর্শ-সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে।

শ্রীযুক্ত—

---

# আবেদন।

জগদীশ,
কাতরে মিনতি করি চরণে ধরিয়া,—
নয়নের দিঠি মোর নিও না হরিয়া।
তোমার সাজানো ধরা
সহস্র সৌন্দর্য্যে ভরা,
দেখিব অনন্তকাল নয়ন ভরিয়া!—
এ-সাধে সেধো না বাদ নিঠুর হইয়া!

পুণ্যতোয়া দেবনদী ওই বহে যায়,
উছলিত বীচিমালা বুকে শোভা পায়!
শতচূর্ণ রবিকর
পড়েছে তাহারি 'পর,
গলিত হিরণ যেন কনক-আভায়
জলের প্রবল টানে আপনা হারায়!

পড়েছে রবির আলো শ্যামল শাদলে,
হরিণ হরিণী কত ফিরে তরুতলে!
পরিয়া বলাকামালা
শোভে হিমালয়-বালা;—
আছাড়িয়া পড়ি ঊর্ম্মি পুলিনের গায়
ধরণী উজল করে অমর-শোভায়!

সুদূরে জাহ্নবী-পারে শ্যাম বন-রেখা
শোভিছে, ধাতার যেন চারু চিত্রলেখা!
এ-পারে প্রান্তর মাঝে
শুষ্ক লতা পাতা রাজে,
সমীর আপনা-হারা বনফুল-বাসে,
শীকর-সম্ভারে নরে মাতায় উল্লাসে!

বিস্ময়-প্রফুল্ল চোখে চেয়ে দেখি আমি
অপরূপ শোভাময় শ্যাম বন-ভূমি!
নব কিশলয়-দলে
তপন-কিরণ জ্বলে,
প্রভাতী গাহিছে পাখী বসিয়া শাখায়,
উল্লাসে অমর নদী সাম গান গায়।

প্রশান্ত গগনে যেন শোভিছে আকাশ,
রবি-আভা হাসে তাতে কনক-প্রকাশ।
ফেন-কুল-দাম সম
মহামেঘ নিরুপম
ভেসে যায় তারি মাঝে অনন্ত অসীমে,
নয়ন ধাঁধিয়া যায় মধুর নীলিমে।

সাযুজ্য চাহি না নাথ, ধরণীর সাথে,
বর দাও, আমি যেন থাকি আপনাতে।
আপনার জ্ঞান লয়ে
এই মত চেয়ে চেয়ে
দেখি যেন ধরণীর শত শোভা-রাশি,
প্রকৃতির সাথে যেন প্রাণ খুলে হাসি।

প্রণাম করিয়া বলি চরণে তোমার,
ফিরিয়া নিও না দেব চাহনি আমার।
অন্তরে তো জান স্বামী,
তোমারি প্রেমের আমি!
নিয়েছে অটুট আস্থা, তাতে কাঁদি নাই,
নয়নের দিষ্টি আমি চিরতরে চাই।

শ্রীমতী চারুলতা দেবী।

---

# স্মৃতিহারা।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )।

বি-এল্ পাশের পর সুশীল যে-দিন মুন্সেফিতে নিযুক্ত হইল, সেই দিন ভবতারিণীর মণিমোহনের নিকট কোহিনূরের বিবাহের কথা উত্থাপন করিবার সময় উপস্থিত হইল। এ-পর্য্যন্ত এ-কথা তিনি যথাসাধ্য গোপনেই রাখিয়াছিলেন। সুশীলের কর্ম্মোলক্ষে বাড়ীতে আনন্দ-ভোজের আয়োজন হইয়াছিল; কলিকাতা হইতেও সুশীলের কয়েকটি বন্ধু ও শিক্ষক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। সে-সব ব্যাপার চুকিয়া গেলে ভবতারিণী একদিন পুত্রকে বলিলেন, "বাবা মণি, আজ তোমার আমার একটি কথা বল্‌বার আছে। সুশীলের পিতা-মহী মৃত্যুকালে সুশীলকে আমার হাতে সঁপে দিয়েছিলেন; তোমার মা হ'য়ে আমার সে-ধর্ম্ম

রক্ষা হয়েছে। তুমি নিজ-পুত্রাধিক করে সুশীলকে মানুষ করে তুলেছ। কিন্তু সুশীলের পিতামহী তোমার এ গুণের পুরস্কারও নির্দ্ধারণ করে রেখে গেছেন। তিনি মৃত্যুকালে বলে গেছেন— যদি সুশীল উপযুক্ত হয়, তবে তাকে কোহিনুরকে দান করে তোমার জামাতা করবে; কিন্তু যদি উপযুক্ত মনে না কর, তবে কোহিনুরকে অপর পাত্রে দান করতে পার। মণি, আজ সুশীলকে কন্যা-দান করতে তোমার কোন আপত্তি আছে কি?"

হাসিয়া মণিমোহন উত্তর করিলেন, "মা! অমতের থাকলে আমার মা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন, এমন কথা জগতে আছে ব'লে আমার বোধ নেই। সুশীল যে রূপে গুণে রত্ন, এ তা'র শত্রুতেও স্বীকার করবে। তা'র ঐশ্বর্য্য, তাও অগাধ না হোক, অনেকের লোভনীয় বটে। মা, তুমি জান, এ পর্য্যন্ত আমি সুশীলের জন্যে তার নিজ অর্থ থেকে এক পয়সাও ব্যয় করি নি, বরং ব্যয়ের নিমে সাবধান করে সম্পত্তি বাড়িয়েই এসেছি: সুশীল যদি কোন কাজকর্ম্ম নাও করে, তবু তার জীবনে গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট কোন দিন হবে না। কিন্তু মা, মধ্যে মধ্যে সুশীলকে কোহিনুর দান করবার সাধ মনে জাগলেও আমি অতিসাবধানে সে-ভাব মনে প্রবল হতে দিই নি, পাছে মনে স্বার্থপরতা এসে পড়ে; লোকেও পাছে মনে করে, আমি এই জন্যই সুশীলকে এত যত্নে শিক্ষা দিচ্ছি।"

মা—"মণি, তোমার মন কি রকম আমি তা জানি না। কিন্তু তুমি আমি এ-কথা মনে স্থান দেওয়ার বহু পূর্ব্বেই ওর ঠাকুরমা এ-কথা স্থির ক'রে গেছেন। আমরা পরস্পরে কিরূপ সৌজন্যে আবদ্ধ ছিলাম, তুমি তা জান না। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমাদের পুত্র-কন্যার বিবাহ দিয়া তাহাদের মধ্যেও এই বন্ধন দৃঢ় করব; কিন্তু আমাদের সে সাধ অপূর্ণই থাকিয়া গেল এবং সেও স্বামী ও একমাত্র পুত্র বিসর্জ্জন দিয়া পিতৃ-মাতৃহীন পৌত্রটুকু বক্ষে ধরে সংসার ত্যাগ করে চলে গেলেন। কিন্তু মণি, যে দিন তা'র কানে তোমার কোহিনুরের জন্মের কথা পৌঁছেছিল, সেই-দিনই সে এই কথা স্মরণ করেছে। মণি, তুমি অপুত্রক, কিন্তু সুশীলকে জামতা করলে সে-ভাবও তোমার থাকবে না।"

ম—তবে সুশীলের মতও তো জানা চাই! সে কি তার ঠাকুরমার এ আদেশ অবগত আছে?

ভ—"না; সেই জানাতে নিষেধ করে গিয়েছিলেন। তুমি যদি বল, আমি না হয় সুশীলের মতামত জিজ্ঞাসা করি?"

ম—"কিন্তু মা সে খুব সাবধানে; সে উচ্চশিক্ষিত, ধনবান, স্বাধীন; ঘুণাক্ষরে তাহার মনে যেন এ-ভাব না আসে যে, আমরা তাকে প্রতিপালন করে প্রত্যুপকার নিতে উদ্যত হয়িছি, কিংবা তা'কে কৃতজ্ঞতায় বাধ্য করছি।"

ভবতারিণী হাসিয়া বলিলেন, "মণি, তোর মুখ-বুড়ো মা আইন-পাশ করা হাকিমের সঙ্গে কি ক'য়ে কথায় পারবে বাপু! আমি যা বলবার তা তো বলবো, সে যা ভাববার ভাবুক।"

মণিও হাসিয়া বলিল, "না মা, তোমার

কথা ঠিক্ নয়। হাজার আইন-ই পাশ করুক্, আর হাকিমই হোক্, আমার মাকে কেউ ছাড়াতে পারে?"

ভবতারিণী সুশীলকে ডাকিয়া কথা পাড়িলেন। সুশীল প্রথমে হাসিয়া বলিল, "ঠাকুমা, এই কি আপনার ভালবাসার পরিণাম! কোহিনুর আপনাকে এত ভালবাসে, আর আপনি ভিতরে ভিতরে তার এই কঠোর দণ্ডের বিধান করছেন! যে আমার ছায়া দেখ্‌লে লুকোয়, কোন্ অপরাধে আপনি তাকে তা'র কবলে ফেল্‌তে চাচ্ছেন? ঠাকুমা! এ আপনার মত স্নেহশীলার উচিত কাজ নয়।"

ভ—"সে তোমার ছায়া দেখ্‌লে ভয়ে লুকোয়, সুশীল? তুমিও কি তাই? তা'র ভাবনা আমার আছে। আজ তোমায় ভয় করুক্, কিন্তু—'একদিন তার খেলা ভেঙ্গে যাবে তব শ্রীচরণোপর—।' কিন্তু সুশীল, আমি তোমায় ডেকেছি, তোমার নিজের কথা শুন্‌ব বলে।"

সু—'আমার কথা শুন্‌তে চান ঠাকুমা? এত দিনেও আপনারা জানেন নি কি যে সুশীলের অন্য চিন্তা, অন্য মত আছও কিছু নেই? আপনারা যা আদেশ করবেন, তাই আমার শিরোধার্য্য।"

ভ—"সে তো কৃতজ্ঞতার কথা, সুশীল! আমি জানি, মণির যদি কাণা খোঁড়া অতিকুৎসিতা কন্যা থাক্‌ত, আর যদি তাকেই তোমায় গ্রহণ কর্‌তে অনুরোধ কর্‌তাম, তবে তুমি এমন মহা-হৃদয় যে, তাতেও কুণ্ঠিত হতে না। কিন্তু সুশীল, সদ্‌গুণ এক, আর স্বতঃস্ফূরিত প্রেম আর। আমার কোহিনুরের মত যার যা'কে দেব, সে শুধু কৃতজ্ঞতার হিসাব-নিকাশে সে রত্নের যাচাই কর্‌বে?—শুধু দাতারই দয়া তাহার স্মরণ-পথ উজ্জ্বল কর্‌বে? সুশীল! কোহিনুর কি আমার ভালবাসার অযোগ্য? তুমি তাকে—কৃতজ্ঞতা, আদেশ, সব ভুলে—শুধু তাকে গ্রহণ কর্‌তে সম্মত আছ কি-না জান্‌তে চাই?"

ধীরে ধীরে ভূমি-পানে চক্ষু সংলগ্ন করিয়া সুশীল উত্তর করিল, "ঠাকুর-মা! পৃথিবীর মাটিতে ব'সে দূর আকাশে চাঁদের হাসি দেখে লোকে যে সুখী হয়, বেলায় বসে সমুদ্রের নীল জলোচ্ছ্বাস দেখে লোকে যে সুখী হয়, চক্ষের অন্তরালে দূরাগত বংশীধ্বনিতে লোকে যে সুখী হয়, কোহিনুরকে দেখে আমি সেই সুখে এতদিন মগ্ন হ'য়ে ছিলাম। এ ছাড়া অন্য কোন রকম চিন্তা কখন মনে স্থান দিই নি। তবে আপনার কাছে এইটুকু কেবল বল্‌তে পারি, আমার জীবনের সুখের এ-লক্ষ্য কখনো ভ্রষ্ট হবে না; ঈশ্বর আমায় যতটুকু ভালবাসার ক্ষমতা দান করবেন, জগতে শুধু একজনই তার অধিকারী হবে।"

স্নেহ-গদ্‌গদ্ স্বরে সুশীলের মাথায় হাত রাখিয়া ভবতারিণী বলিলেন, "আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, সুশীল, তোমার পবিত্র হৃদয় অনন্ত প্রেমের উৎস হবে; আমার কোহিনুর শিবের পার্ব্বতীর মত তোমার হৃদয়ের ঈশ্বরী হবে।" এইবার তিনি সুশীলের পিতামহীর আদেশ ব্যক্ত করিলেন। সুশীল হাসিয়া বলিল, "এর উপরও আপনি আমার মত জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন? শুধু তাঁর আজ্ঞাই ত আমার চূড়ান্ত।"

"কি জান্‌তে যদি তুমি তাতে বাধা নাই

হও?" বলিয়া ভবতারিণী পূর্ব্বকার দিনের তাঁহাদের দুই সখীর কত গল্প সুশীলের কাছে বলিতে লাগিলেন। বালকের মত ঠাকুর-মার পায়ের গোড়ায় মাথা রাখিয়া, শুইয়া পড়িয়া সুশীল সেই গল্প শুনিতে লাগিল। হঠাৎ থামিয়া ভবতারিণী বলিলেন, "ওই যা! ঘট-কালীটা যে একপেশে হ'ল! বরের মত নেওয়া হ'ল, ক'নের মতটাও তো পানা চাই!" এই বলিয়া কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে তিনি ডাকিলেন, "কোহিনুর!" মধুর কণ্ঠে উত্তর আসিল— "যাই ঠাকুমা!" পরক্ষণে দিয়া সুশীল উঠিয়া পড়িল। ভবতারিণী হাত ধরিয়া বলিলেন, 'যাচ্ছ যে?' লজ্জাভিভূত সুশীল ব্যস্তভাবে বলিল, "কি করেন ঠাকুমা! ছাড়ুন, আমি বাহিরে যাই।" হাসিয়া ভবতারিণী বলিলেন, "কোহিনুর যা বলেছিল মিথ্যে, নয়। বিয়ে হ'লে সুশীলই দেখ্‌চি বোনটা দেবে।" ততক্ষণে একটী মধুর পদ-বিন্যাস-শব্দ শ্রুতি-গোচর হইল। মুহূর্ত্তে সুশীলও অদৃশ্য হইল।

ইহার পর সকলেই জানিল, সুশীলের সহিত কোহিনুরের বিবাহ হইবে। কোহিনুর যদিও মণিমোহনের একমাত্র কন্যা, তবু সে যে শুধু পিতৃগৃহ-বাসিনী হইয়াই থাকিবে, ইহা নিতান্তই অশোভন। সুতরাং সুশীলের পুরাতন ভগ্ন ভিটায় নূতন-বাটী নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। মণিমোহনের নিজ-বাটীতেও বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন তো আরম্ভ হইলই।

চারিদিকেই ব্যস্ততা ও কোলাহলের সাড়া পড়িয়া গেল; কিন্তু নীরবতার পালা পড়িল সুশীলের ঘরে। বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া অবধি কোহিনুরের তুমুল সংগ্রাম একেবারে শান্তির নিশান তুলিয়া দিয়াছে। বড় হইয়া কোহিনুর 'কালী কেলা, বই ছেঁড়া' করিত না বটে, তবে পড়িবার টেবিলের উপর মধ্যে মধ্যে ব্যঙ্গ কবিতায় বা ব্যঙ্গ-চিত্রে সুশীলের অনেকবিধ গুণপণার পরিচয় প্রদান করিত। তা ছাড়া শয়ন-কালে বালিসের তলা হইতে আরশুলা বা কড়িং কর্ণমূল অবলম্বন করিয়া কোহিনুরের শিষ্টবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিত। লিখিবার বা আঁকিবার সময় সুশীল প্রায়ই দেখিত, তাহার নিজের কলম-পেন্সিল রূপান্তরিত হইয়া যত নিব-ভাঙ্গা মুখ-ভাঙ্গায় পরিণত হইয়াছে। এগুলি যে কোন্ নিপুণ হস্তের পরিচয়, সুশীলের তাহা বুঝিতে বাকি থাকিত না।

কোহিনুর শুধু যে এইরূপ উৎপাতই করিত, তাহা নহে। কখনও বা টেবিলের উপর একটি ফুলদানিতে ক্ষুদ্র একটি ফুলের তোড়া তাহার পুষ্পজীবনের অপূর্ব্ব সম্পদ্ বক্ষে ধরিয়া নীরবে অপর একখানি ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রীতির কাহিনী ব্যক্ত করিত। উদ্যানে যে-দিন যে-ফুল প্রথম ফুটিত, সুশীল সেটি নিজের শয্যায় প্রথম দেখিতে পাইত। সুশীলের পড়ার বই ছাড়া, ফুল-পাতা কিছুরই সঙ্গে প্রায় সম্পর্ক থাকিত না। কোন্ দিন্ বাগানে কোন্ ফুল প্রথম ফুটিয়াছে, সুশীল নিজের কক্ষে বসিয়াই তাহার সংবাদ পাইত। একখানি পৃথক্ ডায়েরিতে তারিখ দিয়া এই ফুলগুলি পিন্ দিয়া আটা থাকিত। সুশীলের এই নীরবতার রাজ্যে কেবল মনে হইত,— আর গাছেও কি ফুল ফোটে না?

ভবতারিণী আজকাল সর্ব্বদাই ব্যস্ত; সুতরাং, তাঁর আর দেখা পাওয়াই দুষ্কর। কোহিনুর না-ডাকা দিয়াছে। মুখচোরা

সুশীলের বন্ধু বান্ধবও বড় একটা কেহ নাই; কিন্তু সে যে অমন ধীর অচল গিরি, সেও অধীর হইয়া উঠিল। এই অধীরতা, এ কি তাহার ঠাকুর মা বা বন্ধুবান্ধবেরই অভাব-জনিত? যদি সে অভাব আজ না থাকিত, তাহা হইলে সুশীলের এই নব আগ্রহ হৃদয় কি আজ তাহাতেই তৃপ্ত হইতে পারিত? না, কখনই নয়। বরং আজ যদি বিশাল পৃথিবী জনহীন হইয়া শুধু কোহিনুরকে তাহার পার্শ্বে দাঁড় করাইত, তবে সুশীলের মনঃপ্রাণ আজ তাহাতেই অমৃতমগ্ন হইত। আজ মাত্র একখানি মুখের মধ্যে জগতের যত সুখ যত সৌন্দর্য্য আশ্রয় লইয়াছে! সুশীলের অন্তরে বাহিরে আজ একমাত্র কামা শুধু কোহিনুর।

বিবাহের পর সুশীল নববধূ লইয়া নিজ-বাটীতে আসিল। কোহিনুর নববধূ হইয়া আসিল বটে, কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিয়াই তাহাকে গৃহিণী-পদ লইতে হইল। আসিবার সময় ঠাকুর মা পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিয়াছিলেন—"দিদি, নিজের নামটির মত সংসারটি উজ্জ্বল করে রাখ্‌বে। যেন কেউ বল্‌তে না পায়, ঠাকুমা ঝুটো বলি দিয়ে তুলিয়েছে।" মণিমোহন বলিয়াছিলেন, "মা আর যেন সুশীলের সঙ্গে ঝগড়া ক'র না; সুশীল এখন তোমার পরম গুরু।" সরোজা এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "সে-কথা হিন্দুর মেয়েকে শিখিয়ে দেবার দরকার হয় না। এ তা'র জন্মসিদ্ধ জ্ঞান। নইলে তা'রা মৃত স্বামী বুকে করে জলন্ত আগুনে পুড়তে পারে?" কথাটা বলিয়াই সরোজা চমকিয়া উঠিয়াছিলেন—শুভদিনে একি কথা মুখে আসিল। সে যাহা হউক্, পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলি কোহিনুরের কর্ণে নিয়তই প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

ছোটবেলা হইতেই ঠাকুরমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ঘর-করার কাজ সমস্ত করিতে যত না শিখুক্, লোকজন খাটাইয়া সমস্ত কাজ করাইয়া লইতে কোহিনুর খুব পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছিল। কাজের দোষগুণের হিসাব করিতেও তাহার পটুত্বের অভাব ছিল না। সুতরাং, নূতন সংসারে একেবারে একা পড়িলেও কোহিনুর দমিল না। আজ এখানে এই যে গৃহস্থালী, দিবারাত্র সংসারের নানা কাজ, নানা তত্ত্বাবধান, এ-সব কাহার জন্য? সবই একমাত্র স্বামীরই তৃপ্তি-সাধনের জন্য অবিরাম চেষ্টা! কোহিনুর আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিত—এ কি তৃপ্তি! একি আনন্দ! শুধু সেবা করিয়া, শুধু ভালবাসিয়া জীবনে এত সুখ, এত আনন্দ পাওয়া যায়! অথচ সে কা'র জন্য? দু'দিন আগেও যে সম্পূর্ণ পর ছিল! সুশীল কোহিনুরের অপরিচিত নহে বটে, কিন্তু কোহিনুর কখনও ত সুশীলকে প্রীতির চক্ষে দেখে নাই! চিরদিন সুশীলকে সর্ব্বপ্রকারে উত্যক্ত করিয়াই সে পরম সুখী হইয়াছে; কিন্তু একটি রজনীর ঘটনায় জীবন কি বিপরীত মুখেই বহিয়া গেল! আজ সেই সুশীলই জীবনের প্রিয়তম!—নয়নের আনন্দ!—প্রীতির কেন্দ্র!—ভক্তির দেবতা! আজ যে প্রেমের নদী কোহিনুরের হৃদয় প্লাবিত করিয়াছে, তাহার কেনিল উচ্ছ্বাসে শুধু সুশীলের রূপের তরঙ্গই প্রবাহিত! ইহা অপেক্ষা যাদুবিদ্যা কি অধিক আশ্চর্য্য-জনক!

সরোজা ও ভবতারিণী প্রায়ই কোহিনুরকে দেখিতে যাইতেন। বাড়ী আসিয়া একদিন সরোজা স্বামীকে বলিলেন, "ওগো, আমার

ভয় ছিল, কোহিনুর সুশীলকে ভক্তি করবে কি-না, কিন্তু মা আমার, এর মধ্যে স্বামীর পরিচর্য্যা কেমন শিখেছে, তুমি একদিন দেখে এস! কত সুখী হবে! সুশীলও বোধ হয় খুব সুখী হয়েছে।"

ম—"এতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে! মায়ের গুণ মেয়ে পেয়েই থাকে!"

স—"তবু ভাল, এতদিনের পর মেয়ের দোহাই দিয়েও একটু সুনাম হ'ল।"

ম—"ওগো তা বলছি নে। সুশীল সুখী হয়েছে বলছিলে না? না হয়ে আর করে কি বল! এই আমার অবস্থা দেখ না—'যেমি রাখ তেমি থাকি ভালমন্দ বলবার যো আছে কি?"

হাসিয়া সরোজ বলিলেন, "ওঃ, তাই বল! তাই তো বলি, এত দিনের পর তোমার কাছে ভাল হলুম কি করে? চিরকাল নিন্দে শুনে এলুম! আজ কাকের মুখে কোকিল ডাকে কেন?"

এদিকে সুশীলের কর্ম্মস্থলে যাইবার দিন সন্নিকট হইয়া আসিল। সুশীল কোহিনুরকে বলিল, "এতদিন ঝগড়ায় তুমি বরাবর জিতে এসেছ, এবার আমি তোমায় ফেলে রেখে চ'লে যাই? তুমি বাড়ীতে একলা থাক?" কোহিনুর উত্তর করিল, "কই আমি কখনও ঝগড়া করে কোথাও তো যাই নি! এটা তোমারই নূতন! তা বেশ যাও না। তোমার চন্দ্রবদন না দেখলে ভেব না যে, মরে যাব।"

সু—"তা বটে! তুমি না মরতে পার, কিন্তু আমার যে 'উড়নে চড়নে না ছাড়ি' একথাটা খুবই সত্য, না? তোমার কাছে হারই আমার ভাগ্যলিপি, সুবজাহান!

(বিবাহের পর সুশীল কোহিনুরের এই নূতন নাম দিয়া ছিল।) তুমিই জগজ্জয়ী।"

কো—"তবে আর কখনও ঝগড়া করতে এস না।"

কিন্তু এই সময় আকস্মিক দুর্ঘটনায় হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। ভবতারিণী বিনা রোগে বিনা কষ্টে সহসা প্রাণত্যাগ করিলেন। এতদিন যেন সুশীলের পিতামহীর নিকট সত্বামুক্ত হইবার জন্যই তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুশীল ও কোহিনুরের বিবাহ দিয়াই তাঁহার কর্ত্তব্যের শেষ করিয়া গেলেন। যদিও তাঁহার মৃত্যুর উপযুক্ত সময়ই হইয়াছিল, তবু সেই স্নেহময়ত্বময়ী দেবীকে হারাইয়া সকলেই শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। মণিমোহন এ কালপর্য্যন্ত প্রত্যেক কার্য্যেই জননীর মুখ চাহিয়া থাকিতেন, আজ বালকের মত মাতৃশোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। কোহিনুরের কোমল হৃদয়খানি তরুলিতা লতার মত ঠাকুমার অন্তঃকরণটী আশ্রয় করিয়াই দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল, ঠাকুমাকে বিদায় দিয়া তাহার আধখানা অন্তরই যেন খসিয়া গেল। আর সর্ব্বস্নেহচ্যুত সুশীলকে যিনি সর্ব্বপ্রথম নিজবক্ষে স্থান দিয়াছিলেন সে সুশীল ঠাকুরমাকে যে কতখানি ভালবাসিত, সেকি আর বলিবার! ভবতারিণীর বিয়োগে সুশীল-কোহিনুরের অন্তর্জগতের যেন একটা আনন্দগ্রন্থ ছিন্ন হইয়া গেল। শতবার কাঁদিয়া ঠাকুমার শত গল্প করিয়াও দুইজনের খেদ মিটে না! এমন স্নেহ এত ভালবাসা তাহারা যে আর পাইবে না!

শ্রাদ্ধাদি হইয়া গেলেই সুশীল সপরিবারে কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেল। মণিমোহন তাঁহার

পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্য তেওয়ারীকে তাহাদের সঙ্গে দিলেন।

৬

"হাঁগা, মেঘনাদ-বধে সীতা তো বনবাসের কত সুখের গল্প করেছিলেন! আমাদের এ-কি বনবাস হ'ল গা? প্রাণ যে আমার হাঁপিয়ে ওঠে!"

স্ত্রীকে আরও একটু নিকটে আনিয়া কোমল কপোলে হাত বুলাইতে বুলাইতে সুশীল বলিল—"কেন? আমার ত বেশ লাগে! শুধু তুমি আর আমি!—কেমন সুন্দর বল দেখি!"

সুশীল যেখানে আসিয়াছিল, তাহার কাছারী সহর হইতে একটু দূরে ছিল। কাছারী করার সুবিধার জন্য সুশীল এইস্থানেই নিজের বাসা লইয়াছিল। সুতরাং, এস্থানে কোহিনুরের অন্য সঙ্গী কেহই ছিল না। কোহিনুর উত্তর করিল—"তুমি আর আমি হ'লে নিশ্চয়ই বেস্ লাগে। কিন্তু যখন তুমি কাছারীতে—শুধু একা আমি!—আরও ভাল, যখন তুমি মফঃস্বলে আর আমি নিবিড় কান্তারে একাকিনী! তখন কেমন লাগে বল দেখি? তাও ছাই পঞ্চবটীর মত যদি কয়ত-করভী অতিথি পাওয়া যেত, তাদের সেবা করে সরলী-আরসীতে মুখ দেখেও সময়টা কাটান যেত। বেশী না হোক একটা লাইব্রেরী থাকলেও যে দু-খানা বই পড়ে বাঁচতুম। এবার তুমি মফঃস্বল গেলে কি করে দিন কাটবে, তাই ভাবছি।"

সু—"কেন সুরজান, তোমার এ গুণসিন্ধু স্বামী কি এখন এমন নির্গুণ হয়ে গেছে, যে তার নামে লিখবার কি আঁকবার আর কিছুই খুঁজে পাও না? শুধু তাই নিয়েই তো তোমার দিন ছেড়ে বছর চলে যেতে পারে! আরও দেখ, বনে বসেই তো সে সবের বেশী সুবিধে! বাল্মিকীর রামায়ণ তপোবনে বসেই লেখা হয়েছিল।"

কো—"ওগো এখন যে বৃন্দাবনের রাখাল মথুরার রাজা হয়েছেন! তুমি যে এখন কেষ্ট-বেষ্টর মধ্যে! এখন কি কিছু বলবার যো আছে? অমি আনেহানি হয়ে যাবে, আর হুকুম বেরুবে 'উল্লো গর্দান লেও।' আমি কি এমি বোকা! এ-সব আমায় ফাঁসাদে ফেলবার পরামর্শ দেওয়া হচ্চে! সব বুঝি গো সব বুঝি। বনে এসেছি বলেই বুনো নই।"

সুশীল বলিল, "বাস রে! তুমি বোকা! তুমি বুনো! আমার সুরজাহানকে এমন কথা! মুখ সাম্‌লে কথা ক'য়ো; ফের বল্লে রক্ষে নেই।" হাসিয়া কোহিনুর বলিল, 'বহুৎ আচ্ছা, কিন্তু ঘরে বসে বসেও হাকিমি করবে? না, একটু কিছু খাবে টাবে? এক তো এখানে কি যে জল খাবার দিই ভেবে পাই নে; তবু ভাগ্যে তবের মুখ ছিল!—" বাধা দিয়া সুশীল বলিল, 'ওগো আর কথা ক'য়ো না। মনে করে দিলে, এখন খিদের আর দেখ্‌তে পাচ্ছি না। ছাই হোক, পাস হোক, যা হোক, নিয়ে এস।"

কোহিনুর যখন খাবারের থালা আনিয়া সম্মুখে রাখিল, সুশীল গালে হাত দিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কোহিনুর বলিল,—"ও আবার কি! খাও না।"

সু—"এই তোমার ভেবে না পাওয়ার জল খাবার! একটু ক্ষীর ছানা হোক, কি দুটো মিষ্টি হোক, তাহলেও তো হয়ে যেত। এ যে

বলে করেছ কি ?"

কো—"হয়ে যায় বলেই, হয় আর কি ? খাটুনির দেহ ! ভাল করে দি-দুধের জিনিষ না খেলে শরীর থাকবে কি করে ?"

সু—"আর খেয়ে খেয়ে ভুঁড়ি ফুলে উঠ্‌লে খাটবো কি করে ? শেষে লোকে বল্‌বে—'ভুঁড়ো শেয়াল।'

কো—ভুঁড়ি হ'লে তখন তো বল্‌বে ! তা বলে এখন খাবে না ?"

হাসিয়া সুশীল বলিল,"বলে বাসই করি, তা বলে সত্যিই কিছু মুনি ঋষি তো হই নি যে,এমন রসনাতৃপ্তিকর ভোগাগুলি দেখেও লোভ সংবরণ করব ? কিন্তু দিন দিন তুমি বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ,এমন করে আগুন-তাত লাগিয়ে অসুখ হ'লে, কি হ'বে বল দেখি ?

সুশীলের মুখের প্রতি চাহিয়া কোহিনুর হাসিল। সে হাসিতে কত প্রেম, কত ভালবাসা ফুটিয়া উঠিল ! সে বলিল, 'হলেই বা ! না হয়, মরে যাব। মেয়ে মানুষের তার চেয়ে কি ভাগ্য আছে !"

হাত দিয়া কোহিনুরের মুই চাপিয়া সুশীল বলিল, "আর কখনো ও কথা বোলো না ; আমার ওতে কত কষ্ট হয়, তুমি কি জান না—তোমায় যদি হারাই, আমি কি এক মুহূর্ত্তও প্রকৃতিস্থ হ'য়ে পৃথিবীতে থাক্‌ব ?"

আনন্দে গর্ব্বে কোহিনুরের হৃদয় ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। সেও মনে মনে বলিল, "তোমার ওই চরণ আমার একমাত্র স্থান। প্রাণাধিক এ যদি হারাই, তোমার দাসীও এক মুহূর্ত্ত পৃথিবীতে থাকিবে না।"

হায় প্রেম ! মুগ্ধ দম্পতিরা জানে না, তুমি জাগ্রতের স্বপ্নমাত্র ! ( ক্রমশঃ )

শ্রীননীবালা দেবী।

---

# গানের স্বরলিপি।

জংলা—কাশ্মিরী-খেম্‌টা।

মরমে মরমে মিশামিশি,
নয়নে নয়নে শুধু চেয়ে থাকা,
অধরে অধরে হাসা-হাসি !
জোছনা-মাখা মলয় সমীর
বহিবে ধীরে ধীরে,
কাঁপ্‌বে সুখে কুমুদী-বালা.

নীল সরসী-নীরে ;
রজত লহরী 'পরে,
কত তারকা পড়িবে ঝরে'
মোরা দুই জনে
মুগ্ধ নয়নে—
চেয়ে রব সুখে সারা নিশি।

রচনা—শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য।

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

II { ১ সা না ধা । পা মা গা । ১ সা রা সা । -রগা না -সা } I
{ ম র মে ম র মে মি শা মি •• শি • }

I সা রা মা । রা মা মা । মা পা ঽ না । র্সা র্সা -া I
ন য় নে ন য় নে ও ধু চেয়ে থা কা ০

I র্সা র্রা র্সর্গা । পা ধা ধা । মা ধা মা । -ধপা র্সা -পর্সা II
অ ধ রে০০ অ ধ রে হা সা হা ০০ সি ০০

II র্সা র্সা পা । ধা পা । পা পা ধা । পা মা -রা I
{জো ছ না মা খা ম ল য় ল মী য়্

I সা রা মা । -রা রা মা । মা -পা -ধা । ধা -া । I
ম ছি বে ধী রে ধী ০ ০ রে ০ ০

I না -া না । র্সা র্সা । র্রা র্রা র্সা । না র্সা I
কাঁ প্ বে ০ ন্ থে কু মু দী ০ মা লা

I মা -া -ধা । পা ধা পা । গা -পা -া । গা -মা । } I
নী প্ স য় সী নী ০ ০ রে ০ }

I মা মা পা । না না না । র্সা -র্রা -া । নর্সা র্সা র্সা I
য় ল ত ল হ রী প ০ ০ রে০ ক ত

I র্রা র্রা গা । র্রা র্সা র্রা । না -র্সা -র্রা । র্রা -া -া I
তা র কা প ড়ি বে ঝ ০ ০ রে ০ ০

I র্সা র্সা না । -র্সা ধা পা । া পা -ধধা । ক্ষা পা পা I
মো রা ছ ই ল মে মু গ্ধ ন য় মে

I রা গা মা । পা ধা মা । মা ধা মা । -ধপা র্সা -নর্সা II II
চে য়ে য় ব ন্ থে সা রা নি ০০ শি ০০

---

# রমাবাই সরস্বতী।

"না জাগিলে সব ভারত ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

ভারতীয় রমণীদিগকে স্বর্গবিচ্যুত দেববালা বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। ধরাধামে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই তাহাদের অভীপ্সিত। তাই কোমলতা, স্নেহ, মমতা, আত্মত্যাগ ও পরসেবার উজ্জ্বল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহারা গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছেন। পরিবারস্থ লোকগণের সুখশান্তি-বিধানের জন্য তাঁহারা অহোরাত্র ব্যস্ত। ভাল ভাল আহার-সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া কিরূপে তাঁহারা পরিবারস্থ আত্মীয়-স্বজনের মনস্তুষ্টি বিধান করিবেন, রোগে সেবা-শুশ্রূষা করিয়া কিরূপে স্বজনের রোগ-যন্ত্রণার লাঘব করিবেন, শোকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া কি উপায়ে তাঁহারা শোক-সন্তপ্তচিত্তে শান্তিবারি সেচন করিবেন, বিপৎ-কালে মন্ত্রণা দিয়া কিরূপে তাঁহারা অস্থিরচিত্তে স্থৈর্য্যপ্রদান করিবেন—এই সকল চিন্তাই তাঁহাদের হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া রাখে। নিজের কথা কখনও তাঁহারা ভাবেন না বা নিজের সুখ তাঁহারা কখনও অন্বেষণ করেন না। নিজের দুঃখ-কষ্টকে তাঁহারা কষ্ট বলিয়াই গ্রাহ্য করেন না। পরিবারস্থ সকলকে সুখে রাখিতে পারিলেই তাঁহারা অপরিসীম আনন্দ অনুভব করেন; পরসেবায় আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে পারিলেই তাহারা আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। ভারতীয় নারীর এই দুর্লভ চিত্র কোনও কোনও বৈদেশিক ও বিজাতীয় লোকের কামলাদোষদুষ্ট চক্ষে (Jaundice) হয় ত নিতান্ত পীড়নের চিত্র বলিয়া অনুমিত হইবে। কিন্তু যাহারা ভারতের নারী-চরিত্র অভিনিবেশ-সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ভারতীয় নারীগণ পরসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে কিরূপ অনুভূতপূর্ব্ব আনন্দসাগরে নিমগ্ন হন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র স্বীয় পরিবারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। তাঁহাদের স্নেহমমতা ও প্রেমরাজ্য শিক্ষাগুণে যে-দিন বিস্তৃত আকার ধারণ করিবে, সেদিন ভারতের ভাগ্যাকাশ নির্ম্মল ও মেঘনির্ম্মুক্ত হইবে। ভারতের নারীসমাজে পরসেবার যে নিঃস্বার্থভাব সুপ্ত রহিয়াছে, শিক্ষা-প্রভাবে তাহা জাগরিত হইলে জগতের যে কত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, তাহা অনুমেয় নহে। ভারতীয় নারী নিঃস্বার্থভাবে সমাজের কত মঙ্গলসাধন করিতে পারে, তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী।

দাক্ষিণাত্যে মেঙ্গালোর জেলায় অনন্ত শাস্ত্রী নামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সংস্কৃত-ভাষায় তাঁহার অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি নিজে একজন শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদাই উদার মত পোষণ করিতেন। শাস্ত্রপাঠে স্ত্রীজাতির অধিকার নাই—এই অনুদার মতের পোষকতা তিনি কখনও করিতেন না। সুতরাং, তিনি নিজের পত্নী লক্ষ্মীবাইকে সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষা দিয়া হিন্দু-শাস্ত্রের প্রবেশ-দ্বার তাঁহার সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দেন। তদীয় ধর্ম্মপিপাসু পত্নী নারীজাতি-সুলভ অধ্যবসায় ও একাগ্রতা-

বলে সংস্কৃত-শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান লাভ করেন।

এইরূপ শিক্ষিত মাতাপিতার গৃহে রমাবাই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁহার শিক্ষার ভার তাহার মাতার উপর অর্পিত হয়। মায়ের চরিত্রের প্রভাব কন্যার উপর সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তিয়াছিল। রমাবাই নিজমুখেই বলিয়াছেন যে, মায়ের স্নেহপূর্ণ সদুপদেশাবলীই তাহার ভবিষ্যজ্জীবনের আলোকস্বরূপ হইয়াছিল। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি মাতাপিতৃ-হীনা হন; কিন্তু এই অল্পবয়সের মধ্যেই স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিপ্রভাবে ও মাতাপিতার সুশিক্ষার গুণে তিনি সংস্কৃত-ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি আরও অনেকগুলি ভাষা শিখিয়াছিলেন। মরাঠী ত তাঁহার মাতৃ-ভাষা ছিল। এতদ্ভিন্ন তিনি দেশ-ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে কানারী হিন্দুস্থানী ও বঙ্গভাষার জ্ঞান অর্জ্জন করেন।

এতাবৎকাল তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন নাই। তিনি স্বীয় ভ্রাতার সহিত ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়া নানাবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে তিনি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। এইখানে পণ্ডিতগণের সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ে তাহার নানাপ্রকার আলোচনা হয়। পণ্ডিতগণ তাঁহার অসামান্য শাস্ত্রজ্ঞান ও অকাট্য যুক্তিবল দর্শন করিয়া বিস্মিত ও বিমোহিত হন, এবং তাহার গুণের উপযুক্ত পুরস্কার-স্বরূপ তাহাকে "সরস্বতী" উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু এখানে তাঁহার অদৃষ্টে এক দৈব দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহার একমাত্র ভ্রাতা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি এই অসহায় অবস্থায় বাধ্য হইয়া পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু বিবাহিত জীবনের সুখ বহুদিন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই, একটি কন্যা-সহ তাঁহাকে নিঃসহায় অবস্থায় রাখিয়া তাঁহার স্বামী পরলোক গমন করেন। রমাবাই শোকে দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং নিজের জীবন তাঁহার নিকট দুর্ব্বহ ভার-স্বরূপ প্রতীত হইতে লাগিল। কিন্তু এই দুঃখের মধ্যেও তিনি সুখের সন্ধান পাইলেন,—এই অশুভ ঘটনার মধ্যেও তিনি বিধাতার শুভ ইচ্ছা দেখিতে পাইলেন এবং স্বকীয় স্বার্থসুখে বিসর্জ্জন দিয়া পরার্থে আত্মনিয়োগ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। এই মহাসাধনায় আনন্দী-বাই যোশী তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন এবং অর্থসাহায্য ও নানাপ্রকার উৎসাহবাক্যে তাঁহাকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

ভারতীয় স্ত্রীজাতির দুর্গতিদর্শনে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের দুর্দ্দশা-মোচন তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিলেন; স্ত্রীজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগি-লেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন—শিক্ষা ব্যতিরেকে তাহাদের উন্নতির আশা দুরাশামাত্র। হিন্দু-সমাজের বাল্যবিবাহপ্রথা স্ত্রীজাতির শিক্ষার পথে প্রধান কণ্টক;, সুতরাং, তিনি এই কণ্টকের উচ্ছেদসাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তাই তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্নস্থানে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা-দ্বারা জন-সাধারণকে তাঁহার পক্ষসমর্থন করিবার জন্য কাতরপ্রাণে আহ্বান করিতে লাগিলেন। বোম্বাই-সহরের অধিবাসিগণ তাঁহার শুভকার্য্যে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইল এবং

তথায় আর্য্য-মহিলা-সমাজ নামে একটি সমাজ স্থাপিত হইল। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি-সাধন ও বাল্যবিবাহ-প্রথা-নিবারণ এই দুইটি তাহাদের মূলমন্ত্র হইল।

কিন্তু ভারতের সমাজ তখনও মৃতপ্রায়। সেই মৃতপ্রায় জীবন সঞ্চার করা এক দুরূহ ব্যাপার। রমাবাই দেখিলেন যে, নিজ দেশ-বাসীর মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিলে, হয় ত, তাহার জীবন-ব্রত উদ্যাপিত হইবে না,—হয় ত ইহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে, তাই তিনি সুসভ্য ও সমুন্নত ইংরাজ-জাতির শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার আরব্ধকার্য্যে উদারহৃদয় ইংরাজগণের সহানুভূতি-লাভের আশায়, তিনি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংরাজি-ভাষা ইতঃপূর্ব্বেই তিনি কিছু কিছু জানিতেন। এখন তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া তিনি চেল্‌টেনহাম (Cheltenham) মহিলা কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ লাভ করিলেন। এই স্থানে তিনি বার বৎসর অবস্থান করেন, এবং নিজে ইংরাজি সাহিত্য, গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তাহার শুভানুষ্ঠানের প্রধান উৎসাহদাত্রী শ্রীমতী আনন্দবাই যোশী (Mrs Anandi bai Johsi) আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ায় (Philadelpheia) চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তিনি রমা-বাইকে আমেরিকায় যাইতে অনুরোধ করেন। তাঁহার সাদর আহ্বানে রমাবাই ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় গমন করেন।

আমেরিকায় অবস্থানকালে তিনি সেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষভাবে আলোচনা করেন; কারণ, ভারতে স্ত্রীজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রকৃষ্ট পথ তিনি তখনও খুঁজিয়া পান নাই। তখন স্বনামধন্য জর্ম্মনশিক্ষা-সংস্কারক ফ্রোবেলের প্রবর্ত্তিত কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালী আমেরিকায় প্রচলিত হইয়াছিল। এই শিক্ষাপ্রণালী রমাবাইর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহা ভারতীয় স্ত্রীজাতির পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া, তিনি এই শিক্ষাপ্রণালী বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। তিনি বলেন—'ফ্রোবেলের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে আমি লৌকিক (Secular) ও আধ্যাত্মিক (spiritual) শিক্ষার প্রকৃত সমাবেশ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ ফ্রোবেলের শিক্ষাপ্রণালীতে বালকের জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ পরিচালিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তাশক্তিরও উন্মেষ হয়। কাজেই এই শিক্ষাপ্রণালী-দ্বারা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ, সত্যই ফ্রোবেলের শিক্ষা প্রণালীর প্রাণ। সুতরাং, এই শিক্ষা-প্রণালী ভারতে অনুসৃত হইলে কুসংস্কারমূলক মোহান্ধকার হইতে ভারতসমাজ নির্ম্মুক্ত হইবে, এবং বন্ধনোন্মুক্ত হইয়া ভারতললনা স্বীয় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ হইবে।

তিনি আরও বলিতেন—"আমি ভারতের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের মাতৃহৃদয় অধিকার করিতে বাসনা করি। সন্তানের মঙ্গলেচ্ছা মাতৃহৃদয়কে যেরূপ আকর্ষণ করে, পৃথিবীর অপর কিছুই ইহাকে সেইরূপভাবে আকর্ষণ করিতে পারে না। কিণ্ডারগার্টেন-শিক্ষাপ্রণালী যদি তাহাদের সম্মুখে যথোপযুক্তভাবে সমুপস্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে, তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, সন্তানের ভবিষ্যৎ উন্নতি অনেকটা জননীর উপর নির্ভর করে। ভারতীয় রমণীগণ শিশুসন্তানগণের শিক্ষার ভার বুদ্ধি ও বিবেচনা-পূর্ব্বক যদি

উপযুক্ত পরিমাণে যত্ন গ্রহণ না করেন, তবে তাঁহাদের সন্তানগণের অমঙ্গল সংঘটিত হইবে—এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, তাঁহাদের স্নেহপ্রবণ সন্তানবৎসল মাতৃহৃদয় স্বতঃই স্ত্রীজাতির শিক্ষার ও উন্নতির প্রতিবন্ধক দূর করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইবে।" রমাবাই এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির মধ্যে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালীর প্রচলন করিতে মনন করেন এবং কিণ্ডারগার্টেন-শিক্ষাপ্রণালী-সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে জ্ঞানলাভের জন্য তিনি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষকদের এক ট্রেনিং স্কুলে ছাত্রীরূপে প্রবেশ করেন। তথাকার সুন্দর সুন্দর চিত্রসংবলিত, পুরু কাগজে বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত, শোভন মলাটযুক্ত শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মারাঠী ভাষায় শিশুদের জন্য ঐ প্রকার পুস্তক প্রকাশ করিবার কল্পনায় তিনি আমেরিকার অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি সংগ্রহ করেন। এখন বঙ্গদেশে নানাপ্রকার বিচিত্র চিত্র বক্ষে ধারণ করিয়া, বহু পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। কোথাও বা চিত্রের সদ্ব্যবহার হইতেছে, আর কোথাও বা উহার অপব্যবহার হইতেছে। পণ্ডিতা রমাবাই প্রায় তিনযুগ পূর্ব্বে যে সত্যটি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, বাঙ্গালী এতদিন পরে সে সত্যটি কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছে।

আমেরিকার ন্যায় স্বাধীন দেশের সংস্পর্শে আসিয়া এবং তথাকার স্ত্রীজাতির উন্নত অবস্থা দেখিয়া রমাবাইর স্থির বিশ্বাস জন্মিল যে, স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন করিতে না পারিলে ভারতের উন্নতি সুদূরপরাহত। তাই তিনি দুঃখিত, অবহেলিত ভারতীয় বিধবাকুলের দুর্দ্দশামোচনে বদ্ধপরিকর হইলেন। অনাথা, আশ্রয়হীন বিধবাগণ আমাদের সমাজে কিরূপ দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করে, তাহাদিগকে গলগ্রহস্বরূপ মনে করিয়া আমাদের নিষ্ঠুর সমাজ তাহাদিগকে কিরূপ লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা প্রদান করে, তাহা তিনি অবগত ছিলেন। উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া বিধবাগণ যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিয়া নিগ্রহের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে, তিনি তাহার উপায়-নিষ্কারণে নিযুক্ত হইলেন।

অচিরকালমধ্যে তাঁহার কার্য্যপ্রণালী স্থির হইল। তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিধবাগণের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। বিধবাগণের দুঃখদুর্দ্দশামোচন তাঁহার জীবনের ব্রত হইল। ভারতে বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আমেরিকায় অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। হিন্দু বালবিধবাদের দুঃখ নিবারণোদ্দেশ্যে আমেরিকার বোষ্টন-নগরে 'রমাবাই'-সমিতি নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। সুসভ্য আমেরিকাবাসীর সহানুভূতিলাভ-প্রয়াসে রমাবাই 'উচ্চজাতীয় হিন্দুস্ত্রী' নামে একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। তাহাতে হিন্দুসমাজের বালবিধবাগণের জন্য কিরূপ কঠোর নিয়ম-সকল প্রবর্ত্তিত আছে, তাহা তিনি তাঁহার প্রাণস্পর্শী ভাষায় বর্ণন করেন।

ভারত সমাজে বিধবাকে কিরূপ হীনজীবন যাপন করিতে হয়, সমাজ তাহার উপর কিরূপ

নির্ম্মম ও কর্কশ ব্যবহার করে,—তাহা তিনি সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহার সঙ্গে বাল্যবিবাহ-প্রথা, বালিকাবধূর প্রতি শ্বশ্রূদেবীর অত্যাচার, শিশুকন্যা-হত্যা প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথাসমূহও আমেরিকাবাসীর গোচরীভূত করিয়া ভারতীয় স্ত্রীজাতির দুঃখমোচনে তাহাদের সহানুভূতি ও সহায়তা প্রার্থনা করেন। এইরূপে দুই-বৎসরকাল আমেরিকার নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া তিনি অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। প্রায় ষাট হাজার টাকা সংগৃহীত হইলে, তিনি তাঁহার অভীষ্ট কার্য্যের সূচনার জন্য দেশে প্রত্যাগমন করেন। তিনি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী বোম্বাই-নগরে পদার্পণ করেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া ১১ই মার্চ্চ তারিখে পুণায় বিধবাশ্রম-প্রতিষ্ঠা করেন।

এই বিধবাশ্রমে 'বাইবেল' শিক্ষাদিবার জন্য অনেক মিশনরী বন্ধু তাঁহাকে অনুরোধ করেন। রমাবাই নিজেও কালে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি তাহার স্বভাবতঃই একটা টান ছিল। কিন্তু তিনি যে উদার ভাব লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতের সঙ্কীর্ণগণ্ডি স্থাপন করিয়া তাহা অনুদার-ভাবদুষ্ট করিতে তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। বিশ্বমানবের সেবায় যিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, জাতিধর্ম্ম বা দেশকালের ভেদাভেদ কি তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে? সার্ব্বভৌমিক প্রেমের বন্যা যে হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়াছে, সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্র বাঁধ কি সেখানে টিকিতে পারে? তিনি দেখিলেন যে, বিধবাশ্রমে বাইবেল-পাঠ বাধ্যতামূলক করিবার প্রস্তাব তিনি যদি গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইবে, তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইবে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মমত বিধবাশ্রমে স্থান পাইলে হিন্দুবিধবাগণ তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবেন না। সুতরাং, ভারতের নিগৃহীত দুঃস্থ হিন্দুবিধবাগণের দুর্গতিবিমোচনে তিনি কিছুতেই সফলতা লাভ করিতে পারিবেন না। তাই বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় ভারতীয় বিধবাদিগকে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের উপযোগী শিক্ষা প্রদান করাই তাহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইল। তিনি মিশনারীগণের বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও তাঁহার সঙ্কল্পসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দ্বিগুণতর উৎসাহ-সহকারে স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বিধবাশ্রম-প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। এইরূপ নানাবিধ নারীহিত কার্য্যে তাঁহার পূতজীবন অতিবাহিত হইল।

---

## গান।

আমি যত দিই ফাঁকি, যত করি ছল,
যত করি বঞ্চনা,—
কিবা অভিলাষী,
কত ভালবাসি,
প্রভু, তোমার তা আছে জানা!

বিপদে অভাবে দোষি তোমায়,—
তোমারি দেওয়া লাঞ্ছনা!
সুখেরি মাঝারে
কত মনে পড়ে,
প্রভু, তোমার তা আছে জানা!

মুখে বলে যাই সোজা, ওগো প্রিয়তম !—
হায় রে প্রবঞ্চনা !
কতটুকু সত্য
তুমি জান তত্ত্ব,
প্রভু, তোমার তা আছে জানা !—
যেমন গেয়ান মোর ভজন সাধন,
যত করি অর্চ্চনা !
বাসনা, কামনা
প্রার্থনা, ধারণা,
প্রভু, তোমার তা আছে জানা !
আমি আপনারে লয়ে লুকায়ে লুকায়ে
যত করি কল্পনা,
পাছে লোকে শুনে
হাসে মনে মনে,
প্রভু, তোমার তা আছে জানা !

শ্রীচারুবালা দত্তগুপ্তা

---

# লোচন রায়

( Scott এর Lochinvar-নামক কবিতার অনুকরণে

পশ্চিম হ'তে তরুণ যুবক এসেছে লোচন রায়।—
অতিপ্রিয় তার তুরগের সেথা তুলনাটি
মেলা দায় !
যোদ্ধার সাজ নাহিক অঙ্গে, নাহিক সেনার
সারি,
কটিতটে শুধু দুলিছে বন্ধু বিশ্বাসী তরবারী।
প্রণয়ের গীতে বিভোর পরাণ, সমরের মাঝে
নির্ভীক মন ;—
ছিল না কখন প্রেমিক এমন, যেমন লোচন রায়
কানন তাহার রোমেনিক' পথ, লঙ্ঘি' এসেছে
কত পর্ব্বত,
অবহেলে পার হয়েছে যুবক 'অসিকা'র সেই
খরতীর-স্রোত !
মঙ্গলগড়-তোরণের দ্বারে উপনীত যবে
হইল কুমার,
কালের আঘাতে ছিঁড়ে গেছে তা'র কোমল
স্নিগ্ধ প্রণয়ের হার !
প্রাণের অলকা লভিবে অমল পুরুষ সুগান-
প্রায় ?—
দারুণ বেদন পরাণে কেমনে সহিবে লোচন
রায় !
নন্দনগড়ে পশিল লোচন তরুণা বক্ষে লয়ে ;
অলকার ভ্রাতা আত্মীয় যত আসিল সকলে
ধেয়ে।
ভীরু যুবা সে যে, রহিল দাঁড়ায়ে শির অবনত
করি,
অলকার পিতা আসি কয় কথা হস্তে অস্ত্র
ধরি,—
'শান্তি চাহ কি যুদ্ধ-মানসে এসেছ আজি
হেথায় ?
অথবা চাহ কি উৎসব-স্বাদ, তরুণ লোচন রায় ?'
'বহুদিন ধরি' শুনয়া তোমার ছিল মোর
ধ্রুবতারা ;
জাহ্নবী-সম প্রণয়-বন্যা হয়েছিল কূলহারা !
উদ্দাম স্রোত দূরে সরি গেছে অসরস ছাদি
আজি ;
এসেছি তুলিয়া পুরাতন স্মৃতি, হোলি খেলিবারে
আজি।

এ ভারতভূমে কত বালা আছে উজল রূপ-
বিভায়,
তাদের মধ্যে পত্নী খুজিবে যুবক লোচন রায়।'
কুসুম-রাশ তুলিল অলকা কম্পিত নিজ করে;
ইন্দ্রধনুর ওড়না উড়ায়ে ঘিরে সখী চারি ধারে।
অস্ফুট শ্বাস হৃদয়ে চাপিয়া, সলাজে তরুণী
রহিল চাহিয়া;
নয়ন-কোণেতে বিন্দু অশ্রু, অধরে হাস্য ঝরে।
সখীগণ যত সর্ব্ব-আকার শুকুর ভরি' লয়,
রঙ্গিয়া দিল যতেক বসন; হাসিল লোচন রায়।
সুন্দর বীর, কপালী কিশোরী লোহিত বর্ণে সাজে,
নৃত্য-মুখর চরণ ফেলিয়া নমিল আঙিনা মাঝে।
পিতার ভ্রুকুটি মাতার চাহনি প্রমোদে হেরিল
কেবা!
শুষ্কবদনে রহে এক-ভিতে কাপুরুষ সেই যুবা।
সখীগণ সবে করে কাণাকাণি, 'কি সুখ হইত,
হায়!
(যদি) মোদের স্নেহের সঙ্গিনী সনে মিলিত
লোচন রায়!

আপনা ভুলিয়া যত নরনারী হোলি উৎসবে
মিশে;
(ধীরে) অঙ্গন-দ্বার সমীপে আসিল বদ্ধ তুরগ-
পাশে;
(সে) হস্ত পরশি, কর্ণে বালার মন্ত্র পড়িল
কি যে,
অশ্বপৃষ্ঠে তুলি অলকায় বসিল পিছনে নিজে,
'লভেছি আমার প্রেমের প্রতিমা, যুগল চলিয়া
যায়',
সাধ্য থাকে ত' নিবার তাদের'—হাঁকিল
লোচন রায়।
নন্দনগড়ে সেনানী যাহারা উঠিল অশ্ব'পরি,
চোহান্ চন্দাবতের মধ্যে পড়ে গেল হুঁড়াহুড়ি:
'কানোজা'র মাঠ ক্ষুর-ধূলিজালে হইল যে
একাকার
নন্দনগড়-নন্দিনী তা'রা কভু না হেরিল আর!
প্রণয়ে এরূপ অসম-সাহসী, রণমাঝে নির্ভয়,—
দেখেছ কি কভু এমন প্রেমিক যেমন লোচন
রায়?

---

# সংবাদ।

১। বঙ্গদেশের প্রজাজীবীদের মধ্যে যে অসন্তোষ ও ধর্ম্মঘটের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কারণ-নির্দ্দেশ করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মিঃ কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট এক কমিটি স্থাপন করিয়াছেন।

২। ঢাকার অন্তর্গত জয়দেবপুরের দ্বিতীয় রাজকুমার ১২ বৎসর পূর্ব্বে দার্জ্জিলিংএ দেহত্যাগ করেন, বলিয়া প্রকাশ। সম্প্রতি এক ব্যক্তি সন্ন্যাসীর বেশে জয়দেবপুরে আসিয়া 'আমার মৃত্যু হয় নাই, আমিই দ্বিতীয় রাজকুমার' বলিয়া পরিচয় দিয়াছে।

৩। জাপানের যুবরাজ বিলাতে গমন করিয়াছেন। ৭ই মে যুবরাজ ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছেন।

৪। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, এবার কলিকাতার আদম-সুমারী বা লোকের গণনা ঠিকমত হয় নাই বলিয়া সন্দেহ জন্মিয়াছে। পুনরায় কয়েকটী স্থানের গণনা করিতে

হইবে। ইহার জন্য না-কি তিন হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

৫। এইরূপ প্রকাশ যে, আগামী শীত ঋতুতে ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারত-পরিদর্শনে আসিবেন।

৬। আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, ও এম্, এস-সি পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

৭। ইংলণ্ডের কয়লার খনির শ্রমজীবিগণের ধর্ম্মঘট এখনও শেষ হয় নাই। তথাকার গবর্ণমেণ্ট আস্থায়িভাবে চারি মাসের জন্য শ্রমজীবিগণের সাহায্য-কল্পে ১৫০০,০০০ পাউণ্ড হইতে ১০,০০০,০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দিবেন খনিজীবিগণ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু খনি-জীবিগণ ইহা অগ্রাহ্য করিয়াছে। শ্রমজীবিগণের দুর্দ্দশার সীমা নাই। স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকাদের খাওয়াইবার জন্য তাহাদের চাঁদার খাতা খোলা হইয়াছে।

৮। বোম্বাইয়ের ডাকঘরে গত বার মাসের মধ্যে শিরোনামবিহীন ১৫লক্ষ চিঠি জমা হইয়া পড়িয়া আছে। এই সকল পত্রের মধ্যে কোনও পত্রে ১, ২৯, ৭৪১টাকার হুণ্ডী বা চেক্ পুরিয়া পাঠান হইয়াছে, কোনও পত্রের ৭১২৲টাকার নোট আছে, কিন্তু লেখক শিরোনামা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

৯। কলিকাতার ১।২এ, নং প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটে, "সেণ্ট্রাল এণ্টি ম্যালেরিয়াল সোসাইটি" নামে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে। এই সভা বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে ম্যালেরিয়া-বিনাশের চেষ্টা করিবেন। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে এই সভায় পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন; পুনরায় পাঁচ হাজার টাকার দান মঞ্জুর করিয়াছেন।

১০। শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টরের সুপারিশে গবর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এ-দেশে রং আমদানীর উপর আর কোন রকম শাসন রাখা হইবে না।

১১। আগামী জুলাই মাসে বিলাতের অক্সফোর্ড সহরে আন্তর্জ্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়-সভার এক অধিবেশন হইবে; এই মহা-সম্মিলনে যোগ দিবার জন্য কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিস্বরূপ প্রিন্সিপ্যাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্যার নীলরতন সরকার বিলাত-যাত্রা করিয়াছেন। স্যার নীলরতন সরকার-মহাশয়ের পত্নীও এই সঙ্গে বিলাতে গিয়াছেন।

১২। ফ্রান্সে গত ৯ই মে জোয়ান অব আর্কের স্মৃতি-উৎসব হইয়া গিয়াছে। জোয়ান অব আর্ক ফ্রান্সের এক কৃষক-বালিকা। ফ্রান্স যখন আত্মশক্তি-সাধনার অভাবে জড়বৎ পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল, সেই সময় এই বালিকা যেন দৈবশক্তি-সম্পন্না হইয়া আসিয়া ফ্রান্সের জড়দেহে প্রাণ-সঞ্চার করিয়াছিলেন।

১৩। কিছুদিন পূর্ব্বে পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্‌গণ স্থির করেন যে Pons-Winnecke (পন্স্-উইনেক)-নামক একটি ধূমকেতু বর্ত্তমান বর্ষের ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইবে এবং আগামী জুন মাসে তাহার সহিত পৃথিবীর সংঘর্ষ ঘটিবে। কিন্তু গত ১০ই এপ্রেল, জনৈক আমেরিকা-বাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ অধ্যাপক বার্নার্ড, এই ধূমকেতুর অবস্থিতি-স্থান নির্দ্দেশ করেন এবং গণনায় প্রকাশিত হয় যে পৃথিবী

সেই সংঘর্ষের অনুনির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবার প্রায় ১০দিন পূর্ব্বে এই ধূমকেতুটী পৃথিবীর পরিভ্রমণ পথটীকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইবে। ইহাতে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বড়ই হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। এই ধূমকেতুটী ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ফরাসী দেশের পন্‌স্ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়, এবং পরে উইনেক্‌কর্ত্তৃক পুনরাবিষ্কৃত হয়। এই জন্যই উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে।

এই ধূমকেতুটী সওয়া পাঁচ বৎসর অন্তর এক একবার আমাদের নিকট আসিয়া দেখা দেয়। জুনমাসে এই ধূমকেতুটী পৃথিবী হইতে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিতি করিবে বটে, কিন্তু তাদৃশ উজ্জ্বলভাবে দেখা যাইবে না। অনুমান ২৭শে জুন তারিখে ভীষণ উল্কাপাত হইবে, পণ্ডিতেরা এইরূপ মনে করেন। পৃথিবীর সহিত সংঘর্ষ হইলে কি ফল হইতে পারে, তদ্বিষয় জনৈক খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়াছেন—"উইনেকের ধূমকেতুটী যখন পৃথিবীর দিকে এবার আসিতেছিল, তখন আবার প্রশ্ন শুনা গেল—'ধূমকেতুর সহিত সংঘর্ষ হইলে পৃথিবীর কি হইবে?' তিনি বলেন্ যে, আমরা যদি কখনও ধূমকেতুর পুচ্ছের মধ্যে গিয়া পড়ি, তাহা হইলে আমরা তাহা জানিতেও পারিব না; এবং ঐ পুচ্ছের ধূমপুঞ্জে যদি কোনও বিষাক্ত কিছু থাকে, তাহা হইলেও বাষ্পপুঞ্জের অধিক বিশ্লেষণ-হেতু তদ্দ্বারা কোনও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। যুগে যুগে পৃথিবী বহুবার বহু ধূমকেতুর ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে লেক্সেলের ধূমকেতু এবং ১৯১০ সনে হেলির ধূমকেতুর পুচ্ছের ভিতর দিয়া পৃথিবী চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বিশেষ কোনও অনিষ্টের চিহ্ন দেখা যায় নাই। তিনি বলেন, কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, পুচ্ছের সহিত সংঘর্ষে কোনও ফল না হইলেও, ইহার মস্তকের সহিত সংঘর্ষে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। কিন্তু নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে যে, এই মস্তকটী জড়পিণ্ড নহে। উহা যে পদার্থে গঠিত, ইহাও সেই পদার্থের সমবায়ে গঠিত, এই পদার্থগুলির পরস্পর অহর্নিশ সংঘর্ষণে উহা আলোকময় হইয়া গিয়াছে। যদি ঐ মস্তকের সহিত সংঘর্ষই হয়, তাহা হইলেও ভীষণ উল্কা-বৃষ্টি ব্যতীত যে কিছু ঘটিবে, তাহা মনে হয় না। প্রাচীন কালেও এইরূপ জ্যোতিষ্কাদির সহিত সংঘর্ষের ফলে যে পৃথিবীর দারুণ ক্ষতি হইয়াছিল, এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে একটী যে এইরূপ সংঘর্ষ হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি আমেরিকার একটী গভীর উপত্যকার সন্নিকটে আছে। এই স্থান একটী আগ্নেয়-গিরির গহ্বর। আমাদের বায়ুমণ্ডল জ্যোতিষ্কাদির উৎপীড়ন হইতে আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে। নতুবা পৃথিবীতে জীবন-ধারণ বড়ই সংকটময় হইত। পৃথিবীর সহিত ধূমকেতুর সংঘর্ষে কোনও বিশেষ অনিষ্ট হইবে না। কারণ, ধূমকেতুর উল্কাময় পদার্থগুলি বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসিবামাত্র বাষ্পে পরিণত হইয়া যাইবে।

# অষ্টাবক্রগীতা।

## উপদেশের তাৎপর্য্য।

( ১ )

কিয়ৎকালপূর্ব্বে অষ্টাবক্রগীতার মূল ও অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার উপদেশের তাৎপর্য্যটী প্রকাশিত হইতেছে। অষ্টাবক্রগীতা জ্ঞানের চরম গ্রন্থ। ইহার উপদেশ হৃদয়ঙ্গম হইলে, কাহারও কোন প্রকার দুঃখের অবসর থাকে না। এই গ্রন্থ একবারমাত্র বুঝিয়া পড়িতে পারিলেই, লোকের সকল প্রকার তাপের আত্যন্তিক উপশম ধ্রুবম্ভাবী। এই কারণে এই মহাগ্রন্থের উপদেশের তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের চেষ্টাও মহাফলপ্রদ।

এই গ্রন্থের মতে 'আমি', 'তুমি', 'রাম', 'শ্যাম', সকলেই নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব সচ্চিদানন্দমাত্র। উহা একটী চেষ্টা-দ্বারা লভ্য অবস্থামাত্র নহে। পরন্তু উহাই আমাদের স্বভাব, আমরা উহাই চিরকাল আছি এবং থাকিব। ঐ স্বভাব হইতে আমরা কখনও বিচ্যুত হই নাই এবং হইবও না। আমাদের ইহাই স্বরূপ; ইহার ক্ষয়ও নাই, বৃদ্ধিও নাই। অর্থাৎ আমরা বস্তুতঃ যাহা, তাহাই চিরকাল আছি ও থাকিব; তাহা কেহ কখনও নষ্ট করিতে পারে নাই, এবং কখনও পারিবে না। আমরা বস্তুতঃ চিন্মাত্র, বোধস্বরূপ। আমরা ক্ষয়ত্ব-বৃদ্ধি-রহিত, অদ্বয়, অপরিবর্ত্তনীয় বোধমাত্র। এই কূটস্থ ( বা অপরিবর্ত্তনীয় ) বোধমাত্র জিনিষটী কি তাহা নিজে চিন্তা করিয়া বুঝিতে হইবে, বাক্যের দ্বারা তাহা বুঝান যায় না। তথাপি ঐ জিনিষটী বুঝিবার জন্য কেহ কেহ এইরূপ ইঙ্গিত করেন যে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থায় আমাদের যে ভাবটী সাধারণ-ভাবে থাকে, যাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না, তাহাই আমাদের স্বভাব, তাহাই কূটস্থ বোধমাত্র বা আত্মা। যেমন সমুদ্র জলরাশি-মাত্র, তাহার কখন বিক্ষুব্ধ ভীষণ তরঙ্গযুক্ত অবস্থা হয়, কখন বা প্রশান্ত স্থির অচঞ্চল অবস্থা হয়; আমরাও সেইরূপ কেবল বিশুদ্ধ চৈতন্যমাত্র, কিন্তু অনাদি মায়ার প্রভাবে সুপ্ত জাগরিত প্রভৃতি নানা অবস্থায় প্রতিভাত হই। আমাদের জাগ্রদবস্থায় একটী ব্যক্তিত্ব প্রতিভাত হয়—আমি অমুক-সংজ্ঞক, অমুক পিতামাতার অমুকনামযুক্ত অমুককর্ম্মকারী ব্যক্তিবিশেষ। এই ভাবকেই আমরা সাধা-রণতঃ 'আমার আমিত্ব' বলিয়া বুঝি। বস্তুতঃ কিন্তু এইরূপ আমিত্ব বা ব্যক্তিত্বকে আত্মা বলা যায় না। কেন না, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আত্মা কূটস্থ বোধমাত্র, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিত্ব কূটস্থ বস্তু নহে। কিন্তু এই ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তনশীল অংশগুলি বর্জ্জন করিলে আমরা হয় ত নিত্যোপলব্ধিস্বরূপ আত্মাকে বুঝিতে পারি। আমরা যখন জাগরিত থাকি, তখন সাধারণতঃ একটা জ্ঞান লইয়াই থাকি; হয় কিছু-দেখিতেছি, না হয় কিছু শুনিতেছি, অথবা কিছু করিতেছি ইত্যাদি। আমাদের স্বরূপ নিত্যচৈতন্যময় বলিয়াই আমরা এ সমস্ত করিতে সমর্থ হই, এবং এই সকলের প্রত্যেক

ব্যাপারেই আমাদের সেই স্বরূপের প্রকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু এ-সকল ব্যাপার না থাকিলেও আমাদের স্বরূপ-প্রকাশ না হইবার কোনও কারণ নাই। কেননা, আমাদের স্বরূপ স্বপ্রকাশ। সে যাহাই হউক, জাগরিত অবস্থায় দর্শন-স্পর্শনাদি প্রত্যেক ব্যাপারেই যে আমাদের নিত্যোপলব্ধিস্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। বস্তুর জ্ঞান হইতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে আত্মজ্ঞানও হয়। কিন্তু এই আত্মজ্ঞানের সহিত বাহ্যবস্তুর জ্ঞান এরূপভাবে বিজড়িত থাকে যে, বাহ্য বস্তুরই জ্ঞান জন্মে আত্মার সম্বন্ধে কোনপ্রকার স্থির ধারণাই জন্মে না। এইজন্য আত্মার স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মত পণ্ডিতগণের গ্রহণীয় হয় না। যখন কোন বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন আমরা তাহার জ্ঞান লাভ করি; এইরূপ আমার পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তু আমরা স্মরণ করিতে পারি, বা তৎসম্বন্ধে কল্পনাও করিতে পারি। কিন্তু এই সকল ব্যাপারে আমাদের যে জ্ঞান জন্মে, আত্মা তাদৃশ জ্ঞানস্বরূপ নহে। কারণ, এইরূপ কোন বিশেষ হেতুজন্য উৎপন্ন জ্ঞান উৎপত্তিবিনাশশীল, কিন্তু আত্মা নিত্য-অনাদি অব্যয়। অতএব যখন আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ বলা হয়, তখন এইরূপ বিশেষ কারণোৎপন্ন বিষয়জ্ঞানকে উদ্দেশ করিয়া বলা হয় না; কিন্তু যে নিত্য চৈতন্য থাকায় আমরা চেতনজীব, যে বোধশক্তি থাকায় আমরা বাহ্যবস্তু বুঝিতে পারি, তাহাই আত্মার স্বরূপ, তাহা চিরকাল একরূপ, তাহাই কূটস্থ চৈতন্য। এই যে বোধশক্তি যাহার জন্য বাহ্যবস্তু আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, এবং এই বোধস্বরূপ আত্মা—উভয়ই এক পদার্থ। এজন্যই বলা হয়, শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই। যখন কোন বস্তুর জ্ঞান হয়, তখন যে বোধের উদ্রেক হয় বলিয়া মনে হয়, তাহা হইতে বস্তুগত অংশ পরিত্যাগ করিলে যে কেবল জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে, তাহাই কূটস্থ বোধমাত্র; যে চৈতন্য-ভাব থাকায় জন্য ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষে জ্ঞানের উৎপত্তি হইতেছে বলিয়া মনে হয়, তাহাই কূটস্থ চৈতন্য। কেহ কেহ মনে করেন, কূটস্থ চৈতন্য বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই; যখনই কোন বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগাদিরূপ কারণ উপস্থিত, তখনই জ্ঞানের উন্মেষ হয়; নিত্যোপলব্ধিস্বরূপ বলিয়া কিছু নাই। যখন কোন কিছু দেখিতেছি, তখন জ্ঞান জন্মিতে পারে; কিন্তু জ্ঞানের কোন বিষয় নাই, অথচ জ্ঞান আছে, ইহা স্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের মতে ইহা ঠিক নয়। আত্মা স্বপ্রকাশ, আত্মার প্রকাশ্য কোন কিছু থাকে, তাহা প্রকাশিত হইবে; কিন্তু কোন প্রকাশ্য বস্তু উপস্থিত না থাকিলে, আত্মার প্রকাশের হানি হইবে—ইহা বলা চলে না। একটী দৃষ্টান্ত দেখুন—একটি আলোক আছে; যদি কোন বস্তু তাহার নিকটে লইয়া যাওয়া হয়, আলোক-শিখার দ্বারা তাহা প্রকাশিত হইবে; কিন্তু যদি যতদূর পর্য্যন্ত ঐ আলোকশিখার প্রকাশের ক্ষমতা আছে, তাহার মধ্যে প্রকাশ্য কোন বস্তুই না থাকে, তাহা হইলে কি আলোক আলোকিত থাকিবে না? অবশ্যই থাকিবে। সেইরূপ সন্নিকর্ষাদিরূপ কারণের অভাববশতঃ

যদি কিছু প্রকাশ্য না থাকে, তাহা হইলেই কি আত্মার স্বপ্রকাশত্বের হানি ঘটিবে? কখনই না। বরং আত্মা স্বস্বরূপেই চিরবিরাজমান; আমাদিগের ভ্রম-বশতঃই তাহাকে যেন সংসারী বলিয়া মনে হয়। অতএব জাগ্রদ্ অবস্থার নানাভাবের মধ্যে ইহাই কেবল বুঝিতে হইবে যে, কোন্ ভাবটী সর্ব্বাবস্থায় অনুগত বা সাধারণ। কারণ, তাহাই আত্মার স্ব-ভাব। বিধিমুখভাবের দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, অদ্বয় কূটস্থ বোধমাত্রই সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আছে। জাগ্রদবস্থায় আমাদের ব্যক্তিত্ব অনেকস্থলে অনুগত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু স্বপ্নে বা সুষুপ্তিতে অন্ততঃ ব্যক্তিত্ব মোটেই থাকে না। অতএব ব্যক্তিত্ব মায়া হইতে উৎপন্ন বস্তু; কূটস্থ জ্ঞানই একমাত্র তত্ত্ব। এই অখণ্ড অদ্বয় কূটস্থ চৈতন্য ক্ষয়-বৃদ্ধি-রহিত। অতএব ভোগের দ্বারা ধনাদি অর্জ্জনের দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে তাহার পুষ্টি সাধন অসম্ভব। ত্যাগের দ্বারাও তাহার কোন অপচয় নাই। অতএব ভোগত্যাগ-সাধনাদি সমস্তই নিরর্থক। কেবল স্বরূপের বোধই একমাত্র প্রয়োজন। স্বরূপের বোধ জন্মিলেই চিরশান্তি লাভ হইবে। স্বরূপের বোধেই সকল দুঃখের অবসান। স্বরূপাবস্থিতিই চরম লাভ।

শ্রীদীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

---

# খুড়ি-মা।

শুনিতে পাওয়া যায়, যখন রায়েদের পূর্ব্বপুরুষ মহেশ রায় রায়বাড়ী তৈয়ার করাইতে আরম্ভ করাইয়াছিলেন, তখন ভিত্তি-খননের সময় ভূমি হইতে কয়েকটি ভীমকায় বিষধর বাহির হইয়াছিল এবং কাহারও কোন ক্ষতি না করিয়া নিকটস্থ বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছিল। নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হইলে রায়-বাড়ীতে মনসাপূজার ঘটা কিছু বেশী হইল—আর বর্ষাকালের পঞ্চমী-কয়টাও পালন করিবার নিয়ম হইয়া গেল। সে কয়দিন রায়-বাড়ীতে উনান জ্বলিত না। রায়-ভবনের বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক সকলকেই হয় ফলাহার না হয় গতরাত্রের জল দেওয়া ভাত সেবা করিতে হইত। জমীদার গিরিশ রায় কখন ও-সব খাইতে পারিতেন না। নিকটেই চৌধুরীদের বাড়ী। চৌধুরী-গৃহিণীকে তিনি খুড়িমা বলিতেন ও বর্ষাকালের পঞ্চমী তাঁহার নিকটে গিয়া পালন করিয়া আসিতেন।

আজ বৎসরের প্রথম পঞ্চমী পালন করিবার দিন কিন্তু এখনি মকদ্দমা উপলক্ষে গোয়াড়ী যাইতে হইবে। গিরিশবাবু বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, খুড়িমার নিকট হইতে কেহ আসিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া যায় নাই। তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে এ নিমন্ত্রণের ত কখন ব্যতিক্রম হয় নাই। গঙ্গার চর দখল লইয়া যে লাঠি-বাজি হইয়াছি, তাহাতে কি খুড়িমার স্নেহের বাঁধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে? ভাবিবার সময় ছিল না। বাহিরে বরকন্দাজ ও বেহারা দাঁড়াইয়া আছে। এবার মকদ্দমা গুরুতর, তাঁহাকে নিজে যাইতে হইবে। আর বিলম্ব করা চলে না।

পাল্কী আসিয়া বরাবর চৌধুরী-বাড়ীর

দরজার সম্মুখে থামিল। বরকন্দাজদের অগ্রসর হইবার আদেশ দিয়া গিরিশ রায় পাল্কী হইতে নামিলেন। বিশাল হেম-গিরির মত আকৃতি। বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ লইয়া উন্নত-শিরে ধীর-পাদবিক্ষেপে যখন তিনি দেউড়ীতে দরোয়ানদের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলেন, সেই পরিচিত তেজোব্যঞ্জক-মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল। পাইকদের অধিকাংশ সকালেই গোয়াড়ী চলিয়া গিয়াছে। কারণ, তাহারা যে আজ সাক্ষী। যাহারা ছিল তাহারা অনায়াসেই সে-দিনের অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারিত, কিন্তু সে কথাও তাহাদের মনে উদয় হয় নাই। কেবল ছইজন অল্পবয়স্ক নূতন ভোজপুরী, যাহারা একমাস পূর্ব্বে গঙ্গার রক্তসিক্ত সৈকত হইতে সকলের অগ্রে আসিয়া চৌধুরীবাড়ীতে সংবাদ দিয়াছিল যে, রাজেদের লেঠেলে চর অধিকার করিয়া লইয়াছে, তাহারাই কেবল রোষ-কষায়িত লোচনে সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিল। গিরিশ রায় যাইবার সময় একটি বার মাত্র তাহাদের উপর দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন আর মন্ত্রশাস্ত সর্পের মত তাহাদের ক্রুদ্ধদৃষ্টি নম্র হইয়া গেল। যখন তাঁহার দীর্ঘদেহ দৃষ্টিপথ-বহির্ভূত হইল, তখন একজন ভোজপুরী বলিল, "সেদিন ঐ লোকের জন্যই বাপের ডাইন হাত ও শিরে চোট্ লাগিয়াছিল, আমার ইচ্ছা হইতেছে—।" বাধা দিয়া বৃদ্ধ দরোয়ান লালসিং বলিল, "যা ইচ্ছা হইয়াছিল তা' সেদিনই করিলে পারিতে। আজ বাবু গিন্নী-মাকে প্রণাম করিতে যাইতেছে, বাড়ীর ভিতর আপনি আসিয়াছে, আজ ওসব কথা ভাবিস্‌নে খবরদার।

অন্দরে প্রবেশ করিয়া গিরিশবাবু ডাকিলেন, 'খুড়িমা! খুড়িমা কোথায়!' বিরাট কণ্ঠের সে মেঘ-গম্ভীর স্বর শুনিয়া বউ-ঝিরা সরিয়া গেল। চৌধুরী-গৃহিণী তাড়াতাড়ি দালানে আসিলেন। গিরিশ রায় তাঁহাকে প্রণাম করিলেন;—উঠিয়া বলিলেন, 'খুড়িমা, আজ পঞ্চমী, তোমার কি তা' মনে নাই? তুমি আমাকে ডাক নাই, আজ আমি না খাইয়া গোয়াড়ী যাইতেছি।' মর্ম্মের বড় কোমল স্থানে কথাটা গিয়া বাজিল। গিরিশের মাতার মৃত্যুর পর তাহাকে প্রথমে তিনিই স্তনদুগ্ধ পান করান। বাল্যকালে তাহার কতদিন চৌধুরী-বাড়ীতে কাটিয়া গিয়াছে। তারপর পঞ্চমীর দিনগুলিতে তাহাকে সযত্নে আহার করাইয়া চৌধুরী গৃহিণী যে আরাম ও তৃপ্তি উপভোগ করিতেন, তাহা মনে পড়িল। আরও স্মরণ হইল, এই ব্রহ্ম-মূর্ত্তি দুর্দ্দান্ত ব্রাহ্মণ তখন শান্ত শিষ্ট শিশুর মত কিরূপ নিরীহ-ভাবে সাংসারিক কথা আলোচনা করিত। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া গিরিশ পঞ্চমীর দিন কয়টা তাঁহার নিকটে আহার করিয়াছেন। আজ তাঁহাকে বলা হয় নাই। জমীদারে জমীদারে লাঠালাঠি—মকদ্দমা, সে ত হইয়াই থাকে—তাহাতে মা-ছেলের সম্পর্ক কি টুটিয়া যায়? প্রবীণা রমণী বালিকার মত অধীর হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন — তারপর আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, 'বাবা গিরিশ, আমি ভাবিয়াছিলাম তুমি এবার আসিবে না; যখন মনে করে খুড়িমার কাছে এসেছ, দু'টি ভাত মুখে দিয়া যাও। এখনি কর্ত্তা খাইয়া গিয়াছেন, দেরী হ'বে না, সব তৈরী আছে।"

আহার শেষ হইল। আচমন-জল

প্রক্ষালনের পর, চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে খুড়িমার চরণে গিরিশবাবু পুনরায় ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। চৌধুরী-গৃহিণী বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে বলিলেন 'বাবা গিরিশ, আশীর্ব্বাদ করি যেন জয়ী হইয়া ফিরিও। আমি যদি সতী হই, তুমি জয়ী হইয়া ফিরিবে।

সতীর কথা মিথ্যা হয় নাই। গিরিশ-বাবু জয়ী হইয়া ফিরিলেন। বৃদ্ধ চৌধুরী আদালত হইতে বাহির হইবার সময় বলিলেন, "বুড়াকে দু'বার হারালি—চরে হার আবার আদালতে হার"। গিরিশ রায় বলিলেন, "খুড়িমার আশীর্ব্বাদ! এ রকম • • • • বাপাকেছেলেরই জিত হইয়া থাকে"।

সে লালসিং তোলাসিং এর দল চিরকালের মত চলিয়া গিয়াছে; সে চৌধুরীবাড়ী আর নাই। যে ফটক দিয়া গিরিশ রায় অভিমান-ভরা ক্ষুব্ধচিত্তে অন্দর-অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা সে বৎসরের ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। আছে কেবল সেই অষ্টভুজার মন্দির, যাহা গিরিশ রায় মাতৃ-স্বরূপা চৌধুরী-গৃহিণীর নামে বহুসমারোহে স্থাপন করিয়াছিলেন; আর আছে সেই বিশাল জাহ্নবী-চর যাহার বালুকাময় হৃদয় আজ শ্যামবৃক্ষ-শ্রেণী ও অট্টালিকায় ঢাকিয়া গিয়াছে। সে দিনকার চর আজ একটী গণ্ড গ্রাম—আর তাহার উপসত্বে মন্দিরের সেবা ও কার্য্য চলিয়া যাইতেছে;—কারণ, সে ত' গিরিশ রায়ের কৃত দেবোত্তর।

---

# শ্মশানে সধবা।

মৃত্যু-২৩শে চৈত্র ১৩২৭। দিবা দ্বিপ্রহর, শুভ রাকণী যোগ।

কে তুমি শ্মশানে আজ এয়োস্ত্রী রমণী,
হিন্দু-কুল-গৃহলক্ষ্মি পুণ্যবতি নারি?
সীমন্তে সিন্দূর-ছটা, অলক্ত-রঞ্জিত
চরণ-দু'খানি তব; গলে পুষ্পমালা;—
কুসুম বিকৃত হেরি চারি পাশে তব;—
সাজিয়াছ কি সুন্দর কুসুমের রাণী!
পরিয়া নূতন বস্ত্র হাসি হাসি মুখ,—
সতীর কিরণ-জ্যোতিঃ শোভিছে বদনে!—
কত সাধু হেথা আজ এ শ্মশান-ভূমে
লইতেছে পদরজঃ তোমার আনন্দে;
ডাকিতেছে 'মা মা' বলি তোমা উচ্চস্বরে;
কেহ বা পূজিছে তোমা অতিসমাদরে!
হেরিয়া স্মৃতির পটে গুণগ্রাম তব,
ওই যে আত্মীয় কত বিষাদ-অন্তরে
ফেলিছে শোকাশ্রু আজ বিনত-বদন!—
তোমার বিয়োগ হৃদি বাধিছে তাদের!
ধন্য তুমি এয়োরাণী সধবা রমণী!
তোমার পরশে ধন্য এ শ্মশান-ভূমি।
তোমার বাঞ্ছিত সদা হরিনাম আজ
গাহিছে বৈষ্ণববৃন্দ মনের হরষে!
কে তুমি, কহ গো দেবি, এসেছিলে হেথা!
এই নিম্ন নরলোকে কিছু দিন তরে—
খেলিয়া সাধের খেলা খেলাঘর পাতি,
পুত্র পৌত্র সবে রাখি স্বামীর সহিত,
আবার চলিলে কি সে অনন্ত আবাসে?
ছিন্ন করি মায়া-রজ্জু, সংসার-বন্ধন,
সগৌরবে চলি গেলা ফেলিয়া সবায়।
ধন্য তুমি পুণ্যবতী এয়োস্ত্রী রমণী!

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ

# পুস্তক-সমালোচনা।

। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "শিক্ষাসমস্যা ও কৃষিশিক্ষা" আমরা আদ্যন্ত অতি আগ্রহ-সহকারে পাঠ করিয়াছি। এইরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় যত অধিক প্রচারিত হয়, ততই মঙ্গল। আমেরিকা এবং য়ুরোপীয় অন্যান্য সভ্যদেশে শিক্ষাসংক্রান্ত পুস্তক দিন দিন এত বৃদ্ধি পাইতেছে, শিক্ষাবিষয়ক সাময়িক পত্রের অবয়ব এত আবির্ভাব হইতেছে যে, শিক্ষালোচনা ইতোমধ্যেই সাহিত্যের এক বিশেষ অঙ্গে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা-সাহিত্যে শিক্ষা-বিষয়ক গ্রন্থের বড়ই অভাব। এই অভাব দূর করিতে প্রয়াস পাইয়া ক্ষিতীন্দ্রনাথ আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

ক্ষিতীন্দ্রবাবুর শিক্ষালোচনার মূলসূত্র গুলির সম্বন্ধে আমাদের কোন মতভেদ নাই। শৈশবশিক্ষা, বাল্যশিক্ষা, যৌবনশিক্ষা, প্রৌঢ়-শিক্ষা, প্রত্যেক অবস্থাতেই শারীরিক ব্যায়াম অতীব প্রয়োজনীয়। জাপান ও আমেরিকায় শিক্ষার প্রত্যেক স্তরেই শারীরিক ব্যায়াম অবশ্য-গ্রহণীয়। আমাদের দেশেও বহু পূর্ব্বেই ইহার প্রবর্ত্তন হওয়া উচিত ছিল। তাহার পর, ধর্ম্মশিক্ষা। জাপানে ধর্ম্মশিক্ষার কোনও ব্যবস্থা না থাকিলেও প্রতিবিদ্যালয়েই নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া নীতিশিক্ষার প্রচলন বোধ হয়, করা যাইতে পারে।

"জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ, ভক্তি ভগবানে"—ধর্ম্মকে যদি এরূপ উদারভাবে গ্রহণ করা যায়, তবে এরূপ ধর্ম্মশিক্ষা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলেই, বোধ হয়, গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে। কাজেই নীতিশিক্ষা এই ধর্ম্ম-ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া ভারতে বেশ প্রচারিত হইতে পারে বলিয়া ক্ষিতীন্দ্রবাবুর ন্যায় আমাদেরও বিশ্বাস।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতিকে নীচ কর্ম্ম মনে করিয়া লোকে যাহাতে ঘৃণার চক্ষে না দেখে, সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সোপানে এইরূপ শিক্ষার সাধারণ ব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের মতে শৈশব শিক্ষার অন্তে শিক্ষার দুইটি ধারা থাকা উচিত। যাহাদের উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ ও সুবিধা হইবে না, যাহাদিগকে শীঘ্রই উপার্জ্জনক্ষম হইতে হইবে, তাহাদের জন্য কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবসায়-গত শিক্ষা প্রদানের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। সাধারণ বিদ্যালয়ে সুপ্রণালী-বদ্ধ ব্যবসায়-গত শিক্ষা-প্রদানের সুব্যবস্থা হইতে পারে না। তাই আমেরিকা ও জাপানেও এইরূপ সরকারী বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ-দিকে আমাদের দেশের জনসাধারণের ও রাজপুরুষ-গণের আশু দৃষ্টি পাত করা উচিত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গ্রন্থকার কৃষিকার্য্য-সম্বন্ধে কৃষক-রমণী-দিগের সহায়তার যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা অতি মূল্যবান্।

তিনি বলেন—"কৃষিকর্ম্মকে লাভজনক করিতে চাহিলে, তাহাতে সপরিবারে লাগিতে হইবে, নচেৎ শৃঙ্খলার অভাব হইবে। পরিবারের মধ্যে যে যে-কার্য্যের উপযুক্ত, তাহার সেই কার্য্যের ভার লইয়া সুশৃঙ্খলে তাহা সম্পাদন করিতে হইবে। যেন মুহূর্ত্ত সময়ও অপব্যবহারে নষ্ট না হয়। কৃষকপত্নী তো লাঙ্গল ধরিয়া চাষ করিতে পারিবেন না; কিন্তু তাই বলিয়া কৃষক যখন বাহিরে লাঙ্গল দেওয়াইতেছে, কৃষকপত্নী কি সেই সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন? তাহা নহে, শৃঙ্খলার বলে তিনিও সেই সময় বাটীর অভ্যন্তরে গো-পালন, ঘুঁটিয়া প্রস্তুত, পশু-পক্ষি-পালন প্রভৃতি নানা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন এবং পুত্র কন্যাদিগের মধ্যেও কতকগুলি কর্ম্মের যথোপযুক্ত বিভাগ করিয়া দিতে পারেন। তাহার ফলে, তাহারা ঐ সকল কার্য্যে সুশিক্ষিত ত হইয়া উঠিবেই; আবার তাহাদের শ্রমের ফলে যেটুকু লাভ হইবে, তাহাতে তাহাদের অন্ততঃ মোটা ভাত মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা তো অনায়াসে হইতে পারে। নিজের রোজগারে নিজের ভরণ-পোষণ হইতেছে, এটা বুঝিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাহাদের আত্মমর্য্যাদা অভিব্যক্ত হইবে।"

# সীলেট চূণ।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না।
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকালস্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

**কিললরণ এণ্ড কোম্পানী।**

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।

৪ নং ফেয়ারলি প্লেস্, কলিকাতা।

# ভদ্রমহিলার

ব্যবহারোপযোগী কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলঙ্কারের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল। আমাদের অলঙ্কারের নূতন পরিচয় নিষ্প্রয়োজন নিত্য নূতন ফ্যাসনের উদ্ভাবনে, মফঃস্বলের অর্ডার প্রেরণের সহরতায় অতি অল্পদিনের ভিতর মণিলাল কোং সমগ্র বঙ্গে বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইয়াছে। বিনামূল্যে ৩ নং ক্যাটালগ্ গ্রহণ করিয়া সমস্ত অবগত হউন। মহিলাদিগের উপযোগী নেক্‌লেস, ব্রেসলেট্, অঙ্গুরী, ইয়ারিং, সেফ্‌টিপিন, ব্রুক ইত্যাদি সদা সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হইবেন। রুচি ও ফ্যাসন অনুযায়ী অলঙ্কার আমাদের কারখানে সতত প্রস্তুত প্রাপ্ত হইবেন।

ক্ষেঞ্চ মাক্‌ড়ী।

## কাশ্মিরী মাকড়ি

প্রমাণ সাইজ ১৮৲ প্রমাণ ২২৲ মূল্য ৸৷৹ টাকা মাত্র।
মাঝারী সাইজ ১৩ মাঝারি ১৮৲

## কুমারীমাকড়ী

মণিলাল এণ্ড কোং, জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চ্চেণ্টস্,
৪০ নং গরাণহাটা, কলিকাতা। টেলিগ্রামস্—নেক্‌লেস।

# জীবন সংগ্রাম

## চতুর্থ-সংস্করণ

উপন্যাস-জগতের মরকতমণি, বাঙ্গালী জাতীর জীবনের পবিত্রতার পুণ্যকাহিনী, পল্লী-গ্রামের স্বচ্ছ অনাবিল ঘরের কথার সুন্দর ফটোগ্রাফ শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত **জীবন-সংগ্রাম** খানি আজ কয়েক মাস একবারে নিঃশেষিত হওয়ায় চতুর্থ সংস্করণ ছাপা হইতেছিল, কিন্তু কাগজের দুর্ম্মূল্যতা-প্রযুক্ত সব সময় আমরা মনোমত কাগজ শত চেষ্টা সত্ত্বেও পাইতেছিলাম না। চারিদিক্ হইতে প্রতিদিন শত শত তাগিদ-পত্র আসায় আমরা দ্বিগুণ মূল্যে কাগজ ও কালী কিনিতে বাধ্য হইলেও আজ অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি "জীবন-সংগ্রাম" পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং এ সংস্করণের মূল্য ১৷৹ স্থলে ১৸৹ আনা ধার্য্য করিতে বাধ্য হইলাম। পাঠকগণের অনুগ্রহ ও সহানুভূতি সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়।

বিনীত প্রকাশক
শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মণিলাল এণ্ড কোং—৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এতদ্ব্যতীত প্রসিদ্ধ মানচিত্র, ভবনের উইল, সংসার-চিত্র, আমার ভ্রমণ, আমার ডায়েরী, শিশু পাঠ্য, এই সকল পুস্তক নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রাপ্ত হইবেন

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

ব. বো. বিজ্ঞাপন।

কেশের শ্রীসৌন্দর্য্য ঠিক্ রাখিবার একমাত্র উপায়

# জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলে গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশি মূল্য ১৲ এক টাকা ভিপিতে ১৷৵০ তিন শিশির মূল্য ২৷৷০, ভিপিতে ২৸৵০। এক গ্রোস ১০৮৲

# সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লীকষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকাণি ও পারদ-জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

দেহের লালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই লালসা সেবনমাত্রই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১৷৷০ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ২৷৷০ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন [illegible]

২৯ নং [illegible]

অভাবনীয় ব্যাপার ! **রমণীরঞ্জন চুড়ী।** অলঙ্কারের যুগান্তর।

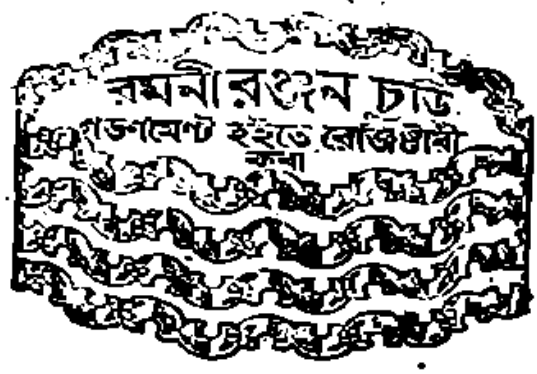


যাহা হইবার নয়—যাহা কেহ কল্পনায় এ পর্য্যন্ত আনিতে পারেন নাই—সেই অসম্ভব সম্ভব হইতে চলিল। রমণীরঞ্জন চুড়ি এবার কেবলমাত্র গিনি স্বর্ণেরই প্রস্তুত হইত—কেমিকাল বা অন্য কোনও ধাতুতে ইহা এ পর্য্যন্ত কেহই প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। আমরা বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে ইহা প্রস্তুত করিয়াছি। কেমিকালের কিংবা অন্য ধাতুর সমস্ত চুড়িই সাধারণে ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে একবার রমণীরঞ্জন চুড়ি এক সেট ক্রয় করিতে অনুরোধ করিতেছি। এক সেট পাঁচ টাকায় ক্রয় করিলে আপনার পাঁচ শত টাকার গিনি চুড়ির অভাব মোচন করিবে।

মূল্যাদি এক সেট ৮ গাছা ৫৲ পাঁচ টাকা।

"মায়াপুরী মেটেলের" লক্ষ লক্ষ প্রশংসাপত্রের মধ্যে একান্ত স্থানাভাবে কেবল কয়েকখানিমাত্র প্রকাশিত হইল

## সংবাদ পত্রের মতামত।

### বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"মায়াপুরি মেটেল" আবিষ্কৃত হইবার পর সমস্ত সংবাদপত্রে ইহার সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল। স্থানাভাবে কয়েক খানি মাত্র উদ্ধৃত হইল।

"হিতবাদী" সংবাদপত্র। • • দেখিতে ঠিক সোনার চুড়ির মত • বহুদিন ব্যবহারেও রং নষ্ট হবে না। কারণ ইহা গিলটি নহে, ধাতু-বিশেষের দ্বারা নির্ম্মিত।

"বঙ্গবাসী" সংবাদপত্র। • • মায়াপুরি মেটেলের অলঙ্কারের রং চিরদিন স্বর্ণের ন্যায় থাকিবে। কখন পালিস নষ্ট হইবে না। ইহাদের কারবারে প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা নাই।

"বসুমতী" সংবাদপত্র। • • • আর কেহই এই পূজার সময়ে বিলাতী চুড়ী কিনিবেন না। ইহাদের গহনার রং চিরস্থায়ী বলিলেও হয়। ইহাদের সোনার জিনিষগুলিও সুন্দর হইতেছে।

দৈনিক পত্র "সন্ধ্যা"—পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ইহাদের গহনার রং বহুকাল-স্থায়ী। ইহাদের কাছে ঠকিবার ভয় নাই; ইহাদের দোকানে মহাপূজার মহাব্যাপার।

"হাওড়া হিতৈষী" সংবাদপত্র লিখিয়াছেন—ইহা অসল গহনা নহে। আসল গিনির গহনা ইহাদের গহনার কাছে হার মানিয়াছে। গহনাগুলি রং বহুকালস্থায়ী। জিনিষগুলি সুন্দর ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে।

"নায়ক" দৈনিকপত্র। চুড়ি বড় সুন্দর হইতেছে। বিলাতী চুড়ী ও কেমিকেল গহনার পরিবর্ত্তে সকলেই ইহাদের গহনা ব্যবহার করা উচিত।

এই, ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং, ১৯ নং পরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

# শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম

## ভারতের সেরা।

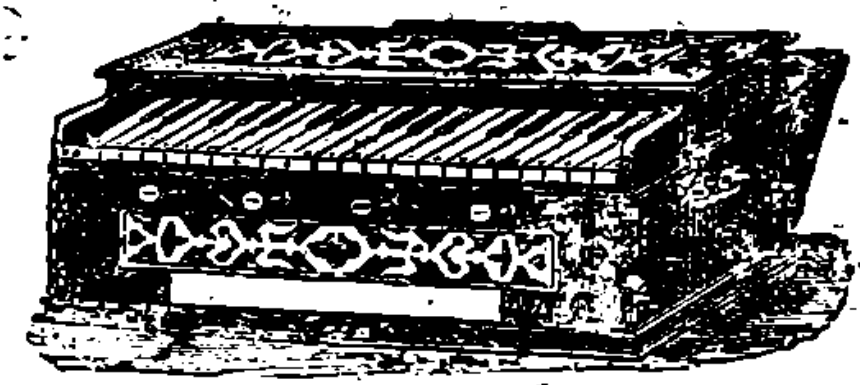

যাহারা শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম ব্যবহার করেন, তাঁহাদের কোনরূপ ভুলিতে হয় না; সুর নামিয়া যাওয়া, কি কি করা, চাবি বাহির হওয়া প্রভৃতি ব্যাধায় শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মকে ধরে না বলিলেই হয়। এই সকল গুণের জন্যই শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মের এত আদর ও খাতি

৩ Oct. Single Reed, 4 stops Rs. 20 & 25
" Double 5 " 35, 40 & 45
Other Varieties— from 50 to 300

হারমোনিয়ম-শিক্ষা Rs. 1 &2
আলিবাবার গানের স্বরলিপি—1-8

সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র, গ্রামোফোন, রেকর্ড, পিন প্রভৃতি আমরা বিক্রয় করি।
শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৪নং ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE
**Sarat Ghose & Co.**
CALCUTTA

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক।

সৌধরহস্য—( উপন্যাস )—১৲ ; নির্ম্মাল্য—(গল্প-গ্রন্থ) দ্বিতীয় সংস্করণ—রেশমী বাঁধাই—১৷৹; কেতকী—(গল্পগ্রন্থ)—সিল্ক বাঁধাই—১৲ ; স্পর্শমণি—( উপন্যাস ) দ্বিতীয় সংস্করণ—২৲

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১নং, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

E-publishing Patrika, No 693 Registered No. C. 134. May, 1921.

# বীণাপাণি শাঁখা, সম্বন্ধে

## ময়ূরভঞ্জের মহারাজীর প্রশংসা

Hd. Qr. Durbar, Maharanee of Mayurbhanj, Household Dept.
Raja Bagh, Kidderpore, Calcutta, 30th April, 1921.

Her Highness has been greatly pleased with the neat and nice workmanship of the several pairs of "Binapani Bracelet" (বীণাপাণি বালা) of different sizes you supplied her with. She wishes every success to your new enterprise.

(sd) D. Roy, Secretary.

# বীণাপাণি শাঁখা

উৎকৃষ্ট হস্তিদন্তের উপর গিল্টি সোণার মোড়া—

প্রমাণ—১৲ টাকা

ছোট—১৲ হইতে ২৲

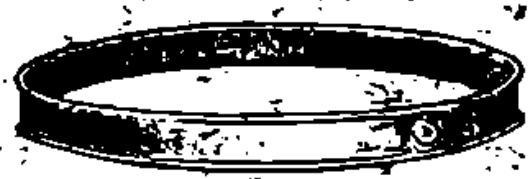

# গৃহলক্ষ্মী শাঁখা

বিশুদ্ধ ভারতীয় উপর গিল্টি সোণার মোড়া—

প্রমাণ— টাকা

ছোট— হইতে

[illegible] সোণার [illegible] শাঁখা [illegible]

[illegible] বেলারী ওয়ার্কস্

[illegible] কর্ণওয়ালিস্-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—খুলনা টাউন

July's Reg. No. C. 134.

৫৮ বর্ষ

# বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা

ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

আষাঢ়, ১৩২৮—জুলাই, ১৯২১।

## সূচী

১। প্রতীক্ষায় (কবিতা)—শ্রীমতী চারুলতা দেবী ৬২
২। স্মৃতিচারা (উপন্যাস)—শ্রীমতী নলীবালা দেবী ৬৬
৩। অহল্যা (কবিতা)—শ্রীযুক্ত প্রমথকুমার ভট্টাচার্য্য বি, এ ৭৩
৪। এলিজাবেথ ফ্রাই ৭৫
৫। ঈশ্বরাপ্তি ৭৯
৬। গানের স্বরলিপি— গান—শ্রীযুক্ত নিশ্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল
স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা ৮২
৭। টাকের ঔষধ ৮৪
৮। আমার বিবাহ (গল্প) ৮৫
৯। গান— শ্রীযুক্ত নিশ্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল ... ৯১
১০। কবিতা ৯১
১১। বঙ্গ (কবিতা)— শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র ... ৯৩
১২। পুস্তক সমালোচনা ৯৩
১৩। সাময়িক প্রসঙ্গ ... ৯৯
১৪। [illegible] (কবিতা) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১০৫

৫৩ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, করুণা প্রেসে শ্রীমন্মথনাথ সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীযুক্ত সতীশকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৹, অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০

প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (৫ পাঁচ আনা) মাত্র

# ডোয়াকিনের হারমোনিয়ম।

## বাজারে জিনিসের মত নয়।

বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড মূল্য ২০৲ ও ২৪৲ টাকা।

২ সেট রিড মূল্য ৩০৲, ৩০৲, ৩৫৲, ৫০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত

কোল্ডিং অরগেন—মূল্য ৩৬৲, ৫৫৲, ৭০৲, ৭৫৲ ও ১০৲ টাকায়।

বেহালা—মূল্য ৫৲, ১০৲, ১৫৲ ও ২৫ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এসরাজ—মূল্য ১২৲, ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

## ডোয়াকিন এণ্ড সন,

৮১ নং আলহৌসি স্কোয়ার, বালেশ্বর, কলিকাতা।

## ॥৯ আনা সিরিসের যুগান্তর

বিচিত্র বাঁধাই সচিত্র সংস্করণ।

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্তের

১। আপন পর

বাঙ্গালীর ঘরের ছবি। ইহাতে দেখিবেন, নববধূর সলাজ-সপ্রেম-চটুল-চকিত-চাহনী—সতীর তেজো-দীপ্ত মনোহর সগর্ব্ব অহঙ্কার। নবপ্রণয়ের মাধুর্য্য।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক সরোজ বাবুর

২। বিদ্রোহী

স্বপ্নের ফুলের মত প্রেমের তুষার-প্রপাত! নারী-চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। প্রেমের অপূর্ব্ব বিকাশ।

যশস্বী গল্পলেখক নারায়ণবাবুর

৩। লক্ষ্মীছাড়া

সামাজিক নানা-কেলেঙ্কারীর নানা লীলা। যে সমাজ দুর্ব্বলের শত্রু, প্রবলের দাস, তাহার কারাল ফণা।

৪। কথাকুঞ্জ

বিশ্রাম কুঞ্জের সুমধুর আলাপ। পাঠে পুলকিত হইবেন। স্বদেশ-প্রেমের বন্যা বহিতেছে।

৫। সম্পত্তিরক্ষা

খুড়ার চাল-বাজীতে ভাতুষ্পুত্র সর্ব্বস্বান্ত। ভগ্নীপতির উল্টা চালে খুড়া কাৎ! সাবাস সাবাস।

প্রবীন রসরাজ ভুবনমোহন ভুবনবাবুর

৬। জেলখানা

বিলাতী দুর্ব্বৃত্তগণের আচরণ। জেলের ভিতর বিলাতী বিচিত্র রঙ্গ।

৭। ডিউক তারাচাঁদ

আর্টের চূড়ান্ত নিদর্শন, লালসার তীব্র জ্বালাময়।

গোবরগণেশ-প্রণেতা হরিদাস চাটুজ্জের

৮। মদন পিয়াদা

পেয়াদার শ্বশুরবাড়ী অভিযান! আদালতের ছয়কী। দ্রোণী আমলের সাহেব বিবেষ!

স্কটের অনুবাদক—সুলেখক শরৎ মিত্রের

৯। নলিনী

ডিটেকটিভ উপন্যাস। বুদ্ধিচাতুরীর বাহাদুরী।

সুকবি সু-ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রবাবুর

১০। য়ুরোপ ভ্রমণ

য়ুরোপের সৌকর্য্য, শিক্ষা, প্রতিভা, প্রভাব, প্রতাপ দেখুন। নূতন অভিজ্ঞতায় উদ্দীপিত হউন।

পণ্ডিত স্বদেশ নেতা বিধুবাবুর

১১। পাপিষ্ঠা

রমণীর আত্মদান! এ কি ব্যভিচার না ভ্রান্তি, প্রেম না কাম, লালসা না ভালবাসা, ছলনা না মোহ।

১২। ফুলদানী

প্রেম-প্রণয়ের লীলা-লহরিত-সুধাক্ষরিত সুধা-ধারা।

১৩। বনমালা

প্রেমের ডালা! নবপ্রণয়ের অনুরাগে সম্মোহিত প্রেমের অভিমানে পুলকিত—স্বপ্নময় উপন্যাস।

১৪। সুভদ্রা

প্রেমের পূর্ব্বরাগ, প্রেমিকার আত্মদান, ক্ষত্রিয়ের গন্ধর্ব্ববিবাহ, বীরপত্নীর সমর-অভিযান।

স্বর্ণলতা প্রণেতা—তারকনাথ গাঙ্গুলী প্রণীত

১৫। বিধিলিপি

বিবাহের বয়ের নীলাম। পণপ্রথার অসহ্য জ্বালা।

জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক—সুরেন্দ্রনাথ রায়ের

১৬। শ্রাবণ

জালিয়াৎ দেওয়ানজীর চালে শিক্ষিত যুবকের সর্ব্বনাশ! পল্লীসমাজের নিপুণ ষড়যন্ত্র, নিষ্ঠুর পরিহাসে রাজপুত্র পথের ভিখারী। প্রসন্নতায় লক্ষ্মীলাভ। অদৃষ্টচক্রের তীব্র পরিহাস।

১৭। চিত্র

মনোরম গল্পবীথি—গার্হস্থ্য-চরিত্রের সমুজ্জ্বল চিত্র।

১৮। হেমপ্রভা

প্রেমের রাণী, রূপের খনি, বিদুষীর বুদ্ধি প্রভা

বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তা দীনেশচন্দ্র সেনের

১৯। তিন-বন্ধু

বন্ধুপ্রীতি সমাজ-জীবনের কত উপকারী প্রত্যক্ষ করুন।

মহাকবি ভিক্টর হিউগোর

২০। লা-মিজারেবল

সেই অনন্ত প্রেমের প্রস্রবণ করুণার-ঝরণা।

২১। ফরাসী বিপ্লব।

সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বিজয় দুন্দুভি।

আবার একত্রে ২১ খানা—১০৲ টাকা।

বসুমতী সাহিত্য-মন্দির—১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

# সাধারণ পাঠাগারের প্রতি

**নব-বধূ** প্রিয়জনের হস্তে উপহার দিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। ৯ খানি বিভিন্ন রঙের চিত্র আছে। মূল্য ১৷৷০ পাঁচ সিকা।

**সেকাল সেকাল।**
শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, উপহারের [illegible] বাঁধা, মূল্য ২৷৷০ টাকা।

**বরের বাপ** শ্রীসুরেন্দ্রনাথ [illegible] রায়, মূল্য ১৲ এক টাকা।

**পল্লি সংসার।**
শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

**অপরাধিনী** প্রবীণ উপন্যাসিক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

**বাদসাহ পিরু** শ্রীসতীন্দ্রনাথ বসু, মূল্য—১৲ টাকা।

**প্রাণ-প্রতিষ্ঠা** প্রবীণ উপন্যাসিক শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মূল্য—১৷৷০ টাকা।

**বন্দিনী** জনপ্রিয় সুলেখক শ্রীযুক্ত শ্রীপতীমোহন ঘোষ প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ পাঁচ সিকা।

**কালের [illegible]**
[illegible] চন্দ্র, ভট্টাচার্য্য [illegible] প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

**বড় ছোট** শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, তুলার পাড়ে উৎকৃষ্ট বাঁধাই, মূল্য ২৲ দুই টাকা।

**ভাগ্যলক্ষ্মী** প্রিয়জনের হস্তে উপহার দিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক, শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত।

**সহচরী** প্রিয়জনের হাতে দিবার অতুলনীয় সামগ্রী। প্রবাসীর মতে—"বইখানিতে বিশেষত্ব আছে।" আজই অর্ডার দিন। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

**বনদেবী** [illegible] পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ১৷৷০ পাঁচ সিকা।

**সিঁথির সিঁদুর।**
শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। সীমন্তিনীগণের সীমন্তশোভা উজ্জ্বল করিবে। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

**কাল-বৈশাখী** শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস প্রণীত। আপনারা বাছিয়া লউন, কালো চাই কি ধলা চাই। মূল্য ৷৷০

**পুণ্যের সংসার** জনপ্রিয় সুলেখক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। পুণ্য ও পাপের গভীর চিত্র। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

**[illegible]রভাঙ্গা** শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, বঙ্গ-সংসারের নিখুঁত [illegible] দেড় আনা।

**[illegible]ক্ষেদীয় পত্র।**
[illegible] অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, [illegible] মূল্য ১৷৷০।

**[illegible]হীনা** শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মূল্য—১৷৷০ পাঁচ সিকা।

**শুভদৃষ্টি** শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় [illegible] মূল্য—১৲ [illegible] সিকা।

**[illegible]**
প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

মজুমদার লাইব্রেরী, ১০৬ নং অপার চিৎপুর [illegible]

# অপদার্থ অনুকরণ

নিবারণকল্পে আমাদের ২০ বৎসরের

পরীক্ষিত ও সর্ব্বজনসমাদৃত

অকৃত্রিম শৃগালমার্কা

পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক ও স্বাস্থ্য-সঞ্চারক। ইহা বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, কৃশ এবং ভগ্ন-স্বাস্থ্য ব্যক্তির পরম কল্যাণকর। ইহা প্রসবান্তের দৌর্ব্বল্যে এবং স্ত্রীরোগেরও মহোপকারী ঔষধ। ২৫৬ মাত্রা বোতল ৩৷৷০ টাকা, ৬৪ মাত্রা বোতল ১৲ টাকা।

# ম্যালোর

( রেজিষ্টার্ড )

জ্বরঘ্ন ও ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক।

পালা, কম্প, ঘোকালীন, ঘুষঘুষে জ্বর, নূতন ও পুরাতন সর্ব্ববিধ জ্বর, প্লীহা ও যকৃতাদি রোগের এমন ঔষধ আর নাই। ইহা ক্ষতপাপ্‌ড়া, গুলঞ্চ, নিম্, চিরেতা প্রভৃতির উগ্র বীর্য্য হইতে প্রস্তুত। ২৫ মাত্রা ৷৷৵০ ৫০ মাত্রা ১৵০, ১০০ মাত্রা ২৲ টাকা।

# ডাইজেষ্টীন (রেজিষ্টার্ড)

অজীর্ণ, অম্ল, অগ্নিমান্দ্য উদরাময়, গ্রহণী, সূতিকা প্রভৃতি রোগের অমোঘ মহৌষধ। উপাদান—চুনানী তৈল, পেপেসিন ইত্যাদি। ২৫ টাব্‌লেট ৷৷৵০ আনা, ৫০ ট্যাব্‌লেট ১৲০ আনা; ১০০ ট্যাব্‌লেট ২৲ টাকা।

# "য়্যাজমল"

( ট্রেডমার্ক )

সেবনমাত্র হাঁপানি টানের দারুণ যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয় এবং ক্রমশঃ উপসর্গাদি প্রশমিত হইয়া শরীর সুস্থ হইতে থাকে। প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ম্যালোর এবং ডাইজেষ্টিন বিনা প্যাকিং ও ডাকমাশুলে আর পাঠান হয় না, সকল ঔষধেরই ডাকমাশুলাদি গ্রাহকগণকে দিতে হয়।

# ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্,

১নং ছোগলকুড়িয়া সিমলা, কলিকাতা।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক

সৌধরহস্য—( উপন্যাস )—১৲ ; নির্ম্মাল্য—(গল্পগ্রন্থ) দ্বিতীয় সংস্করণ—রেশমী বাঁধাই—১৷৹ ; কেতকী—( গল্পগ্রন্থ )—সিল্ক বাঁধাই—১৲ ; স্পর্শমণি—( উপন্যাস ) দ্বিতীয় সংস্করণ—২৲ ।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

BHARAT DHARMA MAHAMANDAL

THE ALL-INDIA HINDU-SOCIO-RELIGIOUS ASSOCIATION.

*General President* H. H. the Maharaja of Darbhanga, *G. C. I. E.*

Fees for General Members Rs. 2 a year.

Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Benevolent Fund ; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English),—a High Class Monthly *free* ; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications at three-fourth price.

PROSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE

The General Secretary: Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Cantt.

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

মদীয় অধ্যাপক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক-সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C. I. E. মহোদয় বলেন,

"শ্রীযুক্তবাবু মধুরানাথ মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। বৈদ্যকে ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের ছাত্র। ইহার চিকিৎসায় বেশ যশ আছে। ইনি বাঙ্গলায় কবিরাজী-সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের ৺ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহোদয় বলেন,

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি সুহৃদ্বর আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আমার মিত্র ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি যে সকল ঔষধ-ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিলে, আমি অত্যন্ত সুখী হইব।"

কবিরাজ শ্রীমধুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি,
৭৮ নং বোসপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

# মণ্ডল ফ্লুট।

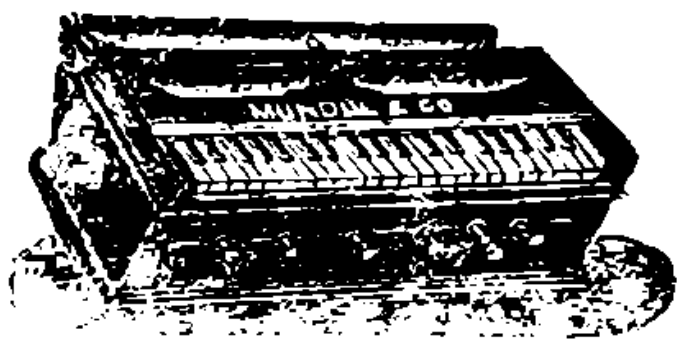


দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতির দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত— দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, ৮ষ্টেড ৩ টপ ৩৫৲, ঐ সূক্ষ্ম কাজ করা ৪০৲ টাকা। ঐ দুই সেট রীড্ ৪ টপ ৬০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং— ৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

নূতন সংবাদ ! নূতন সংবাদ !

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া সরস্বতী রচিত

ঐতিহাসিক ঘটনাবলম্বনে অঙ্কিত সুবৃহৎ পঞ্চাঙ্ক নাটক

**মোহের প্রায়শ্চিত্ত** সদ্যঃ প্রকাশিত হইল ! মূল্য ১।০ মাত্র

জীবন্ত উন্মাদনার জ্বলন্ত বিদ্যুৎ-বাহিনী সম্মোহন-মন্ত্রময়ী অভিনব সৃষ্টি। ভাষার পরিচয় দিবার নয়। পাঠক পাঠিকা সত্বর হউন ! 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিক প্রকাশিত মণীষীজন প্রশংসিত, ভাবুক হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস

ইমানদার ( যন্ত্রস্থ ) শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

লেখিকার অন্যান্য বই :— সেপ আন্দু ১৷৷০, নমিতা—২৲, আড়াই চাল—৷৷০ মিষ্টি সরষৎ ১৷৷০।

প্রাপ্তিস্থান :— গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

# আমাদের জীবন-দশা

অর্থাৎ

আমাদের অধঃপতনের মূল-কারণ, ইন্দ্রিয়-সংযম না করিবার পরিণাম, বসবাসের অবস্থা, অসঙ্গত ভোজন-পদ্ধতি, মনঃ-সংযমের উপকারিতা এবং আমাদের এই দুরবস্থা কবে অপনীত হইবে ইত্যাদির বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরণ করা হয়।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক- নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

# লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—

১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস্ লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯৪।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা; ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, ষ্টিথসকোপ, ম্যাপ্‌ল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী-কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে; —মূল্য ৸৵০;—হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 695. July, 1921

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৮ বর্ষ। ৬৯৫ সংখ্যা। | আষাঢ়, ১৩২৮। জুলাই ১৯২১। | ১২শ কল্প। ২য় ভাগ।


## প্রতীক্ষায়।

যে দিন ভুলিয়া যাব
জগতের হাসিরাশি,
চলে যাবে সব-স্মৃতি,
বিস্মৃতি-সাগরে ভাসি,
প্রকৃতির শোভা হেরি
মোহিত হবে না প্রাণ,
সাধ-আশা-বাসনার
হয়ে যাবে অবসান;
ভুলে যাব একেবারে
ধরণীর কোলাহল,
অপূর্ণ কামনা-তরে
চোখে না আসিবে জল;
সুখ-দুঃখ-শোক-মোহে
বাধিত হবে না হিয়া,
"কর্ম্ম" ও "বিশ্রাম-শান্তি"
সব যাব পাশরিয়া;
যেদিন স্মৃতির মোহে
হব না আপনা-হারা,
ডুবিবে নয়ন-তলে
অরুণ-চাঁদিমা-তারা;—
উথলি উঠিবে হিয়া
অবনী-নাথের তায়,—
চেয়ে আছি শূন্যপানে
সে-দিনের প্রতীক্ষায়!

শ্রীমতী চারুলতা দেবী

# স্মৃতিহারা।

( ৭ )

তিন চার জায়গায় বদলি হওয়ায় নানা-স্থানের জলে সুশীলের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়া আসিল। নূতন ডেপুটি-মুন্সেফের ভাগ্যে প্রায়ই অস্বাস্থ্যকর স্থানেই বদলি হইতে হয়; তাহার উপর পরম আতিথ্যপরায়ণ ম্যালেরিয়া-মহোদয় নূতন অতিথিকে অতিসাদরেই প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করেন। সুশীলও তাঁহার সে আতিথ্য হইতে বঞ্চিত হইল না। প্রায়ই মধ্যে মধ্যে জ্বরে পড়িতে লাগিল এবং হপ্তাসাধ্য কুইনাইন চাপা দিয়া গা ঝাড়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কোহিনুর তাগাদা আরম্ভ করিল,—'হয় ছুটি নাও, নয় কাজ ছাড়িয়া দাও প্রাণটা তো আগে রাখা চাই।' কিন্তু এই সময় একটু উন্নতির আশা থাকায় সুশীল ছুটি লইতে অনিচ্ছুক ছিল; বরং একটু অতিরিক্ত খাটুনীতে কর্ত্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করিবারই চেষ্টায় ছিল। ইহা লইয়া কোহিনুরের সঙ্গে খণ্ডপ্রলয়ের সূচনা হইলেও সুশীল নীরবে সেটা হজম করিবার চেষ্টা করিত। সে-দিন সুশীল যখন জানাইল, 'আজ ১টার ট্রেণে আমায় মফঃস্বলে বাহির হ'তে হবে, তখন কোহিনুর বলিল, "আজ যে রোদ, দুপুর-বেলায় না গিয়ে রাতে বেরুলে হত না? এবার জ্বর থেকে উঠে তো এখনও ভাল সাম্‌লে পার্‌লে না! আবার ভাদ্দুরে রোদ লাগাবে?"

সুশীল ড্রয়ার হইতে নিজের জামা-কাপড় টানিয়া বাহির করিতে করিতে বলিল, "না গো না! যা'দের পরের চাকরী করতে হয়, তা'দের রোদ-বৃষ্টি অত দেখ্‌লে চলে না। তুমি আমার খাবার-টাবারগুলো এই বেলা ঠিক ক'রে কেল দেখি। তেওয়ারী যেন বরফের বাক্স আর কুঁজোটা নিতে ভোলে না। তা হ'লেই প্রাণ বেরিয়ে যাবে।"

অভিমানক্ষুব্ধস্বরে কোহিনুর বলিল, "কি দুঃখে এ কষ্ট করা, তার ঠিক নেই! আমি স্পষ্ট বল্‌ছি, আমার এ-সব ভাল লাগে না কিন্তু! ফের যদি জ্বর হয়, আমি তোমায় নিয়ে নিশ্চয় বাড়ী চলে যাবো।"

"বেশ গো সে যখন যাবে যেও না; এখন তো আমায় আগে বিদায় কর।"

কোহিনুর দুর্ব্বল স্বামীকে মফঃস্বলে ঘুরিতে ক্রমাগতই বিষম আপত্তি করিত। আজ তাহার অন্তঃকরণ আরও প্রবলভাবে বাধা দিতে উদ্যত হইল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল,—এই শরীরে এই রৌদ্রে ঘোরার ফল বড় বিপজ্জনক হইবে, কিছুতেই সুশীলকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু সুশীল যখন যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তখন সে কি করে? নিতান্ত অনিচ্ছায় কোহিনুর স্বামীর দ্রব্যাদি গুছাইতে গেল।

সুশীল মফঃস্বলে চলিয়া গেল; কোহিনুরের প্রাণটা যেন হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে তখন অসহায়ের যে একমাত্র সহায়, তাঁহাকেই ডাকিতে লাগিল—"সুশীল যেন ভালয় ভালয় ফিরিয়া আসেন; প্রভু, সকল আপদে তুমি তাঁকে রক্ষা করো।"

কোহিনুর পিতাকে পত্র লিখিল,—"এ চাকরী আর পোষায় না। এক তো এখানে

না ভাল ডাক্তার, না ভাল ঔষধ-পত্র! তার উপর নিজের শরীর বলিয়া একটু যে গ্রাহ্য তা আপনার জামতার নাই! আমার কথাও কানে নেন্ না। এমন করিয়া ক'দিন তাঁর দেহ টেঁকিবে জানি না। বাবা, আপনি আমাদের লইয়া চলুন।"

তিন দিন পরে পাল্কীতে শোয়াইয়া সুশীলের অচৈতন্য দেহ লইয়া তেওয়ারী আসিয়া পৌঁছিল। দিবারাত্র কোহিনুর যে ভয়ে শঙ্কিত হইয়া থাকিত, তাহাই ঘটিল। স্বামীর অবস্থা দেখিয়া কোহিনুর স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তেওয়ারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিল, ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতে পথে তার বমী খুব বৃষ্টিতে ভিজিতে হইয়াছিল। ক্যাম্পে গিয়াই জ্বর হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এই অচৈতন্যভাব। কত কষ্টে যে সে বাবুকে বাড়ী আনিয়াছে, তাহা আর সে কি বলিবে! তেওয়ারী বারংবার বলিতে লাগিল, "দিদিমণি, বাবুকে নিয়ে বাড়ী চল, আর এখানে থাকিয়ো না।"

ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া মুখ গম্ভীর করিলেন; কোহিনুর পৃথিবী অন্ধকার দেখিল। সুশীল একেবারে অচৈতন্য! কোহিনুর পিতাকে কলিকাতা হইতে ডাক্তার লইয়া আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিল।

সুশীলের বাড়ী আসিবার মুহূর্ত্ত হইতে কোহিনুর সেই যে সুশীলের পার্শ্বে গিয়া বসিল, সেই পর্য্যন্ত তাহার নিজের আহার-নিদ্রা একেবারে মাথায় উঠিল! বাড়ীতে মা কিংবা অপর কোনও আত্মীয়া থাকিলেও থাকিয়া থাকিয়া যাহা হোক্ করিতে পারিতেন, চাকর-বাকর আর কি করিবে? তাহারা ভয়ে ভয়ে দুই-একবার অনুরোধ করিয়া তাড়া খাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার পর হইতে সুশীল বড় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল ও দুই-চারিটা ভুলও বকিতে লাগিল। কোহিনুর অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে মুখের উপর পড়িয়া সুশীলকে ডাকিতে লাগিল কিন্তু সুশীলের জ্ঞানের কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। অভাগিনীর জগৎ-চিত্রে নিষ্ঠুর দেবতা মসীর পর মসী ঢালিতে লাগিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর সুশীল একটু স্থির হইল। কোহিনুর ভাবিল ঘুম আসিতেছে; কিন্তু ক্ষণপরে কোহিনুরের তৃষিত শ্রবণ-পথে অমিয়-ধারার মত প্রবেশ করিল—"কোহিনুর!" আজ কয়দিন পরে স্বামীর মুখে তাহার নাম শুনিয়া রোদন অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল। অতিকষ্টে আত্ম-দমন করিয়া সে উত্তর করিল, "এই যে আমি!" সুশীল ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "আরও কাছে এস; ভাল করে তোমায় দেখতে পাচ্ছি না তো। কোহিনুর, আমি বড় দুর্ব্বল, তোমার হাতখানি আমার হাতের মধ্যে দাও।" কোহিনুর স্বামীর জ্বর-তপ্ত হাতখানি নিজের দুই-হাতের ভিতরে তুলিয়া ওষ্ঠে স্পর্শ করিল। সুশীল বুঝিতে পারিল, কোহিনুর কাঁদিতেছে। ধীরে ধীরে সুশীল বলিতে লাগিল,—"কেন কাঁদছ, কোহিনুর? আমি চলে যাচ্ছি বলে? আবার তো আমাদের দেখা হবে!" সুশীল নিজের ক্ষীণ দুর্ব্বল বাহুখানি ঊর্দ্ধে তুলিয়া আবার বলিল, "ওই স্বর্গে, কোহিনুর, ওই স্বর্গে আবার আমাদের তো দেখা হবে! আমি দু'দিন আগে চলুম বই তো নয়!" কোহিনুর এবার ক্রন্দন আর রোধ করিতে পারিল না— আকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল, "অমন কথা ব

না, ওগো ব'ল না! আমায় ফেলে যেও না।"

সুশীল কোহিনুরের মাথায় হাত রাখিয়া বলিল, "কেঁদ না, একটু স্থির হও! তোমার সঙ্গে আর দুটো কথা ক'য়ে নিই।—কোহিনুর, দেখ দেখ! সম্মুখে দেখ্‌তে পাচ্ছ?" কোহিনুর বিস্মিত হইয়া উত্তর দিল, "কই, কি দেখ্‌ব?"

"ওই দেখ কোহিনুর, দু'দিন আগে গেলেই কি কেউ কাউকে ভুলে যায়! ওই দেখ আমার পিতামহী এসেছেন, ওই দেখ দুই হাত বাড়িয়ে আমায় ডাক্‌ছেন—'সুশীল, আমার কোলে আয়!' কোহিনুর আজ আমি যাই; আবার দু'দিন পরে আমি এসে তোমায় নিয়ে যাব।"

কোহিনুর দুই হাতে স্বামীকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া বলিল, "তুমি শুধু আমারই; আমার বুক থেকে আর কা'র সাধ্য তোমায় নেয়? যদি যাই, দু'জনেই যাব।"

"বেশীদিন তো নয়, ঠিক্ এক্‌টি দিনে এই সময়ে তুমিও যাবে। ভয় কি!" সুশীলের মুখ হইতে এই কয়টী কথা পরিষ্কাররূপে বাহির হইল এবং তাহার পরও সুশীল আরও খানিক অনর্গল বকিয়া গেল, কিন্তু সে-সমস্তই অর্থশূন্য প্রলাপমাত্র। রাত্রি যত শেষ হইয়া আসিতে লাগিল সুশীলের স্বর ততই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। কোহিনুর কত শুনিল, কত কাঁদিল, সুশীল আর শুনিতে পাইল না। প্রভাতের অনতিপূর্ব্বে সন্ধিক্ষণে সব ফুরাইয়া গেল!

"ওগো না, কি হ'ল!" বলিয়া কোহিনুর সুশীলের দেহের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

যখন প্রভাত-রৌদ্র ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে, তখন দ্বারের নিকট হইতে কোহিনুরের কানে বাজিল—"সুশীল!" মাথা তুলিয়া সে দেখিল তাহার পিতা কক্ষে প্রবেশ করিতেছেন। তখনও কোহিনুর সুশীলের দেহের উপরই পড়িয়াছিল। সে যে মৃতদেহ, তাহার মূর্চ্ছা-দুর্বল মস্তিষ্কে তখনও সেটা ধারণায় আসে নাই। সে ভাবিল, তাহার সুখ-শয্যায় স্বামীর বিশাল বক্ষে দেহ ঢালিয়া অগাধ নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া এই বুঝি সে জাগিতেছে। পিতার সম্মুখে আপনাকে সেই অবস্থায় শায়িত দেখিয়া লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিতেই, সুশীলের মৃত্যু-বিবর্ণ মুখ তাহার চক্ষে পড়িয়া গেল এবং রাত্রির সর্ব্বনাশ ও তাহার মূর্চ্ছার কথা মনে পড়িয়া গেল। "বাবা কি দেখ্‌তে এলে!" বলিয়া কোহিনুর আছড়াইয়া মণিমোহনের পায়ের উপর পড়িল। শয্যায় সুশীল ও পদতলে কোহিনুরের দিকে চাহিয়া মণিমোহন স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

৮

মণিমোহন যখন ডাক্তার লইয়া রওনা হন, সরোজা তখন আসিবার জন্য একান্ত জিদ্ ধরিয়াছিলেন; কিন্তু অনেক কষ্টে মণিমোহন তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া আসিয়াছিলেন। রোগী লইয়া আসিবার সময় বাড়ীতে কেহ না থাকিলে সব যে-বন্দোবস্ত হইয়া থাকিবে; এরূপ অবস্থায় রোগীর নানা অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা। সেখানে পৌঁছিয়া মিনমিনে-টেলিগ্রাম করিলে, সরোজা প্রত্যহই সংবাদ পাইবেন। তারপর দুই এক দিনেই তো তাঁহারা সুশীলকে লইয়া আসিয়া পৌঁছিবেন। এই সকল ভাবিয়া সরোজার আর যাওয়া হয় নাই।

মণিমোহনের যাইবার পর সরোজা

আকুলদৃষ্টিতে পথ চাহিয়াও একখানি টেলিগ্রাম বা কোন একটু সংবাদ পাইলেন না। ভাবনায় আহার নিদ্রা মাথায় উঠিল। তবু মানুষের মন আশা ত্যাগ করিতে পারে না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, রোগী লইয়া তাদের ঝঞ্ঝাট ত কম নয়! সেই জন্যই ব্যস্ততা বশতঃ হয় ত মণিমোহন এখানকার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন; কিংবা হয় ত টেলিগ্রাম করিয়াছেন—পৌঁছে নাই। এমনও ত প্রায়ই হয়। তাঁহারা কখন কোন্ সময় হয় ত আসিয়া পৌঁছিবেন! রাস্তা দিয়া গাড়ী গেলেই সরোজা ছুটিয়া দরজায় দাঁড়াইতে লাগিলেন। পথে কেহ জোরে কথা কহিলেই, মণিমোহন আসিয়াছেন ভাবিয়া সরোজা ব্যস্ত হইয়া ঘরের বাহিরে আসিতে লাগিলেন। এমনি উৎকণ্ঠায় যখন ৩ দিন গত হইয়া গেল, তখন সরোজা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। চতুর্থ দিনে বহু কষ্টে রুদ্ধ অশ্রু আর বাধা মানিল না। সেদিন ঘর-কন্নার কাজ যেখানকার যা পড়িয়া রহিল। ভূমীশয্যায় দেহ ঢালিয়া অনশনে থাকিয়া সরোজা কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় প্রাঙ্গণ হইতে স্বামীর কণ্ঠস্বর সরোজার কানে গেল। সরোজা বুঝিল, এবার আর ভুল নয়, সত্যই মণিমোহন আসিয়াছেন। চিন্তাক্লিষ্টা অনশনশীর্ণা সরোজা ছুটিয়া কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"কই, আমার সুশীল কই?" কিন্তু আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে সরোজার চক্ষে এক মুহূর্ত্তে সমস্ত জগৎ কালিময় হইয়া গেল! দেখিলেন, তাঁহার প্রভাতপদ্মের মত কোহিনুর অবনতমুখে দাঁড়াইয়া দুই চক্ষের জলে ভূমি সিক্ত করিতেছে আর দুই হাতে কোহিনুরকে বক্ষের কাছে ধরিয়া উন্মাদমূর্ত্তিবৎ মণিমোহন দাঁড়াইয়া আছেন। সরোজাকে দেখিয়া মণিমোহন বলিয়া উঠিলেন, "এই নাও তোমার হতভাগিনী! তোমার সুশীলকে আর আনতে পারলুম না।"

"আঁ! ওগো কি বল্লে?" বলিয়া ছুটিয়া যেমন আসিতে যাইবেন, অমনি মাথা ঘুরিয়া সরোজা পড়িয়া গেলেন। কাছেই একটা পাথরের থামের কোণে লাগিয়া তাঁহার মাথার খানিকটা কাটিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে হু হু করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

"ও মা গো, একি হ'ল গো", বলিতে বলিতে ছুটিয়া গিয়া কোহিনুর মায়ের মাথার কাছে বসিয়া পড়িল। অচৈতন্য; জননীর রক্তাক্ত মস্তক কোলে তুলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল, 'কে আছিস, জল আন, পাখা আন বাবা শীগ্‌গীর ডাক্তার ডাকুন ওঠো, তুমিও আমায় ফেলে যেও না মা।'

বিপদের উপর আকস্মিক বিপদে মণিমোহন প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলেন একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াই একজন ভৃত্যকে ডাক্তার ডাকিতে আদেশ দিলেন। অভাগিনী কোহিনুর নিজের শোকের আগ্নেয়গিরি বুকে চাপিয়া জননীর শুশ্রূষায় ব্যাপৃত হইল।

দিনের পর দিন চলিতে লাগিল, কিন্তু কোহিনুরের হৃদয়ের জ্বালা তো কই কমে না! জগতের গতিই কি আজ-কাল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে! বায়ু, জ্যোৎস্না, সবই কি কোহিনুরের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিষময় হইয়া গিয়াছে! পৃথিবীর শোভা-সম্পদ্ সত্যই কি বিকৃত, না। শুধু কোহিনুরের হৃদয়েই তাহারা শোকপ্রদ? কালস্রোত তো অবিরাম

প্রবাহিত হইতেছে! কোহিনুরের অন্তরের জ্বালা এত দীপ্তিমধ্যে অবস্থিত কেন?

সেই যে জননী মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন, কোহিনুর বহু শুশ্রূষা করিয়া অতিকষ্টে তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলে এবং সেই অবধি সে মায়ের সম্মুখে আর চক্ষের জল ফেলে নাই; পাছে আবার সে মাকে হারাইতে বসে। কিন্তু এরূপ না হইয়া যদি সে মায়ের গলা ধরিয়া খানিক কাঁদিতে পাইত, তাহা হইলে শোকের দারুণ তীব্রতার হাত হইতে সে একটুও নিষ্কৃতি পাইত! সারাদিন অসহ্য ব্যথা বক্ষে চাপিয়া সে দিনের নানা কর্ত্তব্য আপনাকে ভুলাইয়া রাখে কিন্তু রাত্রিতে যখন সকল কর্ম্ম তাহাকে অব্যাহতি, দেয় তখন অন্তর্নিহিত শোকানল তীব্রভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিয়া দেয়। তখন গৃহ-মধ্যে নিঃশব্দে শয্যাতলে পড়িয়া থাকা অসহ্য হইয়া উঠে। কোহিনুর তখন ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া উন্মুক্ত আকাশের তলে ধূলার উপর আপনার দেহ লুটাইয়া দেয়; তার পরে তা'র সদাঃ ছিন্ন হৃদয়ের আর কোন সংজ্ঞা থাকে না! স্বর্গগত স্বামীর উদ্দেশে মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া সে একমনে তাঁহাকেই ডাকিতে থাকে। চক্ষের জলে ভূমী সিক্ত হইয়া যায়; কখন বা বর্ষার বারি সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাহার দেহের উপর বর্ষিত হইতে থাকে, কোহিনুরের কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ থাকে না। প্রভাতে অপর সকলে জাগিবার পূর্ব্বে উঠিয়া সে গৃহকর্ম্মে আবার প্রবেশ করে। কিন্তু তবু সকল দিন তাহার এ বৃত্তান্ত পিতামাতার গোচর থাকে না। এক এক দিন হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে কোহিনুরের শয্যা শূন্য দেখিয়া বাহিরে খুঁজিতে আসিয়াই কন্যার দুরবস্থা তাঁহাদের চক্ষে পড়ে। সে-দিন আর কাহারই চক্ষে নিদ্রা থাকে না। শোকাশ্রু-সিক্ত বিনিদ্রচক্ষে ধূলায় বসিয়া সকলের রাত্রি অবসান হয়।

সেবার সমস্ত আশ্বিনমাস দারুণ বর্ষা গেল; এবং সমস্ত বর্ষার জল সারারাত্রি ধরিয়া কোহিনুরের দেহ সিক্ত করিতে লাগিল। কার্ত্তিক-মাসে বর্ষা গেল বটে, কিন্তু হিম পড়িতে আরম্ভ হইল। তখনও কোহিনুরকে ছাদে পড়িতে দেখিয়া সরোজা কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, "এমি করে তুই আত্মহত্যা করবি! এই হিমের সময়ও তুই ছাদ ছাড়্‌বি নে?"

"মা আমার আর যা বল, পার্‌ব, কিন্তু রাত্রে আমি বন্ধ ঘরের মধ্যে কিছুতে থাকতে পারি না; আমার নিঃশ্বাস-বন্ধ হ'য়ে আসে! যেন রাতটুকু মা আমায় বাইরে থাকতে দিও, নইলে দেখো, আমি হয় মরে যাব, নয় যা ভয় করছ, পীড়িত হয়ে পড়্‌ব।"

কিন্তু এ কথা কি মায়ে শোনে। তিনি নিষেধ করিলেন। নিষেধ-কারাকাটির মধ্যেও কোহিনুর সমস্ত কার্ত্তিক-মাসও বাহিরে পড়িয়াই কাটাইল। কিন্তু অগ্রহায়ণ-মাসে সরোজাও নিদ্রাত্যাগ করিলেন। মাতাকে ঘুমন্ত ভাবিয়া কোহিনুর যেমন আসিয়া বাহিরে শুইয়া পড়িত, সরোজাও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তাহার শিয়রে বসিতেন; তখন কোহিনুর ব্যথা হইয়া কক্ষে উঠিয়া যাইত।

কিন্তু মা স্নেহবশে করিলেন এক, ফলে হইল অন্যরূপ। সারারাত্রি স্বামীকে ডাকিয়া কাঁদিয়া কোহিনুর যে তৃপ্তি পাইত, তাহার বুকের যে গুরুত্বের লাঘব হইত, এখন

দিবারাত্র তাহা অন্তরে গুমরাইতে থাকায় কোহিনুর শীর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। আহার তো নামমাত্র ছিল; তাহাও দিন দিন কমিয়া আসিতে লাগিল। পৌষমাসে মধ্যে মধ্যে জ্বর দেখা দিতে লাগিল। সরোজা স্বামীকে বলিলেন, 'চল দু'দিন বেড়িয়ে আসি'; তীর্থে তীর্থে ঘুরলে কোহিনুরের মনটাও একটু সারবে! মেয়ের যে দশা হ'তে আরম্ভ হ'ল, ওকেও বুঝি আর রাখ্‌তে পারি নে!"

মাঘমাসের প্রথমেই সকলে যাত্রা করিলেন; একস্থান হইতে অন্যস্থানে করিয়া ক্রমাগত দেশ ঘুরিতে লাগিলেন, কিন্তু কোহিনুরের শারীরিক বা মানসিক কোন উন্নতিই দেখা গেল না। পিতামাতা সঙ্গে লইয়া যান, সে যায়; যাহা করিতে বলেন সে করে—এই মাত্র। নিজের কোন কৌতূহল কি উৎসাহ, কিছুতেই পরিলক্ষিত হয় না। দেখিয়া দেখিয়া সরোজার বুক ফাটিয়া যায়! তবু যদি এমনি করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একটুও মনের পরিবর্ত্তন হয়, ভাবিয়া তিনি কেবলি এ-দেশ সেদেশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ফাল্গুনমাসের শেষের দিকে কোহিনুরের জ্বর ফুটিয়া দেখা দিল;—সঙ্গে সঙ্গে কাসি। সরোজা কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "কোহিনুর, তোর মনেও এই ছিল!" কোহিনুর মায়ের কথার কোন উত্তর না দিয়া একবার মুখ তুলিয়া ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া কি স্মরণ করিল, তারপর ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শুইল। সে যে অনেক আশা করিয়া সুনীলের পথ চাহিয়া আছে, সত্যই কি তাহার সে-দিন আসিবে? সে সরোজাকে বলিল—"মা! তোমার কোহিনুর তো অনেক দিন মরেছে। তার মৃত কঙ্কাল ধরিয়া রাখিবার জন্য তোমাদের এত বৃথা চেষ্টা কেন?"

মণিমোহন সকলকে লইয়া শিমলা গেলেন। সেখানে কয়েক মাস কোহিনুরকে একটু ভাল দেখা গেল। এই সময় বিশ্রামকার্য্যোপলক্ষে একবার দেশে যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিল। দিল্লীতে কোহিনুরের মামা ডাক্তারী করিতেন। তাঁহার কাছে সরোজা ও কোহিনুরকে রাখিয়া মণিমোহন চলিয়া গেলেন।

শ্রাবণমাসে কোজাগর-রজনীতে কোহিনুর একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মা এই পূর্ণিমায় না ঝুলন?' সরোজা সম্মতিসূচক উত্তর দিলে কোহিনুর বলিল, 'চল না মা, বৃন্দাবনে গিয়ে ঝুলন দেখে আসি। এত কাছে তো রয়েছি।" দিনের ভিতর কোহিনুর এই প্রথম একটা নিজের সাধ প্রকাশ করিল। এত দুঃখেও আনন্দে সরোজার হৃদয় ভরিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি বলিলেন, "একুনি চল। এতো কাছে-ই কি! যদি দূরের পথও হ'ত, তুমি যেতে চাইলে, তাও আমি এখনি নিয়ে যেতাম।"

পরদিনই যাত্রা করা হইল। বৃন্দাবনে ঝুলন দেখার পর সরোজা ফিরিতে চাহিলে কোহিনুর বলিল, "মা, বৃন্দাবন আমার বেশ লাগ্‌ছে; এখানে কিছুদিন থাক না?" কোহিনুরের ইচ্ছার উপর কোন দিনই কাহারও আপত্তির কিছু ছিল না। আর এখন এই সর্ব্বপরিত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীর সাধে কে বাধা দিবে? সরোজা আনন্দে সম্মতি জানাইলেন।

আবার সেই ভাদ্রমাস আসিল। কোহিনুরের [illegible]

লাগিল—'এইদিনে আসবে বলে গিয়েছিলে, ওই তো সেদিন এসেছে! আমি যে এক বৎসর পথ চেয়ে আছি। কোথায় আছ? সঙ্গে নাও, সঙ্গে নাও!'

ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি কোহিনুরের আবার জ্বর বাড়িল। সরোজা চিন্তিত হইয়া বলিলেন, "আর এখানে থেকে কাজ নেই মা! চল তোমায় নিয়ে বাড়ী যাই।" কোহিনুর কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিল; তারপর ধীরে ধীরে বলিল, "তাই চল, বাবাকে লেখ, তিনি এসে নিয়ে যান।" সরোজা মণিমোহনকে আসিবার জন্য পত্র দিলেন। কোহিনুর মনে মনে বলিল, "প্রিয়তম! এই যমুনাপুলিনে চিতা সাজিয়ে সুখের ঘুম ঘুমাবার সাধ করেছিলাম, কিন্তু তুমি নাসীতে নিতে এলে না? না আস, যেখানে তুমি আসবে সেই আমার সুখস্বর্গ; কিন্তু আর ভুলে থেক না, আমি অনেক দিন তোমার পথ চেয়ে আছি।"

সেদিন সন্ধ্যার পর মণিমোহন আসিয়া পৌঁছিলেন; সুতরাং খাওয়া দাওয়ার, বন্দোবস্ত করিতে একটু রাত্রি হইল। বাসায় সবই নূতন পরিচারক; সুতরাং কোহিনুরের গৃহে একটী বালক ভৃত্যকে বসাইয়া সরোজাকে রন্ধন-গৃহে যাইতে হইল। মণিমোহন নিকটেই কোন মন্দিরে আরতি দেখিতে গিয়াছিলেন, তখনও ফিরেন নাই। তখন শুক্লা পঞ্চমীর ক্ষীণ চাঁদ পশ্চিমে অস্তোন্মুখ। কোহিনুরের খাটের সম্মুখেই পশ্চিম দিকের খোলা জানালা দিয়া ক্ষীণ জ্যোৎস্নারেখা গৃহের ভিতরে আসিয়া পড়িতেছে। কোহিনুর শয্যায় পড়িয়া একমনে সুশীলকে চিন্তা করিতেছে। সহসা জানালার দিকে চাহিয়া সে চিৎকার করিয়া উঠিল।— জানালার শেতপর্দ্দা একপাশে গুটান ছিল, তাহার উপর আধ আলো আধ ছায়ার মনে হইতেছিল, একজন মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। সেই অবস্থায় কোহিনুরের দুর্ব্বল মস্তিষ্ক নিরন্তর চিন্তার প্রভাবে তাহাকে সুশীল বলিয়া ধারণা করিল। মনের অস্বাভাবিক উত্তেজনায় কোহিনুর চিৎকার করিয়া খাট হইতে লাফাইয়া পড়িল,—'এসেছ! এতদিনে এসেছ! আর আমায় রেখে যেও না।' বলিয়া অগ্রসর হইয়া যেমন সে তাহাকে ধরিতে যাইবে অমনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল। বালক ছুটিয়া আসিয়া ধরিবারও সময় পাইল না। কোহিনুরের চিৎকার ও পতনের শব্দ সরোজার কানে পৌঁছাইতেই তিনি ছুটিয়া আসিলেন। কোহিনুরকে অজ্ঞান দেখিয়া সরোজার প্রাণ উড়িয়া গেল। ভৃত্যকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, হঠাৎ বিছানা হইতে নামিতে গিয়া পড়িয়া গিয়াছেন। পরক্ষণেই মণিমোহন আসিয়া পড়িলেন। তখন ডাক্তার-ডাকা ঔষধ-আনায় হৈ হৈ পড়িয়া গেল। কিন্তু শত চেষ্টাতেও সে-রাত্রে কোহিনুরের চৈতন্য-সঞ্চার হইল না।

প্রভাত হইতে কোহিনুর কথা কহিল বটে, কিন্তু সে কেবল প্রলাপবাণী। সে তাহার সুখের জীবনের গৃহস্থালীর কথা। কখনও সে সুশীলকে দুর্ব্বল শরীরে কাছারী করার জন্য অনুযোগ করিতেছে, কখনও বলিতেছে, 'মাগো তৈরী খানের জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে! এখনও উঠবার সময় হ'ল না? তোমার ও নথিগুলোর আগুন ধরিয়ে দেব। কখনও সুশীলের অসুখে উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে ও চাকরদের বরফ-ঔষধের জন্য তাগাদা করিতেছে, কখনও বা মৃদু মধুর হাসিয়া সুশীলের সহস্যালাপের উত্তর দিতেছে।

ডাক্তারের উপর ডাক্তার, ঔষধের উপর ঔষধ! কিন্তু বারংবার বৃথা চেষ্টা! সকলই বিফল হইতে লাগিল। সরোজা ও মণিমোহন অর্দ্ধোন্মত্তের মত দুহিতার মুখের প্রতি চাহিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

সরোজা দুধের গেলাস লইয়া ডাকিলেন—"কোহিনুর খাওতো মা!" একমুখ মধুর হাসি হাসিয়া কোহিনুর বলিল, "কোহিনুর কি! আমি তো তোমার 'নুরজাহান!' আজ কত দিন তুমি ও-নাম করে আমায় ডাক নি। আমায় কোহিনুর বল্লে তো আমি উত্তর দোব না!" সরোজা মণিমোহনের হাতে দুধের গেলাস দিয়া চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্ষত-হৃদয়ে এ কি বেদনাঘাত! মণিমোহন ডাকিলেন, "মা দুধ খাও!"

কোহিনুর বলিতে লাগিল,—"বল এবার আমায় ফেলে যাবে না? সঙ্গে করে যদি নিয়ে যাও, তবেই খাব। নইলে কেমন করে খাওয়াবে খাওয়াও দেখি!"

অনেক কষ্টে অনেক চেষ্টায় মণিমোহন দুধ খাওয়াইলেন, কিন্তু সে অতি অল্পমাত্র; ক্রমে বিকারের প্রলাপ অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ-পথ্য খাওয়ান অসম্ভব হইয়া পড়িল; চিকিৎসকেরা একে একে বিদায় লইয়া গেলেন। সরোজা তো আশা ত্যাগই করিয়াছিলেন, মণিমোহনও মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। মৃত্যু তাহার কাল ছায়া লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীননীবালা দেবী

---

# "এষণা।"

(১)

মরণের হাক হাঁকিয়া
ভৈরব রবে শঙ্খ কাহার
উঠে দূরে ওই বাজিয়া?
থেমে গেছে আজ শত কলরব,
চারিদিক্ শুধু নিথর নীরব;
মাঝে মাঝে কা'র রুদ্র-বীণায়
ঝঙ্কার উঠে জাগিয়া—
মরণের হাঁক হাঁকিয়া!

(২)

কে আসিবি ওরে, কে আসিবি তোরা,
কে তোরা আসিবি আয়!
সুদূর হইতে আহ্বান কা'র
ওই শোনা যায়—যায়!
আয় আয় ওরে গৃহ-কোণ ছাড়ি,
মায়ের চরণে দিতে হবে ডারি,
চল্ রে আজিকে চল্ তাড়াতাড়ি,
বেলা যে বহিয়া যায়!
কে আসিবি ওরে, কে আসিবি তোরা,
কে তোরা আসিবি, আয়!

(৩)

জীবন মরণ চরণের তলে
সঁপিতে পিষিয়া দলিয়া,
আয়—আয়—ওরে চলিয়া!
আয় আজ একা, আয় দলে দলে
রুদ্র-দেবের প্রাঙ্গণ-তলে
উল্কা যেমন ছুটে চলে ওগো
ঘন তমিস্রা মথিয়া,—

ওরে জীবন মরণ চরণের তলে
সবলে পিষিয়া দলিয়া!

( ৪ )

নূতন সূর্য্য উদিছে গগনে
টুটিয়া কুহেলি কালো।
ঘাটে মাঠে বাটে বিজন আবাসে
গিরি-নদী-ধারে আকাশে বাতাসে
বিহগের নীড়ে, বন-গহ্বরে
শুধু আলো আর আলো!
ভয় নেই ওরে, ভয় নেই তোর
টুটিছে কুহেলি কালো!

( ৫ )

ধরণীর আজ পোহায়েছে নিশা,
পাখীরা উঠে যে গাহি!
থাকিস্ নে ওরে শিথিলছন্দে
জড়িত-নয়নে চাহি!
প্রহরের পর চলিছে প্রহর,
ভাবিবার আর নাহি অবসর,
সঙ্গে যেতে হবে, চলে যেতে হবে
অচেনা পন্থা বাহি।
ওরে ধরণীর আজ পোহায়েছে নিশা,
পাখীরা উঠে যে গাহি!

( ৬ )

হিমার মাঝারে আসিছে ভাসিয়া
কা'র আহ্বান-বাণী!
কত অজানার পরিচিত সে গো
মনে হয়, জানি জানি!—
তাহার বীণার হেম তারে তারে
কত মূর্চ্ছনা ঝরে শতধারে,
মৃত্যু-লহরী পড়ে যে লুটিয়া
চুমি' ও আসনখানি।

কে অদূরে ওই—সোনালী বেলায়
ডাকিতেছে হাত হানি!—

( ৭ )

হায় সে কি সুখ অসীম পাথারে
ঢেউয়ের মতন ছুটিতে—
নাহি আগু-পিছু, নাহি-ক ভাবনা,
শুধু ছুটা-ছুটি, কর্ম্ম-যাপনা,
পাহাড়ের মত ফুলিয়া উঠিয়া
চূর্ণ হইয়া মিলিতে!

( ৮ )

সরিয়া দাঁড়াও রয়েছ যাহারা
রোধিয়া সমুখে পন্থা,
দূর হয়ে যাও সব লাভ-ভয়,
সব বন্ধন, সব সংশয়,
মরণ-দূতীর বাজায় আজিকে
স্বয়ং মরণ-হন্তা!

( ৯ )

আজি মুক্ত-পরাণে অতলের মাঝে
ঝাঁপায়ে পড়িতে চাই,
অশনির মত আকাশ চিরিয়া
ছুটে যাই,—ছুটে যাই!—
দৈন্যের বেথা অট্টহাস,
বিফলতা আছে মেলিয়া আস,
অবিচার বেথা ভেঙ্গে দেয় বুক,
মৃত্যু মাগিছে ঠাঁই,
"বেথা চল ছুটে যাই—যাই!—"
নীরবতাময় মরণ-শান্তি
জীবনেতে নাহি চাই!
মোরা নাহি চাই,—নাহি চাই!—"

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য।

# এলিজাবেথ ফ্রাই।

"আমরা নারী বিশ্বজননীর ছবি,
আমাদের শত্রু মিত্র নাই;
ধরিবার ধারা সম অজস্র জননীপ্রেম,
সর্ব্বত্র চালিয়া চল যাই।"

আবির্ভাব ও তিরোভাব জগতের নিয়ম। ধর্ম্মরাজ্যে এক মহাপুরুষের পর আর এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মের জ্যোতিঃ অম্লান ও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন; জ্ঞানরাজ্যে এক মহাপণ্ডিতের পর আর এক মহাপণ্ডিত জন্ম-গ্রহণ করিয়া জ্ঞানের আলোক বিস্তার করিয়াছেন; কর্ম্মজগতেও এইরূপ এক কর্ম্মবীরের পর আর এক কর্ম্মবীর অবতীর্ণ হইয়া সেবা-ধর্ম্মের মহিমা প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন। জগতের ইতিহাসের পরে পরে এইরূপ দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

মহাপ্রাণ হাওয়ার্ড যে মহৎ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার শেষ হইতে না হইতে, বিধাতার দুর্জ্ঞেয় ও দুর্ব্বোধ্য বিধানে তাঁহার জীবনলীলার অবসান হইল!—ইংলণ্ডের মহাকাশ হইতে একটী সমুজ্জ্বল তারকা অন্তর্হিত হইল!—য়ুরোপীয় সমাজের ম্লান মুখ অপসারিত হইতে না হইতেই আবার তাহা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। য়ুরোপে কর্ম্মের যে দুন্দুভি ধ্বনিত হইয়া সুপ্ত সমাজকে জাগরিত করিয়াছিল, নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছিল; স্পন্দনরহিত নির্জ্জীব জীবনে প্রাণের সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা হঠাৎ নীরব হইল।

এইরূপ সময়ে হাওয়ার্ডের আরব্ধ কার্য্যের পরিসমাপ্তি সাধনের জন্যই যেন, বিধাতার শুভ ইচ্ছায়, ইংলণ্ডে একটী রমণীরত্নের আবির্ভাব হইল। ইনিই এলিজাবেথ ফ্রাই নামে পরিচিত। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী নরউইচ-নামক স্থানে ইনি জন্ম-গ্রহণ করেন। এলিজাবেথ ফ্রাই বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মপ্রাণ ও সেবাপরায়ণ ছিলেন। আত্মোন্নতি ও পরহিত-সাধন তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। জীবনের প্রথম ভাগে স্বীয় চরিত্রের উন্নতি-সাধনার্থ তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন। পণ্ডিত-প্রবর সক্রেটিসের মহামূল্য উপদেশ-বাক্য অনুসরণ করিয়া জীবনের পূর্ব্বার্দ্ধেই তিনি নিজের আত্মার সঙ্গে প্রকৃত পরিচয়-স্থাপনে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। অকপটচিত্তে, পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে স্বকীয় চরিত্রের পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি উহার দোষসমূহ সংশোধনে নিযুক্ত হইলেন। নিজের চরিত্রের দুর্ব্বলতাসমূহ নিরীক্ষণ করিয়া তিনি অনেক সময় নিজেই লজ্জিত হইতেন। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "আমি রিপুপরতন্ত্র হইয়া জীবন কাটাইতেছি; ইন্দ্রিয়সমূহের উপর আমার কোনওরূপ ক্ষমতা নাই। তাহারাই আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। আমি ইহা জানিতে পারিয়াও নিজেকে বশে রাখিতে পারিতেছি না; চরিত্র-সংশোধনে আমার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।" পরক্ষণে তিনি প্রকৃত বীর-রমণীর ন্যায় সাহসে বুক বাঁধিয়া আবার দুরন্ত ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনিবার জন্য রণক্ষেত্রে রণচণ্ডীর দৃঢ়সংকল্প লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা

করিতেছেন, "আমি কখনও চপলতা প্রদর্শন করিব না, কখনও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইব না, অতিরঞ্জন প্রভৃতি দোষ হইতে সদা বিমুক্ত থাকিব; আমি কখনও বিলাসিতার প্রশ্রয় দিব না, কখনও অলস চিন্তার আশ্রয় লইব না; কুপ্রবৃত্তি দমন করিয়া সদ্‌বৃত্তিগুলির দ্বারা হৃদয়কে সুশোভিত করিব; অযথা রহস্য বা কৌতুক-দ্বারা কাহারও মনে কষ্ট দিব না।"

ধর্ম্মই মানব জীবনের সারবস্তু। ইহাই মানুষকে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছে। ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়াই মানব জগতের হিতানুষ্ঠান করিয়া স্মরণীয় ও বরণীয় হয় এবং অনাবিল আনন্দস্রোতে ভাসিতে থাকে। জীবনের উষাকালেই এলিজাবেথের হৃদয় ধর্ম্মের এই স্নিগ্ধ জ্যোতিতে আলোকিত ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। আড়ম্বর পূর্ণ বেশভূষা, নৃত্যগীতাদি তরল আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত থাকিতে তিনি ভালবাসিতেন না। ধর্ম্মচিন্তা, পরসেবা প্রভৃতি উদার-ভাবরাজি তাঁহার হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং, বিশ্ব-মানবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া মানব-জীবনের প্রকৃত সার্থকতা প্রদর্শন করিতে তিনি কৃতসংকল্প হইলেন। কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া তিনি জগতের প্রকৃত মঙ্গল-সাধনে সমর্থ হইবেন, কি উপায়ে তিনি তাঁহার শক্তি-সামর্থ্য দেশের ও দশের কার্য্যে নিয়োগ করিয়া তাঁহার জীবন ধন্য করিবেন, তাহা তিনি খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

হাওয়ার্ডের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের কারাগারের অবস্থা আবার পূর্ব্বা-কার ধারণ করিল। কারাবাসিগণের উপর নৃশংস ও অমানুষিক অত্যাচার হইতে লাগিল; তাহাদের আর কষ্টের সীমা রহিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গ্রেট-বিটনে যে সকল কারাগার ছিল, তাহাতে নিরপরাধ ও দোষী-সাব্যস্ত লোক একত্র বাস করিত। কারাগারে নানাপ্রকার ব্যাধি ও সংক্রামক-রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কারাগারগুলি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবার কোন চেষ্টা হইত না; রোগী ও নীরোগ ব্যক্তিদিগকে একত্রই রাখা হইত। ইহারই ফলে শত শত কারারুদ্ধ ব্যক্তি কালের করালগ্রাসে পতিত হইত। জেলের রক্ষক-গণ অতিনির্দ্দয় প্রকৃতির লোক ছিল। তাহাদের চরিত্রে সাধুতার লেশমাত্র ছিল না। অর্থলালসায় প্রণোদিত হইয়া তাহারা কারাবাসিগণের নিকট হইতে এমন কি উৎকোচ গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিত না। যাহারা তাহাদের মনস্তুষ্টিসাধনে অসমর্থ হইত, নিরপরাধ সাব্যস্ত হইলেও তাহারা জেল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিত না।

কোন কোন কারাগার এমন জীর্ণ ও ধ্বংসোন্মুখপ্রায় অবস্থায় পতিত হইয়াছিল যে, ইচ্ছা করিলে কারাবাসিগণ অবলীলাক্রমে কারাগৃহ হইতে পলায়ন করিতে পারিত। এই জন্য তাহাদিগকে সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করিয়া স্থূল কাষ্ঠখণ্ডে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। কাহারও পাদদেশে ও গলদেশে লৌহশলাকা স্থাপন করিয়া অতীব নির্ম্মমভাবে নানাপ্রকার উৎপীড়ন করা হইত। অধিকাংশ কারাগারই মূষিকের আবাসভূমি ছিল; আবার সেই ক্ষুদ্র জীবগুলি এত দুঃসাহসিক ছিল যে,

নিদ্রিত অবস্থায় অনেক সময় তাহারা কারাবাসিগণের বদনমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিত; সুতরাং, কারাবাসীদিগকে সেখানে অতি সন্তর্পণে ও সাবধানে রাত্রিযাপন করিতে হইত।

কোন কোন জেলে কারাকক্ষগুলি মৃত্তিকার অনেক নীচে অবস্থিত ছিল, তাহাতে বায়ু ও আলোক প্রবেশের পথ ছিল না; এমন কি দিনমানেও তথায় ভীষণ অন্ধকার বিরাট দৈত্যের মত বিরাজ করিত। সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে আবৃত আর্দ্র কক্ষমধ্যে ভূমির উপর কারাবাসিগণকে শয়ন করিতে হইত। কোন কোন জেলে কয়েদিগণকে পরিমিত আহারপর্য্যন্ত প্রদান করা হইত না; অর্দ্ধাশনে বা অনশনে তাহারা অতিকষ্টে দিনপাত করিত। নরকের বিভীষিকা সেখানে মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিত। পাপের সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিলে সকলেরই শরীর শিহরিয়া উঠিত। সুরাপানাসক্ত নরনারী নরকের দ্বার উদ্ঘাটিত দেখিয়া বহ্নিমুখ পতঙ্গের ন্যায় সেই পথে ধাবিত হইতেছিল। জেলে কোনও দানপরায়ণ ব্যক্তি উপস্থিত হইলে, কয়েদিগণ তাঁহাদের নিকট হইতে যে অর্থ পাইত, তাহার দ্বারা মদ্য প্রভৃতি মাদক-দ্রব্য ক্রয় করিত। এমন কি, জেলখানার তত্ত্বাবধায়কগণ তাহাদের এই পাপাচরণে প্রশ্রয় প্রদান করিত। তাহারা প্রকাশ্যভাবে কয়েদিগণের নিকট মদ্য বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেও কুণ্ঠা অনুভব করিত না।

জেলখানায় কয়েদীদিগকে অপরাধের গুরুতরতা-অনুসারে অথবা বয়সের অল্পাধিক্য অনুসারে বিভিন্ন স্থানে রাখা হইত না। প্রায়শঃ কোমলবয়স্ক বালকদিগকে অনেক সময় ঘোর দুশ্চরিত্রাসক্ত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণের সঙ্গে মেষশাবকের ন্যায় আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। এইরূপে বালক-চরিত্রে সংস্কারের কোন লক্ষণই পরিদৃষ্ট হইত না, বরং তাহারা দিন দিন পাপের পথে অগ্রসর হইত।

কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণ অনেক সময় পরস্পরের সহিত মারামারি করিত। অনেক সময় তাহারা জানালার ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া দিয়া পথিকের অঙ্গ হইতে বিবিধ বসন-ভূষণ কাড়িয়া লইত। রক্ষকগণ ইহাতে কোনরূপ বাধা প্রদান না করিয়া, বরং তাহাতে আনন্দ অনুভব করিত। একদিন একজন শাসনকর্ত্তা স্ত্রীলোকদের জেল পরিদর্শনের জন্য অরক্ষিত অবস্থায় গমন করিয়াছিলেন। যখন তিনি কয়েদিগণের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাহারা হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিল এবং তাঁহার পরিহিত বস্ত্রাদি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। তিনি সবিস্ময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় তাহাদিগের দিকে শূন্য অথচ করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাহারা এতই দুর্দ্দান্ত ছিল যে, দণ্ডধারক-পর্য্যন্ত তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে সাহস করিতেন না। জানালা হইতে দূরে নিরাপদ স্থানে দাঁড়াইয়া তিনি তাঁহার দৈনিক উপাসনা-কার্য্য সমাধা করিতেন।

যখন ইংলণ্ডের কারাগার-সমূহের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা, তখন এলিজাবেথ একদিন এক কারাগারের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। শীতকাল; টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। দারুণ শীতের কন্‌কনে হাওয়া গায়ে কাঁটা ফুটাইতেছে। এই সময়ে কারাগারের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে শৃঙ্খলাবদ্ধ একদল বন্দী পাথর ভাঙ্গিতেছে। এই ঘোর শীতেও তাহাদের

পাত্র হইতে ঘর্ম্মবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহাদের মুখ বিবর্ণ; দেহ অস্থি-কঙ্কালসার; মৃত্যুবিভীষিকা যেন তাহাদের বদনমণ্ডলে প্রতিভাত হইতেছে। যখন এই করুণ দৃশ্য এলিজাবেথের নয়নপথে পতিত হইল, তখন তাঁহার দয়াপ্রবণ, পরদুঃখকাতর হৃদয়ে স্নেহ-পারাবার উথলিয়া উঠিল। এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হতভাগাদের দুঃখ দুর্গতি-মোচনের উপায় চিন্তা করিতে করিতে ভগ্নহৃদয় লইয়া তিনি বিষণ্ণবদনে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তদবধি কারারুদ্ধ হতভাগ্য বন্দিগণের দুঃখমোচন-চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিল।

তিনি স্বচক্ষে জেলখানার সমস্ত অবস্থা দেখিবার জন্য কৌতূহলাবিষ্ট ও আগ্রহান্বিত হইলেন। নরউইচ-সংশোধনাশ্রমের বন্দিনী-গণের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। অবশেষে তাঁহার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া, তাহার কুতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য একদিন তদীয় পিতা তাঁহাকে লইয়া সেই আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় তিনি রমণীগণের যে মানছবি দেখিতে পাইলেন, তাহা জীবনে কখনও বিস্মৃত হ'ন নাই। নারীজীবনের এইরূপ হীন শোচনীয় পরিণতি যে ঘটিতে পারে, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এই লাঞ্ছিত ললনাগণের দুর্গতিমোচনে ও উন্নতি-বিধানে তিনি তাঁহার ক্ষুদ্রশক্তিদ্বারা কিরূপে সহায়তা করিতে পারেন, তাহাই এখন তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল।

কয়েক বৎসর এইরূপে অতীত হইল। এলিজাবেথ নিজের জীবন কোন্ পথে পরিচালিত করিবেন, তাহা তখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে সন্ন্যাসীর সরল জীবন তাঁহাকে আকৃষ্ট করিল। সমস্ত বিলাস-বাসনা ত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাসিনীর ব্রত অবলম্বন এবং কৃষ্ণবর্ণের বসন, শ্বেতবর্ণের উওরীয়া (kerchief) ও মস্ত অবগুণ্ঠন প্রভৃতি সন্ন্যাসিনীর উচিত চিহ্নসমূহ ধারণ করিলেন। তিনি যে-সকল বসন-ভূষণ পরিধানে বাল্যকাল হইতে অভ্যস্তা ছিলেন, তাহা এবং এমন কি, তাঁহার রক্তরাগরঞ্জিত সর্ব্বপ্রিয় পোষাকটীও অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিলেন। অশন-বসন, পোষাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্ত্তা, সকল বিষয়ে তিনি সংযত জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

এলিজাবেথের এই বৈরাগ্যভাব-দর্শনে তাঁহার পিতা চিন্তান্বিত হইলেন। বিলাস-বৈভবপূর্ণ লণ্ডন-সহরের হাবভাব ও চালচলন দেখাইয়া স্বীয় কন্যার মতিগতি-পরিবর্ত্তন-মানসে তিনি তাঁহাকে লইয়া লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে অবস্থান কালে এলিজাবেথকে নৃত্যগীত ও নাট্যাভিনয় প্রভৃতি আমোদ প্রমোদ দেখাইয়া বিলাস বাসনের পথে লইয়া যাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়। কিন্তু হায়! অন্ধবুদ্ধি মানব! তুমি অন্তর্দৃষ্টি, ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার প্রয়াসী সাধু-সজ্জনকে পাপ-প্রলোভনের সম্মোহন চিত্র দেখাইয়া বিপথ-গামী ও ধর্ম্মহীন করিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? পাপের প্রতি তোমার এত আসক্তি কেন? পুণ্যময় ধর্ম্মজীবনের প্রতি তুমি এত বিরাগভাব পোষণ কর কেন? নরকের দৃশ্য তোমার এত প্রিয় কেন? জগতের ইতিহাসে সয়তানের এইরূপ প্রচেষ্টা বহুবার নিষ্ফল হইয়াছে; এবারও নিষ্ফল হইল। এলিজাবেথের

দৃঢ়সংকল্প অটুট রহিল। তাঁহার অপূর্ব্ব সাধনার নিকট পাপ-প্রলোভন পরাজয় স্বীকার করিল। তিনি বিলাস-ব্যসন ও নৃত্যগীতাদি আমোদ-প্রমোদ একটির পর একটি ত্যাগ করিলেন এবং স্বকীয় স্বার্থসুখ বিসর্জ্জন দিয়া সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। দীনদরিদ্রই তাঁহার উপাস্য দেবতা হইল; তাহাদের দুঃখ-দুর্গতি-বিমোচনই তাঁহার জীবনের ব্রত হইল।

প্রতিদিন তিনি প্রতিবেশী বালক-বালিকাকে সমবেত করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। ছাত্রের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং অবশেষে ছাত্র-সংখ্যা প্রায় সত্তর জন হইল। এমন সুন্দর শৃঙ্খলার সহিত তিনি তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন যে, বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহার শিক্ষা-কৌশল দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপে তাঁহার নব-জীবনের সূচনা হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন যে, মানবকুলের কল্যাণার্থ তিনি তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিবেন। (ক্রমশঃ)

---

# ঈশ্বরানুভূতি।

সংসারে প্রায় সকলেই দেখিয়াছেন, আজ যে বালিকাটী সকলের আগে খাইবার জন্য ব্যস্ততা দেখাইতেছে বা রোদন করিতেছে, কিছুদিন পরে গৃহিণীর পদবীতে আরোহণ করিবামাত্রই তাহার সে ব্যস্ততা, সে রোদন-গুঞ্জন আর থাকে না। তখন সে সকলকে আহার করাইয়া তবে আহার করে। একটীও প্রাণী অবশিষ্ট থাকিতে তাহার মুখে অন্ন তুলিতে কষ্ট হয়। ইহার কারণ কি? ইহা কি সাধারণিক নিষ্ঠুরতার চিহ্ন? না। জগতে প্রথম যে-দিন মানুষ আর একজনকে খাওয়াইবার অধিকার পায়, আর একজনকে কিছু দিবার তাহার সামর্থ্য জন্মে, সে দিন সে দেখে—নিজে খাওয়া অপেক্ষা অপরকে খাওয়াইয়া বেশী সুখ, নিজে লওয়া অপেক্ষা অপরকে দিয়া বেশী আনন্দ। পূর্ব্বোক্ত স্থলেও এইরূপ আনন্দই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এ-সুখ—এ-আনন্দ চিরস্থায়ী হয় না। আবার কর্ম্ম-কোলাহলে নরনারী যখন আপনাকে ব্যস্ত করিয়া তুলে, যখন সকলেই সে আপনাকে খুঁজিয়া বেড়ায়—সকল কাজের মধ্যেই আপনার আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে, তখন আর তাহার সে-সুখ ও থাকেই না, পরন্তু ব্যস্ততা থামিবামাত্রই বিষাদের একটী ঘনছায়া আসিয়া তাহার মনঃপ্রাণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে! তখন মানুষ ভাবে—এ-বিষাদ-কালিমা তাহার অন্তরে কেন? ধীর ব্যক্তিমাত্রই জানেন, তখন কে যেন তাহাকে দেখাইয়া দেয়, এবং সে নিজেও দেখিতে ও বুঝিতে থাকে যে, সেখানে সে স্বয়ং গ্রহীতা, সেই স্বয়ং ভোক্তা; অপরে সেখানে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দাতা বা ভোজয়িতা; তাই এ বিষণ্ণতা—এ-গ্লানি। প্রত্যুপকারের আশা ছাড়িয়া ধীর ব্যক্তি যখন পরের ভাল কাজে মন দেয়, কাজ

সমাপ্ত করে, তখন তাহার প্রাণে যে-মুহূর্ত্তে বলিতে থাকে—'আঃ, কি তৃপ্তি!' অমনি কৃতজ্ঞতা-প্রশংসার আবেগস্রোতে হৃদয়ে অহমিকা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সে মানুষ ভাবে, না জানে সে কি মহান্ কাজের লোক, না জানে কি একটা মহাকাজ সে করিয়া ফেলিয়াছে! 'অমনি হৃদয়-কুটীরে বিষাদের উঁকি-ঝুঁকি পড়িয়া যায়! তখন আবার সেই মানুষ ভাবে এ মালিন্য কেন?—এ বিষাদচিত্রের অবতারণা কেন?' জিজ্ঞাসুব্যক্তি জানেন, তখন কে যেন উত্তরে বলিতে থাকে- 'তখানে তুমিই গ্রহীতা, তুমিই ভোক্তা, তাই ঐ বিষাদ-মালিন্য।' বাস্তবিকই তখন সে বুঝিতে পারে যে সে-কথাটী ঠিক। প্রত্যেক কাজে, প্রত্যেক চিন্তার সময়ে যখন এই দুইটী বিপরীত দাতা ও গ্রহীতার ভাবের পরস্পর সংঘর্ষ হইতে থাকে এবং একের উপর অন্যের জয়-পরাজয় মানুষ উপলব্ধি করিতে থাকে, তখন তাহার মনে হয়, কে যেন লুকাইয়া লুকাইয়া সকলই দেখিতেছেন ও বলিতেছেন—'যদি অন্তরে সত্য সুখের অধিকারী হ'তে চাও, তবে আমাকে সব দাও, ও-সব যে আমারই, আমিই যে সকলের মূল-মালিক! তোমরা আমার প্রাপ্য কখন তোমাদের নিজেদের মধ্যে কখনও বা স্বয়ংই তাহা ভাগ বাটোয়া করে নাও, তাই ত প্রাণবন্ত—সে যে সব জানে কাহার কোন্‌টী-কতটা পাওনা-গণ্ডা তাহা বুঝিয়া লইতে চায়। ন্যায়-ধর্ম্মের মালিক মানুষ। সে-ধন প্রকৃত অধিকারীকে না দিলে কি প্রাণ কখনও শান্তি পাইতে পারে!' একের জিনিষ অপরকে প্রদান করিলে ত অশান্তি, চঞ্চলতা ঘটিবেই ঘটিবে। ইহাতে আর বিচিত্র কি আছে! এই জগতের অণুপরমাণু হইতে বৃহৎ বস্তু, সকলই পরমেশ্বরের সৃষ্টি, সকলই তাঁহা-কর্ত্তৃক বিধৃত রহিয়াছে এবং অন্তে সকলই তাঁহাতে বিলীন হইবে। সুতরাং ঈশ্বরই ত মূল, তিনিই ত সর্ব্ব কর্ম্মাকর্ম্মের প্রকৃত উৎস ও অধিকারী। তাঁহাকে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করিতে না পারিলে—সমুদায় তাঁহাতে ও সমুদায়ে তিনি—এই অনুভূতি হৃদয়ে না আসিলে, মানুষ কখন প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করিতে পারে না। সুখ ত প্রীতি হইতেই উৎপন্ন। এই প্রীতি বিশুদ্ধ হইলে আনন্দও নির্ম্মল হইয়া থাকে। প্রত্যেক মানুষ স্ব স্ব অন্তরের প্রীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কি দেখিতে পায়? অমুক অমুক বস্তু বা বিষয়ের প্রতি তাহার প্রীতি আছে, অমুক অমুক বস্তু বা ব্যক্তি তাহাকে প্রীতিদান করে। মানুষ যখন এই প্রীতির মালিক ঈশ্বরকে না করিয়া স্বয়ং বা অপর কাহাকেও সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে, তখনই তাহার প্রীতি বিকৃত হয় ও বিকৃত সুখ উৎপন্ন করে।

পত্নী স্বামীকে যে ভালবাসে, সে ভালবাসার কারণ পতি নয়, কিন্তু পরমেশ্বর পতিতে বিদ্যমান থাকিয়া সে প্রীতির উদয় করিতেছেন। জায়াকে কামনা করেন বলিয়াই জায়া যে পতির প্রিয়তমা হইয়াছে, তাহা নহে;—পতি জায়ার মধ্যে সেই ঐশী-সত্তাকে ভালবাসে বলিয়াই জায়া তাহার প্রীতি-পাত্র হইয়াছে। ধন, জন, পুত্র প্রভৃতি এই বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রতি প্রীতিও মানুষের ঐশী-সত্তার প্রতি স্বাভাবিক প্রেম-বশতঃই উৎপন্ন হইতেছে। যে-মুহূর্ত্তে মানুষ এই প্রীতির মধ্যে ঈশ্বরকে না খুঁজিয়া আপনাকে খুঁজে,

অমনি সে আপনাকে হারাইয়া ফেলে; আর তাহার সে পূর্ব্ব-প্রীতির অবস্থা থাকে না। এই বিষয়টীই উপলব্ধি করিয়া বোধ হয় গায়ক গাহিয়াছেন—

"যখন ভেবে চিত্তে দেখি,
(দেখি) আমার বল্‌তে আমার
তোমা বিনা আর কেউ নাই।
যত বহামূল্য ধন প্রাণপ্রিয় জন,
তোমারে হারালে সব হারাই।
• • • •
(প্রভু) ইহলোক তুমি, পরলোক তুমি,
চির-বাসস্থান চির-জন্মভূমি,
(যত) আত্মীয়-স্বজন, হারান রতন,
একাধারে প্রভু তোমাতে পাই।"

সুতরাং সমুদায় বস্তু তাঁহা হইতে আসিতেছে, সকল কর্ম্মের মূলে তিনিই রহিয়াছেন, কর্ম্মের ফলাফল মানবের স্বকীয় নহে, যদি যশোলাভ হইয়া থাকে তবে সে যশ তাঁহারই, যদি অপযশ হইয়া থাকে, তাহাতেও দুঃখ করিবার কিছু নাই. কারণ তাঁহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া, তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া সেই কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়াছে।—মানবের এইরূপ অবস্থা কি চমৎকার—কি অপূর্ব্ব!

কি ধনী কি দরিদ্র, কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ—সকলেই প্রাণময় পরমপিতার নিকট হইতে জীবন ও জীবনীশক্তি পাইয়াছে। যাহারা এই জ্ঞানের সহিত ঈশ্বরের সান্নিধ্য উপভোগ করিতে করিতে তাঁহারই প্রিয়কর্ম্ম সাধন করেন; তাঁহারা জানেন, বিধাতার কি অপূর্ব্ব অনুগ্রহের অধিকারী হইয়া তাঁহারা জীবন-যাপন করেন! কিন্তু হায়, যাহারা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া বাহ্যকর্ম্ম বা বাহ্যবস্তুর দ্বারা যশোভাজন হইতে চাহে, স্বকীয় গুপ্ত স্বার্থসিদ্ধিতেই সচেষ্ট থাকে, তাহারা কদাপি প্রকৃত আনন্দ পায় না;—তাহাদের চিত্ত প্রসারিত হয় না, বরং দিনে দিনে সে-হৃদয় সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ থাকিয়া সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে ও নানা-বিষয়বাসনায় জড়ীভূত হইয়া পড়ে। বড় জিনিষের ভাবনা ব্যতীত কি মানুষের মন বড় হইতে পারে? ঈশ্বর অপেক্ষা বড় আর কেহ নাই;—তিনিই ভূমা মহান্। বড়র সহবাসে মানুষ বড় হয়, ক্ষুদ্রের সহবাসে মানুষ ক্ষুদ্রতা লাভ করে।

সমুদায় ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত, তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত,তাঁহার দ্বারাই সঞ্জীবিত এবং তাঁহাতেই বিলীন হইবে; মানুষ সৎকর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া তাহার গর্ব্বানুভবের কিছু নাই, কারণ, স্বয়ং বিধাতা-পুরুষই তাহার দ্বারা সে কর্ম্ম সম্পাদন করাইয়া লইয়াছেন; যদি গর্ব্বানুভবের কিছু থাকে, তবে তাহা ভগবানের; গর্ব্ব ব্যতীত বরং সেই মানুষের দ্বারা যে সেই কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়াছে, এজন্য পরমেশ্বরকে কৃতজ্ঞতাঞ্জলি প্রদান করা কর্ত্তব্য; সমুদায় তাঁহার, মানুষ যন্ত্র,—তিনি সেই যন্ত্রের চালক! —এই অবস্থায় বৃথা যশঃস্পৃহা দূরীভূত হইয়া যায়, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, সঙ্কীর্ণতা সুদূরে প্রস্থান করে,—প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হয়; এমন কি আত্মপ্রেম পর্য্যন্ত আর হৃদয়ে স্থান পাইতে চাহে না। কারণ, তখন ঐশ্বরিক প্রেম সমুদায় বিশ্বধামকে জয় করিয়া ফেলে এবং আত্মশক্তি সেই মহাশক্তিতে বিলীন হইয়া মহান্ আকার ধারণ করে।

যদি মানুষ যথার্থভাবে ভাবিয়া দেখিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে দেখিবে, একমাত্র

পরমেশ্বর ব্যতীত আর প্রীতির বা অনুরাগের বস্তু কিছুই নাই। একমাত্র তিনিই মানবের চির-প্রীতির—চির-আকাঙ্ক্ষার—চির-আশার বস্তু। তিনি ব্যতীত কোনও কিছুর স্বতন্ত্র সত্তা নাই, সকল বস্তুতেই তিনি এবং তাঁহাতেই সকল বস্তু বিরাজমান। তিনি মহান্ ও সর্ব্বব্যাপী!

---

# গানের স্বরলিপি।

কেমনে রচিলে এ বিশ্বছবি, হে সুন্দর!
কেমনে গাহিলে তুমি কবি, হে সুন্দর!
তব গ্রহ-তারা ফেরে গগনে,
তব ফুলদল ফোটে কাননে,
জনম মরণ নাচে জীবনে
তব ইঙ্গিতে, হে সুন্দর!
তোমারি সৌন্দর্য্যে শশী সুন্দর,
ফুল সুন্দর, তরু সুন্দর,
আলো সুন্দর, নিশি সুন্দর—
সুখ দুখ সব সুন্দর!
সুন্দর মম জীবন,
সুন্দর মম মরণ,
সুন্দর সব ভুবন
তব রূপে, হে সুন্দর!

রচনা—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

মালকৌশ—তাল কেরতা।

অস্থায়ী। চৌতাল।

I I (১´ মজ্ঞা মা। ০ -জ্ঞা মা। ২ -জ্ঞা -সা। ৩ গা -সা। ৪ -জ্ঞা মা। -দা ণর্সা ) I
কে০ ম ০ নে ০ ০ র ০ ০ চি ০ লে০

I ণর্সা ণা। দ্দা ণা। -ণা ণা। র্সণা -দণা। দমা -জ্ঞমা। সা সা I
এ বি শ্ব ছ ০ বি হে০ ০০ সু০ ০ন্ দ র

I র্সনা র্সণা। র্সা -ণা। -মা -মা। জ্ঞা -মা। -দা মা। -জ্ঞা মা I
কে০ ম০ নে ০ ০ ০ গা ০ ০ হি ০ লে

I ণদা নর্সা। র্সা র্সা। ণর্সা -দণা। ০ -মদা -মজ্ঞা। জ্ঞা -মা। ৪ জ্ঞা সা } II
তু০ মি০ ক বি হে০ ০০ ০০ ০০ সু ন্ দ র

অন্তরা। খামার।

II (১´ মা জ্ঞা জ্ঞা। ০ মা -া। ২ দা দা। ০ ণা দা দা। ৩ দা -ণা র্সা -া I
ত ব গ্র হ ০ তা রা ফে রে গ গ ০ নে ০

I ১´ ০ ২ ০ ৩
সা জ্ঞা জ্ঞা। সা -। পা ধা। পা দা দা। মা -। জ্ঞা -। I
ত ব ফু ল ০ দ ল ফো টে কা ন ০ নে ০

I ১´ ০ ২ ০ ৩
সা সা সা। সা -। সা সা। পা -দা দা। পা -। সা সা। I
জ ন ম ম ০ র ণ না ০ তে জী ০ ব নে

I ১´ ০ ২ ০ ৩
মা -জ্ঞা জ্ঞা। মা -দা। সা সা। পা -দা -মা। জ্ঞা -মা সা সা II
ত ০ ব ই ভ্ গি তে হে ০ ০ সু ন্ দ র

সঞ্চারী। ঝাঁপতাল।

II ২´ ৩ ০ ১
{মা -জ্ঞা। মা -। জ্ঞা। জ্ঞজ্ঞা -মা। জ্ঞা -। সা I
{তো মা ০ রি সউ ন্ দ র্ যে

I ৪´ ৩ ০ ১
সা -পা। মা -। -। দা -পা। সা সা -। I
শ ০ শী ০ ০ সু ন্ দ র ০

I ২´ ৩ ০ ১
জ্ঞা -সা। জ্ঞা -। -। সা -জ্ঞা। মা মা -। I
ফু ০ ল ০ ০ সু ন্ দ র ০

I ২´ ৩ ০ ১
মা -জ্ঞা। মা -। -। জ্ঞা -মা। দা দা -। I
ত ০ রু ০ ০ সু ন্ দ র ০

I ২´ ৩ ০ ১
দা -মা। দা -। -। মা -দা। পা পা -। I
আ ০ লো ০ ০ সু ন্ দ র ০

I ২´ ৩ ০ ১
পা -দা। পা -। -। দা -পা। সা সা -। I
নি ০ নি ০ ০ সু ন্ দ র ০

I ২´ ৩ ০ ১
সা জ্ঞা। সা -। -। পা -দা। পা -। -। I
সু ০ খ ০ ০ দু ০ খ ০ ০

I ২´ ৩ ০ ১
দা -। মা -। -। জ্ঞা -মা। সা সা -। I
স ০ ব ০ ০ সু ন্ দ র ০

আভোগ। তেওরা।

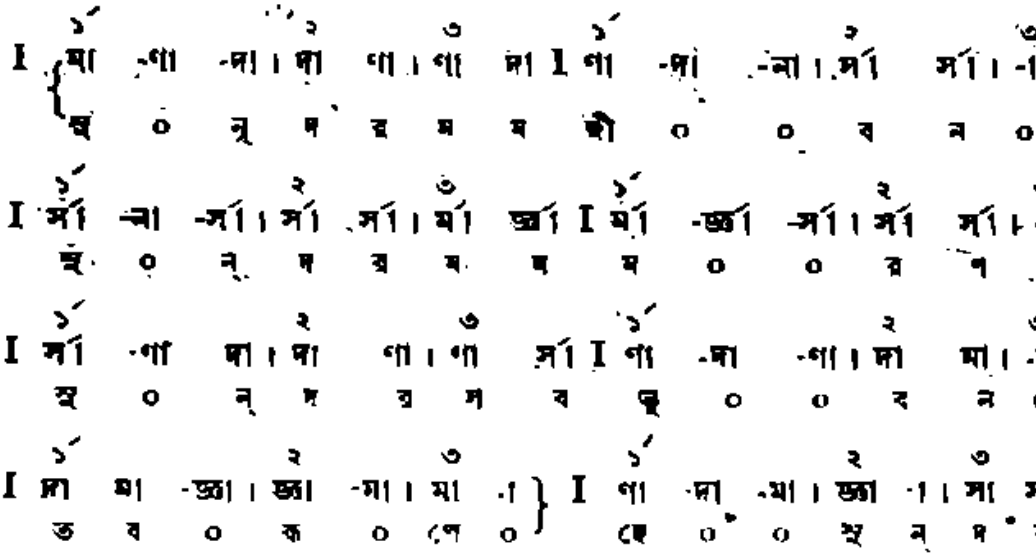


মালকোশ (মতান্তরে "মালকোস") রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে গেয়। জাতি - ঔড়ব। বাদী = মধ্যম, সম্বাদী ঋষভ। ঋষভ ও পঞ্চম বর্জ্জিত। স্বাভাবিক ঠাট জ্ঞ, দ, ণ। কিন্তু কোন কোন ওস্তাদ্ দৈবত মূর্চ্ছনায় ইহার আলাপ করিয়া পঞ্চমকে গ্রহণ করিয়াছেন, শুনিয়াছি; সে অবস্থায় নিষাদ ও গান্ধারকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। কারণ, তখন পঞ্চমকে কোমল নিষাদ করিতে হইয়াছে। শ্রুতিমধুর করিবার উদ্দেশ্যে আমি কয়েক জায়গায় সাধারণ নিষাদও ব্যবহার করিয়াছি। সেগুলির পরিবর্ত্তে কোমল নিষাদ ব্যবহার করিলে যে শ্রুতিকঠোর হইয়া উঠিবে,—তাহার কোনই মানে নাই। "তব ইঙ্গিতে" পংক্তিতে 'ত' শব্দটি তারাগ্রামে, 'ব-ই' মুদারা গ্রামে এবং 'ঙ্গি' আবার তারাগ্রামে গেয়।

লেখিকা।

---

# টাকের ঔষধ।

গৃহস্থ বাটীতে সাধারণতঃ যে-সকল মাছি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের বিষ্ঠা টাকে মহোপকারী। যে-স্থানে অনেক মাছি আছে, এরূপ একটী স্থানে রাত্রিকালে একটী লম্বা সূতা ঝুলাইয়া রাখিলে, প্রভাতে উঠিয়া দেখা যাইবে যে তাহা অসংখ্য কাল কাল দাগে আবৃত হইয়াছে। এই কাল দাগগুলি মক্ষিকার বিষ্ঠা ব্যতীত আর কিছুই নহে। রাত্রিকালে বাস করিবার জন্য ঐ সূতাটীকে আশ্রয় করিয়া তাহারা উহাতে ঐসকল পুরীষোৎসর্গ করিয়াছে। এই সূতাটীকে একটী পরিষ্কার-জলপূর্ণ পাত্রে নিঃক্ষেপ করিলে ঐ বিষ্ঠার দ্রব প্রস্তুত হইবে। এই দ্রব টাকে লাগাইলে উপকার দর্শিবে। (অনুদিত)

---

# আমার বিবাহ।

সেবার আমার কনিষ্ঠা ভগিনী সরযূ বৈশাখ-মাস হইতে নানাপ্রকার পীড়ায় ভুগিতে থাকায়, তাহার দেহখানি কঙ্কালে পরিণত হইয়াছিল। অনেক চিকিৎসা করান হইল,—রোগেরও উপশম হইল বটে, কিন্তু সে-দেহে মাংস আর ফিরিয়া আসিল না। ডাক্তার হারবার্ট-সাহেব আসিয়া দেখিয়া বলিলেন—"রোগী যে-পরিমাণ ঔষধ খাইয়াছে, তাহাতে ইহার ছয় বৎসর চলিবে। অধিকন্তু এখন ইহার এই ঔষধগুলি হজম করিবার জন্য বায়ুপরিবর্ত্তন ও ভ্রমণের দরকার।"

বাবা পূজার সময় ৩মাসের ছুটী লইয়া সরযূকে কাশীতে লইয়া যাইবেন, সঙ্কল্প করিলেন। সঙ্গে মা ও আমার ছোটভাই ললিত যাইবে। আমার যে যাওয়া হইবে না, তাহা আমি নিজেই স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা হইলেও বাবা যে-দিন নিজে বলিলেন, "তোর এবার পরীক্ষা; তোর এখন কলিকাতাতে থেকে পড়াশুনা করা দরকার। তোর আমাদের সঙ্গে যাওয়া হবে না।" সে-দিন কোথা হইতে আমার মনে অভিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। তার পরদিন মা'কে বলিলাম, "ছেলে বড় হয়ে গেলে তার উপর সে-রকম মায়া থাকে না।" মা আমার কথাগুলির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "এ ধারণা তোর কোথা থেকে হ'লো, সতীশ?" আমি একটু চাপা-হাসি হাসিয়া বলিলাম, "কেন? এই তোমরা তোমাদের দিয়েই বেশ বুঝতে পার। এই দেখ না আমাকে তোমরা কল্‌কাতায় একা ফেলে পশ্চিম চলে যাচ্ছ। আমি ছোট থাকলে ত তোমরা এমনটী করতে পারতে না।" এ-কথা বলিবামাত্র মাতৃস্নেহের মন্দাকিনী-ধারা নয়নযুগল ছাপাইয়া কপোল-দেশ অতিক্রম করিয়া অঞ্চলে আসিয়া পতিত হইল। মা তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "বাবা, ছিঃ, ও-কথা কি বলতে আছে! তোর এবার পরীক্ষা, তোর ভালর জন্যই তোকে এখানে থাকতে বলছি;—নইলে কি তোকে ফেলে যাই? ও-কথা তুই মনেও স্থান দিস্ না।" মা মনে ব্যথা পাইয়াছেন বুঝিয়া আমি কোন কথা বলিলাম না। এখন সে কথা ভাবিলে মনে হয়, বাবা মা আমাকে কলিকাতায় রাখিয়া ভালই করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে, আমার জীবননাটকে এই অভিনব সুখোদ্দীপক দৃশ্যের আবির্ভাব হইত না।

৯ই আশ্বিন বাবা মা, সরযূ ও ললিতকে লইয়া যাত্রা করিলেন; যাইবার সময় ব্যবস্থা করিয়া যাইলেন, আমি নিকটবর্ত্তী কোন 'মেসে' খাইব এবং বাহিরকার ঘরখানি অধিকার করিয়া থাকিব। বাটীর অবশিষ্ট অংশটুকু মাস-দু'য়ের জন্য ভাড়া দিব। কারণ, কাশীর ও এখানের খরচ কুলান চাই ত! বাবা যে-দিন চলিয়া যাইলেন, সেই দিনই বৈকালে একখানি কাগজে "To let. Enquire within." লিখিয়া দরজার মাথায় টাঙ্গাইয়া দিলাম। ভাড়াটিয়া পাইতে আমাকে কোন বেগ পাইতে হইল না। পরদিনই রাজদুলালবাবু নামে আমাদেরই স্বজাতীয় অপরিচিত একটি ভদ্রলোক আসিয়া মাসিক ২৫৲ টাকা ভাড়ায়

সেই অংশটুকু ভাড়া নিলেন এবং দুইদিন পরে পরিবারবর্গ লইয়া আসিবেন, জানাইলেন।

দুইদিন পরে ভদ্রলোকটী পরিবারবর্গ লইয়া আসিলেন। তিনি নিজে, তাহার স্ত্রী, তাহার বিবাহযোগ্যা ত্রয়োদশবর্ষীয়া এক কন্যা এবং তাঁহার সপ্তমবর্ষীয় এক পুত্র,—এই চারিজন লইয়া তাঁহার পরিবার গঠিত। ভদ্রলোকটী গবর্ণমেণ্টের 'ইন্‌কামটাক্স অফিসে, কিঞ্চিৎ মোটা মাহিনার চাকরী করিতেন। যে-বাড়িতে তাঁহারা পূর্ব্বে ভাড়া ছিলেন, সে বাড়ীর স্বামী নিজে বাস করিবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে উঠিয়া যাইবার নোটিশ দেওয়ায় এবং অল্প সময়ের মধ্যে সুবিধা-মত বাড়ি না পাওয়ায়, তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া আমাদের বাটীর মত সঙ্কীর্ণ বাটী ভাড়া করিতে হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত শীঘ্রই তাঁহার জলপাইগুড়িতে বদলি হইবারও কথা ছিল; সুতরাং, বড় বাড়ী লইবার প্রয়োজন ছিল না।

রামদুলালবাবু যেমন উদারপ্রকৃতির অমায়িক ভদ্রলোক, তাঁহার গৃহিণীটীও তদ্রূপ। তাঁহাদের আহারের কিঞ্চিন্মাত্র ঘটা হইলেই অমনি আমার নিমন্ত্রণ হইত। সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ ২।১ দিন এরূপ নিমন্ত্রণ পাইতাম। ইহাতে মেসের 'তে-তলা ডাল, কাঁপা ভাত' প্রভৃতির দুঃখ কতকটা উপশমিত হইত। যাহা হউক, তাঁহারা আমাকে অতিস্নেহের চক্ষে দেখিতেন। ভাড়াটিয়া আসা অবধি আমি যে 'মেসে' আহার করিতাম, সেই স্থানেই স্নানাদি সম্পন্ন করিতাম। কিন্তু ইহাতে বড়ই অসুবিধা ঘটিত। কারণ, মেসের প্রায় সকল সভ্যই আফিসের বাবু। কাহারও ১০টায় কাহারও বা ১১টায় আফিস। তাঁহাদের পর অপর যে ২।১ জন বাকি থাকিতেন, তাঁহারা কল দখল করিতেন। আমার এই অসুবিধা জানিতে পারিয়া রামদুলালবাবু আমাকে প্রত্যহ আমাদের বাটীতেই স্নানাদি করিবার অধিকার প্রদান করিলেন। প্রথম প্রথম বাটীর ভিতরে যাইতে বড়ই সঙ্কোচ বোধ হইত। শত প্রয়োজন থাকিলেও একবার বা দুইবার ব্যতীত কখনও বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতাম না। আমার এই সঙ্কোচভাব কেন হইল? এই রহস্যোদ্ভেদের জন্য যতই চেষ্টা করিতাম, ততই আরও জড়ীভূত হইয়া পড়িতাম; কোনও তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতাম না।

প্রায় দুই সপ্তাহ ধরিয়া বাটীর মধ্যে গমনাগমন করিলেও একদিনও রামদুলাল-বাবুর স্ত্রী কিংবা তাহার কন্যাকে দেখি নাই। তাঁহাদের কথাবার্ত্তাও শুনা যায় নাই। তাঁহারা এরূপ সংযতভাবে অবস্থান করিতেন। কিন্তু কুক্ষণেই হউক আর সুক্ষণেই হউক, একদিন হঠাৎ রামদুলালবাবুর কন্যা অমিয়ার সহিত চোখোচোখি হইয়া গেল। কুক্ষণে বলি, কারণ, একদিন তাহাই মনে হইয়াছিল; কিন্তু আজ দাম্পত্যপ্রেমের অতুল অধিকারী হইয়া তাহা সুক্ষণই বলিয়া মনে হইতেছে। অমিয়া তখন জল সইতে আসিতেছিল এবং আমিও স্নানের জন্য বাটীর ভিতরে ঢুকিতেছিলাম। আমাদের মধ্যে কেহই অপরের আগমনের প্রতীক্ষা করে নাই। অপ্রত্যাশিতভাবে যখন দুইটি অপরিচিত যুবক-যুবতী একই স্থানে সহসা সমাগত হয়, তখন উভয়ের মধ্যে বিস্ময়ের একটি চকিত প্রবাহ বহিয়া যায় এবং উভয়ে উভয়ের নিকট হইতে দূরে সরিয়া

যাইতে চাহে। এক্ষেত্রেও অবিকল তাহাই হইল। যে মুহূর্ত্তে আমাদের দৃষ্টি সম্মিলিত হইল, সেই মুহূর্ত্তেই যেন কি একটা অপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইয়া যাইল, কি যেন একটা অনৌচিত্যের আবির্ভাব হইল! এইরূপ একটা ভাব উভয়ের মনেই ফুটিয়া উঠিল। আমি একপদ ভিতরে ও একপদ বাহিরে রাখিয়া কি করিব, স্থির করিবার পূর্ব্বেই সে ফিরিয়া তীরবেগে প্রস্থান করিল। উঠানে একটা ভোজনের অশুচি বাটী ছিল,—সেটী তাহার গতির অন্তরায় হইতে আসিয়া ফুটবলের অবস্থা প্রাপ্ত হইল এবং দূরে যাইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। আমিও এ-অবস্থায় অস্ফুটভাবে 'আ-হা' এই কথা-দুইটি উচ্চারণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি অন্যমনস্কভাবে স্নান সারিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম। বাহিরে আসিয়া মাথা আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে ঘটনাটী আদ্যোপান্ত একবার ভাবিলাম, দুইবার ভাবিলাম;—আরও ভাবিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। মেসে আহার করিতে যাইবার সময়ও রাস্তায় ভাবিতে ভাবিতে যাইলাম। অনেকের মনে হইতে পারে, এত ভাবনা কিসের? কিন্তু তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন যে, আমি তখন অবিবাহিত এবং একটী অপরিচিতা নবমুকুলিতা সুকুমারীর সহিত আমার এই প্রথম সাক্ষাৎকার। দুই এক সেকেণ্ডের মধ্যে কাহারও রূপলাবণ্য সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধি করা একবারে অসম্ভব,—কিন্তু তাহা হইলেও এইরূপ দর্শনেই অমিয়াকে আমার অসামান্যা লাবণ্যময়ী ও রূপবতী বালিকা বলিয়া মনে হইল। সে ধারণা যে ঠিক্ হইয়াছিল, তাহা এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি। সে-দিন আর আমার পড়িতে মন লাগিল না; শুধুই ঐ কথা ভাবিতে লাগিলাম এবং নানারূপ উপন্যাসের কল্পনা করিতে লাগিলাম। যতই ভাবি, ততই তাহাকে Wordsworth এর Phantom of delight বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে-দিন পড়াশুনা ত কিছু হইল না, রাত্রিতে ভাল ঘুমও হইল না।

পরদিন মনে করিলাম, "আজ হইতে আর স্নান করিতে বাড়ীর ভিতর ঢুকিব না; কিন্তু কি এক আকর্ষণী শক্তি আমাকে স্নান করিবার জন্য বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইল। নিমিষে একবার চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া লইলাম; কিন্তু কাহাকে ও দেখিতে পাইলাম না। উপরকার ঘরে কাহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। একটু কান দিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, অমিয়া তাহার ভাইকে আদর করিয়া পড়াইতেছে। তাহার ঐ সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিবার আমার আগ্রহ হইল। স্নান করিতে আমার প্রায় আধ ঘণ্টা লাগিল। আমার মনে হয়, আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের ভাব আছে। তাহা না হইলে, যাহাকে চোখে দেখিতে ভাল লাগে, তাহার কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য এত আগ্রহ হইবে কেন?

যাহা হউক, আমার বাড়ীর ভিতর যাইবার মাত্রা ক্রমেই পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িল। নানা-কারণে ঘন ঘন ভিতরে যাইবার অত্যন্ত প্রয়োজন হইতে লাগিল এবং প্রয়োজনের কল্যাণে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই অমিয়ার দর্শন-লাভ হইতে লাগিল। দুই-চারি বার সামনা সামনি হওয়ার পরে,

অমিয়ারও আর পূর্ব্ববৎ মারাত্মক লজ্জা ছিল না। আমার সহিত দেখা হইলে সে কিছু উপলক্ষ্য করিয়া ধীর-পাদবিক্ষেপে উপরে বা অন্যত্র চলিয়া যাইত। তাহার এ আচরণ আমার খুবই ভাল লাগিত।

একদিন আমার জ্বর হইল। তিন দিন উপবাসের পর চতুর্থদিন দুধ-সুজি খাইব স্থির করিলাম। মেসে গিয়া খবর দিয়া আসিব ভাবিতেছি, এরূপ সময় অফিসে যাইবার জন্য বহির্গত হইয়া রামদুলালবাবু বলিলেন, "আপনাকে আর খাবার জন্য কষ্ট করে মেসে যেতে হবে না, আমাদের বাড়ী থেকেই আপনাকে দুধসুজি করে দেবে।"

আমি বিছানায় শুইয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই আহারের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছি এবং চক্ষু মুদিয়া কত কি ভাবিতেছি, এমন সময় "আপনার খাবার রইল"—এই স্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি তাড়াতাড়ি ফিরিয়া দেখিলাম, অমিয়া একহাতে দুধ-সুজীর বাটী ও অপর হাতে একগ্লাস জল লইয়া ঐ দুইটী পাত্রকে মেজের রাখিবার জন্য নত হইয়াছে। অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা-বোধ হইল। সে যখন কষ্ট করিয়া খাবার দিতে আসিয়াছে, তখন চুপ করিয়া থাকিলে অকৃতজ্ঞতা দেখান হয়, কিছু বলা দরকার। কিন্তু কি বলিব? অমিয়ার দুষ্টপুষ্টতার জন্য তাহার যথার্থ বয়ঃক্রম অপেক্ষা তাহাকে একটু অধিকবয়সের বলিয়া মনে হইত; এবং আমিও বিংশতি অতিক্রম করি নাই। সুতরাং, তাহাকে "তুমি" বা "আপনি" কি বলিয়া সম্বোধন করিব ভাবিয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িলাম। অবশেষে "আপনি"রই জয় হইল। আমি কম্পিতস্বরে বলিলাম, "আপনি নিজে কেন এত কষ্ট করে এ সমস্ত এনেছেন? খবর পেলেই আমি নিজেই ত উঠে যেতে পারতুম।"

জানি না কেন, অমিয়ার ভাই সুকুমার প্রতি আমার একটা স্নেহের ভাব আসিয়া জুটিয়াছিল। সে প্রায়ই আমার ঘরে আসিত, আমি তাহাকে নানা-রকম ছবি আঁকিয়া দিতাম। সে ছবি পাইলেই বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইত এবং সকলকে দেখাইয়া আসিত। ছবি দেখিয়া কে কি বলিত, তাহা আমি মাঝে মাঝে সুকুমার কাছেই খোঁজ নিতাম। একদিন কালিদাসের শকুন্তলার যে স্থানে শকুন্তলা একটী ভ্রমর-কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ অনুসৃতা হইয়া তাহাকে দূর করিবার প্রয়াস পাইতেছে, সেই দৃশ্যটী আঁকিয়া সুকুকে দিলাম। সে বলিল, "আজ আপনার ছবি ভাল হয় নাই।" আমি বলিলাম "আজকার ছবি অন্যদিন অপেক্ষা আমার ভাল লাগিতেছে।" সে "আচ্ছা, আমি সকলকে দেখাইয়া আসি" বলিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আজকের ছবি সত্যই ভাল হয়েছে। ছবিখানা দিদি নিয়ে নিল, আমাকে আর দিল না।" আমি বলিলাম, "তা তিনি নিন, আমি তোমায় অন্য ছবি এঁকে দিব।" সে "আচ্ছা" বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, আমি তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "তোমার দিদি ছবি দেখিয়া কি বলিলেন?" সুকুমার বলিল, "দিদি বলিল, 'সতীশবাবু ত বেশ ছবি আঁকতে পারেন।'" ছবিখানি সৎপাত্রস্থ হইয়াছে জানিয়া এবং অমিয়ার নিকট হইতে ঐরূপ অযাচিত প্রশংসা পাইয়া আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না। সেইদিন হইতে একটি

গৌণ প্রাণীর সহিত একটী মুখ্য প্রাণিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য লেখাপড়ায় অবহেলা করিয়া আমার ছবি আঁকিবার মাত্রা বাড়িল।

এইরূপ করিয়া প্রায় ছেড় মাস অতিবাহিত হইল। কাশী হইতে খবর আসিল যে সরযূ অনেকটা সারিয়াছে; আর কিছুদিন থাকিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারে, আশা করা যায়। বাবা আরও পনর দিনের ছুটির জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন।

একদিন রামদুলালবাবু আসিয়া খবর দিলেন যে, তাঁহাকে জলপাইগুড়িতে বদলি করিয়াছে এবং তাঁহাকে এক সপ্তাহের মধ্যে ঐ স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে। এ-সংবাদে আর কাহারও কিছু আসিয়া গেল কি না তাহা বলিতে পারি না, তবে আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। একটী কুসুমকোরক ধীরে ধীরে আমার হৃদয়-মধ্যে তাহার দলগুলি বিকশিত করিতেছিল, হঠাৎ কে যেন তাহাতে বাধা দিল!

রামদুলালবাবু বলিলেন, "আমি যাহাতে বদলি না হই, তাহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সাহেব কোন কথা শুনিলেন না। তবে জলপাইগুড়ি জায়গাটি ভাল। আপনার সহিত আলাপ হওয়াতে বেশ প্রীতি লাভ করেছিলাম। আর যে সহজে দেখা হ'বে, তা বোধ হয় না।" আমি কিছু বলিলাম না। প্রাণের ভিতরে তখন একটী আবেগ গুমরিয়া উঠিতেছিল।

রামদুলালবাবুদের যাইবার দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারা বৈকালের গাড়িতে রওনা হইবেন। রামদুলালবাবুর স্ত্রী সুকুকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "আজ আমরা চলিয়া যাইব, সতীশবাবু যেন আমাদের এখানেই খান।" তাহাই হইল। উপকরণ যদিও বেশী কিছু ছিল না, তাহা হইলেও যাহা ছিল তাহাই আমার নিকট অমৃত বলিয়া বোধ হইল। যাইবার সময় উপস্থিত। শুনিলাম, সকলে রওনা হইতেছেন। রামদুলালবাবু ও তাঁহার গৃহিণীর নিকট অজস্র অযাচিত স্নেহ পাইয়াছি, কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইব ভাবিয়া পাইলাম না। সুকুর মাকে প্রণাম না করাটা ভাল দেখায় না, তাই আমি বাড়ির ভিতর চলিলাম। সুকুকে তাহার মা কোথায় জিজ্ঞাসা করায় সে উপরে দেখাইয়া দিল। বহুদিন পরে উপরে যাইতেছি। প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। উঠিয়া দেখি সুকুর মাতা সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি বাঁধিতেছেন। তিনি আমাকে দেখিয়া ঘোমটা দিলেন। কিন্তু তাহার ভিতর হইতে তাঁহার মুখ বেশ দেখা যাইতেছিল। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "আপনি আমাকে মায়ের মতন স্নেহ করতেন, আপনারা চলেছেন, আমার দিনকতক বাসায় টেঁকা দায় হবে।" এ-কথায় কোন স্ত্রীলোকই চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "আমাদেরও কি আপনাকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে না? কিন্তু কি করিব, উপায় ত নাই!"

অমিয়া এতক্ষণ জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আমাদের ভাবগতি লক্ষ্য করিতেছিল। আমার দৃষ্টি এখন তাহার উপর নিঃক্ষিপ্ত হওয়ায় সে মুখ নীচু করিল এবং অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া জানালা খুঁটিতে লাগিল। তাহার মুখেও যেন একটী বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা বেশ বুঝা গেল। আমি নীচে চলিয়া আসিলাম।

গাড়ীতে জিনিসপত্র-সমুদয় উঠান হইয়াছে। সকল গাড়ীর মধ্যে আসিয়া বসিয়া আছে। ছোট ছেলেরা গাড়ী পাইলেই এরূপ করিয়া থাকে। এইবার রামদুলালবাবু, তাঁহার পত্নী ও অমিয়া আসিয়া গাড়িতে উঠিলেন। এইবার অমিয়া আমার প্রতি একবার চাহিল; কিন্তু তখনই আবার মুখ ঘুরাইয়া লইল। গাড়ী যখন ছাড়ে, তখন রামদুলালবাবু বলিলেন, "সতীশ বাবু, নমস্কার! তবে আসি!"

আমি প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলাম, "একটা পৌঁছান সংবাদ দিবেন।"

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। অমিয়া পুনরায় একবার আমার প্রতি চাহিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার মুখ ঘুরাইয়া লইল। আমি দরজা হইতে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। গাড়ি চলিতে লাগিল। গাড়িখানি যখন মোড় ঘুরিল, তখন দেখি অমিয়া আমাদের বাড়ীর দিকেই তাকাইয়া আছে। সে দৃষ্টি আমার হৃদয়ের অন্তস্তল-পর্য্যন্ত ভেদ করিতেছিল। ঐরূপ নির্দ্দোষ ও নির্ব্বিকার দৃষ্টির সংঘর্ষে যে ভীষণ দাবানলের সৃষ্টি করিয়া অন্ততঃ আমার হৃদয়কে দগ্ধ করিবে, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই; অমিয়ার স্বর্ণপ্রতিমা যে আমার মানসপটে অঙ্কিত রহিয়া দিবা নিশি আমাকে মিলনের জন্য উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিতে বলিবে, তাহা জানিতাম না।

গাড়ি চলিয়া যাইলে আমি ঘরের ভিতর যাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। তখন কতই বেদনাসূচক কথা আমার মনে আসিতে লাগিল। হৃদয়ের আবেগ ভাদ্রমাসের নদীর ন্যায় ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরে তাহা চক্ষুর ছাপাইয়া নয়নে আসিয়া দেখা দিল। আমি আর সামলাইতে পারিলাম না; কাঁদিয়া ফেলিলাম। প্রথমে শ্রাবণের বারিপাতের ন্যায় দর-দর বেগে অশ্রু নামিয়া আসিয়া আমার বালিশ ও বিছানা ভিজাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে ধারাপাত কমিয়া আসিল বটে, কিন্তু প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের সময় যেমন অগ্নিবেষ্টিত স্থান হইতে উষ্ণ বায়ু হু-হু-শব্দে বহিতে থাকে, সেইরূপ আমার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ঘন ঘন উত্তপ্ত নিশ্বাস প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঘরের ভিতর আর থাকিতে পারিলাম না। বাড়ীর ভিতর যাইলাম। বাড়ীর ভিতরের দৃশ্যও অতিবড় বেদনাদায়ক। সেই প্রাঙ্গণ, যাহা এতদিন আমার জীবন-নাটকের প্রথম অঙ্কের অভিনয়ের নাট্যশালা-রূপে বিরাজ করিতেছিল, তাহা এখন রজনী-অবসানে পরিত্যক্ত হতশ্রী রঙ্গমঞ্চের ন্যায় বোধ হইল। বাড়ীতে আর টিকিতে পারিলাম না। বাড়ীর বাহির হইয়া নিকটস্থ সরকারী উদ্যানে আসিয়া একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া আকাশ-পাতাল কতই ভাবিতে লাগিলাম। গৃহে ফিরিলাম, প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। অবশেষে মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া রাখিলাম যে, পরীক্ষা শেষ হইলেই একবার জলপাইগুড়ি-অঞ্চলে বেড়াইতে যাইব এবং রামদুলালবাবুদের বাড়ীতে অন্ততঃ একদিনের জন্যও অতিথি হইয়া অমিয়াকে একবার দেখিয়া আসিব। এই আশাই আমাকে বাঁচাইয়া রাখিল।

(ক্রমশঃ)

# গান।

( ভৈরবী—একতালা )

ফুল-মালা লয়ে বসে আছি প্রাতে
কা'র তরে ওগো কা'র তরে!—
বৃথা বয়ে যায় দক্ষিণ বায়,—
তা'রি কথা মোর মনে পড়ে!
ডেকে ডেকে উঠে পাপিয়া
কি সুখ-যামিনী যাপিয়া!—
থেকে থেকে পিক চায় অনিমিখ,
থেকে থেকে কুহু কুহরে!

সহসা কেন গো আঁখিতলে মোর
জল উঠে যেন ছাপিয়া,—
আমি হৃদয়-আবেগ রাখিতে গো নারি
বক্ষের তলে চাপিয়া।
'দুলি' দুলি' হাসে যুত ফুলগুলি
আমারি নয়নে চাহিয়া!—
সে কি আসিবে না, পরিবে না মালা,
দিবে না কি মালা মোর গলে?

শ্রীনিশ্চলচন্দ্র বড়াল।

---

# কৃষিকথা।

( ১ ) অনুর্ব্বর পতিত ভূমিখণ্ডগুলিকে উর্ব্বর ও বৃক্ষাদি-দ্বারা পরিপূর্ণ করিবার মানসে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বৎসরে একটী দিন একটী উৎসব হইয়া থাকে। ইহাকে Arbor-day বা বৃক্ষ-রোপণের দিন বলা হয়। কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে এই দিন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বৃক্ষাদিশূন্য প্রদেশে যাইয়া একএকটী বৃক্ষ রোপণ করিয়া আসে। সম্প্রতি যুক্ত-রাজ্যে বহু লক্ষ বিঘা ভূমি বৃক্ষ-শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে ১২ লক্ষ বিঘা ভূমিতে কাননবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের ছাত্র-দিগের সাহায্যে বৃক্ষরোপণ করিবেন। স্কুলের একটী বালক তাহার পাঠ বা অন্যান্য কৃষি প্রভৃতি কার্য্যের বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত না করিয়া মধ্যে প্রায় ৪০ বিঘা ভূমিতে বৃক্ষরোপণ করিতে এবং এই ভূভাগের তত্ত্বাবধান করিতে পারে। বালকদিগের কার্য্যকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম, শূন্যভূমিতে বৃক্ষরোপণ ও এই কৃত্রিম-কাননের তত্ত্বাবধান, এবং দ্বিতীয়তঃ স্বভাবিক বনভূভাগ নির্ব্বাচন, বৃক্ষাদির ঘন-সন্নিবেশ-দূরীকরণ এবং অল্পদিন-জাত বনভাগের তত্ত্বাবধান। বালকদিগের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ আবশ্যক যন্ত্রাদি দেওয়া হইবে এবং প্রভূত পুরস্কারও প্রদান করা হইবে। এই কার্য্য পরিচালনের জন্য যুক্তরাজ্য একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে ৫,০০০ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা বিতরণ করিয়াছেন। এই সকল পুস্তিকাতে অতিসরল ভাষায় কিরূপ ভূমি কিরূপ বৃক্ষের পক্ষে উপযুক্ত, উৎপন্ন-বৃক্ষের যত্নোপযোগ, কৃত্রিম কাননের যত্ন ও

তাহার রক্ষা করিবার প্রণালী, বনজ দ্রব্যের সদ্ব্যবহার ও তাহার দ্বারা অর্থাগমের উপায় ইত্যাদি বিষয় অতিসুন্দররূপে লিখিত আছে। বৃক্ষরোপণ-কালে, বালকেরা বৃক্ষসমূহের মধ্যে উপযুক্ত ব্যবধান দিয়াছে কি না, বৃক্ষসকলের তেজ, বৃদ্ধি, তাহারা অনিষ্ট হইতে রক্ষিত হইয়াছে কি না, কোন্ কোন্ বালক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে তাহাদের বৃক্ষের যত্ন করিয়াছে, ইত্যাদি বিষয় পুরস্কার-বিতরণ-কালে বিবেচিত হইবে।

বনভূমির সহিত বৃষ্টির বিশিষ্টরূপ সম্বন্ধ আছে। যে-স্থানে নিবিড় অরণ্য আছে, সে স্থানে বৃষ্টিও প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। শুষ্ক মরুতে বৃষ্টি অতিশয় অল্প হয়। আমাদের দেশ কোথাও দেবমাতৃক, কোথাও নদীমাতৃক। কোনও স্থানে নদীর উপর, কোনও স্থানে বৃষ্টির উপর কৃষি নির্ভর করে। কিন্তু কি নদীর জল, কি বৃষ্টির জল, উভয়ের সহিতই অরণ্য-প্রদেশের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, অরণ্য বিনষ্ট হইবার পর নদীও শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং, আমাদের দেশেও যে যে স্থানে বৃষ্টিপাতের অপ্রাচুর্য্যহেতু বৃক্ষের ক্ষতি হইতেছে, সেই সকল স্থানে বিদ্যালয়ের বালক-বৃন্দের মধ্যে উক্ত প্রকার বৃক্ষ-রোপণের উৎসবাদি প্রচলিত করিলে অতিশয় সুফল পাওয়া যাইবে। তৃণগুল্মাচ্ছাদিত শ্যামল প্রদেশ যে কেবল নয়ন-মনেরই প্রীতিদায়ক, তাহা নহে; উহা অনশনক্লিষ্ট দরিদ্র দেশে মধুময় অন্নের উৎপাদনেও সহায়তা করে।

(২) ভারতের উত্তরপশ্চিমে বিকানির রাজ্য অবস্থিত। এই রাজ্যের অধিকাংশ-ভাগ রাজপুতনার মরুভূমিতে আবৃত। যদিও ভারতের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৭০ জন কৃষিজীবী; কিন্তু তাহা হইলেও ইহারা সেই দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কৃষিযন্ত্রাদি লইয়া বসিয়া আছে, সেই পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ভাবিত পন্থাই অন্ধভাবে অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। কি হইলে উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে কোনও প্রকৃষ্ট চেষ্টা নাই। ইহার ফলে দারুণ পরিশ্রমেও উপযুক্ত পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয় না এবং যাহা উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা কৃষকের পরিবারবর্গের ও তাহার গো-প্রভৃতির উপযুক্ত আহারের সংস্থান হয় না। অন্যান্য দেশে যে পরিমাণ পরিশ্রম, সে-পরিমাণে শস্যও উৎপন্ন হয়; কিন্তু এই ভারত সোনার ভারত হইয়াও কৃষীবলের অজ্ঞতা ও যন্ত্রাদির দোষবশতঃ পরিশ্রমের অনুপাতে উপযুক্ত পরিমাণ শস্য উৎপন্ন করিতে পারে না। আমাদিগের কৃষকগণ সারের ব্যবহারও উত্তমরূপে জানে না। অধিকাংশস্থলে একমাত্র গোময়ই সারের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু তাহাও অগ্নিজ্বলন-কার্য্যে প্রভূত-পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া যাওয়ায় সারের জন্য প্রচুর-পরিমাণে গোময় পাওয়া যায় না। কৃষির বলদ প্রভৃতি উপযুক্ত আহার না পাওয়ায় উপযুক্তরূপে পরিশ্রমও করিতে পারে না। ইহার উপর অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইলে, কৃষককুলের এবং তাহাদের সহিত সমগ্র ভারতবাসীর যে দুর্দ্দশা হয়, তাহা ত দেশবাসী সকলেই দর্শন করিয়াছেন। মরুভূময় বিকানীর রাজ্যের অবস্থা যে-কিরূপ, তাহা ইহা হইতে অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। অন্ন-সংস্থানই এখন দেশবাসীর প্রধান চিন্তনীয় বিষয়। কৃষির উন্নতির দ্বারা যাহাতে দরিদ্র

অধিবাসীর এই অন্নকষ্ট দূর হয়, তজ্জন্য বিকানীর-মহারাজ বাহাদুর খৃষ্টীয় মেথডিষ্ট ফরেন মিশন্ বোর্ডকে প্রায় ৩০,০০০ (ত্রিশ সহস্র) বিঘা ভূমি দান করিয়াছেন। এইস্থানে একটী কৃষিবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবে। বিকানীরের মহারাজ এই বিদ্যালয়টী ও উক্ত পাদ্রীদিগের থাকিবার জন্য এবং কৃষি-পরীক্ষাগার প্রভৃতির জন্য যে অন্যান্য বাটীর প্রয়োজন হইবে, তৎসমুদয়ও নির্ম্মাণ করাইয়া দিবেন। যে সকল সুবিজ্ঞ কৃষিবিদ্ পণ্ডিতগণ ও প্রচারকগণ আসিবেন, তাঁহাদিগের বেতন ও আনুষঙ্গিক সমুদায় ব্যয়ভারও মহারাজ বহন করিবেন। মরুময়-প্রদেশে কৃষি অত্যন্ত কষ্টকর। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এক-প্রকার চাষের অতিশয় প্রচলন হইতেছে। ইহাতে জলের বিশেষ আবশ্যকতা হয় না। মহারাজ এইরূপ কৃষিজ্ঞ ধর্ম্মপ্রচারকদিগের সাহায্যই প্রার্থনা করিয়াছেন। উক্ত বোর্ড ঐরূপ কৃষিনিপুণ ব্যক্তি সংগ্রহ করিতে না পারায় এখনও মহারাজের ঐ দান-স্বীকার করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা আশা করেন, শীঘ্রই উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করিয়া ঐ দান গ্রহণ করিতে পারিবেন। বিকানীরের মহারাজ তাঁহার রাজ্যে কৃষি-বিষয়ে যেরূপ মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই প্রশংসনীয়; কিন্তু আমাদের প্রত্যেক প্রদেশেই কৃষির উন্নতি-বিষয়ে এইরূপ বিদ্যালয় ও পরীক্ষা-গার প্রতিষ্ঠা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

---

আমেরিকা-প্রবাসী শ্রীমান্ শ্যামসুন্দর মিত্র ও শ্রীমান্ নির্ম্মলকৃষ্ণ মিত্র স্নেহের দেবর-যুগলকে—

## স্বস্তি।

তরুণ বয়সে 'শ্যাম' 'নির্ম্মল' দেবর!
　ব্যবসা' বাণিজ্য শিক্ষা করিতে দু'জনে
নীরব সাধক মত নীরব উদ্যোগে
　আমেরিকা-মহারাজ্যে গিয়াছ গোপনে।
মস্তকে স্বধর্ম্ম ধরি হৃদে নারায়ণ,
　লও শিক্ষা উপেক্ষিয়া বাধা-বিঘ্ন যত;
শূর্পণখা-প্রলোভনে সংযমের অস্ত্রে—
　নাসাচ্ছেদ কোরো ব্রতী লক্ষ্মণের মত।
স্বর্গাদপি গরীয়সী দেশ-মাতৃকার
　মুখোজ্জ্বল কোরো ভাই করি প্রাণপণ।
পুনঃ ঘরে এসো ফিরে সিদ্ধ-সাধনায়,
　চিত্তজয়ী বিশ্বজয়ী কবের মতন।
মা-বাপের অশ্রুজল মুছিয়ো সত্বর,
　স্নেহের 'নির্ম্মলকৃষ্ণ' গো 'শ্যামসুন্দর'!

তোমাদের মেজবৌদিদি—
শ্রীসুশীলাসুন্দরী মিত্র।

---

# পুস্তক সমালোচনা।

সোনার কমল।—একটী উপন্যাস;—শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র প্রণীত। আখ্যানটি অতি-সুন্দর ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত গল্পের আকারে ইহা বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কমল এই গ্রন্থের নায়িকা। যখন নায়ক শ্রীপতি তাহার সহ-

প্রস্ফুটিত শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল. তখন সে বালিকামাত্র। বিবাহের পর পতিগৃহে কয়েকমাস সৌরভ-বিস্তার করিয়া কেমন করিয়া ফুল্লকমল সংসার-তাপ ও সমাজের অদৃষ্টির সম্মুখে শুকাইয়া গেল, সে কাহিনীটী বড়ই করুণ। শেষে যখন তাহার দুঃখনিশার অবসান হইল, তখনও সে নবোদিত সূর্য্যের মত পবিত্র এবং দগ্ধ স্বর্ণের মত নির্ম্মল। নায়ক শ্রীপতি, বৃদ্ধ নীলকণ্ঠ, ভৃত্য লছমীপ্রসাদ, কুটিল দুর্ল্লভ রায়, বিমলহৃদয়া বাণী প্রভৃতির চরিত্র দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছে প্রফুল্লর চরিত্র। বন্ধুবৎসল স্বার্থত্যাগী পরিহাসপ্রিয়, প্রফুল্লচিত্ত প্রফুল্লের নাম সার্থক হইয়াছে।

সোনার-কমলে কীট থাকা অসম্ভব, তথাপি মুদ্রাঙ্কনপ্রমাদে ও বোধ হয়, লেখিকার ব্যগ্রতা-হেতুই কয়েকটী কীট ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আমাদিগের আশা এবং বিশ্বাস যে, এই পুস্তিকার পরবর্ত্তী সংস্করণে এই ত্রুটীগুলি দূরীকরণের চেষ্টা করা হইবে।

পুস্তকখানির বাঁধাই, মুদ্রণ, কাগজ— সকলই অতিমনোরম।

---

# সাময়িক প্রসঙ্গ!

গবেষণা ওআবিষ্কার।—১। টমাস, এ. এডিসন একটি নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণের ও আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছেন। মানুষের মৃত্যুর পর যদি সত্য সত্যই আত্মার অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে এই যন্ত্রদ্বারা ইহলোকবাসীদের সহিত পরলোকবাসীদের কথা-বার্ত্তার আদান-প্রদান চলিতে পারিবে।

২। ডাক্তার নরিসন আমেরিকার একজন বিখ্যাত ডাক্তার। ইনি একশতবৎসর বয়সে চতুর্থপক্ষে মিস্ বার্দিনাল্লী নানাদেশীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা এক ৭২ বৎসরের কুমারীরত্নের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। ডাক্তার নরিসন তাঁহার স্ত্রীর সহকারিতায় এমন একখানি পুস্তক-রচনায় প্রবৃত্ত আছেন, যাহা প্রকাশিত হইলে চিকিৎসা-শাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

৩। রুসিয়ার ডাক্তার ক্রাদকফ এক নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। উক্ত ঔষধ পিচকারী-দ্বারা শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে রোগী বহুক্ষণ অচেতন হইয়া থাকে; সেই অবস্থায় তাহার শরীরে অনায়াসে অস্ত্র-প্রয়োগ করা যায়। ক্লোরোফরম্ বা ইথারে যে-সকল উপসর্গ উপস্থিত হয়, উহাতে তাহার কিছুই হয় না।

৪। ইউনাইটেড ষ্টেটসের অন্তর্গত ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার সাম্যুয়েল আলফ্রেড মিচেল একশত পঞ্চাশটী নূতন নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। নক্ষত্রের আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬০০০ মাইল বেগে ধাবিত হয়; তথাপি ঐসকল নক্ষত্রের আলোক ৭০ বর্ষের কমে পৃথিবীতে পৌঁছিতে পারে না।

৫। ফ্রান্সের পাস্তর ইনষ্টিটিউসনের ডিরেক্টার ডাক্তার র‍্যাপিন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, টাইফয়েড, ডিপথেরিয়া, যক্ষ্মা

প্রভৃতি রোগের বীজ লবণের মধ্যে মিশিয়া থাকিতে পারে। অনেকে পাতে লবণ খান, সেই লবণ যদি বিশুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে তাহাতে নানা রোগের উৎপত্তি হইতে পারে।

রমণী ব্যারিষ্টার।—ইংলণ্ডের কুমারী ওলিভ ক্যাথারিণ ক্র্যাপহাম মিড্‌ল্‌টেম্পল্ হইতে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে ইংলণ্ডের কোনও নারী ব্যারিষ্টারী-পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন নাই। মধ্যপরীক্ষায় ১৭ জন নারী উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

রমণীর উচ্চপদলাভ।—মিস্ ষ্টিভেন্‌শন্-নাম্নী এক যুবতী ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ গ্লাডষ্টোন মহোদয়ের "প্রাইভেট্ সেক্রেটারী"র পদ পাইয়াছেন। এই দায়িত্বপূর্ণ সম্মানের পদ রমণীগণের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম লাভ করিয়াছেন। ইনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণা। এই বিদুষী বুদ্ধিমতী রমণী সঙ্গীতপ্রিয়া।

বঙ্গনারীর প্রতিভা।—কুমারী সত্যপ্রিয়া ঘোষ কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে ইংলণ্ডে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। সংবাদ আসিয়াছে যে, তিনি লণ্ডনের রয়েল কলেজ অব সার্জ্জনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বঙ্গনারীর গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

ঢাকায় নারী-কলেজ।—বঙ্গের শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী জুলাই মাস হইতে ঢাকা ইডেন স্কুলের সহিত ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপিত হইবে।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ।—কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সুইডেন গমন করিয়াছেন। সুইডেনের মহারাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। কবিবর পৃথিবীর সমুদয় জাতির মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষাব্যবস্থা।—যুক্ত প্রদেশের অনুন্নত সম্প্রদায়ের নিমিত্ত ৩৪০টি অতিরিক্ত বিদ্যালয় স্থাপন এবং ১২০টি বৃত্তি-প্রদানের ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

মানচেষ্টারের লোকসান।—মানচেষ্টারের তন্তুবায়গণের খুব লোকসান হইতেছে। তাই তাহারা কলের মজুরদের বেতন শতকরা ৩০৲ কমাইয়া দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। মজুরগণ ইহাতে আপত্তি করিতেছে।

মিশরে তুলার চাষ।—মিশর-গবর্ণমেণ্ট এইরূপ নিয়ম করিতে চাহিতেছেন যে, কোন কৃষক তাহার ভূমির এক তৃতীয়াংশের অধিক ভূমিতে তুলা চাষ করিতে পারিবে না।

দুর্ভিক্ষ।—খুলনার স্থানে স্থানে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। সার পি সি রায় মহাশয় অনাহার-ক্লিষ্ট অধিবাসীদিগের জন্য ভিক্ষা করিতেছেন। দেশবাসীকে সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল।—এ-বৎসর নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রীকুলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়।—কল্যাণী সাহু ২, জ্যোতির্ম্ময়ী ঘোষ ১, সুরেখা বসু ২, সাধনা সেন ১, লীলাবতী সেন ১, অমিতা গুহ ১, শিশিরকণা দে ২, নীহারবালা ঘোষ ১, লাবণ্য বসু ১, প্রতিভা দাস ১, তড়িৎলতা দাস ১, কাদম্বরী চৌধুরী ১, জ্যোতির্ম্ময়ী চৌধুরী ১, চারুশীলা বিশ্বাস ১, সরোজ দাসী মাত্রাত্রিকা ১, অশ্রুমতী রায় ১, মাদাগ মীট ২,।

ইডনাইটেড্ মিশনারী বালিকা বিদ্যালয়। রেণুকা মিত্র ১, হেমনলিনী পাল ১, লাবণ্য লতা বিশ্বাস ১, অগ্নেস মিত্র ১ রাজকুমারী সিংহ ১, লতিকা কর ১।

বেথুন স্কুল।—শান্তিলতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩, মাধী চট্টোপাধ্যায় ১, পুণ্যপ্রভা দাস ১, কল্যাণী গুপ্ত ১, লাবণ্য মিত্র ১, প্রতিমা সেন ১, চারুবালা বসু ১, সুরমা বিশ্বাস ৪, যূথিকা সরকার ২, প্রতিভা বসু ১, মালতী সেন গুপ্ত ১।

ভিক্টোরিয়া স্কুল।—মালতীলতা চট্টোপাধ্যায় ১, সুকৃতি রায় ১, খনা মজুমদার ৩, সুন্দরী ঘোষ ১।

ইউ, এফ, সি হাইস্কুল।—অমিয়লতা দাস ২, প্রভাদলিনী দাসগুপ্তা ১, লাবণ্যপ্রভা মল্লিক ১, জীবনপ্রভা বিশ্বাস ৩, নির্ম্মলশশি বৈরাগী ১, অবলা-বালা দাস ৩, স্বর্ণময়ী মিত্র ২।

মহারাণী স্কুল, দার্জ্জিলিং।—ইলা রায় ১, কমলা দেব ১, লতিকা চৌধুরী ২।

সি, এম, এস, ফ্রাইট চার্চ্চ হাই স্কুল।—আইরিন্ এস্ মিত্র ১, তুহিন বালা তরফদার ১, অরুণপ্রভা ঘোষ ১, ডোরথি সীইন ২।

ডাওসেনস স্কুল।—লতিকা সেনগুপ্ত ১, শোভা মিত্র ২, ডারোথি মীহারবালা ঠাসরা ২, খ্রিষ্টকিলা সরোজ-বাসিনী মণ্ডল ১, সুধীরা রায় ১, লীলা সেনগুপ্ত ১, মণিকাশোভনা দত্ত ১, মুক্তপ্রভা ঘোষ ২, লীলা রায় ১, ডেজি সুধাময়ী সেন ১, ডোরা শোভনা সরকার ১,

প্রাইভেট্।—এলবার্ট মুলটাচ ডুবে ১, কমলা সেন ৩, সুরমা সেন ২, রমলা বসু ২, সরযুবালা দেবী ২, কমলা বতী সাহা ২, আর,লক্ষ্মী দেবী ১।

ঢাকা ইডেন হাই স্কুল।—সুলতা দত্ত ১, অমোঘম বসু ১, কমিলোভমুনেসা ১, লাবণ্যপ্রভা দাসগুপ্ত ১, মালতীবালা দাস ১, জ্যোৎস্নাময়ী লাহিড়ী ১, হীরামণি সেনগুপ্ত ১, শান্তিলতা মিত্র ১, বীণা দত্ত ১, অমিয়-বালা দাসগুপ্ত ১, যোগমায়া সেনগুপ্ত ১, শান্তিলতা দাসগুপ্ত ১, বিরূপমা সরকার ১।

প্রাইভেট।—শোভনা চক্রবর্ত্তী ৩।

হুগলী প্রাইভেট।—জেন শেরীরা ৩।

চট্টগ্রাম।—ডাক্তার খাস্তগির হাইস্কুল। সরলা বালা গুহ ১, বিরূপমা সেন ১।

বর্দ্ধমান—প্রাইভেট।—নলিনী দেবী ১।

ময়মনসিংহ, বিদ্যাময়ী হাই স্কুল।—সুষমা গুপ্ত ১, প্রতিভা দাসগুপ্ত ১, করুণাকণা দত্ত ১, সুকুমারী মুখার্জ্জি ১, সুফলা রায় ১, আশালতা সরকার ১, বনলতা সেনগুপ্ত ২।

ডিব্রুগড়।—ডাওসেনস স্কুল। সরস্বতী দত্ত ২।

প্রাইভেট।—সুবালা ঘোষ ২।

শিলং—প্রাইভেট।—কণপ্রভা হালদার ১, স্বর্ণলতা এক্কা ১।

মেদিনীপুর প্রাইভেট।—বনলতা সরকার ১।

* ১, ২, ৩ সংখ্যাগুলিতে যথা ক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ বুঝিতে হইবে।

---

# শুভধন

ভালবাসার ধন
এমনি যেন নিত্য রহে
প্রেমের মূলধন!
কি মুহূর্ত্তে নয়ন মেলি'
তোমায় আমি হেরহু খেলি!—
প্রাণের মাঝে বীণার সাজে
জাগ্‌ল শুভক্ষণ!

পুণ্য-প্রীতিলোক!
আমার তুমি, নইলে কেন
দেখ্‌ছে কত লোক!
গুণও আছে তোমার গুণি,
কবির গানে তাও ত শুনি।—
রূপের প্রভা!— গুণের শোভা!
তোমায় লাগে মন!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

# সীলেট চূণ।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না ;
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকালস্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

**কিলবরণ এণ্ড কোম্পানী।**

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।

৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

# বিশেষ সুবিধা।

আমরা বিবাহের, অন্নপ্রাশনের, যৌতুকের গহনা ২৪-ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করিয়া থাকি।

## বিনামূল্যে ক্যাটালগ গ্রহণ করুন।

অসম্ভব সম্ভব হইল! ১ম উপহার। কল্পনা সত্য হইল!

## ১০৲ টাকায় গিনির আংটী।

উপরি উল্লিখিত ১৯ং প্লেন শীল আংটী সোনা ও মজুরী সমেত ১০৲ টাকায় ও ২নং লেডী রিং পাথর সমেত ১৫৲ টাকায় প্রাপ্ত হইবেন; মাপ পাঠাইবেন।

## কুমারীমাকড়ী

পাটি গিনি স্বর্ণে প্রস্তুত অথচ মায় মজুরী মূল্য ৬৷৷০ ছয় টাকা আট আনা মাত্র; মাশুলাদি ।৵০ আনা।

২য় উপহার।

## প্লেন বালা

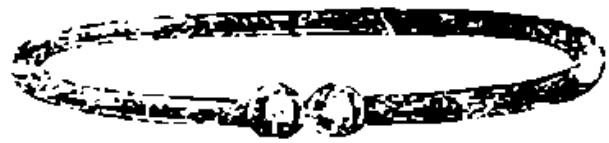

ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য এরূপ সুন্দর ও সুলভ অলঙ্কার আর নাই। প্লেন গিনির বালা—চাইপালিশ অভিনব গঠন—প্রতি জোড়া মূল্য ছোট ২০৲ টাকা, বড় ৩০৲ টাকা।

মাপ পাঠাইবেন।

# মতিলাল এণ্ড কোং

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চ্চেণ্টস্,

৪০নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। কলিকাতা। টেলিগ্রাম্—নেকলেস।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক্ রাখিবার একমাত্র উপায়

# জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় গলদ্ঘর্ম হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলে গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন্। এক শিশি মূল্য ১৲ এক টাকা ভিপিতে ১৷৵০; তিন শিশির মূল্য ২৷৷০, ভিপিতে ২৸৵০। এক গ্রোস ১০৮৲।

# সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লীকষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদ-জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

ইহার সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সালসা সেবনমাত্রই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১৷৷০ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ২৷০ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অভাবনীয় ব্যাপার ! **রমণীরঞ্জন চুড়ী।** অলঙ্কারের যুগান্তর।

মায়াপুরী মেটেলের প্রস্তুত।

মায়াপুরী মেটেলের প্রস্তুত।

যাহা হইবার নয়—যাহা কেহ কল্পনায় এ পর্য্যন্ত আনিতে পারেন নাই— সেই অসম্ভব সম্ভব হইতে চলিল। রমণীরঞ্জন চুড়ি এ-যাবৎ কেবলমাত্র গিনি-স্বর্ণেরই প্রস্তুত হইত— কেমিক্যাল বা অন্য কোনও ধাতুতে ইহা এ পর্য্যন্ত কেহই প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। আমরা বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে ইহা প্রস্তুত করিয়াছি; কেমিক্যালের কিংবা অন্য ধাতুর সমস্ত চুড়িই সাধারণে ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে একবার রমণীরঞ্জন চুড়ি এক সেট ক্রয় করিতে অনুরোধ করিতেছি। এক সেট পাঁচ টাকায় ক্রয় করিলে আপনার পাঁচ শত টাকার গিনির চুড়ির অভাব মোচন করিবে।

মূল্যাদি এক সেট ৮ গাছা ৫৲ পাঁচ টাকা।

"মায়াপুরী মেটেলের" লক্ষ লক্ষ প্রশংসাপত্রের মধ্যে একান্ত
স্থানাভাবে কেবল কয়েকখানিমাত্র প্রকাশিত হইল।

## সংবাদ পত্রের মতামত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"মায়াপুরি মেটেল" আবিষ্কৃত হইবার পর সমস্ত সংবাদপত্রে ইহার সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল। স্থানাভাবে কয়েক খানি মাত্র উদ্ধৃত হইল।

"হিতবাদী" সংবাদপত্র। • • দেখিতে ঠিক সোনার চুড়ির মত • • বহুদিন ব্যবহারেও রং নষ্ট হইবে না। কারণ ইহা গিলটি নহে, ধাতু-বিশেষের দ্বারা নির্ম্মিত।

"বঙ্গবাসী" সংবাদপত্র। • • মায়াপুরি মেটেলের অলঙ্কারের রং চিরদিন স্বর্ণের ন্যায় থাকিবে। কখন পালিশ নষ্ট হইবে না। ইঁহাদের কারবারে প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা নাই।

"বসুমতী" সংবাদপত্র। • • আর কেহই এই পূজার সময়ে বিলাতী চুড়ী কিনিবেন না। ইঁহাদের গহনার রং চিরস্থায়ী বলিলেও হয়। ইহাদের সোনার জিনিষগুলিও সুন্দর হইতেছে।

দৈনিক পত্র "সন্ধ্যা"—পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহাদের গহনার রং বহুকাল-স্থায়ী। ইহাদের কাছে ঠকিবার ভয় নাই। ইহাদের দোকানে মহাপূজার মহাব্যাপার।

"হাওড়া হিতৈষী" সংবাদপত্র লিখিয়াছেন—ইহা অবশ্য গহনা নহে। আসল গিনির গহনা ইহাদের গহনার কাছে হার মানিয়াছে। গহনার রং বহুকালস্থায়ী। জিনিষগুলি সুন্দর ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে।

"নায়ক" দৈনিকপত্র। চুড়ি বড় সুন্দর হইতেছে। বিলাতী চুড়ী ও কেমিকেল গহনার পরিবর্ত্তে সকলেরই ইহাদের গহনা ব্যবহার করা উচিত।

এইচ, ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং, ১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

# শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম

## ভারতের সেরা।

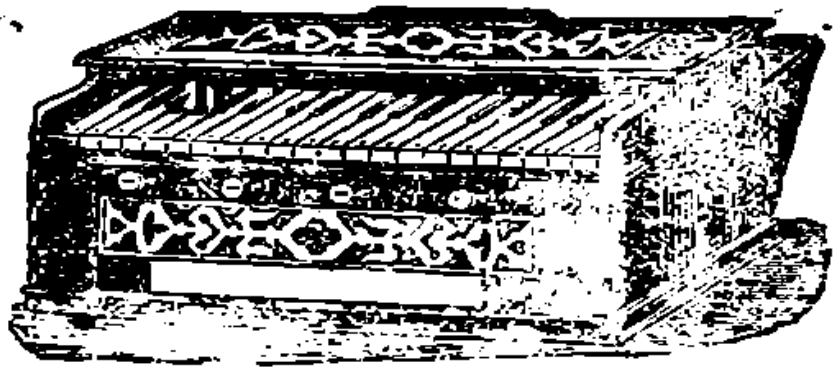

যাঁহারা শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম ব্যবহার করেন, তাঁহাদের [illegible] হয় না।
সুর নামিয়া যাওয়া, কিঁ কিঁ করা, হাওয়া বাহির হওয়া শরৎ ঘোষের
হারমোনিয়মকে ধরে না বলিলেই হয়। এই সকল গুণের জন্যই শরৎ হারমোনিয়মের
এত আদর ও কাটতি।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 Oct. Single Reed, | 4 stops | Rs. 20 & 25 | হারমোনিয়ম-বক্স | Rs. 1 &2 |
| ,, Double | 5 | 35,40&45 | অর্গেডাবাদ | স্বর ধরি—1-8 |
| Other Varieties— | from | 50 to 300 | | |

সকল প্রকার [illegible], গ্রামোফোন, রেকর্ড, ফিল্ম ও [illegible]।

শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৪নং ডালহৌসি স্কোয়ার [illegible]।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

**Sarat Ghose & Co.**

CALCUTTA

---

# নার্ভ-পিল

রক্ত

ম্যাজিক-চিকিৎসা।

১ ঘণ্টায় সকল বিবরণী পুস্তিকা গ্রহণ করুন।

কে, হালি এণ্ড কোং,

গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Pantabodhini Patrika, No. 6 ... Registered No. C. 134 ... 1921.


## বীণা-পাণি শাঁখা সম্বন্ধে

### মহারাণী হেমান্সিনী ময়ূরভঞ্জের মহারাণীর অভিমত,

H. H. the Dowager Maharanee of Mayurbhanj : Household Dept.
"Rajadagh" Kidderpore, Calcutta. 30th April, 1921.

"Her Highness has been greatly pleased with the neat and nice workmanship of the several pairs of "Binapani Bracelet" (বীণাপাণি বালা) in different sizes you supplied her with. She wishes every success to your new enterprise."

(Sd.) D. Roy, Secretary.

# বীণা-পাণি শাঁখা

উৎকৃষ্ট হস্তিদন্তের উপর রিচ্‌লি সোণার মোড়া—

প্রমাণ—১৫৲ টাকা

ছোট—১২৲ হইতে ৯৸০

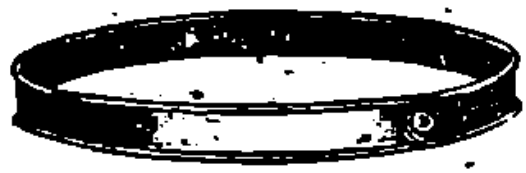

# গৃহলক্ষ্মী শাঁখা

বিশুদ্ধ তামার উপর রিচ্‌লি সোণার মোড়া—

প্রমাণ—১২৲ টাকা

ছোট—১০৲ হইতে ৮৸০

প্রত্যেক শাঁখার সহিত সোণার ওজন, মূল্য ও সুন্দর গালাটী দেওয়া হয়। ডিজাইন, মাপ আঁকিয়া পাঠাইলে তদনুযায়ী শাঁখা প্রস্তুত হয়। অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে ভি-পিতে পাঠান হইবে।

## ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস্

৩৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট।

Author No. No. Cr 134

# বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা

ও

সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

শ্রাবণ, ১৩২৮—আগষ্ট, ১৯২১।

## সূচী


| | | |
|---|---|---|
| ১। [illegible] (গান)— | শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্ | |
| [illegible] | | |
| ২। জ্ঞান | শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্ | ১০৮ |
| ৩। [illegible] (উপন্যাস) | শ্রীমতী নলীবালা দেবী | ১১৩ |
| ৪। [illegible] | গান—শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ দরবেশ<br>স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা | ১১১ |
| ৫। [illegible] বিবাহ (কবিতা) | | ১১৩ |
| ৬। [illegible] (কবিতা)—শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন | | ১১৪ |
| ৭। [illegible] সঙ্গীত—শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র এম-এ বি-এল, কাব্যতীর্থ | | ১১৫ |
| ৮। [illegible] (কবিতা)—শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী | | ১১৬ |
| ৯। [illegible] কথা—শ্রীযুক্ত— | | ১১৭ |
| মেয়েদের কথা—শ্রীযুক্ত কমলকুমার সান্যাল প্রভৃতি | | |
| সাময়িক প্রসঙ্গ | | |



[illegible] বাবাণসী ঘোষ প্রিন্টিং প্রেসে শ্রীঅতুলাচরণ সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
[illegible] নিত্যানন্দকুমার [illegible] ৩৪ নং এন্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

[illegible] বার্ষিক মূল্য ২৷৷৵ ; ত্রৈমাসিক ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৷৹
[illegible] সংখ্যার মূল্য ।৹ (চারি আনা) মাত্র।

# ডোয়াকিনের হারমোনিয়ম।

বাজারে জিনিসের মত নয়।

বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড মূল্য ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

২ সেট রিড মূল্য ৩০৲, ৪০৲, ৪৫৲, ৫০৲ হইতে ৬৫৲ টাকা পর্য্যন্ত

কোল্ডিং অরগেন—মূল্য ৫০৲, ৫৫৲, ৭০৲, ৭৫৲ ও ১০০৲ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫৲, ১২৲, ১৫৲ ও ২৫৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এসরাজ—মূল্য ১২৲, ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ৩৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

## ডোয়াকিন এণ্ড সন,

৮।১ নং ডালহাউসি স্কোয়ার, পশ্চিম কলিকাতা।

স্বাধীনতা লাভ ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠার যুগে

মৃতসঞ্জীবনী-মন্ত্রপূত তিনখানি জাতীয় মহাগ্রন্থ !!!

জাতীয়-জীবনের-উদ্বোধনার পাঞ্চজন্য-নিনাদ—স্বাধীনতার সংগ্রামের বিজয়-দুন্দুভি—নবজীবনের জীবন-বেদ—মাতৃপূজার সাদর আহ্বান—মুক্তি মন্ত্রের জীবন্ত সাধনা !

সেই 'আর্য্যদর্শন' সম্পাদক—লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য দিক্‌পাল—বাঙ্গালার জাতীয়-জীবন সংগঠনে আত্মনিবেদিত-প্রাণ—অনন্যকর্ম্মা স্বদেশসেবক—মাতৃপূজার একনিষ্ঠ সাধক—জাতীয়মন্ত্রের অন্যতম হোতা—

পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত

# যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী

## ১। জোসেফ ম্যাটসিনি ও নব্য ইতালী

## ২। জোসেফ গ্যারিবল্ডি ( ইতালীর স্বাধীনতার ইতিহাস )

## ৩। বীরাঙ্গনা ( অ্যানিটার জীবন-বৃত্তান্ত )

পদদলিত, পরাধীন, নিগৃহীত ইতালীর উদ্ধারের জন্য—স্বাধীনতার জন্য—অনাচার অত্যাচার দমনের জন্য যে মহাপুরুষদ্বয় আমরণ কঠোরতর জীবন সংগ্রামে সহস্র নিগ্রহ নিপেষণ করিয়া দেশ মাতৃকার পূজায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন যে মহাপুরুষদ্বয়ের অনন্য উদ্দীপনা, পাষাণ প্রয়াস—ঐশ্বর্য্য বিলাস উপেক্ষা—ত্যাগের সমুজ্জ্বল আদর্শের প্রভাবে পদদলিত নির্য্যাতিত ইতালী বার উন্মাদনায় অধীর হইয়া স্বাধীনতার সংগ্রামে বিজয়ী হইয়াছিল—জগতের স্বাধীনতার ইতিহাসে যে মাতৃমন্ত্রের পুরোহিতদ্বয়ের নাম মুদ্রাঙ্কিত মার্ত্তণ্ডের মত মহিমাময় দীপ্তি-সমুজ্জ্বল ; সেই স্বাধীনতার পূজা—রাজনৈতিক উদ্বোধন—জাতীয় মঙ্গলের জাগ্রত দেবতা ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবন—অমিয় আদর্শময়—জাতীয়-জীবনের সংঘর্ষময়—রাজনৈতিক তরঙ্গময়—তেজোদীপ্ত মহাজীবনী

পাঠে—উদ্দীপিত, অনুপ্রাণিত, সম্মোহিত, পুলকিত হউন !

ভাবুন—দেখুন—বুঝুন—

কেমন করিয়া জাতি মুক্তিলাভ করে—পরাধীনতার দুষ্পাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া জাতীয় আত্মগৌরব উদ্ভাসিত হয়—দেশের গৌরবরবি বিভাসিত হয়, কেমন করিয়া আত্মনিবেদিত-প্রাণ নেতার উদ্দীপনায় —সাধনায় • স্বরাজ লাভের জন্য • জাতি উন্মাদনায় অধীর হইয়া স্বাধীনতার সংগ্রামে আত্মবিস্মৃত হইয়া আত্মাহুতি প্রদান করে—আত্মসুখী ভোগ বিলাস, পারিবারিক মঙ্গল সবই জাতীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য আহুতি প্রদান করে ! সমগ্র জাতি যখন মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুলতার উন্মাদ হয় তখন সে লাভা-প্রবাহের গতি কে রোধ করিতে পারে ? এ ত' অসার বক্তৃতা কপটতাময়ী উদ্দীপনা নহে—এ কর্ম্মের ত্যাগের—স্বদেশ উদ্ধারের স্বাধীনতার জন্য প্রলয় সংঘর্ষণের অনুষ্ঠান ! নির্ভীক স্বদেশ সেবকগণের নির্ব্বাসন সে ত' সম্মানের ভূষণ—দেশের জন্য—স্বাধীনতার জন্য—স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য—কারাবাস সে ত' আত্মবিকাশ—ধারণার রাজশক্তির অমোঘ প্রতাপ চূর্ণ ! এক কথায় স্বাধীনতার সংগ্রাম—স্বদেশ তত্ত্বের সাধনা—দেশমাতৃকা-পূজা—দেশাত্মবোধের এমন মহাগ্রন্থ বিশ্বসাহিত্যে আর নাই !

আর দেখিবেন স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরাজ কেমন করিয়া ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডিকে আশ্রয় দিয়া ইটালীর মুক্তিলাভ চেষ্টা সফল করিয়াছিলেন। এই নব ভারতের বেদ—নব জাগরণের তরুণ অরুণোদয়—মুক্তিমন্ত্রের তূর্য্যনিনাদ—ম্যাটসিনি—গ্যারিবল্ডি—অ্যানিটার জীবনকথা।

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সত্বর লউন। নচেৎ পাইবার পক্ষে সন্দেহ সাপেক্ষ।

বসুমতী-সাহিত্য মন্দির—১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট

# সাধারণ পাঠাগারের প্রতি

**নব-বধূ** প্রিয়জনের হস্তে উপহার দিবার সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ পুস্তক, ৯ খানি তিন রঙের চিত্র আছে। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

**একাল সেকাল।** শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, উপহারের শ্রেষ্ঠ পুস্তক। পাড়ে বাঁধা, মূল্য ২৷৷০ টাকা।

**বরের বাপ** শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, মূল্য ১৲ এক টাকা।

**পল্লি সংসার।** শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মূল্য ১৷৷০ টাকা।

**অপরাধিনী** প্রবীণ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

**বাদসাহ পিরু** শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, মূল্য—১৲ টাকা।

**প্রাণ-প্রতিষ্ঠা** প্রবীণ উপন্যাসিক শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মূল্য—১৷৷০ টাকা।

**বন্দিনী** জনপ্রিয় সুলেখক শ্রীযুক্ত শ্রীপতীমোহন ঘোষ প্রণীত। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

**আক্কালের মা।** পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

**প্রজাপতি** লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা

**কালের কোলে।** শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত, মূল্য ১৲ এক টাকা।

**ঘরজামাই** শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

**বড় ছোট** শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত তুলার প্যাডে উৎকৃষ্ট বাঁধাই, মূল্য ২৲ দুই টাকা।

**ভাগ্যলক্ষ্মী** প্রিয়জনের হস্তে উপহার দিবার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পুস্তক, শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত মূল্য ১৷০ দেড় টাকা।

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত।

**সহচরী** প্রিয়জনদের হাতে দিবার অতুলনীয় সামগ্রী। প্রবাসীর মতে—"বইখানিতে বিশেষত্ব আছে।" আজই অর্ডার দিন মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

**বনদেবী** দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

**সিঁদুরসিঁদুর।** শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। সীমন্তিনীগণের সীমন্তশোভা উজ্জ্বল করিবে। মূল্য ১।০ টাকা।

**কাল-বৈশাখী** শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস প্রণীত। আপনারা বাছিয়া লউন, কালো চাই কি ধলা চাই। মূল্য ৷৷০ আনা।

**পুণ্যের সংসার** জনপ্রিয় সুলেখক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। পুণ্য ও পাপের গভীর চিত্র। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা

**ঘরভাঙ্গা** শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, বঙ্গ-সংসারের নিখুঁত চিত্র, মূল্য ৸০ আনা।

**কল্পেদীর পত্র।** শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল্ প্রণীত। মূল্য ১।০।

**অঙ্গহীনা** প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মূল্য—১।০ পাঁচ সিকা।

**শুভদৃষ্টি** শ্রীযামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য, মূল্য—১।০ পাঁচসিকা।

মজুমদার লাইব্রেরী ১০৬নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 696. August, 1921

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

| | | |
|---|---|---|
| ৫৮ বর্ষ। ৬৯৬ সংখ্যা। | শ্রাবণ, ১৩২৮। আগষ্ট ১৯২১। | ১২শ কল্প। ২য় ভাগ। |


## দুর্দ্দিনে

( শিশু-বারোঁয়া )

সুখের দিনেও গেয়ে যারে মন!
আঁধার যে-দিন নামে,
দখিন হাওয়া থামে,
নিখিল চলে বামে,
সে-দিনও তুই গেয়ে যারে মন!
যে-দিন ঝঞ্ঝা বহে বেগে,
ঝিলিক্ মারে মেঘে,
তুফান উঠে জেগে,
সে-দিনও তুই গেয়ে যারে মন!

যদি মরণ আসে দ্বারে,
ওরে ডাকিয়া নে' তারে,
ওরে কাণ্ডারী ভুই পারে,—
সে কথা কি ভুলবি রে মোর মন!
আজ তবে প্রাণের সাথে বল্,—
মোদের তিনি সহায় সম্বল;
হাসির সনে অশ্রুজল
তিনি নিত্য করেন বিশ্বে বিতরণ॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

## এলিজাবেথ ফ্রাই।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

এলিজাবেথ্ ১৮০০ খৃষ্টাব্দে জোসেফ ফ্রাই-নামক একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হন। কিন্তু বিবাহবন্ধন তাঁহার পক্ষে মোহের বন্ধন হইল না। তিনি বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিতে যাইয়া স্বকীয় জীবনের প্রধান কর্ত্তব্যের প্রতি কখনও উদাসীনতা প্রদর্শন করিলেন না। সমাজ-সেবার উদ্দেশ্যে তিনি ইতঃপূর্ব্বে যে ব্রত ধারণ

করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। তিনি দারিদ্র্য প্রপীড়িত, রোগক্লিষ্ট ও কৃপাই ব্যক্তিগণের সেবাকার্য্যে বিশেষত উৎসাহ-সহকারে অগ্রসর হইলেন। পরিবারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি তাঁহার হৃদয়কে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইল না। মানবকুলের দুর্দ্দশার চিত্র তাঁহার সম্মুখে যতই উপস্থিত হইতে লাগিল, তিনি তাহাদের দুঃখবিমোচনে ততই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন।

একদিন পথিপার্শ্বে তিনি একজন ভিক্ষুক স্ত্রীলোককে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। দুরন্ত শীতকাল; শীতবস্ত্রে গাত্র আবৃত করিয়াও এই নিদারুণ শীতের প্রকোপ হইতে শরীর-রক্ষা করিবার অসম্ভব। এই শীতে অর্দ্ধোলুক্ত-দেহা, জীর্ণবসনা রমণী শীতে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি নিজের দেহ হইতে শীতবস্ত্র উন্মোচিত করিয়া এই শীতার্ত্তা রমণীকে তাহা দান করিলেন। আর একদিন সেই স্ত্রীলোকটি একটি রুগ্নশিশু ক্রোড়ে করিয়া পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল। শিশুটি রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল; কিন্তু ভিক্ষুক-রমণীর সেদিকে দৃষ্টিমাত্র ছিল না। সে তাহার ভিক্ষালব্ধ অর্থের জন্য লালায়িত। মাতৃহৃদয় যে কিরূপে এত কঠিন হইতে পারে, তাহা সন্তানবৎসলা এলিজাবেথ ফ্রাই বুঝিতে পারিলেন না। এই শিশু তবে কি এই ভিখারিণীর নিজের সন্তান নয়?—এইরূপ সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ভিখারিণীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রশ্নের কোনরূপ সদুত্তর প্রদান না করিয়াই ভিক্ষুক-রমণী অন্তর্হিত হইল। এলিজাবেথের সন্দেহ আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি গোপনে সেই রমণীর অনুসরণ করিলেন।

সেখানে যাইয়া তিনি যে দৃশ্য অবলোকন করিলেন, তাহা অবর্ণনীয় ও অনুমেয়। তিনি দেখিলেন, একটি সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় গহ্বরে দশ পনরটি শিশু মেষের ন্যায় আবদ্ধ রহিয়াছে। অনাহারে তাহাদের দেহ শীর্ণ, রোগে তাহাদের শরীর জীর্ণ, এইরূপ অনাদৃত অবস্থায় চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাবে তাহারা দারুণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া তিনি আর তথায় মুহূর্ত্তকালও নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার চিকিৎসকের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। চিকিৎসককে সঙ্গে করিয়া পরদিন যখন তিনি সে-স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিতে পাইলেন যে সেই ভিখারিণী তাহার আশ্রিত শিশুগণ-সহ সে-স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছে।

তখন শিশুপালন ইংলণ্ডে একটি ব্যবসায়ের-মধ্যে পরিগণিত ছিল। কঠোর জীবনসংগ্রামে কর্ম্মব্যস্ত নরনারী স্বীয় শিশুপালনের ভার কোনও বৃদ্ধার উপর ন্যস্ত করিয়া কলকারখানায় শ্রমজীবীর কার্য্যে রত থাকিত; সেই বৃদ্ধা শিশুদিগের মাতাপিতার নিকট হইতে তাহাদের প্রতিপালন-ব্যয়স্বরূপ কিছু কিছু অর্থ পাইত। অর্থোপার্জ্জনই সেই বৃদ্ধার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল; সে শিশুদিগের জন্য কোনরূপ যত্ন লইত না। তাহার দুর্ব্যবহারে অনেক সময় শিশুগণ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইত। কিন্তু সে তাহা গোপন করিয়া শিশুদের জনকজননীর নিকট হইতে অর্থ-আদায় করিয়া লইত। এই সকল হৃদয়-

বিদারক দৃশ্য দর্শন করিয়া এলিজাবেথের হৃদয়ে উত্তরোত্তর করুণার উদ্রেক হইতে লাগিল। তিনি নিঃস্ব দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকের উপকার-সাধনে দৃঢ়সংকল্প হইয়া, প্রকৃত বীররমণীর ন্যায় জগতের দুঃখদুর্গতি-বিমোচনে অগ্রসর হইলেন।

এলিজাবেথ ফ্রাই দেশের যাবতীয় হিতকর অনুষ্ঠানেই যোগদান করিতেন। তিনি দেশের বিদ্যালয় প্রভৃতির সংস্কারসাধনে ব্যাপৃত ছিলেন; শ্রমজীবীদিগের আবাসগৃহের উন্নতি-বিধানে যত্নপর ছিলেন; দেশে দাসত্ব-প্রথার উচ্ছেদ-সাধনে চেষ্টা করিয়াছিলেন; খনির কার্য্যে ও কারখানায় নিযুক্ত স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগের কষ্টলাঘব-ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। জনসাধারণের অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য যেখানে যে আয়োজন হইয়াছে, সেখানেই তিনি সেই আয়োজনের সফলতাসাধনে সাধ্যানুরূপ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় অক্লান্তকর্ম্মা একনিষ্ঠ-সেবিকা জগতে অতিবিরল।

যখন যে অবস্থায় যেখানেই অবস্থান করুন্ না কেন, তিনি কখনও দীনদরিদ্রের কথা বিস্মৃত হন নাই। তিনি যখন স্বামীর সহিত তাঁহাদের গ্রাম্য আবাসে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন প্রতিবেশিনী বালিকা-দিগের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণার্থ তিনি তথায় একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। শীতার্ত্তকে শীতবস্ত্র, রোগগ্রস্তকে ঔষধ, নিরন্নকে অন্ন প্রদান করিতে তিনি সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। অজ্ঞানতিমিরাবৃত কুসংস্কারাচ্ছন্ন দুর্নীতিপরায়ণ প্রতিবেশিগণের চরিত্রের উন্নতিবিধানের জন্য এবং তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মবুদ্ধি জাগ্রৎ করিবার জন্য তিনি তাহাদের মধ্যে বাইবেল বিতরণ করিতেন।

তাঁহার পল্লীবাটী হইতে প্রায় আধমাইল দূরে অনেক দুঃস্থ ও নিঃস্ব পরিবার বাস করিত। তাহাদের মধ্যে একবার বসন্ত-রোগের প্রাদুর্ভাব হইল। বহুলোক চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাবে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। তথাকার ধর্ম্মযাজক একাকী তাহাদের দুর্দ্দশামোচনে অসমর্থ হইয়া এলি-জাবেথের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। সেবাধর্ম্মের একনিষ্ঠ-সেবিকা এলিজাবেথ তদ্মুহূর্ত্তে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় লোকদিগের দুরবস্থাদর্শনে এলি-জাবেথের কোমল হৃদয় বিগলিত হইল। মূর্ত্তিমতী দয়ারূপে তিনি গৃহে গৃহে গমন করিয়া সকলকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ও বসন্তরোগের প্রতিষেধক টীকা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। করুণাময়ী জননীসমা এলিজাবেথ কোথাও বা রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার গাত্রে তাঁহার পদ্মহস্ত বুলাইয়া, কোথাও বা অনশনক্লিষ্ট লোকদিগের মধ্যে অন্ন বিতরণ করিয়া, নানাভাবে তাহাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার প্রাণপণ যত্ন ও সেবায় অনেক লোক মহা মারীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইল।

এলিজাবেথের দয়া স্থানবিশেষে বা ব্যক্তি-বিশেষে আবদ্ধ ছিল না। তাঁহার মাতৃহৃদয় সমভাবে সকলের জন্য ব্যাকুল হইত। একবার একদল ভ্রমণশীল অসভ্যজাতি তাঁহাদের গ্রামের ধারে পটবাস নির্ম্মাণ করিল। তাহাদের একটি শিশু হঠাৎ সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইল। শিশুর অসহায় জনক-জননী উৎকণ্ঠিত

হইয়া উঠিল। সহসা তাহাদের মধ্যে একটি দেবীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। তিনি অসভ্য-জাতীয় শিশুর শয্যাপার্শ্বে জননীর স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। তাঁহার যত্নে ও সেবাশুশ্রূষায় শিশুটী শীঘ্রই রোগমুক্ত হইল। সরলপ্রাণ অসভ্যজাতির লোকগণ কৃতজ্ঞতাভরে দেবীরূপা এলিজাবেথের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিল। এইরূপে বহুবার তিনি দুঃস্থলোকের সাহায্য করিয়া তাঁহার মহানুভবতা ও সহাদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য কারাসংস্কার। তিনি দেখিলেন, হাওয়ার্ডের একাগ্র সাধনার ফলে য়ুরোপের কারাগার-সমূহের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, হাওয়ার্ডের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে সে সকল অন্তর্হিত হইয়াছে; ইংলণ্ডের কারাগারের অবস্থা আবার অতীব শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে। জেলখানার অবরুদ্ধ হতভাগ্য ব্যক্তিগণের এরূপ দুঃখ-দুর্গতির কথা অবগত হইয়া এলিজাবেথের দয়াপ্রবণ হৃদয় স্বতঃই কাঁদিয়া উঠিল। তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইংলণ্ডের জেল-সকল পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। একবার তিনি লণ্ডন-সহরের নিউগেট (Newgate) জেলখানায় যাইয়া উপস্থিত হন। তথাকার কয়েদিগণ এত দুর্দ্দান্ত ছিল যে, সেই জেলের তত্ত্বাবধায়ক তাঁহাকে কারাবাসিগণের সম্মুখীন হইতে নিষেধ করেন। কিন্তু তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অবশেষে তাঁহাকে কারা-গারের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি কারাগারে প্রবেশ করিয়া প্রথমে যাহা দেখিলেন, তাহাতে স্তম্ভিত হইলেন। স্বভাবকোমল স্ত্রীলোকগণ-পর্য্যন্ত জেলখানার কুনীতি-দোষযুক্ত বায়ুতে বাস করিয়া তাহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঘোর দুর্দ্দান্ত ও দুর্বৃত্তের ন্যায় আচরণ করিতেছে। কারা-বাসী স্ত্রীলোকগণের অসংযত ব্যবহার, অশ্লীল-ভাষা, অনিষ্ট আচরণ প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এলিজাবেথের সৌম্যমূর্ত্তি ও আড়ম্বরহীন বেশভূষা সেই দুর্বৃত্ত কারাবাসিনী-দিগকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিল। তাহারা হাটু গাড়িয়া বসিয়া নিঃশব্দে এলিজাবেথের উপদেশবাণী ও স্তোত্রপাঠ শ্রবণ করিতে লাগিল। এমন কি কাহারও কাহারও চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

এলিজাবেথকে অনেক শোক,তাপ ও দুঃখ সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি অনেক আত্মীয়-স্বজন হারাইয়াছিলেন; নিজেও রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন; এমন কি প্রাণপ্রতিম পুত্রধন পর্য্যন্ত হারাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই সকল বিপৎপাতে কখনও বিচলিতবা স্বীয় কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত হন নাই। এই সকল বাধা-বিঘ্ন ও বিপদ্-আপদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি অনন্যমনে কারাসংস্কার-কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন।—তাঁহার জীবনব্রতের উদ্‌যাপনে তিনি অলোকসামান্য একাগ্রতা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন।

কঠোর শাসন ও শাস্তির বিভীষিকাময় দৃশ্যস্থল না হইয়া, কারাগার যাহাতে চরিত্র-সংশোধন-কার্য্যে যথার্থ সহায়তা করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে সমাজহিতৈষী ব্যক্তিরই প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত।—এই ধ্রুব বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া এলিজাবেথ করুণানুভূতিপূর্ণহৃদয়ে সর্ব্বদাই কারাসংস্কার-কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। নিউ-

গেট কারাগারের হতভাগিনীদের প্রতি তাঁহার প্রথম দৃষ্টি পড়িল। তিনি সময় সময় তথায় যাইয়া কারাবাসিনীদের নিকট ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহাদিগকে লইয়া সরল-প্রাণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের সন্তানদের রুগ্নশয্যাপার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ধীরে ধীরে তিনি তাহাদের মধ্যে সুনীতি-প্রচার করিয়া তাহাদের নিকট দুর্নীতির পথ রুদ্ধ করিলেন।

সেখানে ক্রূরকর্ম্মা কয়েদী স্ত্রীলোকগণের উপর তিনি যে-ভাবে তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার ও দূরদর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কারা-বাসিনী স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা তিনি তাহাদের সন্তানের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য অধিকতর চেষ্টা করিতেন। মাতৃহৃদয় যতই কলুষিত ও পাপা-সক্ত হউক্ না কেন, সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা তাহাতে সর্ব্বদাই বিরাজ করে। তাই কারা-গারে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহাদের সন্তানগণের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ উন্মুক্ত করি-বার প্রস্তাব যখন এলিজাবেথ ফ্রাই উত্থাপন করিলেন, তখন তাহারা সকলে তাহা সাদরে গ্রহণ করিল। কিন্তু এইরূপ বিদ্যালয় পরি-চালন অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে অসম্ভব। তাই তিনি একটি সমিতি গঠন করিলেন। নিউগেট-কারাগারের স্ত্রীকয়েদিগণের চরিত্র-সংশোধন ও তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধান তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইল। তাঁহারা কারাবাসিনীদিগের বস্ত্রাভাব দূর করিতে এবং তাহাদের মধ্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইলেন। ধর্ম্মভাব তাহাদের হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিবার জন্য এবং তাহাদের চরিত্রে মিতাচার, শ্রমশীলতা ও শান্তিপ্রিয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি প্রস্ফুট করিবার জন্য, এই সমিতির অধীনে নানাভাবে নানা চেষ্টা চলিতে লাগিল।

এলিজাবেথ ফ্রাই নিজব্যয়ে কারাবাসিনী-দিগকে পরিধানবস্ত্র ও শীতবস্ত্র ক্রয় করিয়া দিতেন; তাহাদিগকে সর্ব্বদাই একটি শিল্প-কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতেন; এবং তাহাদের শ্রম-জাত দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের দ্বারা তাহাদের চা, চিনি প্রভৃতি ক্রয় করিয়া দিতেন। কারা-গারে তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে কেহই দৃষ্টিপাত করিত না; তাই এলিজাবেথ তাহা-দের শয্যার জন্য মাদুর ও শীত নিবারণের জন্য কম্বলের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন; এবং যাহাতে উপযুক্ত আহার ও পোষাক-পরিচ্ছদের সংস্থান হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিলেন।

এইরূপে এলিজাবেথের ঐকান্তিক যত্নে ও সেবায় অচিরেই কারাগারের ম্লান দৃশ্য অপসা-রিত হইল। বিশৃঙ্খলার স্থানে শৃঙ্খলা, অশান্তির স্থানে শান্তি, দুর্নীতির স্থানে সুনীতি, শ্রমবিমুখতার স্থানে শ্রমশীলতা, অমিতাচারের স্থানে মিতাচার প্রভৃতি ধীরে ধীরে তাহাদের স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়া কারাগারের নায়কী বিভীষিকা প্রশমিত করিতে লাগিল। সকলে বিস্ময়ের সহিত এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া এলিজাবেথের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। এলিজাবেথের খ্যাতি ও যশ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল; তাঁহার দেশবাসী নানাভাবে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল। কারা-সংস্কার বিষয়ে পার্লিয়ামেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল এবং তদন্ত-কমিটি নিয়োজিত হইল।

তারপর, ইংলণ্ডের বর্ব্বরোচিত নিষ্ঠুর দণ্ডবিধি তাঁহার দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিল। তৎকালে ইংলণ্ডে অতিকঠোর আইন প্রচলিত ছিল। সামান্ত অপরাধের জন্ত পর্য্যন্ত প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। নরহত্যার অপরাধে যে শাস্তি প্রদত্ত হইত, সামান্ত লাভের অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিও তদ্রূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইত। একবার একটি দরিদ্র স্ত্রীলোক তাহার কম্পিতকলেবর শিশুর শীত-নিবারণের জন্ত একখণ্ড শীতবস্ত্র অপহরণ করিবার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। এমন কি সামান্ত একটি বৃক্ষ-কর্ত্তনের অপরাধেও বিচারকগণ ফাঁসির হুকুম দিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। হুজুকের মাথায় তৃণস্তূপে অগ্নিসংযোগ করিয়া অনেক উচ্ছৃঙ্খল যুবক প্রাণ হারাইয়াছে। পথিপার্শ্বস্থ মৃতপ্রায় ছাগশিশুকে গৃহে লইয়া গিয়া অনেক ক্ষুধাতুর ব্যক্তি চৌর্য্যাভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া কাঠদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

এই সকল কঠোর ও নিষ্ঠুর শাসনের হস্ত হইতে অবোধ নিরক্ষর জনসাধারণকে মুক্ত করিবার জন্ত পরদুঃখকাতরা এলিজাবেথ যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। তিনি বহুবার শাসকবর্গের সমক্ষে এই সকল মুকজননওলীর পক্ষ সমর্থন করিয়া এই সকল অসভ্যজনোচিত আইন-সংস্কারের জন্ত পুনঃ পুনঃ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার জীবিতকালে তাহার সমস্ত চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার দেশবাসীর হৃদয়ে সমাজসেবার যে অপূর্ব্বভাব উদ্দীপিত করিয়াছিলেন, তাহা দিন দিন দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়িল। দেশবাসীর কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগরিত হইল, জনসমূহ প্রতিষ্ঠানেতৃবর্গের অধীনে দলবদ্ধ হইয়া অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিল। অবশেষে এলিজাবেথের সাধনা সিদ্ধ হইল; ইংলণ্ডে হত্যাপরাধ ভিন্ন অন্তান্ত অপরাধে প্রাণদণ্ডের বিধান রহিত হইল।

ইহাতেই এলিজাবেথের কর্ম্মের অবসান হয় নাই। তিনি ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের হাসপাতাল ও পাগলাগারদ-সমূহ পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। এই সকল স্থানে তিনি যে-সকল ত্রুটী দেখিতে পাইলেন, নির্ভয়ে সে-সকল কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডে মস্তিষ্কহীন লোকদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করা হইত; হতভাগ্যদের অনেককে শৃঙ্খলিত করিয়া অন্ধকারময় গহ্বরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। কোন কোন পাগলাগারদে পাগলদিগের প্রতি পশুর ন্তায় আচরণ করা হইত; তাহাদের খাদ্যদ্রব্য মৃত্তিকার উপর কাঠপাত্রে একত্র সন্নিবেশিত হইত। এই সকল বর্ব্বরোচিত আচরণের বিরুদ্ধে এলিজাবেথ তীব্র প্রতিবাদ করেন।

কারাসংস্কার-ব্যাপারে তিনি যেমন য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, তথাকার নৃপতিবৃন্দের এবং রাজপুরুষগণের নিকট নির্ভয়ে ও স্বাধীনভাবে তিনি তেমনই স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের অসন্তুষ্টির ভয়ে তিনি কখনও উচিত কথা বলিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। ফ্রান্সের রাজাকে তিনি পরিষ্কার বলিয়াছিলেন, "আপনি যখন কারাগার-নির্ম্মাণ করেন, তখন এই কথা মনে রাখিয়া নির্ম্মাণ করিবেন যে, সেই কারাগৃহে যেন আপনার নিজের সন্তানেরাও অবস্থান করিতে আপত্তি উত্থাপন করিতে না পারে।" সার রবার্ট পিল-

কে? তিনি বলিয়াছিলেন, 'উন্মুক্ত আকাশমার্গ কারাবাসিগণের নিকট রুদ্ধ করিও না,—আলোকহীন কক্ষ নির্ম্মাণ করিও না; মনে রাখিও, তোমার সন্তানগণও এই কারাগারে আশ্রয় লইতে পারে।" বস্তুতঃ কারাবাসীদিগকে অন্ধকূপে আবদ্ধ করিয়া রাখা, তিনি অমানুষিক অত্যাচার ও অবিচার বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং এই প্রথা নিবারণের জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এইরূপে বহু হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এলিজাবেথ সকলের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি যেখানে যাইতেন, সেখানেই জনমণ্ডলী তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পুণ্যলাভ করিতে লালায়িত হইত। রাজা ও রাজপুরুষগণ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। নিঃস্বার্থ সেবাধর্ম্ম ও আত্মত্যাগের প্রভাবে তিনি ধরাবক্ষে যে সুশোভন ও অক্ষয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, স্বার্থলোলুপ ও পাশববলদৃপ্ত মানব সেইরূপ রাজ্য-সৃষ্টির কল্পনা মনেও আনিতে পারে কি না সন্দেহ! হতভাগ্য নরকুলের দুঃখ ও দুর্দ্দশা-মোচনে এবং পতিতের উদ্ধার-সাধনে অর্দ্ধশতাব্দীকাল অক্লান্তভাবে ও একাগ্রচিত্তে পরিশ্রম করিয়া সমাজসেবায় আত্মনিয়োগের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি জগদ্বাসীর সমক্ষে ধারণ করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসের বক্ষে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান থাকিবে।

---

## গান।

( কাপাংড়া—কাশ্মিরী খেম্‌টা )

আকাশ বাতাস আলোক এসে
প্রাণ-সায়রে ঢেউ তুলেছে!
নিখিল আজি মধুর দেখি,
কাহার হাসির ঢেউ দুলেছে!

আজ বিশ্বলোকের মর্ম্ম-কমল
দেখ্‌ছি যেন দল খুলেছে—
আজ চিত্তকমল সেও জেগেছে,
প্রেমে খানে সব ভুলেছে॥

নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

---

# স্মৃতিহারা।

( পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর )

( ৯ )

সাধু রমানাথ সাধু বটে, কিন্তু তিনি গৈরিক-বস্ত্রাচ্ছাদিত সন্ন্যাসী বা তিলকক্ষীবারী বৈরাগি-শ্রেণীভুক্ত নহেন। যৌবনে পিতৃ-বিয়োগের পর যখন দারিদ্র-কশাঘাতে জর্জ্জর হইয়া নিজের বা স্ত্রী-পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তখন তিনি যাহা অতিসহজ পন্থা, সেই পন্থা অবলম্বন করিলেন;—রমানাথ

সাধু সাজিয়া নিরুদ্দেশ হইলেন। বাড়ীতে মা ও স্ত্রী দুর্ভাগ্যের অতল সমুদ্রে পড়িলেন, সত্য; কিন্তু, রমানাথের সে-যাত্রা যথার্থই সুযাত্রা হইয়া গেল। সেবারে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা ছিল। বিনা চেষ্টায় উদরপূর্ত্তি ও সাধুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য সাধুপ্রবর রমানাথও মেলায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দুই একদিন পরে নিঃসঙ্গী রমানাথ ওলাউঠায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সেই জীবন, মৃত্যুর ভীষণ সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়া রমানাথ যখন তাঁহার ত্যক্ত গৃহস্থালী ও জননীর স্নেহময় ক্রোড় স্মরণ করিয়া করুণ-আর্ত্তনাদে দিগন্ত মুখরিত করিতেছিলেন,তখন স্নেহময়ী জননীরই মত এক স্নেহপুরুষ আসিয়া হতভাগাকে আপনার অঙ্কে লইয়া বসিলেন। যে-সকল মহাপুরুষ—কেবল সমাজের মঙ্গল-সাধনের নিমিত্ত গোপনে লোক-সমাজে আবির্ভূত হইয়া আপন উদ্দেশ্য-সিদ্ধিমাত্র আবার নির্জ্জনে নিজের তপস্যায় মগ্ন থাকেন, ইনিও তাঁহাদেরই অন্যতম। রমানাথের বহুপুণ্যফলে তিনি এইরূপ মহাত্মার করুণাকটাক্ষে নিপতিত হইয়াছিলেন। সাধুর প্রাণান্ত চেষ্টায় যখন রমানাথ আরোগ্যলাভ করিলেন, তখন তিনি রমানাথকে কিছু অর্থ দিয়া বলিলেন, 'এইবার তুমি নিজস্থানে গমন কর।' রমানাথ তাঁহাকে অর্থ প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন, "আপনার ও অর্থে আমার কোন প্রয়োজন নাই এবং আমার আর কোথাও যাইবারও স্থান নাই। আপনিই কৃপা করিয়া আমাকে জীবন দিয়াছেন, এখন আপনার চরণতলেই আমাকে স্থান দান করুন।" এই কথা বলিয়া রমানাথ সাধুর পায়ে পড়িলেন।

সেইদিন হইতে রমানাথের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল; পবিত্র সাধু-সঙ্গে তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। স্পর্শ-মণি-স্পর্শে লৌহ স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইল।

ইহার চৌদ্দবৎসর পরে রমানাথ গুরুর আদেশে একবার দেশে আসিলেন। তখন তাঁহার দুঃখিনী জননী স্বর্গগতা; কিন্তু অভাগিনী পত্নী মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াও শেষ সময়ে একবার স্বামীকে দেখিবার আশায় বহুকষ্টে প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন। পঞ্চদশ-বর্ষীয় পুত্র শিবেন মৃত্যুপথযাত্রী জননী ও সংসারের অন্নাভাবের চিন্তা লইয়া চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতেছে! এ হেন সময়ে রমানাথ আসিয়া উপস্থিত! অসময়ে মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে স্বামীকে দেখিয়া সাধ্বী জীবনের সকল দুঃখ বিস্মৃত হইল; স্বামীর হস্তে অনাথ পুত্রকে সঁপিয়া দিয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া গেল, "ওগো আর একে ত্যাগ করো না।"

রমানাথ স্ত্রীর জীবিতকালে যে ব্যবহারই করুন, মৃত্যুর পরে আর তাহার কথার অন্যথা করিলেন না। স্ত্রীর শ্রাদ্ধাদি শেষ হইলেই, পুত্রকে সঙ্গে লইয়া আবার সংসার-ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন।

রমানাথ নিজেই পুত্রকে শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন; উপস্থিত যোগশিক্ষা দিতে ছিলেন। এই দীর্ঘকাল আর পুত্রকে সঙ্গ-ছাড়া করেন নাই। উপস্থিত পিতাপুত্রে তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়া বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। নির্জ্জনতার জন্য শ্মশানের অতি-সন্নিকটে সামান্য একটি কুটিরমাত্র আশ্রয় করিয়া দুই জনে বাস করিতেছিলেন। লোকে জানিত, কোন দীন ভিক্ষুক এস্থানে আশ্রয় লইয়াছে।

সন্ধ্যা-বন্দনার পর শিবেন যখন পিতার নিকট কতকগুলি শাস্ত্রীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লইতেছিল, তখন বাহিরে একটু ঝড় উঠিয়াছিল। ঝড়ের বেগ অল্প উঠিয়াই থামিয়া গেল; কিন্তু সেই সময় কুটিরের পশ্চাতে যেন শিশু-কণ্ঠের রোদন শোনা গেল; রমানাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এই দুর্য্যোগের সময় শ্মশানে শিশু কাঁদে কেন? শিবেন দেখতো।"

ক্ষণ-পরেই শিবেন রোরুদ্যমানা সদ্যঃপ্রসূতা একটি কন্যাকে কোলে লইয়া কুটিরে প্রবেশ করিল। রমানাথ দেখিয়া বুঝিলেন, কোনও হতভাগিনী নিজের কলঙ্কতার গোপন করিবার জন্য এই নিরপরাধাকে এইরূপে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে! নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে রমানাথ বলিলেন, "হা ভগবন্ তোমার এ পবিত্র-ধামেও পাপের তাণ্ডবলীলার নিবৃত্তি নাই!" পরে তিনি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শিবেন, আজ আমরা দু'জনে যা পারি এর সেবা করি, এস; কাল কোন আশ্রমে এর প্রতিপালনের ভার দিয়া আসিব।"

ঘরে দুধ ছিল। একটু খড় কুটায় আগুন জ্বালিয়া উভয়ে শিশুর সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

তখনও উষা পূর্ব্বাকাশে স্পষ্ট দেখা দেয় নাই। শীতল বাতাস উষার আগমন ঘোষণা করিতেছে মাত্র। সেই সময় রমানাথ ও শিবেন ঘুমন্ত শিশুকে সাবধানে কুটিরে রক্ষা করিয়া প্রাতঃস্নানের জন্য বাহিরে আসিলেন। সেই মুহূর্ত্তে শ্মশান হইতে এক হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ আসিয়া তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। তাঁহারা চকিতে চাহিয়া দেখিলেন কতকগুলি লোক কোন শবদেহ দগ্ধ করিতে আসিয়াছে; মৃতের কোন শোকার্ত্ত আত্মীয় মর্ম্মভেদী বিলাপে হাহাকার করিতেছেন।

রমানাথ সংসারত্যাগী বটে; সাধুও বটে। কিন্তু মানব-দেহে রক্তবিন্দুর সহিত মায়া গূঢ়-ভাবে মিশ্রিত। যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণ মানব রক্ত-মাংস-গঠিত দেহও ত্যাগ করিতে পারে না, এবং দেহগত মায়ার হাতও এড়াইতে পারে না। জীবের দেহত্যাগ ও আত্মীয়ের বিলাপ নিত্য ঘটনা হইলেও শ্মশানের এই হাহাকার রমানাথের অন্তরে গিয়া আঘাত করিল। সজলচক্ষে করুণার্দ্র-হৃদয়ে রমানাথ সেইদিকে একটু অগ্রসর হইলেন।

গৃহে সরোজার সম্মুখে মণিমোহন নিজের যে তীব্রবেদনা সংযত করিয়া রাখিয়াছিলেন, শ্মশানে কোহিনূরের শত ঘরে শত মনের গঠিত সেই কমনীয় দেহের উপর পড়িয়া সেই লোক কাতর-বিলাপে ব্যক্ত করিতেছিলেন। সে কি করুণ! কি মর্ম্মভেদী! জগতের মধ্যে একমাত্র সন্তান আজ বক্ষঃশূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছে; চন্দ্রসূর্য্যে আলোকিত পৃথিবীকে চিরদিনের জন্য অন্ধকারে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়া গিয়াছে! নিষ্ঠুর পৃথিবী চিরদিন আলোকে হাসিবে, শোভায় সাজিবে, কিন্তু তাঁহাদের অন্ধকার তো আর ঘুচিবে না। জীবনভার আরও কত দীর্ঘ দিন বহিতে হইবে! কিন্তু এই মরু-ভূমে, এই স্নেহহীন সুখহীন উদ্দেশ্যহীন জগতে কি করিয়া সে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হইবে! যাহারা চক্ষের জ্যোতি, হৃদয়ের আশা, জীবনের সর্ব্বস্ব, তাহারাই যদি চলিয়া গেল, তবে এ প্রাণ কেন যায় না? ওরে সন্তান, ওরে নিষ্ঠুর, সঙ্গে নে রে, সঙ্গে নে! ওরে পিতা-মাতার যে তোরাই সব!!

রমানাথের জ্ঞানদীপ্ত ধ্যানাভ্যস্ত চক্ষু পুনঃ পুনঃ অশ্রুসিক্ত হইতে লাগিল। একটু সান্ত্বনা-দানের ইচ্ছায় তিনি মণিমোহনের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন; মণিমোহন তখন কোহিনূরের মুখের আবরণ উন্মোচন করিয়া দুই হাতে সেই মুখ বেষ্টন করিয়া শত-আদরে তাহাকে আহ্বান করিতেছিলেন! রমানাথ সে মুখের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন; ভগবানের এই সুন্দর সৃষ্টি কি অকালেই বিসর্জ্জিত হইয়া গেল! কিন্তু ইহা তো আজ নূতন নয়; এ বিধি ত জগতে চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে। রমানাথ মণিমোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি আপনার কন্যা?" রোদনরক্ত চক্ষু তুলিয়া মণিমোহন উত্তর দিলেন, "হতভাগার একমাত্র সন্তান।" "বিধবা কি?" এই প্রশ্নে মণিমোহন নিজের কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "সে কথা আর কি বলিব বলুন? বার-বছরের ছেলে এনে, মানুষ করে, মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিই। আমার ইন্দ্রের মত জামাই তিন দিনের জ্বরে চ'লে গেল। আজ এক বৎসর সেই শোকে জীর্ণ হয়ে শুধু মেয়েটিকে বুকে ধরে ছিলাম। আজ আমার সে সম্বলও ঘুচে গেল!" মণিমোহন আবার কোহিনূরের মুখের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

রমানাথ অনেক প্রকারে সান্ত্বনার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আঘাত যখন লাগে তাহার বেদনা নিরূপিত কাল পর্য্যন্ত কিছুতেই উপশম মানে না। যদি জ্ঞান বা উপদেশ বা তপঃ-প্রভাব দ্বারা সন্তানশোক প্রশমিত করিত, তাহা হইলে বশিষ্ঠ ঋষি পুত্রশোকে পাশবদ্ধ হইয়া নদীতে ঝম্প প্রদান করিয়া জীবন-ত্যাগে প্রয়াসী হইতেন না! সন্তানের মায়াও যেমন দুরতিক্রম্য, শোকও তেমনি দুর্ধার্য্য।

এ-দিকে দাহকারিগণ চিতা প্রস্তুত করিয়া যখন শব লইতে আসিল, তখন মণিমোহনকে লইয়া ঘোর বিপদ্ উপস্থিত হইল; জ্ঞানশূন্য মণিমোহন প্রথমে তো কিছুতেই কন্যাকে ছাড়িবেন না! অনেক কষ্টে যখন কোহিনূরের দেহ ছাড়াইয়া লওয়া হইল, তখন তিনি নানারূপে নিজের জীবন-নাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দাহকারিগণ শবদাহ করে, কি মণিমোহনকে আটকায়? এদিকে বৃথা সময়-ক্ষেপ হইতে লাগিল। রমানাথ তখনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শেষে তিনি দাহকারিগণকে বলিলেন, "তোমরা ইঁহাকে লইয়া গৃহে যাও; এখানে আমরা পিতাপুত্রে আছি; দু'জনে শবের গতি করিব।" কিন্তু সে চেষ্টাও বিফল হইল। কোহিনূরকে ত্যাগ করিয়া মণিমোহন কিছুতে গৃহে ফিরিলেন না। তখন রমানাথ মণিমোহনকে বলিলেন, "আপনি যদি একটু স্থির হ'য়ে আমার কথা শুনিতে পারেন, তা হ'লে আমি আপনার হিতার্থেই একটি কথা বলি।" স্নেহার্দ্র শোকার্ত্ত মণিমোহন বলিলেন, "কিন্তু আমি কন্যার দেহ ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। আপনার যাহা বলিবার এখানেই বলুন।"

রমানাথ বলিলেন, "আপনি কন্যার অনেক চিকিৎসা করাইয়াছেন, কিন্তু গুরুর কৃপায় আমিও কিছু চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিয়াছি। আপনারা কন্যাটিকে দগ্ধ করিতে আনিয়াছেন বটে, কিন্তু আমার ধারণা এখনও ইহার দেহে জীবনী শক্তি আছে। যদি আমার হাতে বিশ্বাস করিয়া দেহটি সমর্পণ করিতে পারেন, আমি দুই দিন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি।"

রমানাথের কথা শুনিয়া তখন সকলে হো

হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। একজন বলিল, "কি ঠাকুর! গাঁজায় ক'চিলিম দম চড়িয়েছ?" কেহ বলিল, "ওহে অঘোরী হবে হয় তো! মড়াটা খাবার চেষ্টায় আছে!" কেহ বা বলিল, "শ্মশানে থেকে শিবত্ব লাভ করেছেন কি-না, সুন্দরী মৃতা কন্যা স্কন্ধে ক'রে নাচ্‌বার সখ হয়েছে বুঝি!"

রমানাথ কোন কথায় মনোযোগ না করিয়া মণিমোহনের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। মণিমোহন কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "আপনি কি এই কথা সত্যি বল্‌ছেন? আমাদের দুরদৃষ্টের মত আপনিও আমায় বঞ্চনা কর্‌ছেন না তো?"

র। আমার ধারণা-মত প্রকৃত কথাই বল্‌ছি; তবে বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা। দু'দিন আমি চেষ্টা কর্‌ব, তৃতীয় দিন উষাকালে এই শ্মশানে এলেই আমি আপনার কন্যা প্রত্যর্পণ কর্‌ব। কৃতকার্য্য হ'তে পারি ভালই, না পারি, আমি প্রতিজ্ঞা কচ্চি, দেহের কোন অনিষ্ট হবে না; ঠিক এই-ভাবে ফিরে পাবেন।

মণিমোহন তখন রমানাথের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। রমানাথ হাত ধরিয়া তাঁহাকে তুলিয়া বলিলেন, "আমায় অপরাধী করিবেন না। আমি কাহারও প্রণাম লইবার পাত্র নই। তাছাড়া আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা-লাভের এখনও তো কিছু করি নাই। যদি ঈশ্বর আপনাকে জীবিত কন্যা দান করেন, তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হবেন।"

মণিমোহন তখন অপর লোকের সাহায্যে কোহিনূরের দেহ কুটীরের মধ্যে লইয়া রাখিলেন এবং বারংবার রমানাথের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া লোকজন-সহ প্রস্থান করিলেন।

শিবেন বলিলেন, "বাবা, সত্যই কি দেহে এখনও প্রাণ আছে?"

রমানাথ উত্তর দিলেন, "বহুক্ষণ প্রাণত্যাগ হইয়াছে।" শিবেন প্রশ্ন করিল, "তবে আপনি কি করিয়া বাঁচাইবেন?"

"এতদিন শিবেন, মুখে মুখে যাহা তোমায় শিখাইয়াছিলাম, আজ তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইব। ওই ক্ষুদ্রবালিকার আত্মা এই দেহে প্রবেশ করাইব।"

১০

মণিমোহন শ্মশান হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলেন। সরোজা কক্ষ হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ের গোড়ায় আছাড় খাইয়া পড়িল বলিল, "ওগো আমার মাকে কোথায় রেখে এলে? এনে দাও গো একবার! আমার হারাধন এনে দাও।" কাতর-ক্রন্দনে সরোজা স্বামীর চরণ সিক্ত করিতে লাগিল। দুই হাতে সরোজার মুখ তুলিয়া ধরিয়া মণিমোহন বুঝাইতে লাগিলেন,—"স্থির হও, একটু স্থির হও; তোমার সঙ্গে আমার গুরুতর কথা আছে।" সরোজা তখনও কাঁদিতে লাগিলেন,—"আর আমার কোন কথার প্রয়োজন নেই; সংসারের আমার আজ সব শেষ হয়ে গেছে। আমি সুশীলকে হারিয়েও যাকে নিয়ে সব ভুলে ছিলাম, আমার সে মাণিক আজ কে কেড়ে নিলে? ওগো আমার কোহিনূরের কাছে দিয়ে এস! আমি শুধু তাকে কোলে নিয়ে সব আলা জুলি।" মণিমোহন নিরুপায়ভাবে বলিতে লাগিলেন, "তুমি একটু স্থির হবে না? এমনি করে কাঁদলে কি তাকে পাবে? আমি তাকে পাবারই কথা বল্‌ছি। উঠে ঘরে চল দেখি!"

সরোজার মনে হইল স্বামী বুঝি এক সঙ্গে দুই জনের মরণের অভিসন্ধি করিয়াছেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বল্‌বে?' মণিমোহন "ঘরে এস বল্‌ছি" বলিলে সরোজা কম্পিত-চরণে স্বামীর পশ্চাৎ গৃহে প্রবেশ করিল। মণিমোহন বলিলেন, 'সরোজা, আমার কোহিনুর এখনও মরে নি।' অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে সরোজা বলিল, "কই তবে সে? আঁা, আমার মা কই?" মণিমোহন বলিলেন, "শোন, অত অস্থির হলে কি চলে? শ্মশানের একটু দূরে একখানি ছোট কুঁড়ে বেঁধে একটি মোহান্ত বাসা নিয়েছেন। তাঁকে দেখ্‌লে অসাধারণ বলে কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু অন্তরে তিনি দেবতাবিশেষ। তিনি আমার কোহিনুরের দেহ পরীক্ষার ভার নিয়ে গেছেন; বলেছেন, তৃতীয়দিন উষাকালে তাঁর দ্বারে উপস্থিত হ'তে হবে। যদি ভগবান্ করেন, সে-দিন আমরা হারানিধি ফিরে পেলেও পেতে পারি। আর নিতান্ত যদি ভাগ্য বিরূপ হয়, তবে তার মৃত দেহই ফিরে পাব। সরোজা, আর দুটো দিন কেঁদ না; একটু ধৈর্য্য ধরে থাক। কাঁদ্‌বার সময় এর পর তো অনেক দিন আছে।'

বিস্মিতা স্তম্ভিতা সরোজার কিছুক্ষণ বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। শেষে সে দ্রুতপদে উঠিয়া গিয়া অঙ্গনের তুলসীমূলে পড়িল। সেদিন সেখান হইতে কেহই আর তাহাকে উঠাইতে পারিল না।

তৃতীয় দিনে উষাগমের বহু পূর্ব্বেই মণি-মোহন ও সরোজা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মণিমোহন সরোজাকে তাঁহার সহিত আসিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "যদি কোহিনুরকে জীবিত না পাই, তাহা হইলে তুমি কি ধৈর্য্য ধরিতে পারিবে? তোমার গিয়া কাজ নাই। তাহাকে যদি ফিরাইয়া আনিতে পারি, তুমি তো দু'দণ্ড পরে গৃহে বসিয়াই তাহাকে দেখিবে।" সরোজা কাকুতি মিনতি করিয়া বলিল, "না না; আমায় নিয়ে চল; আমার মনের সে ধৈর্য্য আছে, ভাব! আর যদি মাকে আর না পাই, তবু তো একবার সে-মুখখানি দেখ্‌ব। ওগো আমি যে আজ তিন দিন তাকে দেখি নি।" অগত্যা মণিমোহন স্ত্রীকে সঙ্গে লইতে বাধ্য হইলেন।

যতই তাঁহারা শ্মশানের নিকটবর্ত্তী হন, ততই হৃদয় উৎকণ্ঠায় আকুল হইতে থাকে। এতই দিন মনে অনবরত আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব চলিলেও, তবু চিরন্তন-রীতি-অনুসারে আশাই মনে স্থান লাভ করিয়াছে। অমন মহাপুরুষ, যিনি স্বেচ্ছায় তাহার চিকিৎসার ভার লইলেন, তিনি কি জীবনের আশা না বুঝিয়াই এমন কথা বলি-লেন? এ তো নূতন বা আশ্চর্য্য কিছুই নয়। শ্মশানে লইয়া গিয়া দেহ পুনর্জীবিত হইয়াছে, এমন ঘটনা কত শোনা গিয়াছে। এ তো তাহার উপর একজন সাধু আশ্বাস দিতেছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে যথার্থই মৃতকে সঞ্জীবিত করিতে পারেন!

কিন্তু আজ সেই সময়ের পলে পলে যত অবসান হইতে লাগিল, আশার ধীরে ধীরে তত অন্তর্দ্ধান হইতে লাগিল! রমানাথ ভাবিতে লাগিলেন, 'কি দেখিব! হয় তো সেখানে কুটির বা কুটিরস্বামী কেহই নাই; শোকাচ্ছন্ন মোহান্ধ পিতার বক্ষ হইতে মৃতকন্যার দেহ অপসৃত করিবার কৌশল-মাত্র প্রদর্শন করিয়া যাদুকরের মত তিনি কোথায় অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। নতুবা হয় তো কুটির-দ্বারে কঠিন ভূমির উপর কোহিনুরের কোমল

দেহলতা নিঃক্ষেপ করিয়া পিতাপুত্র অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে ; আমাকে হেলায় অঙ্গুলী হেলন করিয়া বলিবে,"ওই তোমার কন্যার দেহ পড়িয়া আছে, লইয়া যাও।" যদি তাই দেখিতে হয়,তবে দু'দিন এ বৃথা আশায় আশান্বিত হইয়া আবার নূতন করিয়া এ শেলাঘাতের কি প্রয়োজন ছিল ? সাধুর হয় তো ইহা সামান্য কৌতূহল-নিবৃত্তিমাত্র, কিন্তু শোকজর্জ্জর পিতা-মাতার হৃদয়ে উহা যে কঠিন কুলিশাঘাত ! সে কে বুঝিবে ?' আজ সঙ্গে কোন অপর লোক আসে নাই। সে-দিন যে শ্মশানে বহুলোকেও মণিমোহনকে সামলাইতে পারে নাই, আজ মণিমোহন একাকী সেই ভয়ঙ্কর স্থানে শোকাহতা সরোজাকে কি করিয়া স্থির রাখিবেন ? তাহার উপর সেই অভাগিনীর সংকার আছে। মণিমোহন ভাবিতে লাগিলেন, অতি-নির্বুদ্ধিতার কাজ হইয়া গিয়াছে। তিনি কি বলিয়া যে তখন এই অসম্ভব প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া তিনি অনুতপ্তাধিত হইয়া আপনাকে শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন ; বুঝিলেন, শোকে এইরূপই লোকে উন্মত্ত হইয়া যায়।

সরোজা সহসা চিন্তামগ্ন স্বামীর গাত্রে করস্পর্শ করিয়া বলিল, "দেখ, ওই কি সে কুটির দেখা যাচ্ছে ? দু'জন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে না ?" দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মণি-মোহন বলিলেন, "ওই বটে ! যা ভাবিয়াছি তাই ! সরোজা, মনকে দৃঢ় কর। উঁহাদেরই চরণতলে তুমিতে তোমার হৃদয়ের ধনকে লুণ্ঠিত দেখিবে।" ব্যাকুলভাবে সরোজা বলিল, "আগে থাকতেই ও-কথা কেন বল্‌ছ ? হয় তো ওইখানে আমার কোহিনূরও আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।" দুঃখের হাসি হাসিয়া মণিমোহন বলিলেন, "ঠিক এমনি বুদ্ধিতেই আমিও মজিয়াছিলাম। সরোজা শোকে অন্ধ। ইহা নূতন নয়।—তুমি দুইজনকে দেখিতে পাই-তেছ, তবে কেমন করিয়া ভাবিতেছ, ওখানে কোহিনূরও আছে ?—" স্বামীকে দুই হাতে বেষ্টন করিয়া সরোজা বক্ষে মুখ লুকাইল, বলিল, "তবে আমি আর যাব না, তুমি এইখানে আমার মাকে এনে আমার কোলে দাও ; আমি শেষ দেখা দেখি।" মণিমোহন বলিলেন, "তবে স্থির হয়ে ব'স. আর তোমার পা চল্‌বে না, তা আমি জানি। আমি তাকে নিয়ে আসি। তুমি যেন উঠ্‌তে চেষ্টা ক'র না।" সরোজা একবারে শ্মশানের উপর লুটাইয়া পড়িল, মণিমোহন কুটিরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতেই রমানাথের কণ্ঠস্বর মণিমোহনের কর্ণে প্রবেশ করিল, "ওই যে এসেছেন ! মা, ওই দেখ, তোমার পিতা ! যাও প্রণাম কর গে।" মণিমোহন ত্বরিত-দৃষ্টিতে চাহিবামাত্র সম্মুখে কোহিনূরের হাস্যোজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন ; ছুটিয়া গিয়া দুই বাহু বাড়াইয়া কন্যাকে বক্ষে ধরি-লেন। পিতা-পুত্রীর আনন্দ-মিলন দেখিয়া রমানাথের চক্ষে অশ্রু করিতে লাগিল।

প্রথম উচ্ছ্বাস একটু শমিত হইলে মণি-মোহন গিয়া রমানাথের চরণ-বন্দনা করিলেন ; দুই-হাতে চরণ ধরিয়া বলিতে লাগিলেন,"প্রভো, শত-অপরাধী দাসকে মার্জ্জনা করুন। আমি কত সন্দেহ, কত কুচিন্তায় আপনাকে অপমা-নিত করিয়াছি, বলিতে পারি না। আমি যে সত্যই কন্যাকে ফিরিয়া পাইব, আজ সে আশা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছিলাম। আমার সে

মহাপাপের দণ্ড দান করুন।" রমানাথ হাত ধরিয়া তাঁহাকে তুলিয়া বলিলেন "কোন চিন্তা নাই; আপনি যাহা ভাবিয়াছিলেন,তাহা মানব-স্বভাবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ফল না দেখিয়াই যদি সকল কাজে বিশ্বাস-স্থাপন করা যাইত, তাহা হইলে মানবের জ্ঞান কখনও স্ফূর্ত্তি পাইত না। ও-সব কথা ত্যাগ করুন। আপনার সঙ্গী কে ছিলেন না?" মণিমোহন কহিলেন, "আজ্ঞে আমার স্ত্রী ছিলেন; কিন্তু আমি তাঁহাকে মৃতা কন্যা দেখাইবার জন্য আর এত দূর তুলা টানিয়া আনি নাই। সে ওই বহুনার ধারে বালির উপর শুইয়া আছে।"

রমানাথ ডাকিলেন—"শিবেন!" কুটীর হইতে বাহির হইয়া শিবেন পিতার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। রমানাথ বলিলেন, "মা-কে ওঁর গর্ভধারিণীর কাছে লইয়া যাও। আমি মণি-মোহনের দুইটা কথা বলিব।" কোহিনুর শিবেনের সহিত চলিয়া গেল।

রমানাথ বলিলেন, "আমি আপনার কন্যা ফিরাইয়া দিলাম বটে, কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধিতে ঠিক আপনার সেই কন্যাটিই আমি দিতে পারি নাই। আমার সামর্থ্য অতিসামান্য। কোন মহানুভব ব্যক্তি এ-কাজ করিলে আপনার যেমন কন্যা ছিল, তেমনিই পাইতে পারিতেন। কিন্তু আমি যাহাকে আপনার নিকট ফিরাইয়া দিলাম,ইহাতে আপনার পূর্ব্ব কন্যার অন্য সকল গুণ বর্ত্তমান থাকিবে বটে, কিন্তু পূর্ব্বস্মৃতি একেবারে লুপ্ত হইবে। গত জীবনের সুখ বা দুঃখ কোন কথাই ইহার স্মরণ থাকিবে-না, তবে পূর্ব্ব ঘটনাবলী অনবরত আলোচনা করিতে করিতে বহুদিনের পর ধীরে ধীরে সে-স্মৃতি পরিস্ফুট হইতে পারিবে। আপনার কাছে আমার ভিক্ষা, আমার এ ত্রুটিটুকু মার্জ্জনা করুন।"

"দাসকে এ কি কথা প্রভু! আমায় এমনি করিয়া কি দণ্ড দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন?" বলিয়া মণিমোহন আবার চরণ-বন্দনা করিয়া বলিলেন, "যদি এত অনুগ্রহ করিলেন, তবে আর একটু করুন; আমায় আপনার শিষ্যত্ব দান করিয়া কৃতার্থ করুন।"

রমানাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আপনার সে সময়ের আরও কিছু বিলম্ব আছে। আচ্ছা, আমি কথা দিলাম, উপযুক্ত সময়ে আমি উপস্থিত হইয়া আপনাকে শিষ্য-রূপে গ্রহণ করিব। আপনি আর বিলম্ব করিবেন না। আমরাও এই প্রভাতেই আজ এ-স্থান ত্যাগ করিব।"

মণিমোহন আবার প্রণত হইলেন। রমা-নাথ মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

মণিমোহন যখন স্ত্রী ও কন্যার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন, তখন হর্ষে তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হইল, চক্ষে পুলকাশ্রু সঞ্চিত হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, সরোজা বারংবার তনয়ার মুখ-চুম্বন করিয়া ডাকিতেছেন,'কোহিনুর, কোহি-নুর!' আর কোহিনুর দুই-হাতে মায়ের কণ্ঠ-বেষ্টন করিয়া উত্তর দিতেছে—'মা' 'মা'।

(ক্রমশঃ)

শ্রীননীবালা দেবী।

# আরতি।

মল্লার—তেওরা।

( ১ )

একি এ আরতি গগনে!—
হেম-মণ্ডিত মন্দির মাঝে
সন্ধ্যা-ধূসর লগনে!
গরজে দামামা জলদ-মন্দ্রে,
বজ্র নিনাদে রন্ধ্রে রন্ধ্রে;
ভীম গম্ভীরে দূর অম্বরে
ঘোর ঘন-ঘটা সঘনে!—
কাহার আরতি গগনে!

( ২ )

পঞ্চপ্রদীপ আলোয়ে বিজলী
নাচিয়া নাচিয়া পড়িছে উছলি,
ধূপ-গুগ্‌গুলে ঘন ঢেউ তুলে
মেঘেরা ধূম্র বরণে!—
কে গো আনন্দ ছন্দে গলিয়া
চন্দ্রমা-দীপ দিয়েছে আলিয়া;
তারা-ফুলগুলি ঢলিয়া ঢলিয়া
লুটাইছে চারু চরণে;—
কাহার আরতি গগনে!

( ৩ )

কে গো সিঞ্চিয়া শান্তি-সলিল
আরতির শেষে ভাসায় নিখিল!—
ধরণী সে বারি ধ'রে তিল তিল
মাখিয়াছে সারা জীবনে!—

( ৪ )

হাসে তরুলতা, হাসে ফুলফল,
নাচে ঋতুঋতু হইয়া সফল;
সাগর-তটিনী বহে কল কল,
সজল সে ধারা মগনে!
কাহার আরতি গগনে!

রচনা—শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ দরবেশ। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

## আস্থায়ী।

৩　১´　২　৩　১´
II [মা　মা I রা　মা　রা। সা　-। না　সা I ( রা　-মা　-।
এ　কি　এ　আ　র　তি　•　গ　গ　নে　•　•

২　১´　২　৩　১
। -রা　-। ) ] । রা　-মা　-। -পা　-মা। -রা　-সা I মা　-। মা।
•　•　নে　•　•　•　•　•　•　•　হে　•　ম

২　৩　১´　২　৩
। পা　-। । ধা　পা I মা　-। পা। না　-র্সা। র্সা　র্সা I
ম　•　ন্দি　র　মা　ঝে

I সা -না রা। সা -া। পা ণধা I পা -মা মা। মা -রা।
স ন্ ধা ধূ স র০ ন গ নে

। মা মা II
"এ কি"

অন্তরা।

II [মা পা পা। না -া। না না I সা সা সা। না -সা।
গ র জে দা মা মা জ দ ম ন্

। সা -া I মা -া পা। না -া। সা সা I না -সা রা।
হে ব ক্ষ নি না দে র ন্ গে

। না -সা। রা -া] I [মা -া মা। রা -া। না সা I
র ন্ গে ভী ষ ণ ম্ ভী র

I রা -া রা। গাঃ -ধঃ। ণা পা] I মা পা -া। গা গা।
ধূ ০ র অ ম্ ব রে ঘো র ব ন

। মা পা I মা পা -া। মা -রা। মা মা I রা মা রা।
ব চা ন ধ ০ নে ০ কা রা র আ র

। সা -া। না সা I রা -মা -া। -রা -া। মা মা II
ভি ০ গ গ নে ০ ০ ০ "এ কি"

সঞ্চারী।

II [সা -া রা। মা -া। মা রা I মমা মা পা। মা -া।
প ক্ চ ক্র দী প আ লা রে বি ০০

৩　১′　　২　৩　১′
। পা　পা I মা　গধা　পা। ণা　ণা। পা　-। I মা　পা　মা।
জ　লী　না　চি॰　রা　না　চি　য়া　॰　প　ড়ি　ছে

২　৩　১′　　২　৩
। মা　-। রা　সা I ন্া　সা　-। রা　-। সা　সা I
উ　॰　ছ　লি　ধু　প　ও　গ্ ও　লে

১′　　২　৩　১′　　২
I ণ্া　ণ্া　ধ্া। ণ্া　-। প্া　প্া I মা　পা　নসা। রা　-মা।
ব　ন　ঢে　উ　তু　লে' মে　গে　রা॰　ধ্　॰

৩　১′　　২　৩
। মা　-। I মা　-।　পা। ণা　-। -পা　-মা] I
ম্র　॰　ধ　॰　র　গে　॰　॰　॰

আভোগ।

১′　　২　৩　১′　　২
I [মা　মা　-। পা　মা। -।　পা I না　-।　না। র্সা　-।
কে　গো　আ　ন　ন্　দ　ছ　ন্　দে　গ

৩　　১′　　২　৩　১′
। নর্সা　র্সা I র্সা　-ননা　র্সা। র্রা　-। র্সা　-। I না　র্সা　র্রা।
লি॰　য়া　চ　ন্দ্র　মা　দী　॰　প　দি　য়ে　ছে

২　৩　　১′　　২
। র্রা　-। র্রা　র্রা] L [র্মা　র্মা　র্মা। র্রা　॰।　পা　র্মা I
আ　॰　লি　য়া　তা　রা　ফু　ল　॰　ও　লি

১′　　২　৩　১　　২
I র্রা　র্রা　র্রা। না　-র্সা। র্সা　র্সা] I মা　পা　পা। ণা　-ধা।
চ　লি　য়া　চ　॰　লি　য়া　লু　টা　ই　ছে

৩　১′　　২　৩　১′
। পা　পা I মা　-।　পা। র্সা　-। ণা　ণা I পা　মা　রা।
চা　ক　চ　॰　র　গে　॰　কা　হা　র　আ　র

২　৩　১′　　২　৩
। সা　-। ন্া　আ I রা　-মা　-পা। -মা　-রা। মা　মা II
তি　॰　॰　গ　গ　নে　॰　॰　"এ　কি"

৩

২য় সঞ্চারী।

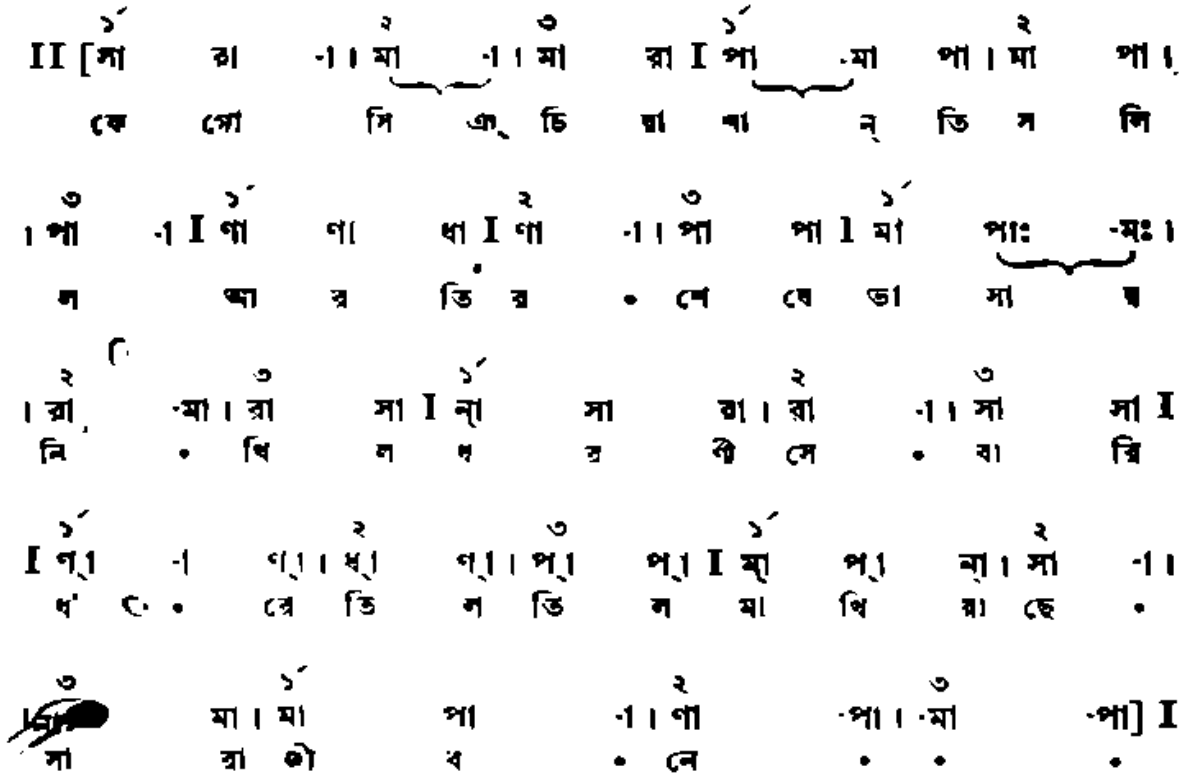


২য় আভোগ।

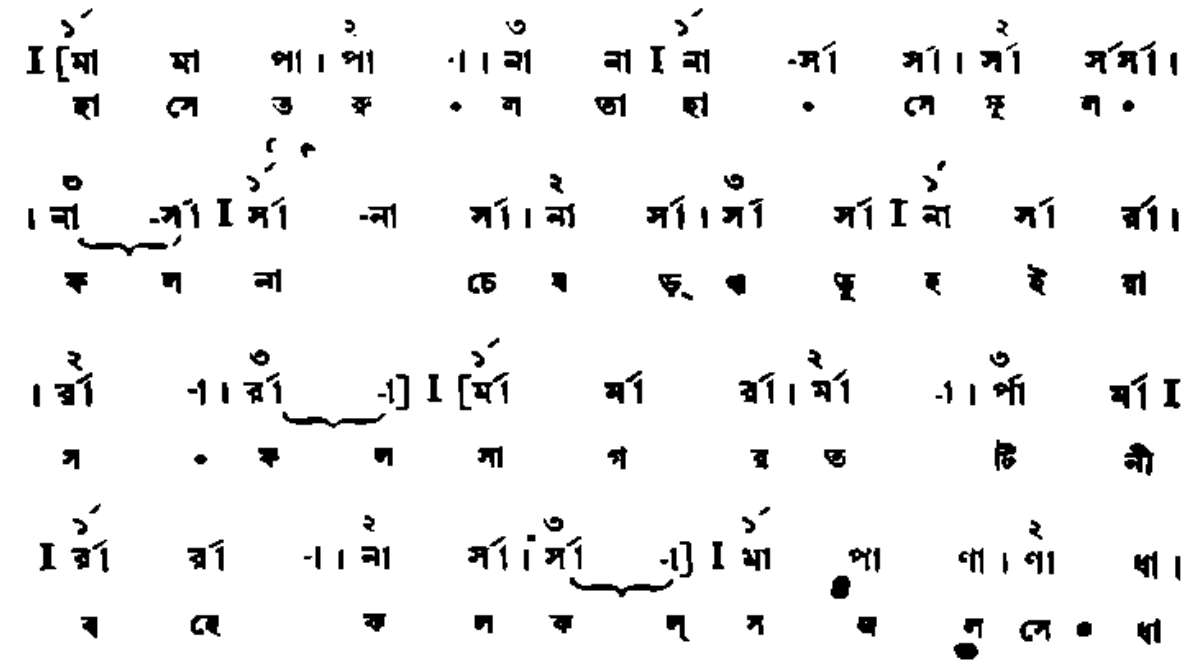

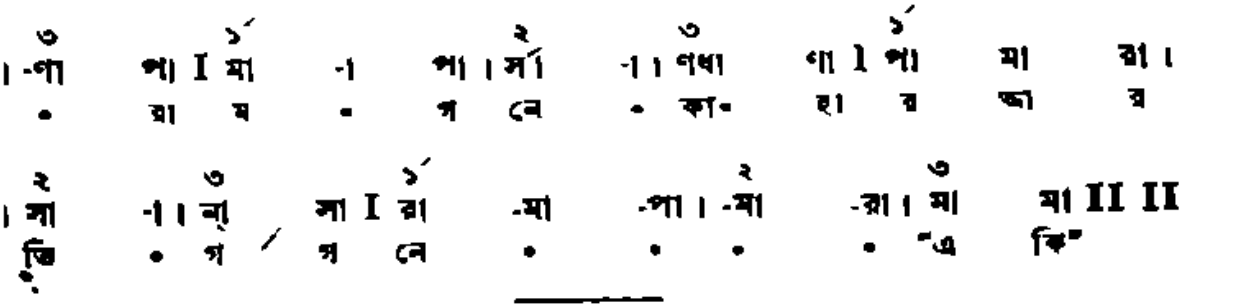


# আমার বিবাহ।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

কুড়ি দিন কাটিয়া গেল। বাবা মা, সরযূ ও ললিতকে লইয়া কাশী হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মা আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "বাছার মেসে খেয়ে সুবিধা হ'ত না,তাই রোগা হয়ে গিয়েছে!" বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর কি এর মধ্যে অসুখ হয়েছিল? এরূপ চেহারা খারাপ হ'ল কিসে?"

আমি "না, আমার কোন অসুখ হয় নাই," বলিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে সরিয়া গেলাম।

বাবা পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছিলেন যে, পরীক্ষার পরেই আমার বিবাহ দিবেন। তাই তিনি নানা স্থানে পাত্রীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আমি কিন্তু মায়ের নিকট বার বার বলিয়া আসিতেছিলাম যে, আমি কিছুতেই বিবাহ করিব না।

আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে,অমিয়ার সহিত যদি বিবাহ হয়, তবেই বিবাহ করিব; তাহা না হইলে এ-জীবনে আর বিবাহই করিব না। আমি এটি বেশ বুঝিয়াছিলাম যে, যাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসা যায়, তাহাকে ছাড়া অন্য আর কাহাকেও সেরূপ ভালবাসা যায় না। এ জগতে যাহারা এইরূপ ভালবাসার স্থান পরিবর্ত্তন করিতে দেখা যায়, তাহাদিগের হৃদয় কিরূপ, জানি না। যে পুরুষ তাহার প্রথম পরিণীতা বধূর নিকট দিব্যনিশি বলিয়া আসিয়াছে যে, জগতে তাহাকে ছাড়া তাহার ভালবাসিবার আর কিছুই নাই, সে যদি সেই স্ত্রীর মৃত্যুর পরই পুনরায় দার-পরিগ্রহ করে, এবং এই বধূকেও সেই কথাই বলিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার দ্বারা তাহার পূর্ব্ব স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা কপটতামাত্র কি না তাহা সকলের বিবেচ্য। অমিয়ার প্রতি আমার ভালবাসা স্বচ্ছ বারিধির ন্যায় নির্ম্মল ও গভীর। তাই আমি তাহাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও বিবাহ করার কথা একেবারে মনে স্থান দিতেই পারি নাই।

বাবা এ-দিকে একটি পাত্রী পছন্দ করিয়া আমার বিবাহের দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন। এ-কথা শুনিয়া আমার যে কিরূপ দুঃখ ও রাগ হইয়াছিল, তাহা দু'এক কথায় বর্ণনা করা যায় না। আমি সেই-দিনই রাত্রিতে মাকে

বলিলাম যে, তাঁহারা যদি আমার বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমি নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া যাইব। এ-কথাতে মাতা কত অশ্রুপাত করিলেন, কত বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই আমাকে তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত করাইতে পারিলেন না। মা মনে ব্যথা পাইয়াছেন, জানিয়া মনটা আরও খারাপ হইয়া গেল।

পরদিন বাবা আমার বালাবন্ধু পরেশকে ডাকাইয়া আমার এইরূপ বৈরাগ্যের কারণ জিজ্ঞাসা করাইলেন, কিন্তু সেও সন্তোষজনক কোন কারণ দেখাইতে পারিল না। কারণ, আমার মনের কথা আমি এতদিন কাহাকেও বলি নাই। সে-দিন হইতে পরেশ আমার পিছু লাগিল। প্রতিদিন আমাকে সে বিরক্ত করিতে লাগিল। পাছে কোন দিন অন্য বন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলে, এই ভয়ে একদিন আমি তাহাকে নানাপ্রকার প্রতিজ্ঞা করাইয়া সমস্ত কথা বলিলাম। পরেশ আমার কথা শেষ হইলে খুব খানিকটা ভীষণভাবে হাসিল এবং পরে বলিল, "আচ্ছা এর প্রতিকার হচ্ছে।" আমি ভাবিলাম, পরেশ নিশ্চয়ই তাহা হইলে এ-কথা প্রকাশ করিবে। ইহাতে ভয় হইল। আমি তাহার পায়ে পড়িলাম এবং বলিলাম, "দেখ পরেশ, যদি তুমি এ-কথা প্রকাশ কর, তাহা হইলে চিরদিনের তরে আর আমি তোমার মুখ দেখিব না।" সে কিছুতেই কাহাকে বলিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া গেল, কিন্তু পরে যাহা ঘটিল, তাহাতে বুঝিলাম যে সে তাহার প্রতিজ্ঞা রাখে নাই।

দিন-কতক সকলকেই বেশ চুপ্ চাপ্ দেখিয়া আমি ভাবিলাম, পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী বলিয়া এ-সময়ে বাবা কিংবা মা আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে ইচ্ছুক নন্। কিন্তু একদিন সন্ধ্যার পর সরকারী উদ্যান হইতে বেড়াইয়া আসিয়া দেখি যে, বাহিরকার ঘরে আমার বিছানার উপর রামদুলালবাবু বসিয়া আছেন এবং বাবা চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর একখানি কাগজে কি লিখিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই রামদুলালবাবু বলিলেন, "কিহে সতীশ, কেমন আছ?"

একে রামদুলালবাবুর হঠাৎ আগমন, তাহাতে আবার আমাকে "তুমি" বলিয়া সম্বোধন! আমার ত শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল। আমার মনে হইল, "তবে কি পরেশ আমার কথা বাবা কিংবা মা'র নিকট প্রকাশ করিয়াছে?" এ-কথা মনে হইতেই লজ্জা এবং পরেশের প্রতি রাগ, এই দুইটিই একসঙ্গে আসিয়া আমার মনকে আক্রমণ করিল; এবং একটু যে আনন্দ তাহার সহিত একেবারে যোগ দিল না, তাহা নহে। দিনকতক আমি মুখ তুলিয়া মা কিংবা বাবার সহিত কথা বলিতেই পারিলাম না। পরেশের প্রতি তখন ক্রুদ্ধ হইলেও এখন দেখিতেছি পরেশই আমার প্রকৃত বন্ধু।

পরীক্ষার দিন-কতক পূর্ব্বে শুনিলাম যে, আমার বিবাহের ঠিক হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষা যে-দিন শেষ হইবে, তাহার চারি দিন পরেই আমার বিবাহ। একেবারে যদি কোন আপত্তি না করি, তাহা হইলে মায়েরাই বা কি মনে করিবেন, এজন্য এবারেও কিঞ্চিৎ নরমভাবে আপত্তি করিলাম। কিন্তু সে আপত্তি যে কিছুই নহে, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না।

পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল, বিবাহের দিনও আসিয়া উপস্থিত হইল। রামদুলালবাবু পূর্ব্বেই কলিকাতায় একখানি বাটী ভাড়া করিয়াছিলেন। তাঁহারাও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ হইয়া গেল। শুভদৃষ্টির পূর্ব্বক্ষণ-পর্য্যন্ত ভয় হইতেছিল—"যদি এ অমিয়া না হয়, তাহা হইলে কি হইবে?" কিন্তু শুভ-দৃষ্টির সময় সে-সন্দেহ দূর হইল। সম্মুখে দেখিলাম, অমিয়ার সেই পরিচিত লজ্জানম্র মুখখানি যেন আমার হৃদয়ের ভিতর হইতে মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ফুলশয্যার দিন সন্ধ্যার সময় অমিয়াকে বলিলাম, "দেখ অমিয়া, এখন থেকে তোমাকে আর 'আপনি' বলিব না, 'তুমি' বলিব।" এ কথার উত্তর অমিয়া কিছুই দিল না। সেই মুহূর্ত্তে পরেশ আসিয়া উপস্থিত। পরেশকে দেখিয়া অমিয়া পলাইবার আয়োজন করিতেছিল। তাহাকে বাধা দিয়া পরেশ বলিল, "দেখুন, বৌ-ঠান্, আপনাকে একটা কথা বলি। এই যে সতীশ-ছোক্‌রাকে দেখ্‌তেছেন, ইনি—আমি উহার আপনার সহিত বিবাহের আয়োজন করিয়া দিয়াছি বলিয়া—চিরকালের জন্য আমার মুখ দেখিবেন না, সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহা কি আপনি অনুমোদন করেন?" অমিয়া পরেশকে কোন উত্তর দিল না। আমার একবার মনে হইল, যেন সে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। আমি বলিলাম, "দেখ পরেশ, ও-কথার আলোচনা করিয়া আর বৃথা কেন কষ্ট পাও?" পরে অমিয়ার হাত ধরিয়া আমি বলিলাম, "অমিয়া! আমি যে তোমাকে ফিরিয়া পাইয়াছি, পরেশই তাহার একমাত্র কারণ; সুতরাং আমাদের উভয়েরই উহার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।" পরেশ বলিল, "তোমরা পরস্পরের নিকট এখন কৃতজ্ঞতা কিংবা আরও কোন উচ্চ অঙ্গের ভাব প্রকাশ করিতে থাক। আমি আমার অনধিকার প্রবেশের জন্য ক্ষমা চাহিয়া চলিলাম!" এই বলিয়া সে অমিয়ার হাতে একটি কৌটা দিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। পরেশ চলিয়া যাইলে কৌটাটি খুলিয়া দেখিলাম তাহাতে দুইটী আংটী রহিয়াছে। একটীতে অমিয়ার নাম লেখা, ও অপরটীতে আমার নাম লেখা।

---

# ক্রীড়াপুত্তলী।

'আমার' 'আমার' করি' ভাবে শুধু মূঢ় মন,
কিন্তু হায়! কোথায় আমার!
ক্রীড়ার পুতুল তব আমার হৃদয় ল'য়ে
লীলাময়! খেল অনিবার!

কখনও শিশুর মত সাজাইয়া রাখ তারে
আপনার চরণের তলে,
কখনও পিশাচ-বেশ পরাইয়া রাখ দূরে,
যেন অতি-অনাদর-ছলে।

কখনও রাখহ তারে পবিত্র আসনে তব
কুসুমের কোমলতা দিয়া,
নির্ম্মম পাষাণে বাঁধি' কখনও বা তারে যেন
অবজ্ঞায় দাও সরাইয়া!

আপনার জ্যোতিঃ দিয়া কভু বা স্নেহের ভরে
বিমণ্ডিত কর তুমি তায়;
আবার কালিমা ঘন মাখাইয়া কর দূর
না রহিতে তব সীমানায়!

কভু বা লীলার ছলে উড়াইয়া দাও তারে
অতি উর্দ্ধ আকাশের পানে,
ধের উচ্চে উঠি' কিবা তোমারে ভুলিতে চায়,
মত্ত হ'য় আপনার জ্ঞানে!

আপন মোহের বশে আপনি চলিতে যায়
তোমার শকতি ফেলি' দূরে,
কিন্তু তোমা' ছাড়ি' সে যে হারা'য়ে আপন বল
নেমে পড়ে কোন্ নিম্নপুরে!

সেথা দেখে অন্ধকার—শুধু ঘোর অন্ধকার!
অসহায় নাহি অবলম্বন!
শান্তি-হারা রুদ্ধশ্বাসে লুটিয়া লুটিয়া কাঁদি'
স্মরে পুনঃ তোমার চরণ।

তুমিও কৌতুক-ভরে পুতুলের রঙ্গ দেখি'
তুল তারে হ'তে নিরন্তর;—
যেন সকরুণ প্রাণে তাহার বেদনা বুঝি'
আপনার বুকের উপর।

ক্রীড়ার পুতুল তব এ জড় হৃদয় মম
তোমার শকতি ল'য়ে চলে,
খেলাও, সে খেলে তাই, তবুও কি ভ্রান্তি-বশে
'আমার' 'আমার' শুধু বলে!

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

---

# ভারতীয় সঙ্গীত।

সঙ্গীত মানব-জাতির পরম আদরের সামগ্রী। পৃথিবীর সুসভ্য অসভ্য সর্ব্ব-জাতির মধ্যেই সঙ্গীতের সমাদর পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর আদিম অবস্থা হইতে বর্ত্তমান কালের ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক দেশে—কি ভারতভূমে, কি মিশরে, কি গ্রীসে—কি রোমে, সর্ব্বত্রই সঙ্গীত অতিশয় উচ্চ আসন পাইয়াছে। শুধু তাহাই নয় যখন কোন বিজ্ঞান, পুরাণ, দর্শন, শিল্প বা গণিত, কিছুই মানুষের মস্তিকে উদ্ভূত হয় নাই, তখন বা তাহারও বহু পূর্ব্ব হইতে সঙ্গীত মানব-জাতির হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। কেন না, সঙ্গীত মানবের একটি স্বাভাবিক বৃত্তি; তাহার প্রকৃতির অন্যতম উপাদান। এইজন্য স্বভাবতই উহা তাহার মধ্যে বিকসিত হইয়া উঠিবে।

মনোভাব প্রকাশে বা তাহার পরস্পর আদান-প্রদানের উপায়ভূত ভাষা-সৃষ্টির বহু পূর্ব্বে সঙ্গীত জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শিশু প্রথম ভূমিষ্ঠ হইয়াই যে রোদন করিয়া থাকে, উহাও সঙ্গীতের এক রূপ। তাহার রোদন, অস্ফুট ভাষণ, হসন, চলন, সমস্তই একই সঙ্গীতের বিভিন্ন বিকাশমাত্র। মানুষের ভাষা এই অনন্ত সঙ্গীতের এক আকার-ভেদমাত্র। কিন্তু সঙ্গীত মানুষের প্রকৃতিগত বৃত্তি হইলেও সমস্ত দেশে, সমস্ত জাতির মধ্যে ইহা সমানভাবে বিকাশ লাভ করে নাই। জাতিভেদে ইহা নানাস্থানে নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতবর্ষে

এই সঙ্গীত-বিদ্যা কি মূর্ত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

অতিপ্রাচীন কাল হইতে হিন্দুজাতি সঙ্গীত-বিদ্যা অতিযত্নের সহিত অনুশীলন করিয়া আসিতেছেন। বস্তুতঃ ভারতে সঙ্গীত-বিদ্যা এতই প্রাচীন যে কোনও ব্যক্তি-বিশেষ ইহার প্রবর্ত্তক না থাকায় ইহাকে দেবতা-সম্ভূত বলিয়া মনে করা হয়।—মানবের আদিগান সামগান এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে প্রথম গীত হয়। হিন্দুমাত্রেই বেদকে নিত্য ও অপৌরুষেয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সুতরাং সঙ্গীত-বিদ্যাকেও হিন্দুরা দেবসম্ভূত ও অনন্ত বলিয়া বিবেচনা করেন।

সঙ্গীত-কলার উৎপত্তি-বিষয়ে আমাদের দেশে কতকগুলি পৌরাণিক আখ্যায়িকার প্রচলন আছে। সেগুলি সকলে সমান ভাবে বিশ্বাস করিতে না পারিলেও হিন্দু-সঙ্গীতের উৎকর্ষ-সম্বন্ধে অনেক মনীষীরই মতের ঐক্য দেখা যায়। দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত ঐকান্তিক সাধনার ফলে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হওয়ায়, ইহা মানুষেরই সাধন-লব্ধ ধন বলিয়া সহজে প্রত্যয় হয় না।

যাহা হউক, ভারতীয় সঙ্গীতের উদ্ভব নর-লোক বা দেবলোক যাহা হইতেই হউক, ইহা যে এক অতুলনীয় অমূল্য সম্পদ্, তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সঙ্গীতে হিন্দু-সভ্যতার আকৃতি, প্রকৃতি ও বিশেষত্ব অতি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বুদ্ধির সর্ব্বগ্রাহিতা, বিস্তার, ব্যাপকতা ও উদারতা এবং ভাবের আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি যে সমুদয় গুণাবলি তাহার সভ্যতাকে এত মহিমমণ্ডিত করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই এই সঙ্গীত-চর্চ্চায় সবিশেষরূপে অভিব্যক্ত।

প্রথমতঃ হিন্দু স্বর বা নাদকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন। তাহার শাস্ত্র, তাহার দর্শন তাহাকে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে। ব্রহ্মই যদি জগৎ-কারণ হন্, আর সেই জগৎ-কারণ যদি স্বরাত্মক হয়, তাহা হইলে স্বর বা সঙ্গীতই জগৎ-কারণ। কারণের গুণ কার্য্যে বর্ত্তিয়া থাকে। সুতরাং এই সৃষ্ট প্রকৃতিও সঙ্গীতময়। ব্রহ্ম যেমন সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, নির্গুণ, নির্ব্বিকার, নিত্য-শুদ্ধ-মুক্তস্বভাব সঙ্গীতও তদ্রূপ; কেন না, উভয়ই এক,—অভিন্ন। কেবল সঙ্গীতে "রসো বৈ সঃ" অনন্ত মাধুর্য্যময় রসরূপী ব্রহ্মের নিবিড় আনন্দ-রসের অনুধাবন ও আস্বাদন। এই অনন্ত অফুরন্ত মধু-সিন্ধুর বিন্দুমাত্র উপভোগেই চরাচরের চরম ও পরম লাভ। তাই উপনিষদ্ বলিতেছেন—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্ত্যানন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" অর্থাৎ আনন্দ হইতেই ভূত-সকল জন্মিতেছে, আনন্দের দ্বারাই জীবিত থাকিতেছে এবং অন্তিম-কালেও আনন্দেতেই প্রবিষ্ট বা লীন হইতেছে।

একমাত্র ভারতবর্ষে ব্যতীত কুত্রাপি সঙ্গীতের এত উন্নত উদার কল্পনা সম্ভব হয় নাই। এই জন্যই সাধক বলিয়াছেন—'গানাৎ পরতরং নহি'। পক্ষান্তরে সঙ্গীতরস-রসিক পাশ্চাত্য কবি বলিলেন, "Eloquence the Soul, Song charms the sense." এই দুইটি সম্পূর্ণ-বিরুদ্ধ-ভাব-বিশিষ্ট উক্তি হইতেই দুইটি জাতির মানসিক প্রকৃতির যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। একজন আধ্যাত্মিকতার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে সমারূঢ়। তিনি সঙ্গীতে ভূমানন্দই

পাইয়া থাকেন ; আর একজন জড়বাদের নিম্ন স্তরে অবস্থিত। তিনি সঙ্গীতে ইন্দ্রিয়-সম্মোহনের অতিরিক্ত কিছুই প্রাপ্ত হ'ন না।

কেবল তাহাই নয়, কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত সঙ্গীত-কলাকে "সর্ব্বাপেক্ষা স্নায়ু-বিরক্তিকর শব্দ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "Music is the best disagreeable of all noise." পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রকৃতি সঙ্গীতময়ী। প্রকৃতির অশেষ কার্য্যাবলী সেই অনন্ত সঙ্গীতের সুরলয়ে ধ্বনিত ও নিয়ন্ত্রিত। পাশ্চাত্য নরদেবতাগণের কেহ কেহ ইহার আভাস পাইলেও তাঁহারা উহা সম্পূর্ণ অনুভব করিতে সমর্থ হন নাই। তাই কেহ বলিলেন, 'There is not the smallest orb which thou beholdest but in its motion like an angel sings'. কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বলিলেন যে, যতক্ষণ আমাদের এই বিনাশশীল জড়দেহ থাকিবে, ততক্ষণ ইহার অনুভব সম্ভবপর নহে। অপর কবি বলিলেন যে, এই সঙ্গীত আমাদের সাধারণ স্থূল অসংস্কৃত শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে (Gross unpurged ears. এই অনন্ত অসীম অখণ্ড এক সঙ্গীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য রাগরাগিণীতে সীমাবদ্ধ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে। তাই হিন্দু সঙ্গীতে ৬ রাগ ও ৩৬ রাগিণীর সৃষ্টি ও তাহাদের পরস্পরের সংযোগে ও সংমিশ্রণে অসংখ্য রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। এবং মিঞা তান সেন, বাইজু, বাহড়া, নানক প্রভৃতি সঙ্গীতের উপাধ্যায়গণ নানা প্রকার নূতন নূতন রূপের কল্পনা করিয়া নূতন নূতন রাগিণীর সৃষ্টি করিয়াছেন ; যথা দরবারী কানেড়া, শিন্ধু, ইমন ইত্যাদি। প্রকৃতই হিন্দুগণ যে এই অসংখ্য মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া অসংখ্য রাগ রাগিণীর সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের রসবত্তা ও সঙ্গীত-সাধনার পরাকাষ্ঠার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

অনন্ত অসীম বস্তু চিরকালই সীমা ও অন্তের গণ্ডির ভিতর আসিয়া পুনরায় অন্তের ও অসীমের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই যে সান্ত ও অনন্ত, সসীম ও অসীমের অবিরত মিশামিশি, ইহা হইতেই যাবতীয় সৃষ্টিপর্য্যায়। তাই কবি বলিয়াছেন—

'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চায় ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে থাই,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে হারা।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আলোক মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।'

এই কবিতাটিতে কবি প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। অসীম অনন্ত যেমন আপনাতেই আপনি পরিতৃপ্ত হইয়া আপনাকেই সীমার গণ্ডীর মধ্যে ধরা দিতে চায়, সান্ত ও সসীমও সেইরূপ নিজের গণ্ডী ছাড়িয়া অনন্ত ও অসীমের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

অখণ্ড অনন্ত গন্ধরাশি আপনাতেই আপনি তৃপ্ত নহে। তাই সে ধূপ ফুল ফল লতা পাতা প্রভৃতিতে আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়া থাকে।

তাহা না হইলেই বা গন্ধের উপলব্ধি কি-প্রকারে সম্ভবপর হইত? যেই ফুল পুড়িয়া ছাই হইল, ফুল-ফল লতা-পাতা শুকাইল, সীমার শিকল ভাঙ্গিয়া গেল, অমনি তাহার গন্ধও অনন্তের সহিত মিলাইয়া গেল। সুরের মধ্যেও সেই একই ক্রিয়া। অথণ্ড অনন্ত সঙ্গীত যদি নিজ-সত্তাতেই অবস্থিত থাকিত, তাহা হইলে কি তাহার সন্ধান পাওয়া সহজ হইত! তাই সে আপনিই অসংখ্য ছন্দের পৃষ্ঠদেশে আপনাকে বাঁধিয়া অশেষপ্রকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কিন্তু প্রতিধূপে যেমন অনন্ত গন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়, প্রতি-ছন্দোবদ্ধ সুরে বা রাগিণীতেও তেমনি সেই অনন্ত সুরের আভাস পাওয়া যায়।

রাগ-রাগিণীমাত্রই বিভিন্ন ভাবের অভি-ব্যক্তি। ভাবও অনন্ত বস্তু; নানাপ্রকার রূপ-পরিগ্রহতেই তাহার বিকাশ ও পরিণতি। ভাবকে মূর্ত্ত করিয়া এমন একটু কিছুর ছাপ তাহাতে দিতে হইবে, যাহাতে দিব্য ও অনন্তের ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। তাই কবি বলিয়াছেন,

"The light that never was on sea or land
The consecration and the poet's dream."

হিন্দু সঙ্গীতের রাগ-রাগিণী এই অনন্ত ভাব-রাশির রূপবিকাশ। এই রূপ-বিকাশে শিল্প-কলার সুনিপুণ নিয়োগ চাই, কেন না রাগ-রাগিণীকে এক অর্থে Artistic বা Aesthetic Idealisation বলিতে পারা যায়। কাব্যে যেরূপ ভাষা ভাবের অনুগামিনী, সঙ্গীতেও সেইরূপ রাগাদি ভাবরূপের অনুচর। ভাব যেখানে তরল, ভাষা ও সুরও সেখানে তরল; ভাব যেখানে গম্ভীর, ভাষা ও সুরও সেখানে গম্ভীর। তাই ভবভূতি যখন বলিলেন, মহৎ ব্যক্তির চরিত্র সহজে বোধগম্য হয় না, কখন ও উহা বজ্রের ন্যায় কঠোর কখনও বা কুসুমের ন্যায় কোমল, তখন ভাষাটিও সেই-রূপই করিলেন; যথা, "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি" ইত্যাদি। সঙ্গীতেও সেই-রূপ তরল ভাব প্রকাশের জন্য ঠুংরি টপ্পা গানের সৃষ্টি; গুরু গম্ভীর ভাব প্রকাশের জন্য ধ্রুপদ ইত্যাদি গানের সৃষ্টি।

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মৈত্র।

---

# পরশে।

তুমি নাথ, এসেছিলে
প্রথম প্রভাত গগনে;
তুমি নাথ, এসেছিলে
প্রখর দুপুর-তপনে!
তুমি এসেছিলে সখা
সাঁঝের সমীরে
ছড়ায়ে কুসুম-গন্ধ!

ফিরিয়া তোমারে, ওগো,
চাহি নাই আমি,—
ছিনু মোহ-ঘোরে অন্ধ!
মোর গর্ব্বিত মন
চাহে নি তোমায়,
দিয়াছে হেলায় ফিরায়ে;
শতবাহু মেলি

রয়েছ গো তুমি
বাঁধনে আমারে জড়ায়ে!
হৃদয় আমার
রুদ্ধ রয়েছে,
স্থানের নাহিক লেশ!

তব, কোমল পরশে
জাগাও তাহে,
ঘুচে যাক্ সব ক্লেশ!

শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী।

---

# আমাদের খাদ্য।

আমরা কি আহার করি এবং কেন আহার করি সে-বিষয় ভাবিবার কিংবা জানিবার অবসর আমাদের প্রায়ই হয় না। সাধারণতঃ ক্ষুধার উদ্রেক হইলেই আহারের প্রয়োজন হয় এবং আহারের দ্বারা আমরা জীবন ধারণ করি, ইহাই আমাদের ধারণা। উদর-সর্ব্বস্বদের মতে রসনা-তৃপ্তিকর নানাবিধ আহার্য্য আস্বাদনের জন্যই আমাদের জন্ম; কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের মতে জীবনধারণের জন্যই আহারের প্রয়োজন। আমরা আহার করিবার জন্যই জীবন ধারণ করি, অথবা জীবন-ধারণের জন্য আহার করি,—এই সমস্যার মীমাংসা এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে হওয়া সুকঠিন।

আমরা কি আহার করি, তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে কেন আহার করি সে-বিষয় জানা আবশ্যক। আহারই শরীরের রক্ষা ও পুষ্টি-সাধনের একমাত্র উপায়, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু ইহা কি প্রকারে সাধিত হয়? শরীরের পুষ্টি-সাধন দুইভাবে হয়।—

প্রথম, শরীরের বৃদ্ধি ও তাহার ক্ষয়-পূরণের জন্য দৈহিক-যন্ত্র গঠন-উপাদান-সমূহের পুষ্টি-সাধন (Tissue Building).

দ্বিতীয়তঃ, শরীর-যন্ত্র-চালনের জন্য (এঞ্জিনের কয়লার ন্যায়) শক্তিসঞ্চয় প্রয়োজন।

আমরা যাহা কিছু আহার করি, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য উপরি উক্ত দুইটী কার্য্যের সহায়তা করা। যদিও প্রত্যক্ষভাবে আমরা উপরি উক্ত উদ্দেশ্যে আহার করি না, কিন্তু পরোক্ষভাবে আহারের দ্বারা উপরি উক্ত উদ্দেশ্যগুলিই সাধিত হইয়া থাকে। ইহার একটী উদাহরণ এই যে, যখন আমরা সুস্থ-শরীরে থাকি, তখন যাহা অভিরুচি তাহাই আহার করি, কিন্তু শরীর অসুস্থ হইলেই চিকিৎসকের নিকট আহারের ব্যবস্থা লইতে হয়; অর্থাৎ তখন কোন্ যন্ত্রের পুষ্টির জন্য কিরূপ আহারের প্রয়োজন, তাহার নির্ণয় বৈজ্ঞানিক ব্যতীত অন্যের দ্বারা হওয়া অসম্ভব। উদর-সর্ব্বস্বেরা এই সময়েই আপনাদের ভুল বুঝিতে সমর্থ হন। বৈজ্ঞানিকেরা আহার ও আহার্য্য-সম্বন্ধে অনেক বহুমূল্য উপদেশ দিয়াছেন এবং তাঁহাদের উপদেশ-মত চলিলে কায়িক ও আর্থিক অনেক স্বচ্ছলতা হইতে পারে, কিন্তু আমরা তাহা করি না। যখন অপর্য্যাপ্ত আহার্য্য বস্তু পাওয়া যায়, তখন মিতব্যয়িতার কথা মনে থাকে না। তখন আমরা আহার্য্য বস্তুর

কত যে অপচয় করি, তাহার ইয়ত্তা থাকে না। অনেকে বলেন, কোন বস্তুরই অপচয় হয় না। যাহা পড়িয়া থাকে, তাহা পশু-পক্ষীতে আহার করে। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী এই ভীষণ যুদ্ধের পরিণামে ও বহুদেশে শস্তের উৎপত্তির অভাবে খাদ্য-দ্রব্যের দৌর্ম্মূল্য-হেতু সকল দেশেই অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষের হাহাকার উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে অনেকেরই মিতব্যয়িতার প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। যুদ্ধের সময় য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জ কিরূপ মিতব্যয়িতার সহিত সুদীর্ঘ পাঁচবৎসর কাল আপনাদের আহারের সংস্থান করিয়াছেন, তাহা সকলেরই শিক্ষার বিষয়। মিতব্যয়িতাই ইহার প্রধান মন্ত্র। আহার্য্যের অপচয়-নিবারক বিভাগ ( Food Control Dept. ) মিতব্যয়িতার চরম উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। অপচয়-নিবারণের জন্ত তাঁহারা বড় বড় বিজ্ঞাপনে নানাপ্রকার চিত্তাকর্ষক ছবির দ্বারা মিতব্যয়িতার মহামূল্য উপদেশ-সমূহ সকলের দৃষ্টিগোচর করিবার জন্ত নানাস্থানে প্রচারিত করিয়াছেন। কাহারও গৃহের সম্মুখে এক টুক্‌রা রুটী পড়িয়া থাকিলেই তাহার উপর প্রীতিমত শাস্তির বিধান করা হইয়াছে; জীবন-ধারণের জন্ত বিভিন্ন বয়সের স্ত্রীপুরুষের শরীর-পুষ্টির নিমিত্ত যে যে খাদ্যের যতটুকু প্রয়োজন তাহার পরিমাণ অনুসারে প্রত্যেকের আহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এখনও সেই নিয়ম-অনুসারেই আহার-ব্যবস্থা চলিতেছে। এই সব স্থানে এখনও বিজ্ঞাপন দেখা যায়—"আহারের মিতব্যয়িতা-সম্বন্ধে তিনটী মহামূল্য উপদেশ :—যত্নের সহিত রন্ধন কর, ধীরে ধীরে আহার কর,—পুষ্টিকর কোনও দ্রব্যের অপচয় করিও না।" "The three golden rules for food-economy—Cook carefully, Eat slowly—Waste nothing nutritious".

আমাদের আহার্য্য-নিরূপণের জন্ত রাসায়নিক বিশ্লেষণ ( chemical analysis. ) আমাদিগকে সবিশেষ সাহায্য করে। ইহার দ্বারা আমরা আমাদের খাদ্য-দ্রব্যের উপাদান ও তাহার কার্য্যকারিতা কি, তাহা জানিতে পারি। আমাদের আহার্য্য বস্তুর উপাদান-সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত উপাদানগুলিই প্রধান—

১। Protein (e. g. Gluten)—লালাজাতীয় দ্রব্য। ময়দার আটা-ভাগ, অর্থাৎ যে পদার্থ থাকাতে ময়দা ভিজাইলে আঁটাল হয়।

২। Albuminous (e. g. Gelatin অণ্ডমধ্যস্থ শ্বেতাংশবিশেষ এবং উদ্ভিদ্ ও জৈব-দেহমধ্যস্থ তৎতুল্য পদার্থ।

৩। Carbohydrate ( e. g. Sugar, starch)—চিনি, ( মাড় ), শ্বেতসার-জাতীয়।

৪। Fats (e. g. butter, oil etc)—তৈলাক্ত পদার্থ।

৫। Vitamins—খাদ্যের পচন-সাহায্যকারী পদার্থ। ইহার উপাদানগুলির তত্ত্ব এখনও সম্পূর্ণ জানা যায় নাই। ইহা পচনের সাহায্যকারী, কিন্তু খাদ্য প্রস্তুত করিবার সময় ইহা শীঘ্র নষ্ট হওয়া সম্ভবপর। খাদ্য-দ্রব্যে ইহারই অভাব বেরীবেরী-রোগের কারণ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

৬। Mineral matters – খনিজ পদার্থ অর্থাৎ লবণজাতীয় দ্রব্য।

৭। Water—পানীয় জল।

উপরি উক্ত উপাদানসমূহের মধ্যে প্রথম চারিটী অর্থাৎ Protein, Albumin, carbohydrate ও fats শক্তি-সঞ্চারক (supply energy) এবং শেষের দুইটী অর্থাৎ mineral matters ও water শরীর-বৃদ্ধি ও ক্ষয়-পূরণের সাহায্যকারী ( Tissue builders. )।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ-দ্বারা আমাদের খাদ্য-সামগ্রী-সমূহের কোন্‌টীর দ্বারা উপরি উক্ত দুই কার্য্যের কতখানি সম্পাদিত হয়, তাহা জানা যায় এবং এই সকল পরিমাণকে খাদ্যের আহার্য্য-মূল্য ( Food value), পুষ্টিসাধন-ক্ষমতা ( Building power ) ও শক্তিকারক পরিমাণ ( energy value ) বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হয়। উপরি উক্ত উপাদানের যে কোন দ্রব্যের একগ্রাম ( one gram ) পরিমাণ দগ্ধ করিলে যতটা উত্তাপ পাওয়া যায়, সেই উত্তাপ-জনক ক্ষমতাকে calorific value বলা হয়।

পরিমাণিক খাদ্য-নির্দ্ধারণের জন্য কিংবা আহার্য্য-দ্রব্যের গুণানুসারে আহার্য্য ব্যবস্থার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।—

১। আমরা যে পরিমাণ খাদ্য আহার করি, তাহার সমস্তটা শরীরের ব্যবহারে আসে না; এবং শরীরেরই বা কোন্ অংশের আংশিক অসম্পূর্ণতা-পরিপূরণের জন্য ইহা ব্যবহার হইতে পারে।

২। খাদ্যের পরিপূরণশক্তি খাদ্যদ্রব্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন। তৈলাক্ত খাদ্যসমূহের পরিপূরণ শক্তি অধিক।

৩। পচন ক্রিয়ার সময় ( পরিপাকের সময় ) আহার্য্যের উপাদানগুলির যতটী শরীরে শোষিত হয়, সেই অনুসারে আহার্য্য-দ্রব্যের বিভিন্নতা নির্দ্ধারিত হয়।

৪। ব্যক্তিগত খাদ্যে রুচি, হজমশক্তি, বয়স, জাতি ও শরীর অনুসারে খাদ্য-দ্রব্যের বিভিন্নতা নির্দ্ধারিত হয়।

আহার্য্য-ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য দুইটী। প্রথম, সকল প্রকার অপচয়-নিবারণ; যথা—ভাণ্ডারজাত আহার্য্য দ্রব্য, রন্ধন ও প্রস্তুতকরণ, প্রত্যেক ব্যক্তির আহার্য্য-পরিমাণ এবং অনাবশ্যক আহার—এই সকলে অপচয়-নিবারণ।

দ্বিতীয়তঃ—সাম্য-আহার অর্থাৎ যাহাতে শরীর-বর্দ্ধনকারী আবশ্যক সকল দ্রব্যগুলিই বর্ত্তমান থাকে, প্রত্যেকেরই এইরূপ মিশ্রিত আহারের প্রয়োজন (mixed diet)। সাধারণতঃ দৈনিক আহারে লালাজাতীয় (Protein) ১২ ভাগ, শ্বেতসার ( starch ) ৫০ ভাগ, তৈলাক্ত পদার্থ ( fats ) ৫ ভাগ ও অবশিষ্ট খনিজ ও জলীয় পদার্থ আবশ্যক।

খাদ্যের লালাজাতীয় ( Protein ) উপাদানই প্রধানতঃ শরীরবর্দ্ধক; খনিজ ও জলীয় উপাদান তাহাকে সাহায্য করে। শ্বেতসার ও তৈলাক্ত খাদ্য প্রধানতঃ শক্তি-সঞ্চারক, কিন্তু সকল উপাদানই প্রত্যেককে সাহায্য করে।

দৈনিক খাদ্যের আবশ্যক পরিমাণ।

| | | |
|---|---|---|
| (লালাজাতীয়)—৪$\frac{১}{৪}$ আউন্স | } | উত্তাপজনক শক্তি ৩০০০ calorie |
| (চিনিজাতীয়)—১৭$\frac{১}{২}$ " | | |

এক্ষণে আমাদের প্রধান খাদ্য-দ্রব্যগুলির উপকরণ ও শক্তিপরিমাণ দেখা যাক্। আমরা সাধারণতঃ আমাদের খাদ্য দুইভাগে বিভক্ত

করিয়া থাকি—নিরামিষ ও আমিষ। আমাদের দেশে নিরামিষ খাদ্যবস্তুর সংখ্যাই অধিক এবং তাহার মধ্যে চাউল, গম, ভুট্টা, জই, যব, আলু শাক্-সব্জী, ফল, চা, চিনি ইত্যাদিই প্রধান। আমিষের মধ্যে মৎস্য, মাংস, ডিম্ব ইত্যাদি। ইংরাজি মতে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যসমূহ আমিষের ( animal food ) মধ্যে গণ্য, কিন্তু ডিম্বকে অনেক সময় নিরামিষের মধ্যে ধরা হয়। আমাদের জীবন-ধারণের প্রধান প্রধান দ্রব্যগুলির গুণাগুণ নিম্নে বর্ণিত হইল।—

চাউল।—ভাতই আমাদের দেশে প্রধান খাদ্য। ইহাতে উদ্ভিদ্-শ্বেতসার ( vegetable starch ) শতকরা ৭৬ ভাগ, কিন্তু অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যের পরিমাণ কম। শ্বেতসারের ভাগ অধিক পরিমাণে থাকায় ইহার খুব ধীরে ধীরে পরিপাক হয় এবং অন্ত্র-পথে ( alimentary canal ) গতির সময় ইহার সমস্তই প্রায় শরীরে শোষিত হয়। সেইজন্য ইহা একটী অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য। ইহাকে জলে সিদ্ধ করিয়া রন্ধন করার পরিবর্ত্তে বাষ্পে সিদ্ধ করাই বিধেয়। কারণ, জলে সিদ্ধ করায় ইহার কতক পরিমাণ সারাংশ অতিরিক্ত জলের সহিত বাহির হইয়া যায়। ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিকের আবিষ্কৃত Ionic যন্ত্রের রন্ধন-প্রণালীতে বাষ্পদ্বারা সমস্ত রন্ধন কার্য্য সম্পাদিত হয়।　　( ক্রমশঃ )

---

# মেয়েদের কথা।

১। নারীর কৃতিত্ব।—ক্যানেডা রাজ্যের অন্তর্গত কলম্বিয়া-প্রদেশ হইতে মিসেস্ মেরি এলেন স্মিথ নামে এক মহিলা তথাকার মন্ত্রি-সভায় স্থান পাইয়া নারীজাতির গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন। সমগ্র ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের মধ্যে তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন রমণী এত বড় উচ্চ পদ লাভ করিতে পারেন নাই। চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনি ভ্যাঙ্কুভার-নগরের প্রতিনিধি হইয়া ব্যবস্থাপক সমিতির সভ্য হয়েন। সেই বৎসরেই তাঁহার স্বামী কোষাধ্যক্ষ রাল্ফ স্মিথের মৃত্যু হয়। তখন বহু জনের সম্মতিক্রমে তাঁহার পত্নী এলেন স্মিথকেই তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করা হয়। ক্যানেডার ইতিহাসে পার্লামেণ্ট সভায় স্ত্রীসভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন এই প্রথম, তা'ও আবার স্বামীর পরিবর্ত্তে।

পরবর্ত্তী তিন বৎসরের মধ্যে তিনি দুইবার নির্ব্বাচনে উঠিয়াছিলেন;—শেষের বার তাঁহার দিকে এত লোকে ভোট দিয়াছিল যে, এক-দিকে অত ভোট ক্যানেডার প্রাদেশিক ইতিহাসে আর কখন হয় নাই। কিছুদিন পরেই কলম্বিয়ার পার্লামেণ্ট-সভায় তাঁহাকে সভাপতি নিযুক্ত করা হয়; ব্রিটিস সাম্রাজ্যে আর কখনও এরূপ গুরুত্বব্যঞ্জক পদ কোন স্ত্রীলোকের উপর অর্পিত হয় নাই। কিন্তু সভাধিবেশনের কিছু পূর্ব্বে তিনি এ-প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন; কারণ, তাহাতে তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্যক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটিত। এক-মাসকাল পরে তিনি মন্ত্রিসভায় সভ্য নিরূপিত হইলেন। সভ্য হইয়া তিনি স্ত্রীলোকদের জন্য কয়েকটী সুবিধাজনক

আইন পাশ করান। দুঃস্থ জননীদের জন্ত সরকারী বৃত্তির বন্দোবস্ত করেন। যে-সকল নারী বিলাতে বাস করিবার স্থান পায় না, তাহাদিগকে ক্যানেডাতে আনাইয়া যাহাতে যথোপযুক্ত স্থানে বাস করিতে দেওয়া হয়, এই উদ্দেশ্তে ক্যানেডাতে একটী সমিতি আছে। এলেন স্মিথ তাহারও একজন সভ্য।

তাঁহার তিনটী সন্তান। তিনি খুব সাদাসিধে জিনিষের পক্ষপাতী। ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সকলে তাঁহাকে ভক্তি করিয়া "আমাদের মেরি এলেন" বলিয়া জানে।

২। স্ত্রী-পুরুষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা (সাময়িক পত্র হইতে সঙ্কলিত)। —ইয়োরোপে আজকাল স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব দেখা যাইতেছে, সেটা নাকি পৃথিবীর অসভ্য জাতিদের মধ্যে খুব প্রবল। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আদিম মানব তাহার সমাজকে সুশৃঙ্খল করিবার জন্ত এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে-সকল নিষেধ-বিধির প্রচার করিয়াছিল, আজও কোথাও কোথাও সেই সকল বিধি লঙ্ঘন করিলে নরনারীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এই যে পরস্পরকে দূরে রাখিবার স্বাভাবিক ভাব, ইহার সৃষ্টির প্রধান কারণ বোধ হয়, স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষদের ঈর্ষা ও তাহাদের উপর অযথা কর্তৃত্ব করিবার অভিলাষ। দেখা যায়, কোন কোন বর্ব্বর জাতির স্ত্রীরা পুরুষদের এই প্রভুত্ব হইতে দূরে থাকিতে চাহিয়া তাহাদের নিজেদের আমোদ-প্রমোদের জন্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দল গঠিত করিয়াছে। এ বিষয়ে পরস্পরের সম্বন্ধে যে প্রবেশ-নিষেধ আছে, তাহা অমান্ত করিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। দক্ষিণ আফ্রিকার বেচুয়ানাদের মধ্যে একটা নিয়ম আছে যে, তাহাদের মাঠে লাঙ্গল দিবে কেবল পুরুষেরা; কোন স্ত্রীলোক এমন কি গোরু বাছুর স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পাইবে না। গ্রীণলণ্ডের এস্কিমোজাতির মধ্যে পুরুষ স্ত্রীর কার্য্যে কিংবা স্ত্রী পুরুষের কার্য্যে কোন প্রকার সহায়তা করিলে তাহা একান্ত গর্হিত ও নিন্দনীয় বলিয়া মনে করা হয়। বোর্নিয়োদ্বীপের আদিম অধিবাসিগণের বালকদিগের পক্ষে হরিণের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। কারণ, উহা বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকদের খাদ্য। বালকরা সে খাদ্য খাইলে হরিণের মত ভীরুস্বভাব হইয়া পড়িবে, এইরূপ তাহাদের বিশ্বাস।

স্ত্রীপুরুষের মধ্যে পার্থক্যবোধ অনেক সময় এত অধিকমাত্রায় পৌঁছিয়াছে যে, স্ত্রীজাতি ও পুরুষ-জাতির জন্ত দুইটী বিভিন্ন ভাষার পর্য্যন্ত সৃষ্টি হইয়াছে। মধ্য আমেরিকার ও দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর ভাগে ক্যারিব-নামে এক বন্তজাতির নিবাস আছে। তাহাদের পুরুষের সহিত কথা বলিতে হইলে একরূপ শব্দ ব্যবহার করিতে হয়;—সে কথা পুরুষে পুরুষেই হউক আর স্ত্রীতে পুরুষেতেই হউক তাহাতে ক্ষতি নাই।—আবার স্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে কথা বলিতে হইলে স্বতন্ত্র শব্দ ব্যবহার করে; পুরুষেরাও যখন কোন স্ত্রীর কথার পুনরুক্তি করে, তখন স্ত্রীদের সেই ভাষাই ব্যবহার করে। আমাদের দেশেও স্ত্রী-পুরুষ-ভেদে ভাষা-ভেদ দেখা যায়। সংস্কৃত নাটকাদিতে নারীগণের পক্ষে শৌরসেনী প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষাই বিহিত হইয়াছে; সংস্কৃত-ভাষা তাহাদের সকলের উপযোগী নহে।

নরনারীর এই পরস্পরকে দূরীকরণের

ইচ্ছা তাহাদিগের আহারেও দেখা যায়। বিবাহ হইলে নরনারী পরস্পর সংযুক্ত হয় এবং তাহাদের পরস্পরের প্রতিকে অতিক্রম করে; এজন্য বিবাহোৎসবে স্বামী-স্ত্রী তাহাদের জীবনে একটীবার মাত্র এক সঙ্গে আহার করে। কোন কোন দেশে বিবাহের সময় স্বামী-স্ত্রীতে পরস্পরের বস্ত্র পরিবর্ত্তন করে, কখন বা পরস্পরের রক্ত-পান করে অথবা পরস্পর পরস্পরের রক্তে 'টীকা' দেয়। তাহাদের এই ধারণা যে, এরূপ অনুষ্ঠান স্বামী-স্ত্রীর প্রভেদ লুপ্ত করিয়া দিবে ও স্বতঃই তাহাদের অন্তমিলনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে।

৩। মহিলা ভ্রমণকারিণী।—মিসেস্ রোজিটা ফরবেশ-নাম্নী একজন ইংরাজ-মহিলা সম্প্রতি উত্তর-আফ্রিকার মরুভূমির ভিতর দিয়া ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন শ্বেতকায় মহিলাই এই স্থান দর্শন করেন নাই এবং প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে একজন জার্ম্মাণ পরিব্রাজক এই স্থানে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মিসেস্ ফরবেস এই সমস্ত স্থান ভ্রমণ করিয়া সেখানকার রাজনৈতিক ও ভৌগলিক অবস্থা এবং বাণিজ্যের সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদিগের মধ্যে একটী উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই ভ্রমণে তাঁহাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল; কয়েকবার ছদ্মবেশে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে হইয়াছিল। একবার তাঁহার জল ফুরাইয়া যায়; দুই-দিন অসহ্য জলকষ্টের পর তৃতীয় দিনে একটী কূপ আবিষ্কৃত হয় এবং তাহাতে তাঁহার ও তাঁহার অনুচরগণের প্রাণরক্ষা হয়। জ্বালানী কাষ্ঠের অভাব, পথপ্রদর্শকের পথ-ভ্রান্তি, অধিবাসিগণের শত্রুতা প্রভৃতি নানা বিপদে তাঁহাকে পড়িতে হইয়াছিল। একবার অসভ্যেরা তাঁহার তাঁবু আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে একটী ভোজ দিয়া পরিতুষ্ট করিয়া সেই-দেশ দেখিবার অনুমতি লাভ করেন। মিসেস্ ফরবেস তাঁহার সহিত ক্যামেরা লইয়া গিয়া সেই দেশের অনেকগুলি ছবি তুলিয়া আনিয়াছেন। ছবিগুলি সে দেশের লোকের পক্ষাতসারে তোলা হইয়াছিল, নচেৎ তাহারা বিপদ্ ঘটাইত। তিনি লণ্ডনে ফিরিবার পর সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী তাঁহাকে প্রাসাদে আহ্বান করেন এবং তিনিও তাঁহার ভ্রমণ-যাত্রার সমস্ত বিবরণ দেন। এই নারী একটী অসমসাহসিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া নারীজাতির অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

৪। কর্ম্মক্ষেত্রে নারীজাতি [illegible] আজকাল অনেক দেশেই স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদের নানাবিধ কর্ম্মক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় দিতেছেন। মিসেস্ লিলিগর্ডন নামে এক মার্কিন মহিলা আমেরিকার যুক্তরাজ্যে মেন প্রদেশে মেন-নদীতে ডুবুরীর কাজ করেন অন্যান্য ডুবরীদিগের অপেক্ষা তাঁহার সাহস ও নৈপুণ্য কিছুমাত্র কম নহে। ঐ রাজ্যের উটা-প্রদেশে মিস্ ক্লেয়ার কার্ত্তসন কেরাণীপদ ছাড়িয়া ডেপুটি শেরিফের (সহকারী দণ্ডনায়ক) কাজ করিতেছেন; তাহাতে তাঁহাকে ফাঁসি দিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়, ডাকাত ধরিবার জন্য তাহাদের আবাসস্থানে গিয়া অনুসন্ধান করিতে হয়, এবং এইরূপ অনেক নারীস্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ করিতে হয়। মণ্টোনার এক সুন্দরী রমণী মিস্ টাইলার ঘোড়-দৌড়ে

সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। অরিগন্ প্রদেশে রোজ সার্জ্জন নামে এক রূপসী বালিকা প্রত্যহ একটী অশ্বিনার বস্ত্র ও নির্জ্জন স্থানের ভিতর দিয়া মাল গাড়ী চালাইয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ কলনীতে এক দল সন্ন্যাসিনী আছেন। তাঁহারা মঠের সমস্ত কাজ ত করেনই, তাহা ছাড়া মাঠে লাঙ্গল দেওয়া হইতে গরুর দুধ দোহা, ঘোড়ার ক্ষুরে 'নাল' বসান, সকল কাজই করিয়া থাকেন। জাপানে নিগাইগাটা-সহরে পঞ্চাশ হইতে একশত জন স্ত্রীলোক এবং ততগুলি পুরুষ প্রত্যহ সেই বন্দরের জাহাজে কয়লা সরবরাহ করে। সুইডেনের নেসোর একদল স্ত্রীলোক সমগ্র ইয়োরোপের মধ্যে তাহাদের মত দমকল চালাইতে দক্ষ বাকি খুব কম আছে। স্ত্রীলোক যে শাসনকর্ত্তার কাজও করিতে পারেন, কিছু দিন পূর্ব্বে মার্কিন-রাজ্যের অন্তর্গত নিউজার্সির শাসনকর্ত্তার অনুপস্থিতিতে তাঁহার সেক্রেটারী মিস্ গ্রাহ্মিস জিল অতিদক্ষতার সহিত তাঁহার কার্য্য পরিচালনা করিয়া তাহা স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। মিসেস্ এলা ক্লিন রিকাট নামে এক কপর্দ্দকশূন্য বিধবা অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়া স্বর্ণের সন্ধানে বাহির হয়েন। তিনি এরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন যে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই দুইটা বৃহৎ খনি হইতে প্রভূত আয় করিতেছেন। মিস্ হিল্টন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদ ছাড়িয়া দিয়া যেখানে স্বর্ণ পাওয়া যায়, এমন স্থলে ভাগ্য-পরীক্ষা করিতে গিয়া এখন তাহার পুরস্কারস্বরূপ একলক্ষ পাউণ্ডের অধিপতি হইয়াছেন। মিসেস্ এলারজ্ রিডার মার্কিন-দেশে একটি খবরের কাগজের অফিসে খাসে ঠিকানা লিখিতেন। তাঁহার মাহিনা ছিল দৈনিক ১ ডলার (প্রায় ৩।০)। টাকা-কড়ির হিসাব-ব্যাপারে তিনি পুরুষ-পণ্ডিতদের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমেরিকার টাকার ব্যাপারে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা। মিসেস্ হেটি গ্রীণ বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করিতেছেন; তাঁহার বয়স ৭০ অতিক্রম করিয়াছে। মিসেস্ রিচার্ড কিংএর পশুশালায় লক্ষ লক্ষ পশু আছে। তিনি তাহার কাজ পরিচালনা করিতেছেন। পশুশালাটি এত বড় যে তাহা ইংলণ্ডের একটি জেলার সমান হইবে।

কি আইন ব্যবসায়, কি বিচারকের কার্য্য, কি ধর্ম্মপ্রচার, কি দেশ-পরিভ্রমণ সকল বিষয়েই এখন পাশ্চাত্য জগতে নারীশক্তির বিকাশ দেখা যাইতেছে। এই জড়বাদিত্বের যুগে নারীজাতির অভ্যুদয়-সম্বন্ধে এই কয়টা সামান্য উদাহরণমাত্র দেওয়া গেল। ইহা ছাড়া আরও অনেক দিকে অনেক নারী তাঁহাদের শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আপনাদিগকে ধন্যা ও জগৎকে ধন্য করিতেছেন।

---

# সাময়িক প্রসঙ্গ।

**শোকসংবাদ।**—এক সময়ে যাঁহাদের অসীম যত্নে ও অযাচিত সাহায্যে বামাবোধিনীর জীবন দীপ নির্ব্বাপিত হইতে পারে নাই, সেই সকল দেবোপম-চরিত্র পরোপকারী নারীহিতৈষী

প্রাচীন শুভানুধ্যায়ী বন্ধুগণ একে একে ইহলোক হইতে অপসারিত হইতেছেন।

বামাবোধিনীর প্রবর্তক ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের তিরোধানের পর যাঁহারা বামাবোধিনীর সম্পাদনের ভার লইয়াছিলেন, সিটী স্কুলের ভূতপূর্ব শিক্ষক ৺শ্যামাকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইনি কিছুকাল নিজের শত কার্যের মধ্যেও নিঃস্বার্থভাবে প্রাণপণ যত্নে ইহার সম্পাদনকার্য পরিচালন করিয়াছিলেন। বামাবোধিনীর এই পরম হিতকারী বন্ধু গত ২৫ আষাঢ় (৯ই জুলাই) বেলা ১২টার সময় তাঁহার নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই অকস্মাৎ তিরোধানে আমরা যারপরনাই ব্যথিত ও মর্মাহত হইয়াছি।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অভ্যুত্থানে দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলনের সময় শ্যামাবাবু ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাহাতে যোগদান করেন এবং ইহার কিছু পরে তিনি সাউথ সুবার্বন স্কুলে শিক্ষকের কার্যে নিযুক্ত হন। তাঁহার

৺শ্যামাকুমার চট্টোপাধ্যায়

ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই এখন দেশের গণ্যমান্য কৃতি-সন্তানরূপে বিরাজমান আছেন। দেশের বহু হিতকর কার্যের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। ভগবান্ তাঁহার আত্মার চির-উন্নতি ও শান্তি-বিধান করুন এবং তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবার-পরিজনের প্রাণে সান্ত্বনা দান করুন।

[illegible] জাপানে একপ্রকার নকল [illegible] হইতেছে। দেখিতে ঠিক [illegible] কিন্তু [illegible] ইহা নকল বলিয়া ধরিতে পারে না। এই [illegible] ঘোর আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে।

উষ্ণ-প্রবাহ।—গতবারে এই বৎসর অত্যধিক গরম পড়িয়াছে। নিউইয়র্ক প্রভৃতি অনেক বড় বড় শহরে গরীব লোকেরা সমুদ্রোপকূলে অথবা উদ্যানে গিয়া রাত কাটাইতেছে অত্যধিক গরমে অনেক লোক মারা [illegible]

গিয়া ছাদ হইতে পড়িয়া অনেকের মৃত্যু হইয়াছে।

যুক্তরাজ্যের ন্যায় ইউরোপেও অনেক স্থানে গরমে লোকের মৃত্যু হইয়াছে। লণ্ডনে আগুন লাগিয়া অনেক ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। ফ্রান্সেও এইরূপ অবস্থা; ইহার উপর আবার জলকষ্ট। জল না হওয়ায় সমস্ত শস্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এক স্থানে এক বালতি জলের মূল্য নয় আনার অধিক হইয়াছে। দক্ষিণ ফ্রান্সে অত্যন্ত শিলাবৃষ্টি হওয়ায় তাহার ফলে সমস্ত শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বেলজিয়মেও অগ্নিকাণ্ড। বারুদের গুদামে আগুন লাগিয়া বিপদ্ ঘটিয়াছে। সর্ব্বত্রই জলাভাব। যাহাতে মেঘ হইতে বারিবর্ষণ হয়, সে জন্য সকলে আকাশে চাউই ছুড়িতেছে।

**ভারতীয় গুপ্ত পাণ্ডুলিপির পুনরুদ্ধার।**—উপাদানের অভাব-বশতঃ ভারত ইতিহাসের পাঠকবর্গ স্বতঃই হতাশ হইয়া আসিতেছেন। ফলতঃ ভাবের প্রসার এবং চরিত্রের উৎকর্ষ সম্যগ্‌রূপে পরিস্ফুট হইতে পারে, এরূপ জাতীয় উপকরণের বিপুল আয়োজন তাহাদের নাই। তাহাদের সম্বল যে একেবারে ক্ষুদ্র, সে-বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পাণ্ডুলিপি ত দূরের কথা, মুদ্রিত কোন গ্রন্থ-সংগ্রহও নিতান্ত কষ্টসাধ্য। সুতরাং ভারত ইতিহাসের উন্নতি-কল্পে উপকরণ-সংগ্রহের বড়ই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতার ইম্পিরিয়াল এবং বাঁকীপুরের খোদাবক্স লাইব্রেরী এই উদ্দেশ্যে পূর্ব্বেই কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারা যে সুযোগটুকু সম্মুখে ধরিতেছেন গবেষণাকারিগণ সেই সুবিধার সমাক্ সদ্ব্যবহারের ত্রুটী করিতেছেন না। আধুনিক যে সকল অমূল্য গ্রন্থরাজি লিখিত হইতেছে, তাহাদের প্রায় অধিকাংশই এই সকল লাইব্রেরী এবং কতিপয় বে-সরকারী লাইব্রেরীর শুভ অনুষ্ঠানের ফল-প্রসূত। যিনি এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বে-সরকারী লাইব্রেরীর তিমির-গর্ভ হইতে লুপ্ত রত্নরাজি সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠতর পুরস্কারের প্রকৃত অধিকারী হইবেন। যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং বিহারের প্রায় অধিকাংশ জেলাই উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর আদিস্থান। এখনও এরূপ অনেক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎকার হয়, যাহাদের নিকট এইরূপ অমূল্য পাণ্ডুলিপি এবং মুদ্রিত গ্রন্থরাজি পাওয়া যাইতেছে। বড়ই সমস্যার বিষয় এই যে, এই লাইব্রেরীগুলি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত এবং এই সকলের স্বত্বাধিকারীর সাহায্য ব্যতিরেকে প্রকৃত প্রমাণ সংগ্রহ করা সুদূর-পরাহত। যদি কোন পাঠক ভারত ইতিহাসের যে কোন অধ্যায়ের হিন্দুস্থানী, হিন্দী, পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী, ইংরেজী অথবা পারস্য ভাষায় লিখিত কোন পুরাতন পাণ্ডুলিপির স্বত্বাধিকারী হন, অথবা এইরূপ স্বত্বাধিকারীর সহিত পরিচিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি পত্র লিখিয়া ডক্টর্ এস এ খাঁ, এম্ এ, এলাহাবাদ ইউনিভারসিটির ইতিহাসের অধ্যাপক-মহাশয়কে জানাইলে তিনি অত্যন্ত বাধিত হইবেন। তিনি মুদ্রিত পুস্তক অথবা পাণ্ডুলিপির জন্য উপযুক্ত মূল্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত। যদি কেহ উহা হস্তান্তর করিতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে সেই পাণ্ডুলিপির অনুলিপি প্রস্তুত করিবার অনুমতির জন্য তাঁহাকে উপযুক্ত অর্থ প্রদান করা যাইবে।